প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৬০

প্রকাশক : ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০১২

মুদ্রক :
শ্রীশিশিরকুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

This is a Co-production of Horst Erdmann Verlag & Co., Tuebingen and Grantha Prakas, Calcutta.

কেয়া চক্রবর্তীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে–

Hildebrand পরিবারের Mutti, Karin,

Uschi আর Dieter-কে

ভাঙাপট

অভিনয়ে

মন্টু	শান্তিরঞ্জন গুহ
আলো	সত্যরঞ্জন তালুকদার
আরদালী	রতন ভৌমিক
আকালু	অবিনাশ দত্ত
সাঃ অফিসার	ধীরেন ঘোষ
পালান	ব্রজবল্লভ সাহা
ভোলা	প্রভাস সমাজদার
রূপা	ভূদেব দত্ত
গ্রামবাসী	অর্ধেন্দু সরকার, সুধন ভট্টাচার্য্য, সাধন মজুমদার, স্বপন রায়, গৌতম সেন, মুকুট মজুমদার, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মতির মা	চয়নিকা গুহ
ইতু	রীতা দত্তগুপ্ত
লক্ষ্মী	অজিতা দাস
কুসুম	পুষ্প সমাজদার
গ্রাম্য স্ত্রীলোক	করবী রায়
গ্রাম্য মেয়ে	মানসী ভৌমিক

[গ্রামের মোড়ল মনুর বাড়ীর বাইরের অংশ। মঞ্চের সামনের দিকে একটু ডানদিকে একটা মস্ত গাছ, তাব গোড়াটা বাঁধান। বাড়ীর বাইরের দিকের বারান্দায় মোড়ায় বসে মনু পায়ে ন্যাকড়া জড়াচ্ছে। সময় সকাল।]

প্রথম দৃশ্য

[গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার মশাই আলোর প্রবেশ]

আলো আরে, একি মনুদা, তোমার এ কী হাল হয়েছে?

মনু আর বল কেন মাস্টার, কপাল। যাকে বলে গিয়ে ললাটস্ক লিখনং। কপালে লিখিতং ঝাঁটা, কোন শালা কি করিস্যন্তি। নইলে শুকনো মাটিতে কেউ আছাড় খায়!

আলো এই সাত সকালেই আছাড় খেয়ে বসলে?

মনু ঐ যে বললাম না, ললাটস্ক লিখনং!

আলো সর্বনাশ কাণ্ড বাধিয়েছ। তুমি যে আমাদের পূর্বতম পুরুষের মতই দিনটা শুরু করলে। তার নামও তো ছিল তোমার মতই —মনু। তবে সে আছাড় খেয়েছিল বলে বিখ্যাত হয়েছে, আমরা আসতে পেরেছি এই পৃথিবীতে। এবার তাহলে তুমিও বিখ্যাত হবে। [কথা বলতে বলতে বারান্দায় উঠে আর একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসল। এবার আরো ভালভাবে মনুর দিকে নজর করে] কি সাংঘাতিক কথা, এ্যাঁ! এ কী চেহারা তোমার? মনুদা, পৃথিবীর প্রথম মানুষের মত তোমারও—

মনু তার মানে?

আলো মানে, ঐ পতনের কথা বলছি।

মনু পতন? মানে? [আলোর দিকে ভাল করে দেখে] আলো, সাবধান। বলছি তো, সকালবেলাই একটা আছাড় খেয়েছি।

আলো সকাল বেলায় আছাড় খেয়েছ, বেশ করেছ। কিন্তু দাদা, সেটা খেলে কি করে? এই খালি পেটে—

মনু আরে এইতো, ঘুম ভেঙেছে, বিছানা থেকে নামতে যাব, ব্যাস্! ভগবানের নাম মাথায় উঠল, আমি হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

আলো আর ঐ বাঁ পাটা ওমনি মচাং—

মনু হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ।

আলো সবই তার ইচ্ছা, বুঝলে কিনা; একেই বলে ঈশ্বরের লীলা! তোমার ঐ বাঁ পাটা, তোমার পাপের বোঝা আর বইতে চায় না।

মনু তার মানে? কী সব বলছ? তোমার কথার তো বাপু মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না!

আলো বলছি, তোমার ঐ পা-টা বোধহয় আর—মানে, এই পাপের পৃথিবীতে চলতে চাইছে না। তাই ভেঙে বসে আছে। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ, আর কি!

মনু আমার পা চলতে চাইবে না। তা কি হয়! এক পা যেখানে যাবে অন্য পা-ও সেখানে যাবে। যেতে বাধ্য। নইলে ঝেঁটিয়ে—

আলো আহা, আহা! ওভাবে গালমন্দ করো না। আবার তোমার ডান পা-টাও বিগড়ে না যায়। ওটাই তোমার একমাত্র সম্বল, ওটা বিগড়ে গেলে তোমার এই লাশ—

মনু লাশ? লাশ মানে?—আলো মাস্টার, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। জলজ্যান্ত মানুষটা; আর বলে কিনা লাশ!

আলো না মানে, তোমার এই—কি বলে, তোমার এই দেহটার কথা বলছিলাম। তোমার তো এখন ঐ একটা পা-ই সম্বল। বাঁ পা-টা তোমার কথামত চলতে চাইল না। তাই তো তুমি দিলে সেটা ভেঙে। এখন ওই ডান পা-ই তোমার একমাত্র সম্বল। ওটা তোমার কথা শোনে, ওটাকে—

মনু শোনে তো। শুনবেই তো। আমি মোড়ল, আমার কথা শুনবে না তো তোমার কথা শুনবে? সবাই শুনবে আমায় কথা। যে না শুনবে, তার অবস্থা হবে এই বাঁ পায়ের মত। খেয়াল রেখ, আলো মাস্টার।

আলো তা না হয় রাখলাম। কিন্তু তুমি একবার তোমার মুখের কথাটা ভেবেছ?

মনু মুখের কথা মানে? কী হয়েছে আমার মুখে?

আলো এখনো টের পাওনি? ছাল-চামড়া উঠে যে একেবারে বিতিকিশ্রী কাণ্ড। গালের আধখানা তো হাওয়া।

মনু হাওয়া ? কোথায় গেল ?

আলো সে তুমিই জান, কোথায় গেল। তবে কতটা নেই, তা যদি জানতে চাও তো অনুমানে বলি। এই পাঁচ পোটাক। দাঁড়াও। [উঠে গিয়ে ঘরের ভেতর থেকে একটা আয়না এনে মনুর হাতে দিল] দেখ। তুমিই জান কোথায় গেছিলে। মাদারের ঝাড়ে মুখ ঘসে দিলে অনেকটা এরকম হয়।

মনু মাদারের ঝাড় ! [আয়নায় মুখ দেখে] তাই তো ! ছাল চামড়া যে সব উঠে গেছে ? নাকটা কেমন—

আলো আর চোখটা ?

মনু চোখটা ? কেন, চোখে কী হয়েছে ? চোখে কিছু হয়নি।

আলো ঐতো, দেখতে পাচ্ছ না ? এত বড় একটা ডিম। একেবারে চাষাড়ে ঠেঙানী দিয়েছে।

মনু ঠেঙানী ? ঠেঙানীটা কোথায় দেখলে ?

আলো না, মানে সেই রকম মনে হচ্ছে। চোখটা ফুলে উঠেছে কিনা !

মনু চোখ কোথায় ? ওটা তো চোখের ওপরের হাডটা। আশ্চর্য, ওটা আমি টেরই পাইনি !

আলো তাই হয়। মারামারির সময় সব টের পাওয়া যায় না।

মনু মারামারি মানে ? মারামারিটা আবার দেখলে কোথায় ? তখন থেকে কিসব বকে চলেছ। তবে হ্যাঁ, ধস্তাধস্তি একটা হয়েছিল।

আলো ঐ একই কথা। যারা করে তাদের কাছে ধস্তাধস্তি—আসলে মারামারি।

মনু [ভেঙ্‌চি কেটে] ম্যারাম্যারি ! বলি, আমার কথাটা শুনবে ? আসল ব্যাপারটা ?

আলো বল।

মনু আসল ব্যাপারটা হচ্ছে—সকাল বেলা তো ঘুম থেকে উঠেছি। ভগবানের নাম নিয়ে বিছানা থেকে নামতে যাব, ব্যাস্—দুর্গানাম মাথায় উঠল, খেলাম আছাড়। আছাড় খেয়ে পড়বার মুখে ধরতে গেছি কাপড়টা—ওটা দড়িতে মেলে দেয়া ছিল—কাপডটা ধরতে গেছিতো ? তা কাপড়টা গেল ছিঁড়ে। পুরোনো কাপড ছিঁড়ে ফাতা ফাতা, হুমড়ি খেয়ে পডলাম। পড়বি তো পড় সোজা ঐ ছাগলটার ঘাড়ে। ওটা যে কখন এসে ঠিক জায়গামত দাঁড়িয়ে ছিল, তাতো আর আমি জানি না। গেল মাথাটা ওর

শিং-এর সাথে ঠুকে। তারপর শুরু হল কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। এই গেল গিয়ে তোমার মোদ্দা ব্যাপারটা। এবার দেখ, আমার এই হাল, আর ঐ দেখ ছাগলটা, দিব্বি কাঁঠালপাতা চিবোচ্ছে। তাইতো বলছিলাম, ললাটঙ্ক লিখনং।

আলো [হেসে] খাসা, খাসা!

মনু হারামজাদা, খুব মজা! তাই না!

আলো মজা হবে না? তোমার তুলনা হয়, সেই যে আগে বলেছি, সেই মনুর সঙ্গে, আমাদের পূর্বপুরুষের সঙ্গে। আবার সেই মনুর পতন। তফাৎটা কেবল, এবার পতন বিছানা থেকে।

মনু তোমার মাস্টার, কেবল ঠাট্টা আর ইয়ার্কি। আমি মরছি আমার জ্বালায়—রাখো দিকি তোমার ঠাট্টা, কাজের কথা বল। নতুন খবর কিছু আছে কিনা তাই বল।

আলো ঐ যাঃ! ভুলেই গেছিলাম। নতুন খবর বলতেই তো আসা। জব্বর খবর।

মনু জব্বর খবর? কী খবর?

আলো বালুরঘাট থেকে লোক আসছে।

মনু কে আসছে?

আলো এস. ডি. ও. সাহেব। নাম শুনেই কালা হয়ে গেলে? সাহেব আসছে পাঞ্চায়েতগুলো দেখতে। আজ আসবে এখানে।

মনু এখানে আসছে? এসডিউ, আজ? যতসব গাঁজাখুরি গল্প!

আলো এই দেখ, বিশ্বাস করে না। এই চোখ ছুঁয়ে বলছি। সত্যি, সত্যি, সত্যি। তিন সত্যি কাটছি।

মনু রাখ দিকি তোমার তিন সত্যি!

আলো শোন আমার কথাটা। সাহেব আসছে। কাল এসে পৌঁছেছে বোল্লায়। সেখানে গ্রাম পাঞ্চায়েত নিস্‌পিকশন করেছে। আকালু দেখে এসেছে। একজোড়া তেজী বলদ আর একটা ঝকঝকে নতুন গাড়ী। এই গ্রামের দিকে মুখ করে রওনা হবার জন্য তৈরী।

মনু আজই আসছে এখানে? এসডিউ সাহেব? তার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। হুঃ, যত্তোসব!

আলো শোন মনুদা, বোল্লা যখন এসেছে, তখন সে এখানেও আসবে। সময় থাকতে বলে দিলাম, সাবধান হও।

মনু আরে ধুর!

আলো বিশ্বাস কর।

মনু এবার তুমি শোন, আলো মাস্টার। এতক্ষণ অনেক বকর বকর করেছে। এবার আমার কথা শোন, তোমার ওই গল্প অন্য কোথাও বলগে, যাও।

আলো আকালু নিজে দেখে এসেছে।

মনু ধুর! ঐ চাষা ভূসোর কথা ছাড় দিকি! ওগুলোর কথা শুনতে আছে? ওরা জানে কিছু, না বোঝে? ওদের কথা বাদ দাও।

আলো এখন বিশ্বাস করছ না। পরে টের পাবে মজাটা, যখন দেখবে এস. ডি. ও. সাহেবের বলদদুটো তোমার ঐ গাছতলায় বিচালী খাচ্ছে, আর সাহেব বসে আছে এই মোড়াটায়।

মনু এসডিউ সাহেব এসে বসবে ঐ মোড়ায়? কথা নেই, বার্তা নেই একটা খবর পর্যন্ত দেয়া নেই, হুট বলতে এসে পড়বে? একি তোমাদের মত গাঁইয়া নাকি? এই এলাম বলে গামছা বগলে নিয়ে কুটুমবাড়ী গিয়ে হাজির! এর নাম এসডিউ সাহেব। ওসব সাহেব স্থবোর খবর তোমরা বুঝবে না।

আলো বুঝতে চাচ্ছ না তুমিই। এই এস. ডি. ও. নতুন এসেছে। নিজে ঘুরে দেখে নিতে চায় তার এলাকার গ্রাম পাঞ্চায়েতগুলো।

মনু শোন, তোমার ওই সাহেব আসছে না। আর এলেই বা কি! তাতে অত ভয় পাবার কি আছে?

আলো না, ভয়ের আর কি। ভয়ের কিছু নেই। তবে ঐ বোল্লাতে খাতাপত্তর সব দেখেছে, টাকা পয়সার হিসাব চেয়েছে। মন ওঠেনি, তাই সেখানকার মোড়লকে জেলে পাঠাবার হাল করেছে। কেন? তা জানিনা বাপু। ওসব সরকারী কারবার।

মনু কি সর্বনাশ! এত কাণ্ড? ঐ চাষাটা বলল বুঝি?

আলো আরো অনেক কথাই বলেছে।

মনু অঁ্যা, কী কথা?

আলো ওই মোড়লকে নজরবন্দী করে রেখেছিল। বাড়ীর বাইরে যাওয়া নিষেধ। আজ ভোরে কে যেন একজন দেখতে পায়, মোড়ল গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। তাড়াতাড়ি দড়ি কেটে নামান হয়। ডাক্তার ডাকা হয়। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে, মাথায় কলসী কলসী জল ঢেলে এ যাত্রা তাকে বাঁচানো গেছে।

মনু অ্যাঃ, বল কি! এত কাণ্ড?

আলো এখন তাকে ঘরের মধ্যে পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছে। মড়ার মত পড়ে আছে। মনে হয় বালুরঘাট সদরে চালান করবে। একজন নতুন মোড়লও নাকি ঠিক হয়ে গেছে।

মনু কি সর্বনাশ, কি সর্বনাশ! জোচ্চোর ছিল বটে লোকটা। চামার, নইলে কিন্তু মানুষটা ভালই ছিল। শেষকালে ওই ভাল-মানুষের ছেলের এই হাল! এই এসডিউ সাহেবের পাল্লায় পড়ে নাজেহাল হয়েছে। লোকটা হারামজাদার একশেষ। কিন্তু তুমিই বল আলোভাই, এটা কি ঠিক! না বাপু, এসডিউ এটা ঠিক কাজ করেনি। যাহোক করে খাচ্ছিল লোকটা, এখন জেলে ঘানি টানতে হবে। কে দেখবে তার পরিবার? ওর বৌ-ছেলে-মেয়ের কথা ভাব। দেখবে তোমার ঐ এসডিউ?

আলো আকালু বলছিল, সেইসব ঝঞ্ঝাটের জন্যই নাকি সাহেবের রওনা হতে দেরী হয়ে গেছে। নইলে এতক্ষণ এখানে পৌঁছে যেত। তা, দুপুর নাগাদ এসে যাবে মনে হচ্ছে।

মনু দুপুর নাগাদ! সর্বনাশ! তাহলে তো আর সময় নেই। আলোভাই, বাঁচাও। তুমি হলে গিয়ে বন্ধু মানুষ। তুমি না দেখলে কে দেখবে? কথায় বলে, রাজদ্বারে শ্মশানে চ। আমার তো এখন শ্মশান যাত্রার হাল। জানি, তোমার মোড়ল হবার ইচ্ছে। সে তুমি পরে হয়ো। এবারটা আমায় বাঁচাও। তোমার মত লেখা পড়া জানা লোক মোড়ল হবে, সে তো হক্ কথা, গ্রামের মঙ্গল হবে তাতে, সম্মান বাড়বে। কিন্তু ভাই, এবারটি তোমার দাদাকে বাঁচিয়ে দাও। তোমার পায়ে পড়ি।

আলো আরে ছি-ছি! করছ কি মনুদা! তুমি হলে গিয়ে আমার দাদা; একে দাদা তায় বয়সে বড়, ওতে যে অকল্যাণ হবে। আর, মোড়ল হবার কথা কী বলছ? মোড়ল হতে চাই, আমি? সেই ভাগ্য আমার? মানে আমি কোনদিন সেকথা বলেছি?

মনু আহা, বলতে হবে কেন? আমরা বুঝি না? আর তুমি মোড়ল হবে না, তো কে হবে শুনি। এত লেখাপড়া তোমার! কতই তো দেখলাম এই জীবনে, কত এমে পাশ, কত বিয়ে পাশ, চাইকি দুচারটে মেট্রিক পাশ যে না দেখেছি তা নয়—তবে তোমার মত অমন গুছিয়ে কথা বলুক দেখি আর কেউ। তুমি তো ভায়া ঐ

এসডিউ সাহেবেরও কান কাটতে পার। নেহাত বিনয়ী ছেলে তুমি, ভাই। তাইতো বলছিলাম, তোমার মতন এমন হীরের টুকরো থাকতে এ গাঁয়ের মোড়ল অপদস্থ হবে, সেটা কি ঠিক হবে, তাতে থাকবে গাঁয়ের সম্মান, গাঁয়ের ইজ্জৎ। তোমার সঙ্গে কথায় ঐ এসডিউ এঁটে উঠতে পারবে না। তার কম্মই না। বাঁচাও ভাই, তোমার দাদাকে বাঁচাও, তোমার গ্রামকে বাঁচাও!

আলো বেশ তো, কি করতে হবে বল।

মনু এই তো, লক্ষ্মী ছেলের মত কথা। জানইতো ভাই, আমি মোড়ল বটে, তবে মানুষতো! একটু আধটু দোষ-ত্রুটি যে আমার নেই, সেকথা আমার অতি বড় শত্রুও মুখে আনতে পারবে না।

আলো আনেও না কেউ।

মনু ভবেই দেখ। হ্যাঁ, কী বললে? [আসন্ন বিপদের কথা ভেবে নিজেকে সংযত করল] তাছাড়া আমার আর কটাদিন বই তো নয়, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখন তিনি নিলেই বাঁচি। [ঈশ্বরের উদ্দেশে হাত জোড করল, কপালে ঠেকাল] ভগবান, আমাকে আয়ু দাও মা! [জিভ্ কেটে] বাবা! হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আমি সঙ্গে যাব, আর তুমি পাবে আমার সিংহাসন, হবে মোড়ল। আমি জনে জনে ডাক দিয়ে বলে যাব। বলবো আর কি, বলা তো আছেই, নইলে ওরা তোমাকে এত খাতির করে, তা কি ওমনি ওমনি!

আলো তার মানে?

মনু না-না। মানে—বলতেই বা হবে কেন, ওরা বোঝে না? আগুন কখনো ছাই চাপা দেয়া যায়? তবে তুমি কিন্তু ভাই কথা দিয়েছে। এবার এস, আমরা একটু গুছিয়ে গাছিয়ে নিই। ভালকথা, গতবার যে নতুন দুটো টিউকলের টাকা দিয়েছিল গবরমেন, সে টাকা ভাই আমি খেয়ে ফেলেছি! ওই ব্যাপারটা একটু সামলে নিও ভাই।

[দুজনেই ভিতরের দিকে চলে গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[নেপথ্যে হাঁক দিতে দিতে এস. ডি. ও.-র আর্দালীর প্রবেশ]

আর্দালী মোড়ল মশাই, ও মোড়ল মশাই! বলি ও মোড়ল, বাড়ী আছেন?

মনু [তাড়াহুড়ায় ঘর থেকে বার হতে গিয়ে ভাঙাপায়ে ব্যথা পেল] আছি হুজুর, আছি। আধখানা হয়ে আছি। পেন্নাম হই হুজুর!

আলো [মনুর পেছন পেছন প্রবেশ] আরে ও মনুদা, করছ কী? এ এস, ডি. ও. সাহেব নয়।

মনু কি! এসডিউ নয়!

আলো এ তার—

মনু কী চাই এখানে? ভাগো! আমি ব্যস্ত হ্যায়। আজ কিছু নেহী হোগা। আজ এসডিউ সাহেবকে নিমন্ত্রণ করা হ্যায়। আজ এখানে খানাপিনা হোগা। সন্ধ্যের দিকে এস, যদি কিছু বাঁচেগা তো তখন পায়েগা। এখন যাও দেখি!

আলো আঃ, কী হচ্ছে মনুদা? থাম তো! এ হলো গিয়ে এস. ডি. ও. সাহেবের আর্দালী।

মনু অ্যাঁ! তবে তো পেন্নামটা ঠিকই ছিল। তুমিই তো দিলে সব গুলিয়ে। [আর্দালীকে] আসুন হুজুর, আসুন। আসুন! ওরে ও লক্ষ্মী! হারামজাদী, এদিকে আয় হতভাগী! তোর মা কোথায়?

আলো এ তো মহা মুস্কিলে পড়া গেল! তুমি এক দণ্ড থামবে?

মনু থামবো? থামবো কেন? অতিথি এসেছে, যেমন তেমন অতিথি নয়, স্বয়ং এসডিউ সাহেবের আর্দালী? আর্দালী কী গো, আলো ভাই?

আলো [মনুকে আড়ালে] চাকর।

মনু অ্যাঃ! চা-ক-র! হারাম—

আলো তুমি চুপ করবে, না আমি চলে যাব?

মনু না, না! বাঁচাও বাঁচাও! আর্দালী ভাই, আমাকে বাঁচাও!

আলো তুমি থাম। আমি দেখছি। [আর্দালীকে] তা, কী খবর?

আর্দালী সাহেব এগাঁয়ে আসছেন, এস-ডি-ও সাহেব।

আলো কোথায় তিনি ?

আর্দালী এ গাঁ থেকে ক্রোশখানেক দূরে। গাড়ীর চাকাটা ভেঙে গেছে।

মনু হ্যাঁ:, ভেঙে গেছে ? [আনন্দ] ঘাড় ভেঙেছে ? জয় কালী! মরে গেছে। আপদ গেছে।

আলো আঃ, মনুদা!

মনু [আপন মনে] হোস কালী, মোষ দেব। হোস কালী মোষ দেব।···

আলো চাকা ভাঙল কী করে ?

আর্দালী আপনাদের রাস্তার যা হাল! ঐ ক্রোশখানেক দূরে যে একটা বটগাছ আছে, ওখানে রাস্তা জুড়ে তো এক প্রকাণ্ড খাল মত। সেখানে গাড়ীটা হঠাৎ কাত্ হয়ে পড়ে।

মনু কাত্, গাড়ী কাত্, বাজী মাত্! হোস কালী মোষ দেব···

আর্দালী আর তাতেই চাকাটা ভেঙে গেল।

মনু ঠাকুর আছেন হে, আলোভাই! ঠাকুর আছেন। ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। [আপন মনে] গাড়ী কাত্, বাজী মাত্! মুখ রেখেছিস্ কালী। তবে মাগো, গরীব মানুষ আমি, মোষ কোথায় পাব, মোষ তো আর দিতে পারব না। একটা পাঁঠাতেই সন্তুষ্ট হোস মা। বরাবরের মতই পাবি একটা পাঁঠা। ওটাই তোর ভক্তের দান বলে গ্রহণ করিস্ মা!

আলো তা সাহেব আঘাত-টাঘাত পাননি তো ?

আর্দালী তা পেয়েছেন বৈকি!

মনু পাবেই তো, এর নাম কালী, দেবতা।

আর্দালী সামান্য চোট লেগেছে হাতে, বাঁহাতটা একটু মচ্‌কে গেছে।

আলো হাত ভেঙে গেছে ? কি সর্বনাশ!

মনু সর্বনাশ কেন ? ভালই তো, আলোভাই! ভালই হয়েছে। ঠাকুর বাঁচিয়েছেন।

আলো আঃ, তুমি থাম মনুদা!

মনু ঠাকুর বাঁচিয়েছেন, ঠাকুর বাঁচিয়েছেন···[আনন্দে নাচতে গিয়ে ভাঙাপায়ে ব্যথা পেল]

আলো তা, ডাক্তার-টাক্তার-ডাকা হয়েছে ?

মনু ডাক্তার কী করবে ? খোদার ওপর খোদকারী ? সবই মায়ের ইচ্ছা। তোমার জয় হোক মাগো!

আর্দালী আরে না। ডাক্তার-ফাক্তার লাগবে না। তেমন কিছু না। জলপটি দেয়া হয়েছে, এতক্ষণ বোধহয় ঠিকও হয়ে গেছে।

আলো তা, চাকাটা মেরামত না হলে তো—

আর্দালী আমি একটা লোককে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে আপাতত জোড়াতালি দিয়ে যাহোক করে সারিয়ে দেবে। তারপর এখানে এলে যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

আলো সেই ভাল। সাহেবের যে কোনো অনিষ্ট হয়নি, এটাই ভাগ্যের কথা। ভাগ্যের জোরেই এযাত্রা প্রাণে বেঁচে গেছেন।

মনু হ্যাঁ! প্রাণে বেঁচে গেছেন মানে? প্রাণে বাঁচবেন কেন?

আলো ভগবান বাঁচিয়েছেন।

মনু [আপন মনে] বাঁচিয়ে রেখেছিস মাগো, তা বেশ করেছিস তবে মেরে ফেললেই ভাল করতি। মোষটাই পেতি। মন্দের ভাল তবু যে জখম হয়েছে। তার জন্য তো আর একটা আস্ত মোষ দেওয়া যায় না, তোরই কপাল মন্দ। মোষটা পেতি, পেলি না। পাবি সেই বারোয়ারী পাঁঠা।

আলো তা, এস-ডি-ও সাহেব হঠাৎ—

আর্দালী ইনস্‌পেকশানে বেরিয়েছেন। কাল বোল্লার কাজ শেষ হয়েছে। সেখানে একটু হাঙ্গামা হবার ফলেই আমাদের আসতে দেরী হল। না হলে আমরা সকালের দিকেই এগাঁয়ে পৌছে যেতাম।

আলো হঠাৎ নিস্‌পেকশন কেন?

আর্দালী নতুন এসেচেন, ছেলেমানুষ, দেশের উন্নতি করতে চান। অল্প বয়সে যা হয় আরকি। দু-চার বছর গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের যত ভোগান্তি! এইতো, প্রথম দিনই তো নরহত্যার দায়ে পড়ছিলেন।

মনু হত্যা আর হল কৈ? বেঁচেই তো গেছে এ যাত্রা।

আর্দালী হ্যাঁ, কপালের জোরে। লোকজন দেখে ফেলেছিল বলে এযাত্রা রক্ষা পেল সবদিক।

আলো এখানে এসে তারপর?

আর্দালী এখানকার কাজ শেষ হলে আজই বিকেলে রওনা হব আমরা আটোরের দিকে।

আলো বেশ বাপু, তুমি সাহেবকে আমাদের পেন্নাম জানাও গিয়ে। আমরা এদিকে একটু ব্যবস্থা ট্যাবস্থা করি।

আর্দালী আরে না, না। ব্যবস্থা ফ্যাবস্থা করতে হবে না। সাহেব যেন টের না পায়, যে আমি এসে খবর দিয়ে গেছি। মনে থাকে যেন—তাহলে এবার আমার বিদেয়টা—

আলো বিদেয় ?

আর্দালী এই, মানে—আমরা একটু পান-টান খেয়ে থাকি—

আলো ও, হ্যাঁ। মনুদা, দুটো টাকা দাও।

মনু দু-ই টাকা! কী হবে ?

আলো এত কোর্ট-কাছারী কর, আর এটুকু জান না ? আর্দালী সাহেবের পান-টান খাবার অভ্যেস, তাই—

মনু হ্যাঁ, সে তো ঠিক কথা। দাঁড়াও ভাই, একটু দাঁড়াও।

[প্রস্থান]

আলো ইয়ে, আর্দালী সাহেব, মানে বলছিলাম কি, এস-ডি-ও সাহেবও কি পান-তামাক খান নাকি ? [আঙ্গুল দিয়ে পয়সার ইঙ্গিত করল]

আর্দালী [জিভ্ কেটে] আরে না-না! ও কম্মও করবেন না। সব শুদ্ধ হাজতে পুরে দেবে। বলেছি না, ছেলেমানুষ!

[মনু এসে দুটো টাকা দিল। টাকা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে]

তবে ওই প্রথম দুচার বছর, তারপর মানুষ হবে। তাহলে, আমি চলি। সাহেব আবার একা আছে।

[প্রস্থান]

মনু শালা, শুধু পয়সা খাওয়ার ধান্দা।

আলো মনুদা, এবার তুমি তৈরী হও।

মনু তুমি তো বাপু তৈরী হও বলেই খালাস। তৈরীটা হবো কোথায় ? সর্বাঙ্গে বিষ ব্যথা।

আলো তাবলে জুতো জামা পড়বে না ? স্নান করেছ ?

মনু [ভেংচি কেটে] স্নান করেছ ? বলি, স্নান করি কি করে! সময় পেলাম কোথায় ? তাছাড়া সর্বাঙ্গে তো ন্যাকড়া জড়ানো। তোমার কী আক্কেল বিবেচনা বলে কিছু নেই ?

আলো ঐ যাহোক করে একটু মুছে টুছে নাও। [বাড়ির ভিতরদিকে হাঁক দিয়ে] ওরে ও লক্ষ্মী, তোর বাবার জুতো জোড়া নিয়ে আয়।

মনু ও হারামজাদী গেল কোথায়? তুমি একটু দেখ তো মাস্টার— ইয়ে আলোভাই। আমি যাই, পুকুরে গিয়ে এই ডান পা-টাই একটু ধুয়েটুয়ে আসি।

[প্রস্থান]

আলো আজ একটা কেচ্ছা হবে, বুড়ো মরেছে।

[জুতো হাতে লক্ষ্মীর প্রবেশ। নোংরা লাল কেড্‌স]

লক্ষ্মী কে মরেছে আলোদা?

আলো আবার কে, তোর বাবা।

লক্ষ্মী অ্যাঁ! [হাত থেকে জুতো জোড়া পড়ে গেল] ওরে একি সব্বনাশ হলো রে! আমার বাবা মরে গেছে রে! [আলো হাসতে চেষ্টা করছে।] ও মাগো, তুমি কোথায় গেলে গো। বাবা যে মরে গেছে গো, ওরে বাবা রে—

[ব্যস্ত সমস্ত ভাবে মনুর প্রবেশ]

মনু আরে, এ আবার কী? এটা আবার মড়া কান্না জুড়ে বসল কেন।

লক্ষ্মী বাবা মরে গেলে তো কাঁদতেই হয় গো—। [মনুকে] ও বাবা, তুমি তো এখনো জাননা গো, আমার বাবা যে মরে—[হঠাৎ কান্না থামিয়ে] এই আলোদা, তুমি যে বললে বাবা মরে গেছে! এই তো বাবা। তবে আমি কাঁদলাম কার জন্য?

আলো আরে বাপু, মরা মানে কি সবসময় মরা নাকি!

মনু বাঃ, বাঃ, বাহোবা, বাঃ! আমাদের গ্রামের মাস্টার! মরা মানে মরা নয়। বলিহারি! [লক্ষ্মীকে] অরে তুই হারামজাদী 'আলোদা আলোদা' করছিস্ কেন? থেটারী ঢঙ। 'কাকা' বলবি, আলো আমার ভাই! বাপের ভাইকে আবার 'দাদা' বলে কে? হ্যাঁ! আলো হচ্ছে এ গাঁয়ের মাস্টার, সেই সম্মান তাকে দিবি। হোক সে মুক্ষু, সে না হয় আমি জানলাম। লোকের চোখে সে মাস্টার আর আমার ভাইয়ের মত। যা এবার, আমার জুতো-জামা নিয়ে আয়।

লক্ষ্মী এই তো জুতো।

মনু [ভেঙচি কেটে] এই তো জুতো। বলি, জামা আনবে কে? যা!

[লক্ষ্মীর প্রস্থান]

তুমিও বাপু বলিহারী যাই। একটু ওদিকে গেছি, আর ওমনি আমার মেয়েটাকে ফুস্‌লাতে লেগে গেছ! ওর বাবা মরে গেছে? বাহোবা! বলিহারী তোমার আক্কেল!

আলো বেশ, তবে আমি চললাম। যা নয় তাই বলে গালিগালাজ করবে, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই শুনব, সে বান্দা তুমি আমাকে পাওনি। থাকো তুমি তোমার এস-ডি-ও সাহেবকে নিয়ে, নিজেই সামাল দাও। আমি চললাম। [প্রস্থানোদ্যত]

মনু এসডিউ সাহেব! ওরে বাবারে, ভুলেই গেছিলামরে! যেও না বাবা, আমার বাবাজীবন! ভাই আমার, তোমার মনুদাদাকে এভাবে পথে বসিও না। ভুল হয়ে গেছিল রে ভাই, রাগ করো না। তোমরা শিক্ষিত মানুষ, তোমরা না বাঁচালে কে বাঁচাবে বল! এ গাঁয়ের মান সম্মান, সব তোমার হাতে। সে সম্মান তুমি না বাঁচালে কে বাঁচাবে? এই যাত্রাটা আমাকে বাঁচাও, ভাই।

আলো এখন খেয়াল হয়েছে। মনে থাকবে তো কথাটা?

মনু এ কি আর ভুল হয়রে ভাই। সামনে এতবড় বিপদ।

আলো বেশ, তাহলে এবার থেকে একটু সামলে চলো।

লক্ষ্মী [একটা সাবান কাচা হাফ্ সার্ট আর একটা ধুতি নিয়ে এল] এই নাও।

মনু দে মা, আমার কাছে দে। আর, তোর আলোদাকে একটু হাওয়া কর। আমি জামা-কাপড়টা ছেড়ে আসি।

[ভেতর দিকে প্রস্থান]

লক্ষ্মী বাবার কী হয়েছে আলোদা? এই এক রকম, আবার অন্য রকম।

আলো ভীমরতি। এস-ডি-ও আসছে শুনে পাগল—

লক্ষ্মী পাগল? [ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদতে গেল।]

আলো আরে না-না, পাগল না, মাথার ঠিক নেই।

লক্ষ্মী সেতো একই কথা হলো। [কাঁদ কাঁদ ভাব।]

আলো ওরে বাবা, একী যন্ত্রনা? পাগলও না, মাথাও খারাপ না। ভয় পেয়েছে, ভয়

লক্ষ্মী ভয় পেয়েছে? বাবা? কাকে?

আলো আজ এস-ডি-ও সাহেব আসছে। সেই কথা শুনে বুড়ো ভয় পেয়ে গেছে।

লক্ষ্মী এস-ডি-ও সাহেব ? সে আবার কে ? গান্ধী মহারাজ নাকি ?

আলো না না, গান্ধী মহারাজ না, তবে প্রায় সেই রকম।

[মনুর প্রবেশ]

মনু লক্ষ্মী, মা আমার, ঘরদোর একটু পরিষ্কার ক'রে ঝেড়ে পুছে রাখ মা। আমি যাই, একটু দই মিষ্টির ব্যবস্থা করে আনিগে।

আলো ঐ খোঁড়া পা নিয়ে তোমাকে আর সাত রাজ্যি ঘুরতে হবে না। তুমি বরং তৈরী হয়ে নাও। এস-ডি-ও সাহেবের আসার সময় হয়ে গেল। তার আগে এখনো অনেক কাজ বাকী। [লক্ষ্মীকে] আর, তুই দেখ তো লক্ষ্মী, কাউকে পাঠাতে পারিস কিনা। ময়রার দোকানে যাক, ভাল সন্দেশ কিছু আর দৈ নিয়ে আসুক। পারলে কিছু মর্তমান কলারও ব্যবস্থা করতে বলিস। আর, পালানুকে বল, পুকুরে জাল ফেলুক। যা, যা! তাড়াতাড়ি কর, সময় নেই।

[লক্ষ্মীর প্রস্থান]

মনু এই নাহলে মাস্টার! পেটে বিদ্যা থাকলেই বুদ্ধি আসে। মাস্টার, মানে আলো ভাই, আমি বলি কি, একটা পাঁঠাও নামাও। শালাকে এমন খাওয়ানো খাওয়াও, যাতে আর নড়তে না পারে। তাহলেই কেল্লা ফতে!

আলো বেশ তো, বল ঐ আকালুকে। ও পারবে না ?

মনু খুব পারবে। এই আকালু, শুয়ার! কোথায় গেলি, হারামজাদা ? ইদিকে আয়! শালারা কেবল খাবে আর ঘুমাবে।

আলো ওসব আমি দেখছি। তুমি বরং এবার জুতো-টুতো পড়ে তৈরী হয়ে নাও। [জুতো জোড়ার দিকে তাকিয়ে] এঃ, কি ছিরি জুতোর! দাও পরিষ্কার করে দিই। জন্মে বোধহয় পায়ে দাও না।

মনু আর লজ্জা দিও না ভাই। দাও, আমিই ঝেড়ে পুছে নিচ্ছি। [বারান্দায় তারে একটা গামছা ঝুলছিল, সেটা দিয়ে জুতো জোড়া পরিষ্কার করতে করতে] আলোরে, আমার যে ভয় ভয় করছে। যদি একটা কিছু হয় ?

আলো কী হবে ?

মনু কিছু একটা গণ্ডগোল টোল হয়, তখন ?

আলো কিচ্ছু গণ্ডগোল হবে না। তুমি অত ভেবোনা দেখি!

মনু না, ভাবছি না। তবে কী জান ভাই, খাতাপত্তর দেখতে চাইলেই তো চিত্তির।

আলো কেন? খাতা-পত্তর লেখা নেই?

মনু খাতাই নেই, তার লেখা। কে লিখবে বল? আমার কি আর অত বিদ্যা আছে পেটে? তাই ওসব খাতা কেনাই হয় নি।

আলো আর, সেইসব খাতা-পত্তরের দাম যা পেয়েছ, তা কী করলে?

[মনু চুপ।]

আলো খেয়ে ফেলেছ?

[মনু চুপ।]

আলো থাকগে। যা নেই তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। হয়তো খাতা-পত্তর দেখার সময়ই পাবে না। আজতো বুধবার, পাঞ্চায়েত বসবে, বিচার-টিচার হবে। তাছাড়া, সাহেবের খানাপিনা আছে। হয়তো ফুরসুতই পাবে না।

মনু তাহলো তো বেঁচে যাই। মুখটা রাখিস মা! [দুহাত কপালে ঠেকাল]

আলো ওসব রেখে একটু হাত চালাও। সাহেব এলেন বলে। জুতো-জোড়া এখনো পায়ে দিতে পারলে না!

মনু এই দিচ্ছি। [গামছাটা ঘাড়ে রেখে ডান পায়ে জুতো পরে ফিতে বাঁধল। বাঁ পায়ে জুতো ঢোকাতে গিয়ে চিৎকার করে উঠল] ওরে বাবারে, গেছিরে! ও লক্ষ্মীর মা, আমার কী হবে গো?

আলো আবার কী হল?

মনু জুতো—

আলো কী হয়েছে জুতোয়?

মনু ঢুকছে না।

আলো ঢুকবে কী করে? যা ন্যাতা পেঁচিয়েছ! ওর খানিক খুলে ফেল।

মনু লাগবে যে! হাঁটবো কী করে?

আলো একটু কষ্ট করে হাঁটবে। নাও, তাড়াতাড়ি কর।

[মনু পায়ের ন্যাকড়া খুলতে শুরু করল। লক্ষ্মীর মায়ের প্রবেশ]

লক্ষ্মীর মা এই যে আমি। কী হয়েছে?

মনু কে? এসডিউ সাহেব? [লাফিয়ে উঠে] পেন্নাম হই হুজুর!

লক্ষ্মীর মা মরণ! ভীমরতি ধরেছে বুড়োর!

মনু ওঃ, তুমি। ভীমরতি তোমারও ধরত, যদি মোড়ল হতে। যাও, যাও! এসব পুরুষদের ব্যাপার। বারো হাত কাপড়ে কাছা জোটেনা, তার আবার কথা! যাও, বিরক্ত করো না। সাহেব আসবে।

লক্ষ্মীর মা নিজেই তো চেঁচাচ্ছিলে ষাঁড়ের মত।

আলো বৌদি, তুমি বরং দাদার টুপীটা এনে দাও।

মনু টুপী? হ্যাঁ, টুপী, তাইতো টুপীটা কোথায়? টুপী তো চাই। দেখতো টুপীটা কোথায়?

[লক্ষ্মীর মায়ের প্রস্থান]

[মনু জুতো নিয়ে ব্যস্ত। লক্ষ্মীর প্রবেশ। একহাতে একভাঁড় দৈ, অন্যহাতে এক থালা সন্দেশ।]

লক্ষ্মী এই নাও, দৈ আর সন্দেশ। আকালু গেছে কলার ব্যবস্থা করতে।

মনু ওদিয়ে আমি কী করব?

লক্ষ্মী দেখাতে আনলাম।

আলো ঠিক আছে। ওগুলো এখন ঘরে রাখ। ভাল কথা, শোন তো! এদিকে আয়। [একটা সন্দেশ নিয়ে মুখে দিল]

মনু [আলোকে সন্দেশ খেতে দেখে] ওমনি গিলতে শুরু করলে!

আলো বাঃ, একটু খেয়ে দেখতে হয় না! ও ব্যাটা কিসব মাল চালান দিচ্ছে, তাতো একটু পরখ করে দেখতে হয়। নগেনের দোকানের নাকিরে?

[লক্ষ্মী মাথা নাড়ল]

মুখে দিলেই বোঝা যায়। তা, ব্যাটা সন্দেশের পাকটা বোঝে। স্বীকার করতেই হবে। [আরেকটা সন্দেশ নিল]

মনু তুই যা তো লক্ষ্মী, ওগুলো ঘরে রাখ। হাজারটা কাজ বাকী, আর উনি ধর লক্ষ্মণ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। যা! আর দেখ তো, তোর মা কি করছে! একটা টুপী আনতে এত দেরী! সাধে বলে মেয়েছেলে!

[লক্ষ্মীর মায়ের প্রবেশ]

লক্ষ্মীর মা তোমার টুপী পেলাম না।

মনু পেলে না মানে? বিছানার কাছে পিঠেই কোথাও আছে। একটু চোখ চেয়ে দেখ।

লক্ষ্মীর মা দেখেছি, নেই। কোথায় রেখেছ তার ঠিক নেই—

মনু ঠিক নেই মানে? কাল রাতে আমি নিজে হাতে করে রাখলাম স্পষ্ট মনে আছে আমার। এখন বলছ নেই। ওটার কী পাখা গজাল? যাও, ভাল করে দেখগে।

লক্ষ্মী না বাবা, কাল রাতে যখন তুমি বাড়ী ফিরলে, তখন তোমার মাথায় টুপী ছিল না। খেয়েদেয়ে বেরবার সময় টুপী ছিল। আমি দেখেছি। তারপর, যখন তুমি ফিরলে, তখন তো অনেক রাত, তখন তোমার মাথায় টুপী ছিল না।

মনু তুই দেখলি? কী করে দেখলি?

লক্ষ্মী বাঃ, তুমি এমন কাতরাচ্ছিলে যেন তোমার খুব লেগেছে। তাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। প্রথমে তো ভয়ই পেয়ে গেছিলাম, ভেবেছিলাম ডাকাত বুঝি। তারপর জানালা দিয়ে দেখি তুমি। আমি দোর খুলে আসবার আগেই তুমি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছ।

মনু যা, যা! মেলা বকতে হবে না। অন্য টুপীটা খুঁজে বার কর।

লক্ষ্মীর মা অন্য টুপীটা যে সেদিন রূপাকে দিলে, বালুরঘাট নিয়ে গেল অনিলের দোকানে!

মনু তাইতো? সেকথা তো খেয়ালই ছিল না। তাহলে কী হবে, আলোভাই? আলোভাই, তোমাকে তো একটা ব্যবস্থা করতেই হবে!

আলো আচ্ছা, আশুবাবু তো টুপী মাথায় দেয়।

মনু ধূর! আশুবাবুর টুপীতো গেরুয়া। ও তো আর গান্ধী মহারাজের টুপী না। ও টুপী মাথায় দিয়ে কি আর পঞ্চায়েতের কাজে বসা যায়!

আলো খুব যায়, ঠেলায় পড়লে বাঘে ধান খায়; আর এ তো টুপী। তাও খেতে হবে না, মাথায় দিতে হবে। তুই যা তো লক্ষ্মী, আশুবাবুর কাছ থেকে টুপীটা চেয়ে নিয়ে আয়। বলবি, দিতেই হবে। এস-ডি-ও সাহেব আসছে।

মনু সেকথা বলা কী ঠিক হবে?

আলো কেন? বেঠিক হবে কেন?

মনু আশুবাবু ঠিক সুবিধার লোক নয়। যদি আবার এসে হাজির হয়? যদি বাগড়া দেয়?

আলো তার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, সে আসবে বাগড়া দিতে। সে সন্ন্যাসী মানুষ, আপন মনে আছে তার আশ্রম নিয়ে। সে এখানে আসবে কেন? [লক্ষ্মীকে] তুই যা, লক্ষ্মী, দাঁড়িয়ে থাকিস না। টুপীটা এনে ভাল করে সাবানকাচা করে রোদ্দুরে দিয়ে দে। চড়া রোদ্দুর আছে, শুকিয়ে যাবে। আর, একটু বেশী করে নীল দিস্, তাহলেই আর গেরুয়া রঙ বোঝা যাবে না। যা-যা, জলদী কর!

[লক্ষ্মী তার মায়ের হাতে দৈ সন্দেশ দিয়ে]

লক্ষ্মী তুমি এগুলো ঘরে রাখ, আমি আসছি।

[প্রস্থান]

মনু হ্যাঁ, হ্যাঁ,। তুমি যাও, সব গোছ গাছ করে রাখ, যাও!

[লক্ষ্মীর মায়ের প্রস্থান। মনু আলোকে]

আসলে কী হয়েছে জান? ঐ টুপীর কথা বলছি। শোবার সময় তো টুপীটা খুলে রাখি, কালও তাই রেখেছি। তা কাল, মানে রাখতে গিয়ে, কি বলে, ওটা মাটিতে পড়ে গেল। তা আমি ভাবলাম, থাক পড়ে। একটা রাত বইতো নয়। সকালে তুললেই হবে।

আলো আচ্ছা দাদা, তুমি অত রাতে কোথায় গেছিলে?

মনু কোথায় আবার যাব? এই গাঁয়ের মধ্যেই একটা পাক খেয়ে এলাম।

আলো রাত্তির বেলা তুমি বেরুলে?

মনু আমি গাঁয়ের মোড়ল, আমি বের হব না তো কী চোর ডাকাত বের হবে? আমার গাঁয়ে? আমি বেঁচে থাকতে? তাই একটুখানি ঘুরে দেখতে গেছিলাম।

আলো একটুখানি? লক্ষ্মী যে বলল, অনেক রাতে ফিরেছ!

মনু আরে ধুর! ঘুমের চোখে কি দেখতে কি দেখেছে। মেয়েছেলের কথা বাদ দাও দিকি! হ্যাঁ, যা বলছিলাম। টুপীটা তো রইল নীচে পড়ে—

আলো তা, তুমি অত রাতে চেঁচাচ্ছিলে কেন? কোথায় চোট লেগেছিল?

মনু বাঃ, তোমাকে বললাম তো, আর নিজেও তো দেখতে পাচ্ছ, চোট কোথায় লেগেছে। এইতো, পায়ে, মাথায়। কোথায় লাগেনি? সর্বাঙ্গে বিষ ব্যথা।

আলো সে তো আজ সকালে আছাড় খেয়েছ। আছাড় খেলে আজ সকালে, সেই চোট পেলে কাল রাতে। ভালই।

মনু আরে সেকথা বাদ দাও। টুপীর কথা শোন। সকালে উঠে দেখি, খাটের তলায় —

আলো কী?

মনু শব্দ।

আলো কিসের?

মনু মিয়াও, মিয়াও।

আলো বেড়াল?

মনু বাচ্চা।

আলো বেড়ালের বাচ্চা?

মনু হ্যাঁ, আমার টুপীর মধ্যে। চারটে বাচ্চা। একটা সাদা, দুটো অন্য রঙ। আর একটা ছিল মিশমিশে কালো। কালো বাচ্চাটাকে দূর করে ফেলে দিলাম, টুপী সমেত। এইবার মনে পড়ল সব কথা।

আলো ফেলে দিলে?

মনু দেব না? কালো বেড়াল অলক্ষুণে না!

আলো আমি বলছিলাম টুপীর কথা। টুপীটা ফেলে দিলে? তাছাড়া, আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আছাড় খেলে আজ সকালে, ব্যথা পেলে কাল রাতে। রাতে বাড়ী ফিরলে টুপী ছাড়া, আবার সেই টুপী সকালবেলা উঠে ফেলে দিলে। তারপর আবার আছাড় খেলে বিছানা থেকে নামতে গিয়ে। কি জানি বাপু, আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।

তৃতীয় দৃশ্য

[ঘণ্টা খানেক পর]

মনু শুনলে তো, আশুবাবু টুপীটা দিল না।

আলো দেবে কী? আশুবাবু তো বাড়ীতেই নেই, বালুরঘাট গেছে। লক্ষ্মী বলল, শুনলে না!

মনু   তুমি মাস্টার, কিছুই বোঝ না। বালুরঘাট গেছে। আজই যেতে হবে? ওসব হচ্ছে শত্রুতা। আমাকে জব্দ করবার মতলব।

আলো   আহা, লোকটা কি করে জানবে যে, তোমার টুপীতে বেড়ালে বাচ্চা পাড়বে। তারমধ্যে মিশমিশে কালো একটা বাচ্চা থাকবে আর তুমি টুপী শুদ্ধু তা দূর করে ফেলে দেবে!

মনু   বলছি তো, সব আমাকে জব্দ করবার জন্য। সবাই মিলে লেগেছে আমার পিছনে। জান কাল রাতে আমি কী স্বপ্ন দেখেছি?

আলো   কী স্বপ্ন?

মনু   স্বপ্নে দেখলাম, একটা চাষা বৌ আমার নামে নালিশ করেছে মোড়লের কাছে। আমাকে জোর করে টানতে টানতে নিয়ে গেল পঞ্চায়েতে। সেখানে দেখি মোড়ল আবার আমি। অনেক বিচার হল। সাক্ষি সাবুদ অনেক। তারপর রায় বেরুল। রায় ফাঁসি। আসামীর ফাঁসী।

আলো   আসামী তো তুমি!

মনু   হ্যাঁ, আমি।

আলো   রায় দিল কে?

মনু   আমি।

আলো   নিজেই নিজের ফাঁসী দিলে?

মনু   দিতেই হল। ন্যায় বিচার। জান আলোভাই, এই যে দুটো, আমি, বিচার, ফাঁসী, এসবই সাজানো। সব আমাকে জব্দ করার জন্য। আমাকে—

আলো   [হাত নেড়ে মোড়লকে থামাল]
ওই দেখ, এস-ডি-ও, সাহেব এসে গেছেন।

মনু   এসে গেছে, আমি কী করি?

[বাড়ীর ভেতরের দিকে পালাতে গেল]

আলো   [হাত চেপে ধরে] দাঁড়াও এখানে। কোথায় পালাচ্ছ? তুমি না মোড়ল!

মনু   [প্রায় কেঁদে ফেলবার দশা] দাঁড়াব? তারপর?

আলো   সাহেব এলে তাকে নমস্কার করবে। বলবে, মহাশয়ের আগমনে এ গ্রাম ধন্য।

[এস-ডি-ওর প্রবেশ]

এস-ডি-ও এইযে, গ্রামের মোড়ল, কি নাম যেন—হ্যাঁ,, মন্নু মোড়ল—কে মোড়ল ?

মন্নু আজ্ঞে !

এস-ডি-ও তুমিই মোড়ল ?

মন্নু আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। আপনি কেন, মানে কোথায় হুজুর ?

এস-ডি-ও আমি সদর থেকে আসছি।

[আলো মন্নুকে কনুই দিয়ে গুঁতো দিয়ে ইঙ্গিত করল]

মন্নু পেন্নাম হই হুজুর, পেন্নাম হই। মহাশয়—না হুজুর ধন্য হয়েছেন—না কি যেন আলোভাই ?—পেন্নাম হই হুজুর !

এস-ডি-ও বেশ, বেশ। তা, আপনি ?

মন্নু [সামলে নিয়েছে] আমার ভাই হুজুর, আমার ভাই। এগাঁয়ের মাস্টার। সারা জীবন পড়াশুনা নিয়েই আছে।

এস-ডি-ও আচ্ছা !

মন্নু হ্যা হুজুর। পাঁচবার না ছবার—[আলোকে] কবার আলো-ভাই, বল না ? [এস-ডি-ওকে] ছবার হুজুর। ছবার মেট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে, আমার এই ভাই হুজুর। অনেক সাহেব সুবোর কান—[ভুলটা বুঝতে পেরে] আপনার না হুজুর, অন্যসব সাহেবদের।

এস-ডি-ও ছবারে ম্যাট্রিক পাশ করেছে !

মন্নু পাশ আর করতে দিলে কৈ হুজুর। সেই কথাই তো বলছি, সব হিংসায় মরে তো ! মাস্টাররা প্রতিবারই বলত, আলো, অন্য কিছু করগে। তা ভাইয়ের আমার বই অন্ত প্রাণ, মানে রক্তে আছে পড়াশুনা, সে কেন শুনবে সেসব কথা ! বলুন হুজুর ?

এস-ডি-ও সে তো ঠিকই।

মন্নু তারপর সেই শেষবার, ছয় বারের বার আলো ভাইয়ের হাত থেকে বই কেড়ে নিল। বলেছি না, ভাইয়ের আমার বই অন্ত প্রাণ। আর বই ছাড়া পরীক্ষা দেয়া যায় ?

এস-ডি-ও তারপর ?

মন্নু তারপর আর কি হুজুর ! ভাই আমার গাঁয়ে ফিরে এল। আমি ভাবলাম, ছেলেটা পড়াশুনা এত ভালবাসে, তাই দিলাম এ গাঁয়ে একটা ইস্কুল খুলে। [গর্বিত ভাবে একবার আলোর দিকে,

আবার এস-ডি-ওর দিকে তাকাল। আলো লজ্জিত। এস-ডি-ও হাসছে]

এস-ডি-ও বেচারী ছাত্র সব। তা যাক সেসব। আমি হঠাৎই চলে এলাম।

মনু ঠিকই করেছেন হুজুর। আপনার গ্রাম, আপনার রাজত্ব, আপনি যখন খুশী আসবেন। এতে আর বলা কওয়ার কী আছে? আজ সকালে যখন আকালু বলল—

[আলো কনুই দিয়ে গুঁতো দিল]

এস-ডি-ও আকালু? আকালু কে?

মনু আকালুকে চেনেন না হুজুর? আকালুকে সবাই চেনে। চাষের কাজ খুব ভাল জানে হুজুর। বলতে গেলে, ও-ই তো আমার চাষবাস দেখে।

এস-ডি-ও তা আকালু কী বলল?

আলো আকালু না হুজুর, বলল ওই আ—[সামলে নিয়ে] না, কেউ বলেনি হুজুর, কিছু বলেনি, কী বলবে?

মনু [আলোকে] তুমিই তো বললে, আকালু দেখে এসেছে, চকচকে নতুন গাড়ী, পেল্লায় দুই বলদ—

আলো [চাপা গলায়] আঃ, তুমি থাম তো!

এস-ডি-ও কিন্তু আমি যে আমার চাপরাশীকে পাঠালাম, সে কিছু বলে নি?

মনু চাপরাশী?

আলো আপনার আর্দালী হুজুর? কৈ, সে তো কিছু বলেনি হুজুর। সে বলল, গাড়ীর চাকা ভেঙে গেছে—

এস-ডি-ও আশ্চর্য! আমি যে ওকে পাঠালাম, আমি আসছি, সেই খবরটা দিতে!

মনু [চাপাগলায়] শালা, খামাখা দুটো টাকা খেল!

এস-ডি-ও যাকগে, দেখা যাচ্ছে খবর পৌঁচেছে। এটাই যথেষ্ট। এবার তাহলে শুনুন, আমি কেন এসেছি। সদরে খবর গেছে, গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্ম ঠিকমত হচ্ছে না। তাই নিজেই এলাম একবার সরজমীনে তদন্ত করতে।

মনু এ শালা ঐ আশুবাবুর কাজ। আমার পেছনে লেগেছে।

এস-ডি-ও তাছাড়া, এ এলাকায় নতুন এসেছি। সব একটু দেখেশুনে নেয়া দরকার, সকলের সাথে পরিচয় হওয়া দরকার। ভাল কথা—

মনু বলুন হুজুর!

এস-ডি-ও বাইরে অত লোকজন দেখলাম, ওরা কারা ?

মনু এ গাঁয়ের লোক হুজুর।

আলো আজতো বুধবার হুজুর, আজ পঞ্চায়েত বসার কথা।

এস-ডি-ও বসার কথা, মানে ? বসবে না ? কখন বসে পঞ্চায়েত ?

আলো সকালেই বসে হুজুর।

এস-ডি-ও সকালেই বসে। এখন তো দুপুর হতে চলল। এগারোটা বেজে গেছে। এখনো শুরু করেননি কেন ?

মনু আজ্ঞে, হুজুরের অপেক্ষায় ছিলাম। হুজুর আসবেন, সেইজন্য। ওরা তো হুজুর গাঁয়েরই লোক, একটু আধটু দেরী হলে আর কি আসে যায় !

এস-ডি-ও ভাল দিনেই এসেছি। গ্রাম পঞ্চায়েতের বিচারটাও একবার দেখা হয়ে যাবে।

মনু হুজুর কি নিজেই বিচার করবেন ?

এস-ডি-ও না, না। আমি এক কোনে বসে দেখব। এবার শুরু করে দিন ! ওরা কাজের লোক, ওদের ওভাবে বসিয়ে রাখা ঠিক না। সব কাজের একটা ডিসিপ্লিন, মানে শৃঙ্খলা থাকার দরকার। সময় হিসাব করে চলতে হয়। সকলেরই সময়ের দাম আছে। মিছি-মিছি সময় নষ্ট করা ঠিক না। আজ আমার কিছু সময় অনর্থক নষ্ট হল। বোল্লার মোড়ল এক ঝঞ্চাট বাধিয়ে দেরী করে দিল।

মনু বোল্লার মোড়ল গলায় দড়ি কেন দিল হুজুর ?

এস-ডি-ও সব খবরই পৌঁছে গেছে দেখছি। আমাদের দেশে তো টেলিগ্রামও এত তাড়াতাড়ি পৌঁছোয় না !

আলো আপনার আর্দালী বলছিল হুজুর।

এস-ডি-ও আর্দালী তাহলে বলেছে ! একটু আগে যে বললেন, ও কিছু বলেনি ?

[আলো চুপ করে মাথা নিচু করল।]

কী মোড়ল ?

[মনু মাথা নিচু করে ঘাড় চুলকোতে থাকল।]

সবই কেমন লুকোচুরির ব্যাপার। আশ্চর্য ! যাকগে, ওর হিসেবে একটু গরমিল ছিল। আমি ভেবেছিলাম ভুল-চুক হয়েছে। এখন দেখছি, তা নয়। ও নিশ্চয় দোষী, তাই তাকে

সদরে চালান করে দিয়ে এলাম। সেখানে দেরী হল, তারপর পথে গাড়ীর চাকা ভাঙল।

মন্নু হুজুরের নাকি হাত ভেঙে গেছে ?

এস-ডি-ও না, না। হাত ভাঙেনি, একটু চোট লেগেছিল। ভাল কথা, সদরে খবর গেছে, এ গ্রামে চাঁদা তোলা হচ্ছে। কিসের চাঁদা ?

মন্নু আজ্ঞে, বন্যার।

এস-ডি-ও এখন বন্যা কোথায় ?

মন্নু সবাই তো তোলে, হুজুর !

আলো ঐ চাঁদার টাকা থেকে চাষীদের ঋণ দেয়া হবে হুজুর। বীজ সার এ সব কিনতে হয়তো হুজুর ! গরীব চাষীরা সে সব টাকা কোথায় পাবে ?

এস-ডি-ও বাঃ, মোড়ল বলছে বন্যা, আর আপনি বলেছেন চাষের জন্য ঋণ। ভালই। মজার গ্রাম দেখছি। যাক, সেসব পরে দেখা যাবে। এবার পঞ্চায়েতের কাজ শুরু করুন। ওদের আর বসিয়ে রাখবেন না।

আলো আজ্ঞে, আরো একটা মুস্কিল হয়েছে।

এস-ডি-ও কী মুস্কিল ?

আলো আজ্ঞে, মোড়লের টুপীটা পাওয়া যাচ্ছে না।

এস-ডি-ও তাতে পঞ্চায়েত বসতে আপত্তি কোথায় ?

মন্নু আজ্ঞে, এই খালি মাথায় বিচারে বসি কী করে ?

এস-ডি-ও তাই বসে আছ, ঐ টাকে চুল গজাবে, তার পর পঞ্চায়েত বসবে ? আর, ঐসব গরীব বেচারীরা ততক্ষণ বসে থাকবে ?

আলো এইবার বসবে হুজুর। তার আগে হুজুর কিছু মুখে দিয়ে নিন।

মন্নু সব ব্যবস্থা করা আছে, হুজুর।

আলো দৈ, চিড়া, সন্দেশ, সব আনিয়ে রেখেছি।

মন্নু আমাদের নগেন ময়রার সন্দেশ খেলে, হুজুর জীবনে ভুলতে পারবেন না।

এস-ডি-ও না, না। ওসব থাক। মনে রাখবে মোড়ল, মানুষ খাওয়ার জন্য বেঁচে থাকে না, বেঁচে থাকার জন্য খায়। মানুষের অনেক কাজ। আগে কাজ শেষ কর, খাওয়া-দাওয়া পরে হবে।

[মন্নু আলোর দিকে তাকাল অসহায় ভাবে।]

কৈ, শুরু করুন !

আলো   এই করছি, হুজুর।

এস-ডি-ও   ওই পেছন দিকে আমার বসবার ব্যবস্থা করুন। আমি এর মধ্যে একটু নোট করে নিচ্ছি। মোড়ল, ডাক দাও সবাইকে। আর দেরী করো না।

মনু   আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর। [হাঁক দিল] এই পালানু! পা-লা-নু! বেটা গেল কোথায়? আরে ও আকালু—আ-কা-লু! হারামজাদা এদিকে আয়! ডাক দে, সবাইকে। ডেকে নিয়ে আয়!

পালানু   [প্রবেশ] ডাকছ, মোড়ল?

মনু   ডাকতে ডাকতে গলা দিয়ে রক্ত উঠে গেল, এসে বলছেন [ভেঙচি কেটে] ডাকছ মোড়ল? ছিলি কোথায়, হারামজাদা!

পালানু   আমি—

মনু   থাক, থাক! এসডিউ সাহেব এসেছেন। তাঁর বসবার ব্যবস্থা কর। অন্দর থেকে একটা চিয়ার নিয়ে আয়। আর একটা— [এস-ডি-ওকে] টেবিল লাগবে হুজুর?

এস-ডি-ও   থাকলে ভাল।

মনু   থাকবে না কেন হুজুর, সব আছে। [পালানুকে] টেবিলটাও নিয়ে আয়।

[আকালুর প্রবেশ]

এই যে, রাজপুত্তুর! যাও, এবার বাইরে সবাই বসে আছে, তাদের ডেকে আন।

চতুর্থ দৃশ্য

[এস-ডি-ও এবং আলো বারান্দার ওপর। আলোর সামনে একটা নড়বড়ে টেবিল। টেবিলে কাগজ কলম।]

এস-ডি-ও   আপনি সব দরকারী কথা লিখে যাবেন। বিচারের সমস্ত খুঁটি-নাটি। পারবেন তো?

আলো   আজ্ঞে হ্যাঁ, পারব হুজুর! স্যার!

[মতির মা, ইতু, ভোলা, রূপা, ইত্যাদির প্রবেশ। মতির মা খুবই উত্তেজিত।]

মতির মা   তোমরা সব গোল্লায় যাও, হতভাগার দল! আমার অমন

সাধের পট, সেই পট কিনা ভেঙে খান্ খান! নরকেও গতি হবে না তোমাদের!

ভোলা তুমি একটু থাম দেখি! সেই তখন থেকে গালমন্দ করে চলেছ। এইবার বিচার হবে, তখনই সব সাবস্ত হবে।

মতির মা বিচার হবে! কী বিচার হবে শুনি? আমার এই ভাঙা পটটার বিচার হবে? আর তাতেই আমার ভাঙা পট আবার জোড়া লেগে যাবে?

ভোলা তুমি যদি প্রমাণ করতে পার যে, আমার রূপা ওটা ভেঙেছে, তাহলে আমি ক্ষতি পুরণ করব।

মতির মা ঝাঁটা মারি অমন ক্ষতি পুরণের মাথায়! কী ক্ষতি পুরণ করবে? এই পট আর পাওয়া যাবে? নাও না, দেখ, ওটাকে আবার খাড়া করে রাখতে পার কিনা! রাখো দেখি একবার খাড়া করে, আগের মত! মুরোদ কত! পট ভেঙে চুরমার, উনি এলেন ক্ষতি পূরণ করতে! ঝাঁটা মারি!

ভোলা আহা, একটু শুনবে তো! ক্ষতি পুরণের বেশী আর কি করা যাবে? যে পট ভেঙেছে, সে ক্ষতি পূরণ করবে। মিটে গেল। যেমন নিয়ম তেমনি হবে। যথা নিয়ম বিহিত হবে। নয়তো, তোমার পট সারিয়ে দেওয়া হবে।

মতির মা পট সারিয়ে দেয়া হবে। যেমন সব ছাগল, তেমনি তাদের কথা। কে সারাবে, শুনি? ওই মোড়ল? মোড়ল বুঝি পটুয়া! বসবে, আর পট তৈরী হয়ে যাবে! মোড়ল সব পারে, কিন্তু আমার এই ভাঙা পট আর জোড়া লাগবে না। মতির বাবা বেঁচে থাকলে--

রূপা তুমি রাখ তো বাবা! ওই পটের জন্য ওমাগীর অত দুঃখ না। যত দুঃখ ওর, সব ওই বিয়েটা ভেঙে গেল বলে। একেবারে হন্যে হয়ে গেছে! ও ভেবেছে, এখানে এসে বিচার-টিচার করে আবার বিয়ের ব্যবস্থা করবে। বিয়ে! লাথি মারি অমন বিয়ের কপালে। ওই ডাইনীটাকে বিয়ে করে আমি নরকে যাব? সে বান্দা আমি নই।

মতির মা কী বললি? বিয়ে? বিয়ে ভেঙেছে তো বেশ হয়েছে। যে আমার অমন সাধের পট ভাঙে, তার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে? এঃ, এই পটের সঙ্গে, ওর বিয়ের তুলনা! আমার এই পটের একটা টুকরোর যোগ্য তুই? বিয়ে দেখাচ্ছে!

ইতু রূপা!

রূপা যা, যা!

ইতু ওঃ!—রূপা, শোন্।

রূপা দূর হয়ে যা, আমার সামনে থেকে!

ইতু আমার একটা কথা শোন, রূপা! আমি ভগবানের নামে কিরা কাটছি—

রূপা যা, যা! তোকে আমার চেনা হয়ে গেছে। তোর আবার কিরা! তোর চরিত্র—থাক, আমি কিছু বলব না।

ইতু আমার কথাটা তুই শুনবি না?

রূপা না।

ইতু তুই তো মিলিটারীতে যাচ্ছিস। আমি জানি, তোকে ওরা সেই নাগা সন্ন্যাসীদের সাথে যুদ্ধ করতে পাঠাবে। নাগা সন্ন্যাসীরা ভয়ঙ্কর, ওরা মানুষ খায়। জানি না, তুই আর ফিরবি কিনা; আমার উপর রাগ করে তুই চলে যাস না, রূপা!

রূপা রাগ করে যাব? না, না, ভগবান সাক্ষি, রাগ কেন করব। কখনো না। ভগবান তোর ভাল করুন, তাঁর যত খুসী তত ভাল করুন। তবে তোর চরিত্রের যে প্রমাণ আমি পেয়েছি, তাতে যদি আমি আবার এগাঁয়ে ফিরে আসি, আর একশো বছর বেঁচে থাকি, তবে মরার দিন অবধি আমি তোকে ডাইনী বলে জানব। এই আমি বলে রাখলাম, সকলের সামনে।

মতির মা [ইতুকে] তুই চুপ কর! এদিকে আয়। তুই হলি দারোগার যোগ্য। নয়তো তোকে বিয়ে দেব কোনো হাবিলদারের সাথে। চুলোয় যাক ঐ নচ্ছারটা। ঘেন্না, ঘেন্না! ঘেন্না ধরিয়ে দিল! পট ভেঙে চৌচির করে, এখন আবার বড় বড় কথা! ঝাঁটা মারি ওর মুখে, ঝাঁটা মারি! আমার অমন সাধের পট!

ইতু ওঃ মাগো, তোর পায়ে পড়ি মা, তুই চুপ কর। তোর ওই পটের কথা আর ভুলতে পারছিস্ না? এক দণ্ড না হয় ভুলে যা, চুপ কর একটু সময়। আমি ওটা নিয়ে বালুরঘাট যাব, দেখি কেউ ওটা সারিয়ে দিতে পারে কিনা। না পারে, আমি তোকে নতুন একটা পট কিনে দেব। একটা পটের দুঃখেই মলি। একটা তো পট, তার জন্য কেউ এত ঝঞ্ঝাট করে!

মতির মা যেমন তোর বুদ্ধি, তেমনি তোর কথাবার্তা। এই তোকে আমি

বলে দিচ্ছি, এপট ফেলনা নয়। জানিস না সেকথা? এ পটের তুলনা হয় না। তোর বাবা নিজে সেবার কলকাতা থেকে কিনে এনেছিল। মিটিং করতে গেছিল, সেই সময় কেনা। স্বয়ং কালীমায়ের সিঁদুর ছুঁইয়ে এনেছিল, কালিঘাটের কালী। জানিস সে কথা? আর, তাছাড়া এপট রূপা ভেঙেছে প্রমাণ না হলে যে, তোর নামে কলঙ্ক হবে। বলি, সেসব ঢোকে তোর মাথায়? এই মোড়ল তার বিচার করবে। তোর বাপের ভাগ্যি যে, হুজুর স্বয়ং উপস্থিত। আর তুই বলিস কি, না আমি ঝঞ্ঝাট করছি, অকারণ—মিছি মিছি ঝঞ্ঝাট পাকাচ্ছি! বলি, আমি তোকে পেটে ধরেছি, না তুই আমাকে পেটে ধরেছিস? শুনি সেকথা! তোর কলঙ্ক হলে, আমি মুখ দেখাব কী করে?

[মন্টুর প্রবেশ]

মন্টু [আপন মনে, বেশ শঙ্কিত] আরে বাব্বা! এ যে ইতু দেখছি। ঐ খুনে রূপা ব্যাটাও হাজির। সর্বনাশ করেছে, সারা গাঁ ভেঙে পড়েছে! সব ফাঁস হয়ে গেছে নাকি? এই দঙ্গল বেঁধে আসার কারণটা কী? এবার বুঝি আর রক্ষে করা যায় না! জয় কালী, বাঁচিয়ে দে বাবা! মোষ দেব মা, ঠিক দেব। এবারটি বাঁচিয়ে দে।

ইতু [আপন মনে] বুড়ো শয়তানটাও হাজির। [মাকে] চল মা, আমরা চলে যাই। এই সর্বনেশে জায়গা থেকে চলে যাই।

মন্টু আলোভাই, এদের নালিশটা কী?

আলো কিজানি বাপু! এসে থেকে শুধু হল্লাই করছে। শুনছিলাম, একটা পট না কি যেন ভেঙেছে।

মন্টু আচ্ছা, বেশ। [আপন মনে] তাহলে, তখনকার ঐ ভাঙার শব্দটা ঐ পটের! দেখিস মা, রক্ষে করিস, মোষ পাবি। [প্রকাশ্যে] তা, পটটা ভাঙল কে?

আলো ভাঙল কে?

মন্টু হ্যাঁ, কে ভাঙল?

আলো সুস্থির হয়ে বসো। সব শোন, নিজেই বুঝতে পারবে, পট কে ভাঙল, কি বৃত্তান্ত।

মন্টু [চাপা গলায় ইতুকে ডাক দিল] এই ইতু শোন।

ইতু [চাপা গলায়] মর তুমি !

মনু আরে, একটা কথা শোন, এদিকে আয় !

ইতু আমি কোনো কথা শুনতে চাই না।

[মনু আরো এগিয়ে গিয়ে ইতুর পাশে দাঁড়াল।]

মনু এখানে কেন এসেছিস তোরা ?

ইতু দূর হও তুমি !

মনু শোন ইতু, লক্ষ্মী মা আমার। বলনা, কেন এসেছিস ?

ইতু তুমি যাবে ?—আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।

মনু [আলোকে] আলোভাই, ও আলোভাই! আমি তো আর পারছি না আলোভাই। খুব যন্ত্রনা হচ্ছে পায়ে। পায়ে, মাথায়, সর্বাঙ্গে। তুমি বরং আজকের মত চালিয়ে নাও। আমি যাই, শুয়ে পড়ি।

আলো শোবে ? তুমি শুতে যাবে ? তোমার কী মাথা খারাপ হয়ে গেল ?

মনু প্রায় সেই দশা। মাথা ঘুরছে, বমি আসছে, জ্বর জ্বর ভাব।

আলো তোমার মাথাটা সত্যি সত্যিই বিগড়ে গেছে। [এগিয়ে এল মনুর কাছে] কী হয়েছে, বল ?

মনু আমি পারিব না ভাই। আমার ভয় করছে !

আলো ভয় ?

মনু হ্যাঁ। হাত-পা সব হিম হয়ে আসছে।

আলো ঠিক আছে বল গিয়ে এস-ডি-ও সাহেব কে !

মনু ওরে বাবাঃ! এসডিউ! সে আমি পারব না ভাই। তুমি বরং যাও, ওকে সামলাও। [আবার ইতুর কাছে এগিয়ে গেল।] ইতু, বল মাগো ! লক্ষ্মী মা আমার ! কেন এসেছিস, শুধু তাই বল।

ইতু শুনতেই পাবে।

মনু তোর মায়ের হাতে যে পটটা, সেটাই—?

ইতু হ্যাঁ, ঐ ভাঙা পটটা।

মনু অন্য কিছু না তো ?

ইতু অন্য কিছু না।

মনু ঠিক তো ? দেখিস !

ইতু বললাম তো, আর জ্বালিও না। আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও। যাও, দূর হও এখান থেকে !

মনু এই শোন্, কালীর দিব্বী রইল। খবরদার, খবরদার!

ইতু তোমার কী লজ্জা-ঘেন্না কিছু নেই?

মনু মনে রাখিস, সরকারের ওই চিঠির কথা। ওর একটা নকল আমার কাছে আছে। তাতে স্পষ্ট করে লেখা আছে, রূপা কাহার। দেখিস বাপু, কিছু একটা হলে, ওকে সেই নাগা সন্ন্যাসীদের ওখানেই যেতে হবে। ভগবান না করুন, মাস না ঘুরতেই তোকে হয়তো থান কাপড় পরতে হবে। তখন কিন্তু আমাকে দোষ দিতে পারবি না।

এস-ডি-ও বিচারের আগে ওদের সঙ্গে কথা বলার নিয়ম নেই মোড়ল। তুমি এখন বসো দেখি, বিচার শুরু কর।

মনু [আপন মনে] সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গেছে। জানালা টপকাবার সময় তাহলে ওই পটটাই আছাড়ে পড়েছিল।

আলো ও মোড়ল! তুমি কা—?

মনু কে? আমি? না, না। মাইরী বলছি আমি না। বোধ হয়, বোধ হয় একটা ছাগল—

আলো কী?

মনু কী?

আলো আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম—

মনু হ্যাঁ, তুমি জিজ্ঞাসা করছিলে, আমি—

আলো হ্যাঁ, তুমি শুনতে পাওনি? হুজুর তোমাকে ডাকছেন। এবার শুনেছ?

মনু ও—। আমি ভাবলাম—,কে, কে ডাকছে?

আলো সাহেব।

মনু আজ্ঞে, যাই হুজুর। [আপন মনে, সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন জান-প্রাণ নিয়ে টানাটানি। দেখা যাক। রাখে হরি, মারে কে? [প্রকাশ্যে] কী আদেশ হুজুর? বিচার শুরু করব?

এস-ডি-ও সেই কথাই তো বলছি তখন থেকে।

মনু তাহলে, এবার বিচার শুরু করা যাক।

এস-ডি-ও তোমার কী হয়েছে বল দেখি মোড়ল? এরকম দেখাচ্ছে কেন তোমাকে?

মনু মাপ করবেন হুজুর, বড় দুশ্চিন্তায় আছি।

এস-ডি-ও দুশ্চিন্তা? কিসের দুশ্চিন্তা?

মনু আজ্ঞে হুজুর আমার ঐ বড় মোরগটা। ওটা তো, এই একমাসও হয়নি, হাট থেকে কিনে এনেছি। তা সেটার যেন কি হয়েছে। তাই আর কি, মনটা খুব খারাপ।

এস-ডি-ও বাঃ, চমৎকার। একটা মোরগের জন্য তোমার দুশ্চিন্তা, মন খারাপ—আর এতগুলো মানুষ এখানে বসে আছে, তোমার আশায়, কখন কৃপা করে ওদের বিবাদের মীমাংসা করবে—তাদের কথা বেমালুম ভুলে গেলে?

মনু ওই মোরগটা যে আমার প্রাণ হুজুর। তাই হুজুর, এই মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম। ওর তো অনেক ওষুধ-পত্তর জানা আছে। আমি আবার ওসব কিছুই বুঝি না। তাই আর কি—

এস-ডি-ও [মাথা নেড়ে] বুঝেছি, যাও, এবার নিজের জায়গায় বসে কাজ কর্ম শুরু কর। অনেক দেরী হয়ে গেছে।

মনু বেশ তাহলে এবার বিচার শুরু হবে। তার আগে হুজুর, একটা কথা—

এস-ডি-ও আবার কথা?

মনু একটা মাত্র কথা হুজুর, একটা জিজ্ঞাসা।

এস-ডি-ও বল, কী জিজ্ঞাসা তোমার?

মনু এখানে তো হুজুর সদরের মত উকিল-মোক্তার দিয়ে বিচার হয় না। তাই, জিজ্ঞাসা করছিলাম, এখানে যেমন বিচার চলে আসছে, তেমনি বিচারই হবে তো?

এস-ডি-ও হ্যাঁ, নিশ্চয়! তাই হবে। বরাবর যেমন চলে আসছে, তেমনি হবে। বিচারটা ঠিক হলেই হল, সেটাই আসল কথা।

মনু বেশ, হুজুর। তাই করছি। আলোভাই, তুমি তাহলে কাগজ-পত্তর নিয়ে বসো। সব ঠিক ঠিক লিখে যাও।

আলো সব ব্যবস্থা রেডি। এখন তুমি শুরু করলেই হয়।

মনু বেশ, বেশ। তবে শুরু হোক। বল, কার নালিশ কী নালিশ?

মতির মা মোড়ল মশাই—!

মনু তুমি কে?

মতির মা আমি?

মনু হ্যাঁ, তুমি। তুমি কে? কী নাম, কোথায় নিবাস, ইত্যাদি?

মতির মা আমাকে তুমি চেন না? ঠাট্টা করছ মোড়ল?

মনু কী, আমি ঠাট্টা করছি? এই পঞ্চায়েতের দিব্বি দিয়ে বলছি মতির মা, বিচার করতে হলে এসব আমার জানতে হবে, এটাই নিয়ম।

মতির মা মিনসের ভীমরতি ধরেছে।

আলো আঃ, ওসব বাদ দাও না!

মতির মা প্রত্যেক শনিবার হাটে যাবার পথে মিনসে আমার জানালায় উঁকি মেরে যায়, আর এখন তাকে বলতে হবে, নাম, ধাম, ঠিকানা! মরণ আর কাকে বলে?

এস-ডি-ও তুমি চেন একে, মোড়ল?

মনু হ্যাঁ হুজুর, খুব চিনি। ও থাকে, ঐ ইস্কুল বাড়ীর পিছন দিকে। মোড়টা ঘুরলেই ইস্কুল বাড়ী—বিধবা মানুষ। এখন দাই-এর কাজ করে। একটু ঝগড়াটে, তবে মানুষটা ভাল।

এস-ডি-ও এতই যদি জান, তবে ওসব প্রশ্ন না করলেও চলবে। আলোবাবু আপনি ওর নাম জানেন?

আলো জানি হুজুর।

এস-ডি-ও তবে ওর নাম লিখে নিন, তার পাশে লিখুন, মোড়লের সুপরিচিত।

মনু আচ্ছা, বুঝলাম হুজুর। বুঝলাম আপনি ওসব হাঙ্গামা চান না। ভালই হল, ল্যাঠা চুকে গেল। তাহলে, আলোভাই, তুমি লিখে নাও, হুজুর যেমন বললেন, তেমনি লিখে নাও।

আলো লেখা হয়ে গেছে।

এস-ডি-ও এবার শোন, নালিশটা কি!

মনু কী শুনবো, হুজুর?

এস-ডি-ও নালিশটা কি।

মনু সে তো জানাই আছে, হুজুর। একটা পট।

এস-ডি-ও জানাই আছে মানে?

মনু জানাই তো! আলো ভাই, তুমি লিখে নাও, একটা পট। তার পাশে লেখ, মোড়লের সুপারিশ—

আলো সুপারিশ?

মনু হুজুর তো তাই বললেন একটু আগে!

আলো সুপরিচিত।

মনু ঐ হোল, একই কথা। তোমার মাষ্টারীর স্বভাব আর গেল না।

আলো কিন্তু, আগেই সেকথা লেখা কী ঠিক হবে?

মনু হবে না? আমি বলছি লিখতে, লিখে নাও। কি ঠিক হবে, কি বেঠিক হবে, সেসব আমি বুঝব। তুমি আবার ঝঞ্ঝাট বাধিও না বাপু।

এস-ডি-ও কিন্তু, নালিশ তো এখনো হয়ই নি—

মনু বলছি তো হুজুর, সেটা জানা কথা।

এস-ডি-ও জানা কথা মানেটা কী? কী করে জানা গেল?

মনু জানতে হয় হুজুর, গাঁয়ের মোড়ল হলে, সবই জানতে হয়। তবে শুনুন। [মতির মাকে] কী মতির মা? তোমার নালিশটা কী? এই পটটাই তো!

মতির মা হ্যাঁ, এই পটটা।

মনু শুনলেন হুজুর, হলো এবার?

মতির মা হ্যাঁ হুজুর, এই ভাঙা—

মনু [আলোকে] সকলের উপরেই মাষ্টারী ফলাতে চাও!

আলো একটু ভেবে চিন্তে কথা বলো মোড়ল।

মনু আর, ওটা ভাঙলো কে? নিশ্চয় ওই হতভাগা—

মতির মা হ্যাঁ, তাছাড়া আবার কে? ওই রূপা, শয়তান।

মনু ব্যাস, ব্যাস! আমার আর কিছু দরকার নেই।

রূপা মিথ্যে কথা, হুজুর! ও বুড়ী মিথ্যে কথা বলছে।

মনু [আপন মনে] এইবার সামাল, শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে।

রূপা বুড়ীটা ডাহা মিথ্যা বলছে।

মনু চোপরও! ভাঁড়কা মত চেঁচাতা হায়, লজ্জা করতা নেহি! দেখাতা হায় মজা। আলোভাই, লিখে নাও। লেখ, প ভেঙেছে রূপা, রূপা কাহার।

এস-ডি-ও কিন্তু মোড়ল, এ কি সাংঘাতিক বিচার!

মনু কেন হুজুর?

এস-ডি-ও একটু জিজ্ঞাসাবাদ করবে না? নিয়ম-কানুন বলে একটা কথা আছে তো!

মনু তা তো আছে হুজুর, একশোবার আছে। কিন্তু, হুজুর যে

বললেন, অত নিয়ম কানুন হুজুরের পছন্দ নয়। তাই ঐ সব কানুন-টানুন গুলি মেরে দিলাম। মোদ্দা কথা তো বিচার।

এস-ডি-ও এর নাম যদি বিচার হয়, তবে তুমি চলে এস। আলোবাবু বসুক। আলোবাবু করুক বিচার।

মনু আলোবাবু? মানে ঐ আলো—! আলো করবে বিচার! তবেই হয়েছে। আর তাছাড়া, আমি তো বিচার করছি, বরাবর যেমন বিচার হয়, তেমনি বিচার করছি।

এস-ডি-ও এই যদি বরাবরের বিচারের নমুনা হয়, তবে তা পাল্টাবার সময় হয়ে এসেছে।

মনু কিন্তু, হুজুর তো বললেন, বরাবরের মত বিচার করতে।

এস-ডি-ও আমি?

মনু আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, আপনি। আপনিই বলছেন।

এস-ডি-ও আমি বলেছি ন্যায্য বিচার করতে। আর তোমাদের এই গ্রামের জন্য তো আর আলাদা আইন লেখা হয়নি!

মনু তা হুজুর, লেখা-পড়া কিছু হয়নি। হক কথা। কিন্তু হুজুর, এ গাঁয়ে চিরকাল এমনিই চলে আসছে। হুজুর আজ এখানে নতুন বলে ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। আমি তো বলেছিলাম, হুজুর, আপনি যদি চান, তবে আমি সব উল্টে দিতে পারি।

এস-ডি-ও তোমার কাণ্ডকারখানা তো উল্টোই দেখছি।

মনু তবে এই আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, হুজুর! আমার বিচারে ভুল হয় নি। মনু মোড়লের বিচারে ভুল হয় না। এ একেবারে কাজীর বিচার। আমি জানি হুজুর কি চান। হুজুর চান প্রমাণ, এই তো! বেশ, আমি এক্ষুণি প্রমাণ করে দিচ্ছি। এ আর কঠিন কী! প্রমাণ করে দিচ্ছি। ওটা আমার জানা আছে বলেই বাদ দিচ্ছিলাম, খামোখা সময় নষ্ট।

এস-ডি-ও বিচারে প্রমাণ করা সময় নষ্ট! কত নতুন কথাই যে শোনাবে মোড়ল!

মনু আজ্ঞে হুজুর, নতুন গাঁয়ে এলে তো নতুন কথা শুনতেই হবে।

এস-ডি-ও তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে আমার কী মনে হচ্ছে, জান মোড়ল?

মনু কী মনে হচ্ছে, হুজুর?

এস-ডি-ও সব ব্যাপারটাই গোলমেলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, তোমার এই বিচারটা যেন উল্টোদিক থেকে হচ্ছে।

মনু উল্টো-সোজায় আর কি আসে যায়, হুজুর! আপনি প্রমাণ চান আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি। আপনি শুধু শুনে যান—শুনে যান আর দেখে যান। সব শেষ হলে, তখন বলবেন। [মতির মাকে] এই, এই মতির মা, তোমার নালিশ জানাও। হুজুর শুনতে চান।

মতির মা আমার নালিশ তো বললামই। তার কি দশা করেছে ওই হতভাগা, তাও তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তবে, একটা কথা বলা হয়নি—।

মনু কেন বলা হয়নি? বলা হয় নি? বল, সে কথা। এবার শুনুন হুজুর!

মতির মা আমার এই পট যে কত জাগ্রত, তা তো আর তোমরা জান না। সেই কথাটা আমি বলতে চাই।

মনু শুনুন হুজুর।

মতির মা এই যে পটটা, দেখতে পাচ্ছ তো?

মনু হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেখতে পাচ্ছি।

মতির মা ছাই দেখতে পাচ্ছ। কেমন করে দেখবে? এটা তো এখন ভেঙে চৌচির! খানিক পোড়ামাটির টুকরো। আমার কপাল, অমন জাগ্রত পট, তাকে ওই হারামজাদা ভেঙে খান খান করে দিয়েছে!

রূপা এই বুড়ি—!

মনু চোপ, রূপা! তুমি বল, মতির মা! তোমার ঐ পট বড জাগ্রত ছিল—

মতির মা হ্যাঁ, খুব জাগ্রত। মতির বাবা নিজে কিনে এনেছিল। সেদিনের কথা আমার আজো মনে আছে। মতির বাবা কলকাতা গেল। সেই কলকাতা থেকে নিজে হাতে করে কিনে আনে। শুধু তাই না, কালিঘাটের পট, মায়ের পায়ের সিঁদুর ছোঁয়ানো। মতির বাবার বয়স তখন—কত হবে?—এই, দুই কুড়ি পাঁচ।

মনু: মানে পঁয়তাল্লিশ বছর হুজুর!

মতির মা হ্যাঁ, তাই হবে। দুই কুড়ি পাঁচ কি ছয়। এদিকে আমার পেটে বাচ্চা আসেনি বলে মতির বাবা আবার একটা বিয়েও করল। মাগীর বয়স তখন কাঁচা। যোল কি সতের হবে। আমি তখন

কী করি? সতীন নিয়ে ঘর করা, সে যে কি জ্বালা! আবার হত্যে দিলাম এ পটের কাছে। হাতে হাতে ফল। বছর না ঘুরতেই মতি এল পেটে। তার দু'বছর পর এই ইতু। ওদিকে সতীন মাগী, বছরে দুটো করে বিয়োতে শুরু করল। প্রত্যেকবার যমজ। আর আমার মাত্র মতি আর ইতু সম্বল। ওর ওদিকে ছয়টা বাচ্চা হয়ে গেছে। মাগী যেন পরশ পাথর। ছোঁয়ালেই সোনা! আবার হত্যে দিলাম আমার পটের কাছে। এবারও ফল পেলাম হাতে-নাতে। সেবার সে মাগী আঁতুড় ঘরে ঢুকলো, আর বের হল না। সেখানেই মলো। আপদের শান্তি হল।

মনু সে সব কথা থাক, মতির মা। তোমার পটের কথা বল।

মতির মা সেই কথাই তো বলছি। সতীন বেটি মলো। আমার হাড় জুড়োলো। কিন্তু, তখন এদিকে আর এক বিপদ এল। মতির বাবারও শরীর ভেঙে পড়ল। সেও সগ্যে গেল তার পরের বছর। আমার ঘাড়ে তখন এগুলো বাচ্চা-কাচ্চা। এই পটের ঠাকুরই তো আমাকে বাঁচাল। এই ঠাকুরের দয়ায় আর পাঁচজনের—

মনু সে-সবই তো আমরা জানি, মতির মা। কাজের কথা বল দেখি, কাজের কথা বল। কাজের কথা চাই।

মতির মা তারপর আমার মতি বেশ বড় সড় হয়ে উঠল। সতীনের বাচ্চাগুলো সব কে যে কোথায় গেল—

মনু আচ্ছা জ্বালা দেখছি! এমাগী থামবে না নাকি!

মতির মা আমাকে যদি কথাই না কইতে দেবে, মোড়ল, তবে আর আমি এখানে থেকে কী করব? অমি তাহলে অন্য কোথাও যাই, যে আমার কথা শুনবে। কথাই যদি না শুনবে, তবে বিচারটা হবে কী করে, শুনি?

এস-ডি-ও না, না। আপনি কথা বলবেন বৈকি! নিশ্চয় বলবেন। তার কথা হচ্ছে কি, আমাদের লাগে এমন কথা বলবেন তো।

মতির মা কোনটা তোমাদের কাজে লাগবে, কোনটা লাগবে না, তা আমি আমি কেমন করে জানব! আমি কী হাত গুণতে জানি? না, আমার পেটে অত বিদ্যা আছে?

এস-ডি-ও না, না। সে কথা হচ্ছে না। আপনি বিচার চান তো?

পটটা ভেঙেছে, তার বিচার আপনি চান। তাই তো? তা, কেমন করে ভাঙলো, সেটা বলুন।

মতির মা আমি বাপু মুক্ষু-সুক্ষু মানুষ আমি অত উকিলী প্যাঁচ জানি না। আমার কথা আমি বলছি, তোমরা এখন বেছে নাও, কোনটা তোমাদের কাজে লাগবে, কোনটা লাগবে না।

মনু আমাদের জানা আছে তোমার পটের মহিমা।

এস-ডি-ও আপনার ওই পট যে আপনার কাছে খুবই মূল্যবান, তা আমরা বুঝেছি।

মতির মা কেমন করে বুঝবে, বলি বুঝবে কেমন করে? আমার তো বলাই শেষ হল না। এরই মধ্যে সব বুঝে বসে আছ?

এস-ডি-ও ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি বলুন। [আলোকে] আপনি শুধু প্রয়োজনীয় কথাগুলো লিখে যান। বুঝলেন।

আলো বুঝেছি হুজুর, স্যার। আর অত কথা কী লেখা যায়? বুড়ী তো এখন সাত কাণ্ড রামায়ণ শোনাবে! [মতির মাকে] তুমি বল, মতির মা।

মতির মা হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমার মতি বড়-সড় হয়ে উঠল। পাঁচজনের দয়ায় আর এই ঠাকুরের কৃপায় আমরা তিনজনে ভালই ছিলাম। তখন, মতির আমার একটু আধটু দোষ দেখা গেল। বয়সের দোষ। জোয়ান মানুষ, তার আয় পত্তর বলতে কিছু নেই। নইলে, মতি আমার ছেলে খুব ভাল। ওর মত ছেলে দুটো হয় না।

মনু তা হয় না। মা-বেটী মলো কি বাঁচল, একবার খোঁজও নেয় না!

মতির মা তুমি থাম দেখি মোড়ল! খোঁজ নেয়, কি না নেয়, সে আমি বুঝবো। আমরা মায়ে-বেটায় বুঝবো। এর মধ্যে তোমাকে ফোড়ন কাটাতে হবে না। এঃ—

মনু না, না বাপু। খাট হয়েছে। তুমি বল।

মতির মা বলবই তো, বলতেই তো আমা।—তা, আমি তখন কী করি। আবার হত্যে দিলাম এই ঠাকুরের কাছে। মতি আমার চাকুরী পেল। খুব ভাল চাকুরী। বালুরঘাঠে সিকদারদের মোটরগাড়ীর কারখানা আছে, সেখানে। প্রথমে গাড়ীটারি মুছত। এখন উন্নতি হয়েছে। শুনি, এখন নাকি গাড়ীর সাথে হিল্লি-দিল্লী করে বেড়ায়। সবই তো আমার এই ঠাকুরের কৃপায়। নইলে

	ঐ লতাদিদি আসতো এই গাঁয়ে? ঐ যে ফেমিলি পিলিং, না কি যেন করতে এসেছিল। লতাদিদির দয়ার শরীর। আমার দুঃখের কথা শুনে, দিদি আমার মতির চাকরী করে দিল। এদিকে আমারও হাতযশ বাড়ল। ঐ যে, তোমাদের ঐ বিশু ডাক্তার, পতিরামের ঐ বিশু ডাক্তার। সে তো বালুরঘাটে মস্ত হাসপাতাল করে বসেছে। বিলাতে ডাক্তারী শিখে এসছে। সেও এই মতিরমার কথা জানে। আমার কথায় ওঠে বসে। বলে, "ও, মতির মার হাতে আছে, তবে আর চিন্তা কী?" এ আমার নিজের কানে শোনা কথা। এই তো, সেবার—
এস-ডি-ও	বেশ বেশ। আপনার পটের অনেক মহিমা। সব বুঝতে পেরেছি।
মতির মা	সে তো বুঝবেই হুজুর। তোমরা হলে গিয়ে শিক্ষিত মানুষ—
এস-ডি-ও	তা মতির মা, এখন বলুন তো, এই পটটা ভাঙলো কী ভাবে?
মতির মা	ভাঙলো কী ভাবে? আছড়ে ভাঙলো। এটা তো মাটির পট। আছাড় মারলে কখনো আস্ত থাকে?
মনু	কে ভাঙলো?
মতির মা	কে ভাঙলো?
মনু	ঐ রূপা হারামজাদা?
মতির মা	তাছাড়া আবার কে? ঐ নচ্ছাড় হতভাগা আমার পটটা ভেঙে চৌচির করেছে। অমন সাধের পট আমার, মতিব বাবা নিজে—
রূপা	মিথ্যে কথা, হুজুর!
মনু	চোপরও! তোমাকে যখন জিজ্ঞাসা করেগা, তখন বোলেগা! [আলোকে] আলোভাই, সব লিখে নিয়েছ তো?
আলো	হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার কাজ আমি করে যাচ্ছি।
মনু	এবার বল তো, মতির মা, সব ব্যাপারটা খুলে বল।
মতির মা	এই কাল। তখন কত হবে? দশটা-এগারোটা। বারোটাও হতে পারে।
মনু	কখন?
মতির মা	ঐযে বললাম, এগারোটা-বারোটা হবে—
মনু	দিনের বেলা?
মতির মা	আরে না, না। দিনের বেলা, মোড়লের কথা শুনলে গায়ে জ্বালা ধরে। বলছি রাত্তির বেলা—

মন্টু কখন বললে ?

মতির মা বলি। বলতে দিলে তো বলব ?

এস-ডি-ও ঠিক আছে। আপনি বলুন।

মতির মা তখন রাত্তির এগারোটা-বারোটা হবে। কিম্বা তার থেকেও বেশী। বিছানায় শুয়েছি, হেরিকেনটা নেভাব, এমন সময় বিকট আওয়াজ, বাড়ীতে ডাকাত পড়লে যেমন হয়। তারপরই হম্বি তম্বি, সে এক কাণ্ড। পুরুষমানুষের গলা, আমার ইতুর ঘরে। আমি তখন পড়িমরি করে ছুটলাম ওঘরে। হাতে হেরিকেন। গিয়ে দেখি—

মন্টু কী দেখলে ? ঐ রূপা—

মতির মা আঃ। তুমি থামতো মোড়ল ! গিয়ে দেখি, ঘরের দরজা ভাঙা। আর ঘরের মধ্যে—

মন্টু ঐ রূপা—

এস-ডি-ও তুমি চুপ কর মোড়ল, ওঁকে বলতে দাও !

মতির মা আর সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমার অমন সাধের পট, অমন জাগ্রত ঠাকুর আমার ভেঙে চুরমার। ঘরময় ছড়িয়ে আছে তার টুকরো। আমার কথাটা একবার ভাব, হুজুর ! আমার মাথায় বজ্রপাত হল তাই দেখে।

মন্টু আর কী দেখলে ? কাকে দেখলে ঘরের মধ্যে ?

মতির মা হ্যাঁ, আর দেখি ঘরের এক কোণে আমার ইতু দাঁড়িয়ে। ভয়ে একেবারে সাদা হয়ে গেছে। হবে না ? অমন জাগ্রত ঠাকুরের ঐ হাল—

মন্টু আর কাকে দেখলে সেখানে ? ঐ হারামজাদা রূপা— ?

মতির মা হ্যাঁ, ঐ হারামজাদা। ঘরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে। একটু লাজ-লজ্জা বলে কিছু নেই ! আমার সাধের ঠাকুর, অমন জাগ্রত দেবতা, তাকে ভেঙে খান্-খান্ করেও দাঁড়িয়ে আছে !

মন্টু তারপর তারপর ?

মতির মা আমার তখন শরীরে রাগ। রাগ। রাগে আমার দেহে একশ হাতীর বল। আমি পড়লাম ওর ওপর শকুনের মত। কী জন্য ও ঐ রাত দুপুরে আমার বাড়ীতে ঢুকেছে ? আমার মেয়ের ঘরে কী চাই তার ? আমার সাধের দেবতাকে ভাঙবার জন্য ?

কেন? কী করেছে ঐ ঠাকুর তার? তার কোন পাকা ধানে মই দিয়েছে? তখন—

মনু তখন? তখন কী হল?

মতির মা তখন বলে কি ঐ পাজিটা, ঐ নচ্ছার হারামজাদা—নির্লজ্জ, বেহায়া! ওর ফাঁসী হওয়া দরকার। ওর জিভ্ কেটে নেওয়া দরকার? উচিত শাস্তি হয় তাহলে! ওই হারামজাদা তখন বলে কি। না ও ভাঙেনি! অন্য কে একজন—ভেবে দেখ হুজুর। ঐ শয়তানটার আস্পর্দার কথাটা একবার ভেবে দেখ! বলে অন্য কে ভেঙেছে। ভেঙে জানালা দিয়ে পালিয়ে গেছে। আমার মেয়ের ঘরে অন্য লোক? ঐ রাত দুপুরে? কেন? আমার মেয়ে কী বেশ্যা?

মনু ভারী শয়তান তো! তারপর?

মতির মা তারপর, তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম আমার মেয়েকে, এই ইতুকে। "বল ইতু, কে ছিল ঘরে?"

মনু [স্বগত] সর্বনাশ! বলে দেয়নি তো!

মতির মা মেয়ে আমার কেঁদে ভেঙে পড়ল। বলল, "হায় ঠাকুর!" শোন হুজুর। মেয়ে আমার কেঁদে উঠল, বলল, "হায় ঠাকুর! মাগো তুমিও—।" আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "বল, কে?" "কেমন করে বলি মাগো", ইতু বলল। আমি তখন বুঝে নিয়েছি, কে?

মনু কে?

মতির মা আবার কে? ঐ শয়তানটা। মেয়ে আমার ঠাকুরের নামে কিরা কেটে বলল—

ইতু কী কিরা কাটলাম। আমি কিরা কাটিনি, না, আমি কিরা—

মতির মা ইতু—!

ইতু তুই মিথ্যা বলছিস্, মা—

রূপা শুনলেন তো হুজুর?

মনু চোপরও, হারামজাদা!

মতির মা তুই কিরা কাটিস্ নি?

ইতু না।

মতির মা তুই ঠাকুরের নাম নিস্‌নি?

ইতু তুই ভুল করছিস, মা।

মতির মা কী? তুই বলিসনি? কাল রাত্তিরে তুই আমাকে—

ইতু হ্যাঁ, বলেছি। আমি বলেছি, যে—

মন্নু ব্যাস্! ওতেই হবে।

রূপা ডাইনী, ওটা একটা ডাইনী।

মন্নু লিখে নাও, আলোভাই, লিখে নাও!

ভোলা ছি, ছি! কি লজ্জা। কি লজ্জার কথা!

এস-ডি-ও মোড়ল, তুমি—

মন্নু [চমকে উঠে] না হুজুর, আমি না। মাইরী বলছি—

এস-ডি-ও মোড়ল, তুমি এ কিরকম বিচার করছ? মনে হচ্ছে তুমিই—

মন্নু দোহাই হুজুর! আমি না। মা কালীর দিব্বি—

এস-ডি-ও তোমার বিচার দেখে মনে হচ্ছে, তুমি নিজে যদি একাজ করতে, তাহলেও বোধ হয় এত চেষ্টা করতে না। তুমি ধরেই নিয়েছ, রূপা করেছে কাজটা। এটা কী ঠিক? আমার কিন্তু ব্যাপারটা ভাল লাগছে না। [আলোকে] আপনার লেখার কাজটা ঠিকমত হচ্ছে তো?

আলো আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, স্যার!

এস-ডি-ও বেশ। তাহলে মোড়ল, এবার?

মন্নু এবার কী হুজুর?

এস-ডি-ও সেটাই তো জিজ্ঞাসা করছি। এবার কার জবানবন্দী নেবে? ঐ মেয়েটার তো?

মন্নু আজ্ঞে হুজুর, ওকে আর জিজ্ঞাসা করার কী দরকার? তারচেয়ে, যদি জিজ্ঞাসা করতেই হয়, তবে ঐ রূপা হারাম—

এস-ডি-ও আঃ মোড়ল! বিচারে বসে গালমন্দ করতে নেই। এটাও শেখনি? নাও, ডাক এবার ঐ রূপাকে। তবে, আমি বলে রাখছি, এই বিচারই তোমার শেষ।

মন্নু শেষ? তার মানে? শেষ—ও হ্যাঁ, হুজুর। রূপার জবানবন্দী হলেই বিচার শেষ। ঠিক হুজুর। নিশ্চয়। এই রূপা, হা—, এদিকে আয়! বেটাকে আলাদা নেমন্তন্ন করতে হবে! এদিকে আয়—বেয়াড়াপনা করলেই তোর গলাটা কাটা যাবে।

এস-ডি-ও আবার কার গলা কটো যাবে?

মন্নু আজ্ঞে হুজুর, কার? মানে, আমার ঐ মোরগটার কথা বলছিলাম, হুজুর। ওটার অসুখ না সারলে, ওটাকে কেটেই ফেলব।

এস-ডি-ও তুমি তা আচ্ছা লোক! বসেছ বিচার করতে। ভাবছ মোরগের কথা!

মন্থু আমার বড় সাধের মোরগ হুজুর।—কৈরে, রূপা! এলি!

রূপা এই তো মোড়ল, আমি হাজির। আমার নাম রূপা কাহার, বাবার নাম শ্রীভোলানাথ—

মন্থু থাম্ থাম্! অত ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করতে হবে না। হুজুর অত কথা পছন্দ করেন না। এবার বল, মতির মার কথা সব শুনেছিস?

রূপা আজ্ঞে হ্যাঁ, মোড়ল। সবই শুনেছি।

মন্থু সে ব্যাপারে তোর কিছু বলার আছে।

রূপা একটাই কথা বলার আছে

মন্থু দয়া করে বল সেই কথাটা।

রূপা ও বুড়ির একটা কথাও সত্যি না।

মতির মা কী? এতবড় কথা? আমার—

মন্থু তুমি থাম, মতির মা! আমি মজা দেখাচ্ছি এ ব্যাটাকে। [রূপাকে] একটা কথাও সত্যি না। প্রমান করতে পারবি?

রূপা পারব।

মতির মা হারামজাদার এতবড় আস্পর্দা—

মন্থু তুমি ব্যস্ত হয়োনা মতির মা, ওর দিন ঘনিয়ে এসেছে।

এস-ডি-ও আবার কী বক বক করছ, মোড়ল?

মন্থু কৈ হুজুর—কেন—?

এস-ডি-ও ওসব এখন রাখ। নিজের কাজ কর। [আলোকে] আলোবাবু, আপনি পঞ্চায়েতের কাজ-কর্ম বোঝেন?

মন্থু মানে? আলো বুঝবে কেন?

আলো আজ্ঞে হুজুর, আমি—? আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার! কেন বুঝব না?

মন্থু আরে এই, তুই বেটা হাঁদার মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন? গরু না ছাগল! বল, তোর কি বলার আছে।

রূপা আজ্ঞে, আমার কী বলার আছে?

এস-ডি-ও হ্যাঁ। আপনার যদি এ ব্যাপারে কিছু বলার থাকে, তবে বলুন। কী ঘটেছিল গতকাল রাত্রে?

রূপা আমি তো বলতেই চাই, হুজুর। কিন্তু, মোড়ল আমাকে বলবার ফুরসতই দিচ্ছে না।

এস-ডি-ও শুনলে মোড়ল? এবার ওঁর জবানবন্দী নাও। কোনোরকম বাজে কথা আর চলবে না।

রূপা তখন রাত্তির দশটা মত হবে। সারাদিনই বৃষ্টি গেছে। রাত্তিরে আকাশে মেঘ ছিল, তবে একটু ধরন দিয়েছে, বৃষ্টি ছিল না। তাই ভাবলাম, যাই ইতুর সঙ্গে একটু দেখা করে আসি। সারাদিন দেখা হয় নাই। তাছাড়া আজ আমার বালুরঘাট যাবার কথা ছিল, আশুবাবুর সঙ্গে। হোমগার্ডের চাকরীর তদারক করতে। আশুবাবুর তো খুব জানাশোনা, ওপর মহলে, তাই ওনার সঙ্গে যাব ভেবেছিলাম।

মনু তোমার ঐ আশুবাবুর কথা রাখ। [স্বগত] ঐ শালাই হচ্ছে নাটের গুরু।

রূপা আকাশে মেঘ, তাই খুব অন্ধকার। তবে চেনা পথ, আমার কোনো অসুবিধা হয় নি। ওদের বাড়ীর কাছাকাছি আসতে দেখি, ইতু ওদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে। হাজার অন্ধকারেও আমি ওকে চিনতে পারি। আমি ডাকতে যাব, শুনি পুরুষ মানুষের গলা। ভাল করে নজর করে দেখি, আর একটা কে দাঁড়িয়ে। দুজনে কথা বলছে, ফিসফিস ফিসফিস করে।

মনু [স্বগত] শালা, দেখে ফেলেছে। [রূপাকে] তুই সেই লোকটাকে চিনতে পেরেছিলি?

রূপা আজ্ঞে, ওই অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করতে পারি নি। তবে, আন্দাজ ঠিকই করেছি।

মনু [ত্রস্ত] কে, কে সে?

রূপা আবার কে? ঐ লবা শুয়ারের বাচ্চা। ওই শালা—

মনু ও লবা! তাই বল, বলে যা। [আলোকে] লিখে নাও, আলোভাই!

আলো আমাকে বলতে হবে না। তুমি তোমার কাজ কর।

মনু বলরে রূপা, বাবা বল! তারপর ঐ লবা হারামজাদা কী করল?

রূপা ঐ লবা হারামজাদা অনেকদিন থেকেই আমার ইতুর পেছনে লেগেছিল। সুযোগ পেলেই ঘুর ঘুর করত। আমি ভাবলাম, পেয়েছি এবার শালাকে। আজ ওর একদিন কি আমার একদিন। এমন সময় ওরা দুজনেই ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

ঘর অন্ধকার। আমিও এগিয়ে গেলাম চুপিসাড়ে। গিয়ে দেখি দরজা বন্ধ। তখন আমার মাথায় রক্ত উঠে গেছে। বারান্দায় একটু খুঁজতে, পেলাম একগাছা লাঠি আর একটা একসেরী বাঁটখারা। নিলাম সে দুটো, ডান হাতে লাঠি, বাঁ হাতে বাঁটখারা। একটা লাথি ঝাড়তেই সেই পলকা দরজা ভেঙে পড়ল। ঘরে ঢুকতে দেখি সেই ব্যাটা জানালা দিয়ে পালাচ্ছে। কি যেন একটা মেঝেতে পড়ে ভাঙল। পরে জানলাম এই পটটা।

মন্টু সে ভাঙুক। তুই তখন কী করলি? সেই কথা বল। এই শালা গাঁইয়া লোকদের নিয়ে কি আর এসব বিচার-টিচার করা যায়!

রূপা আমিও ছুটে গেলাম জানালার কাছে।

মন্টু এবার দেখতে পেলি?

রূপা দেখতে ঠিকই পেয়েছি।

মন্টু চিনতে পারলি ওই লবাকে?

রূপা না মোড়ল, চিনতে ঠিক পারি নি। যা অন্ধকার। তবে আন্দাজ ঠিকই করেছি। ওটা লবাই ছিল।

মন্টু ঠিক বলেছিস ভাই, ঠিকই বলেছিস। ঐ মুখপুড়ী শেষে—

এস-ডি-ও আঃ মোড়ল!

মন্টু রাগে মাথার ঠিক থাকে না, হুজুর। ঐ মুখপুড়ী শেষে—যাক সে কথা, তুই বল রূপা, তুই বলে যা। তোর কোনো ভয় নেই।

রূপা জানালায় গিয়ে দেখি, সেই ব্যাটা তখনো জানালার নীচে। আমার হাতে ছিল লাঠিটা, সেটা দিয়ে মারলাম দু-ঘা। [মন্টু মাথার ফোলা জায়গায় হাত বোলাল] তখন শালা পড়িমরি করে ছুটল। আমিও মারলাম আমার লাঠিটা ছুঁড়ে। লাগল না। তখন মারলাম সেই বাঁটখারাটা ছুঁড়ে।

মন্টু কী ছুঁড়েছিলে?

রূপা বাঁটখারা।

মন্টু বাঁটখারা, আমি ভেবেছিলাম—

আলো তুমি কী ভেবেছিলে মোড়ল? বোমা? আমারও মনে হয় ঐ বাঁটখারা-টাটখারা একটা কিছু হবে।

এস-ডি-ও কাজের কথা বলুন, কাজের কথা। ওসব পরে হবে।

মন্টু বলভাই, রূপা, বলে যা। [পায়ে হাত বোলাল]

রূপা বাঁটখারাটা ফস্‌কায় নি। লাগল শালার পায়ে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আমি তখন জানালা দিয়ে নামতে যাব, শয়তানটা খানিক কাদা ছুঁড়ে মারল আমার চোখে-মুখে।

মনু বেহায়া, শয়তান! [স্বগত] এসবেরই শোধ নেব। আজকের দিনটা পার হোক না! [রূপাকে] তুই বলে যা, তারপর—

রূপা আমি কাদা মুছে তাকিয়ে দেখি শালা পালিয়েছে। আর এদিকে ঘরে এসে ঢুকেছে ঐ বুড়ী। তারপর যা হয়েছে, সেসবই তো আপনারা শুনেছেন হুজুর। বুড়ী আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, যেন একটা খেঁকী কুকুর।

মতির মা কী? আমি—

মনু তুমি চুপ কর, মতির মা!

রূপা এই দেখুন হুজুর, আঁচড়ে কামড়ে কিসব করেছে! আমি কী করি? মেয়েছেলের গায়ে তো আর হাত তোলা যায় না!

মনু ব্যাস্‌, ব্যাস্‌,। ঠিক হায়। ওঃ গলাটা শুকিয়ে উঠেছে। ওরে ও লক্ষ্মী! [হাঁক দিল] লক্ষ্মী! এক গেলাস জল দে মা। তাহলে, মামলা খতম। ব্যাপারটা মিটে গেল। [এস-ডি-ওকে] আপনি হুজুর, কিছু মুখে দেবেন না?

এস-ডি-ও না, না। আমার কিছু লাগবে না। কিন্তু, মোড়ল, তুমি মামলা খতম করে দিলে, কিন্তু, কিন্তু মিটল কোথায়? ওই মেয়েটার জবানবন্দী নেবে না?

মনু তার আর কী দরকার হুজুর। আমরা তো পেয়ে গেছি।

এস-ডি-ও কী পেয়ে গেছে?

মনু কেন হুজুর, আসামী!

এস-ডি-ও আসামী পেয়ে গেছ? কে সেই আসামী?

মনু কেন হুজুর? ঐ লবা!

এস-ডি-ও ওটা লবা কি কে, তা তো ওই মেয়েটাই সবচেয়ে ভাল জানে। ও-ই বলতে পারবে।

মনু তা, ও বলতে চায় বলুক। তবে তার আগে একটু জলপানি করতে হবে। আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। জলপানি করে আবার শুরু করা যাবে।

পঞ্চম দৃশ্য

[একই স্থান, কাল এবং পাত্র-পাত্রী]

মনু তাহলে হুজুর, দেখা যাচ্ছে—মানে, আমার বিচার-বুদ্ধিতে যা পাচ্ছি, তাতে আমরা পেয়ে গেছি।

এস-ডি-ও পেয়ে গেছি? কী পেয়ে গেছি?

মনু কেন হুজুর, আসামী!

এস-ডি-ও আসামী পেয়ে গেছি? কে সে?

মনু কেন হুজুর, ঐ লবা!

এস-ডি-ও লবা?

মনু কিম্বা রূপা!

এস-ডি-ও আসলে কে? লবা না রূপা? হয় লবা নয়তো রূপা বললে তো চলবে না কে? তুমি বলছ, আসামী পেয়ে গেছ, অথচ নিজেই জান না, লবা না রূপা।

মনু আজ্ঞে হুজুর,—

এস-ডি-ও ব্যস্ ব্যস্! এবার চুপ কর! দয়া করে চুপ কর।

মনু বেশ হুজুর, চুপ করছি। আমি শুধু বলতে চাচ্ছিলাম, এদের দুজনের মধ্যে একজন।

এস-ডি-ও কোন জন?

মনু তা তো জানিনা হুজুর, হয়তো দুজনেই।

এস-ডি-ও শোন মোড়ল, বিচার করতে বসে, হয়তো, বোধ হয় এসব কথার ওপর নির্ভর করে রায় দেওয়া যায় না। সঠিক ভাবে জানতে হবে।

মনু আজ্ঞে হুজুর, সেটাই তো জানা যাচ্ছে না।

এস-ডি-ও জানার চেষ্টা করেছ?

মনু সেকি হুজুর? এতক্ষণ তাহলে কী করলাম?

এস-ডি-ও সে তুমিই জান।

আলো মনুদা, আমি—মানে স্যার যদি অনুমতি করেন তবে আমি মোড়লমশাইকে একটা কথা বলি।

এস-ডি-ও বেশ তো, বলুন না! এতে আবার অনুমতির দরকার কোথায়?

আলো মনুদা, ওই ইতুকে একবার জিজ্ঞাসাবাদ করলে হয় না?

মনু ইতুকে? কেন, ইতুকে কেন?

এস-ডি-ও একমাত্র ওই মেয়েটিই জানে, আসলে কে ঐ পট ভেঙেছে।

মনু তা জানে হুজুর, তবে ও তো তার নাম বলবে না!

এস-ডি-ও কেন বলবে না? আর, সেকথা তুমি জানলে কী করে?

মনু জানতে হয় হুজুর, মোড়লকে ওসব জানতে হয়। ও মেয়ে যদি নাম বলে—

এস-ডি-ও কিন্তু, কি আশ্চর্য! আমি তো বুঝতেই পারছি না, ও নাম বলবে না কেন!

মনু বললে আমার এই কান কেটে ফেলব।

এস-ডি-ও আশ্চর্য! [ইতুকে উদ্দেশ্য করে] এইযে, শোন। তোমার নামটা যেন কী?

আলো ইতু।

এস-ডি-ও হ্যাঁ ইতু। এদিকে এস তো! বলোতো, তোমার কি বলবার আছে।

[ইতু এগিয়ে এল]

মনু বল মা, বল। [নীচু গলায়] সব কথা যেন খেয়াল থাকে। লক্ষ্মী মেয়ের মত কথাবার্তা বলবে। তুই তো জানিস্, কি হতে পারে। সব আমার এই হাতের মুঠোয়। সর্বনাশ যদি না চাস, তবে ভেবে চিন্তে কথা বলবি। তোর যদি থান কাপড় পরতে ভাল লাগে তবে অবশ্য অন্য কথা। তবে আর একবার মনে করিয়ে দিলাম, মোড়লের কথা না শুনলে বিপদ হবেই হবে। কেউ বাঁচাতে পারবে না।

এস-ডি-ও তোমার ঐ বক্‌বকানী থামাও তো মোড়ল! কিসব বলছ, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

মনু বুঝতে পারছেন না, হুজুর! আমি—

এস-ডি-ও তুমি কী ওকে ভয় দেখছিলে?

মনু সেকি হুজুর! তাই কখনো—

এস-ডি-ও তবে অত কথা কিসের? [ইতুকে] তুমি বল। [আলোকে] আপনি আলোবাবু, লেখার কাজটা করুন, ঠিক করে করবেন। দেখবেন, যেন ভুলটুল না হয়!

আলো আজ্ঞে না স্যার! ভুল হবে কেন?

মনু হুজুর আমার ওপর খামকা রাগ করছেন। আমরা হুজুর পাড়াগাঁয়ে থাকি। লেখাপড়া করিনি। মুক্ষুসুক্ষু লোক। আমাদের কথা হুজুরের বুঝতে একটু অসুবিধা হবে। তবে এই ইতু মা ঠিকই বুঝেছে।

মতির মা [ইতুকে] কৈ, বল! চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

ইতু ওঃ—মাগো!

মতির মা শোন মা, আমার কথাটা শোন। বলে দে, কে সেই লোক।

ইতু ওঃ, ঠাকুর!

মতির মা নেকী! ঠাকুর! ঠাকুর করছে ওকাজ?

মনু কী সব যা-নয় তাই বলছ, মতির মা? ঠাকুরের নামে ওসব বলতে নেই। খামাকা মেয়েটাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ। ও ঠিকই জানে, কি বলতে হবে।

রূপা জানে বই কি! ঠিকই জানে ঐ ডাইনী।

মনু চোপরও! তুমকো বলার সময় চলা গিয়া।

রূপা কি আর বলবে! এখন বলবে আবার কার কথা।

মনু তুম্ চুপ কয়েগা? নেহী তো চৌ-চাপরাশী-না আর্দালী ডাকেগা।

রূপা বেশ বাপু বেশ। এই চুপ করলাম। ও ডাইনী যাখুশী বলুক। হয়তো আমার নামই বলবে।

মতির মা শোন ইতু, আমার কথা শোন মা! বল, তোর তো আর কোনো দোষ নেই! মিছিমিছি কেন কলঙ্ক নিচ্ছিস্ মা! এতখানি বয়স হল আমার, আর তোকে আমি চিনি না! তোর কোনো দোষ নেই, তোর কোনো ভয় নেই। এইবার বল দেখি, কে ভেঙেছে ওটা! বল, শুধু নামটা বলে দে, তাহলেই হবে!

মনু হ্যাঁ, মা। নামটা বলে দে, ল্যাঠা চুকে যাক। একটু ভেবেচিন্তে বলিস, তাহলেই হবে। বল, লবা না রূপা?

মতির মা তোর বাবা মরার সময় আমাকে বলে গেছে, মেয়ের আমার ভালঘরে, ভালবরে বিয়ে দিও মতির মা। নইলে আমি যে মরেও শান্তি পাব না। তোর মরা বাবাকে কষ্ট দিস না মা। তুই কলঙ্কী হলে যে, তোর মরা বাবা গলায় দড়ি দেবে, মা। তার কথা একবার ভাব। তোর কলঙ্ক যে আমার কলঙ্ক মা! লোকে তোর বাবার নাম নিয়ে বললে, ওই সেই লোকের মেয়ে গো!

সেটা কী ভাল হবে মা ? রূপা ছাড়া আর কে যাবে তোর ঘরে, অত রাত্তিরে ?

রূপা ওঃ, এই বুড়ীটা আমাকে কিছুতেই রেহাই দেবে না ! ভারী তো একটা পট ! ভেঙেছে, আপদের শান্তি হয়েছে। নইলে আমিই আজ ওটা ভাঙতাম।

ইতু তুই চুপ কর ! লজ্জা করে না তোর ? কথা বলছে ! বেহায়া কোথাকার ! আমার সাথে তোর বিয়ের কথা না ? আমার কথা তুই একবারও ভাবলি না, আমার কথা ভেবে বলতে পারলি না, "হ্যাঁ, আমি ভেঙেছি !" ছি-ছি-ছি ! তুই আমাকে একটু বিশ্বাসও করতে পারলি না ! তুই আমাকে বিয়ে করতে চাস্ ? আমাকে চিনিস না তুই ? এতটুকু বুকের পাটা নেই ? আমার কলঙ্ক হলে তোর গায়ে লাগবে না ! আমি কেন যে নামটা বলতে পারছি না, তা তুই জানিস না, আমিই জানি শুধু। কিন্তু, বিশ্বাস কর রূপা. তোর ভালর জন্য আমি নামটা বলতে পারছি না, তোরই ভালর জন্য আমার এই কলঙ্ক।

রূপা ওঃ—আমার ভালর জন্য ! মাইরী আরকি।

ইতু হ্যাঁ রূপা, তোরই ভালর জন্য। তুই তো জানিস না, তোর কি সর্বনাশ হতে চলেছে !

রূপা আমার ? সর্বনাশ হবে ? কী সর্বনাশ হবে ? বলনা ! ওঃ—, সর্বনাশ দেখাচ্ছে !

ইতু তুই জানিস না, তাই অমন কথা বলছিস।

এস-ডি-ও তাহলে দেখা যাচ্ছে, রূপা ভাঙেনি—

ইতু না হুজুর ! রূপা ভাঙেনি—

মতির মা এ তুই কী বলছিস্ ইতু ? রূপা নয় ?

ইতু না মা, রূপা নয় ! রূপার কথা আমি বলিনি কাল রাত্তিরে। তুই ভুল শুনেছিস।

মতির মা তবে রে ! মেরে আমি তোর হাড় গুঁড়ো করে ফেলব। দাঁড়া হারামজাদী, আজ তোর একদিন, কি আমার একদিন······ !

মনু এই, থাম থাম, থাম মতির মা। নইলে চাপ—আর্দালী ডাকবো !

মতির মা অমন মেয়ের মুখ দেখাও পাপ।

এস-ডি-ও [আলোকে] ওই বুড়ীটাকে শান্ত হতে বলুন তো !

আলো ও মতিরমা, শোন, হুজুর—মানে স্যার বলছেন, তুমি একটু শান্ত হয়ে বসো।

মতির মা আর আমার শান্তি! হুজুর, এখন আমি মরলে বাঁচি, ছি-ছি-ছি!

মনু তাহলে তো হুজুর, ব্যাপারটা পরিষ্কার। এ ওই লবা ব্যাটারই কাজ।

ইতু কি ঘেন্না, কি ঘেন্না! তুমি মোড়ল, একটা আস্ত শয়তান।

এস-ডি-ও ছিঃ, ইতু! ওকথা বলতে নেই। মোড়লকে গালিগালাজ করতে নেই। সেটা ঠিক নয়।

ইতু কেন বলব না, হুজুর? ও বলছে, লবা করেছে। দোষটা এখন লবার ঘাড়ে চাপাতে চাচ্ছে। ও জানে না, লবা কাল বালুরঘাট গেছে? ও নিজেই তো লবাকে বালুরঘাট পাঠিয়েছে। এখন সেকথা ভুলে গেছে?

মনু অ্যাঁ তাইতো! এবার কী হবে? মানে তাতে কী? হয়তো লবা ব্যাটা যায়নি। আমি যেতে বললেই যে গেছে, তার তো কোনো প্রমাণ নেই।

রূপা আছে, প্রমাণ আছে। এবার আমার মনে পড়েছে। লবা বালুরঘাট গেছে। আমি নিজে দেখেছি ওকে যেতে। এই কথাটা অন্তত ডাইনীটা সত্যি বলেছে।

মনু রূপাও না, লবাও না। তবে কে? তাই কি হয়? হয় রূপা, নয় লবা। রূপা যখন নয়, তবে লবাই হবে। লবাই করেছে। ও ব্যাটা ঠিক ঘুরে এসেছে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ছিল। কেউ দেখেনি, তারপর—

এস-ডি-ও তুমি থাম! [ইতুকে] তোমার কোনো ভয় নেই, ইতু। তুমি বল। তুমি জান কে করেছে, তোমাকে বলতেই হবে।

মনু ও বলতে পারবে না, হুজুর!

এস-ডি-ও বলতে পারবে না, কেন? কেন বলতে পারবে না?

মনু আজ্ঞে হুজুর তো শুনেছেন, রূপার সঙ্গে ওর বিয়ের সবই ঠিকঠাক। তাই আরকি—। ওদের কাঁচা বয়সটার কথা ভুলে যাবেন না, হুজুর। ও বয়সে অনেক সময় একটু আধটু ভুল হয়ে যায়। রাতের অন্ধকারে কি করেছে না করেছে গোপনে, তা গোপনেই বলা চলে—। এখন এই প্রকাশ্য দিবালোকে সে কথা, বিশেষ করে এত লোকের সামনে বলতে তো একটু লজ্জা করবেই,

হুজুর। ওর তো আর দোষ না, দোষ ওর ঐ বয়সের। সেকথাটা হুজুর—

এস-ডি-ও আমি একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি, তুমি মোড়ল, কেমন যেন অদ্ভুত অদ্ভুত, উল্টো পাল্টা কথা বলছ। মনে হচ্ছে তুমি কি যেন একটা ঢাকতে চাচ্ছ।

মনু না, না হুজুর! ঢাকতে চা'ব কেন? কী ঢাকতে চাইব?

এস-ডি-ও সেটাই তো আমি জানতে চাই। ব্যাপারটা একটু খুলে বল তো!

ইতু শুনুন হুজুর! আপনার দয়ার শরীর। আমি আপনাকে বলছি, যাদ কালীর থান ছুঁয়ে বলতে বলেন, তাও বলতে পারি। রূপা ওটা ভাঙেনি। আমি তিন সত্যি করছি—সতি, সত্যি, সত্যি।

এস-ডি-ও তবে কে ভেঙেছে?

ইতু কে ভেঙেছে, তা আমি জানি হুজুর, তবে আমি তা বলতে পারব না। ঠাকুর জানেন কেন বলতে পারব না। সেকথা আমাকে আর জিজ্ঞাসা করবেন না হুজুর। হুজুরের ছুটি পায়ে পড়ি, আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। আমাকে কেটে ফেললেও আমি তা বলতে পারব না। আমাকে দয়া করুন, হুজুর! দয়া করুন! আমাকে আর জিজ্ঞাসা করবেন না।

মনু না, না। ইতু বড় ভাল মেয়ে। ও যখন বলছে, রূপা একাজ করেনি, তবে রূপা তা করেনি। আমি বিশ্বাস করি সেকথা। কাজেই হুজুর, এটা আমরা ধরে নিতে পারি, কাজটা ঐ লবা ব্যাটাই করেছে।

এস-ডি-ও সে করেছে, তার প্রমাণ নেই। বরং উল্টো। প্রমাণ হয়ে গেছে, সে লোকটি গতকাল থেকে এগ্রামের বাইরে।

মনু সে ক্ষেত্রে হুজুর, একটাই পথ। মতির মায়ের নালিশ বরবাত্।

এস-ডি-ও বরবাত্? চমৎকার! চমৎকার বিচার!

মনু দেখলেন হুজুর, কেমন চমৎকার মিটিয়ে দিলাম সমস্ত ব্যাপার!

এস-ডি-ও হ্যাঁ, আমি দেখছি। দেখছি, আর অবাক হচ্ছি। এর ভেতরে কি যেন একটা আছে, যা তুমি লুকোতে চাইছ। এবং আমাকে সেটা জানতেই হবে। তাছাড়া, আমি আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি, এই মেয়েটার ব্যাপারে তুমি কেমন অদ্ভুত ব্যবহার করছ। তুমি চাওনা যে, মেয়েটা কথা বলুক। কী ব্যাপার বলতো? এই মেয়েটার প্রতি তোমায় এত দরদ কেন?

মনু দরদ ? মানে, দরদ—! তা হবেনা, হুজুর! দরদ তো হবেই। ওর বাবা যে আমার এখানে কাজ করত, হুজুর। বড় ভাল ছিল মানুষটা, ওর বাবা। তাই আরকি হুজুর। সেই ভালমানুষের মেয়েটার কোনো ক্ষতি হয়, তাতো আর আমি চাইতে পারিনা। তাই কি চাওয়া যায়, হুজুর ? তা কি কেউ চায় ?

এস-ডি-ও তাহলে, মতির মা ?

মতির মা এর একটা বিহিত করতেই হবে হুজুর। এ আমার বড় সাধের পট, জাগ্রত দেবতা। মতির বাবা নিজে—

এস-ডি-ও হ্যাঁ, হ্যাঁ! সেকথা তো আমরা জানি।

মতির মা তুমি ঐ মোড়লের কথা শুনো না, হুজুর! ওটা একটা আস্ত শয়তান। ইতু ঠিকই বলেছে, ওটা একটা আস্ত শয়তান। ওটাকে—

এস-ডি-ও না, মতির মা। আমি তো বলেছি, ওরকম কথা বলবার নিয়ম নেই। বিচারের সময় গালমন্দ করতে নেই।

মতির মা ওটাকে গালমন্দই করা উচিত হুজুর। ও বজ্জাতটাকে আমি চিনি, হুজুর। এ গাঁয়ের সবাই চেনে। হাড়ে হাড়ে চেনে।

এস-ডি-ও তবুও ওসব কথা বিচারের সময় বলতে নেই।

মতির মা ঠিক আছে হুজুর। আমার মেয়ে যখন স্বীকার করল না, মিথ্যে বলল—

ইতু আমি মিথ্যে বলিনি মা!

মতির মা তুই চুপ কর! আমি তাহলে হুজুর, অন্য লোক আনব। আমি জানি হুজুর রূপারই কাজ এটা। আমার মন বলছে হুজুর। আমার কী মনে হয়, জান হুজুর ?

এস-ডি-ও কী মনে হয় ?

মতির মা আমার মনে হয়, কাল রাত্তিরে রূপা এসেছিল আমার ইতুর কাছে অন্য এক মতলবে। ইতুর কাছে কিছু টাকা পয়সা আছে, ওর জমানো টাকা। ও হারামজাদা সেকথা জানে। তাই ওই হারামজাদা এসেছিল ইতুকে ফুসলে ফাসলে সেই টাকা কটা হাত করতে। ভেবেছিল, টাকা কটা হাতিয়ে নিয়ে পালাবে।

রূপা কী ? আমি— ?

এস-ডি-ও [রূপাকে] তুমি একটু চুপ কর!

মনু [রূপাকে] চোপরও! বারে বারে বলতা হ্যায়, চোপরও! নেহী তো—

এস-ডি-ও তোমার ঐ হিন্দী থামাও তো মোড়ল! যে ভাষা জান না, সে ভাষায় কথা বল কেন? [মতির মাকে] তুমি এইমাত্র যে কথাটা বললে, সে কথার অর্থ জান?

মতির মা জানি, হুজুর! খুব জানি।

এস-ডি-ও সে কথা প্রমাণ করতে পারবে?

মতির মা আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, পারব। নিশ্চয় পারব। কাল রাত্তিরে—তখন কটা হবে, দশটা কি সাড়ে দশটা—মোট কথা আমার এই পট ভাঙার ঠিক আগে, রূপা আমাদের বাড়ী এসেছিল। বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে ইতুর সঙ্গে ফিসিরফিসির কথা বলছিল।

রূপা আমি? ইতুর সঙ্গে কথা বলছিলাম? অসম্ভব।

মতির মা কিন্তু চৈতী দেখেছে?

এস-ডি-ও সে আবার কে?

মতির মা চৈতীকেই চেনেনা হুজুর! চৈতী হল গিয়ে আমাদের বুলার মা। সেই চৈতী দেখেছে, কাল রাত্তিরবেলা; ঐ রূপা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার ইতুর সঙ্গে কথা বলছে।

মনু [স্বগত] রাখে হরি মারে কে!

রূপা হতেই পারে না।

মনু চোপরও, বেহায়া বদমাস! ভালমানুষের মেয়েকে ফুসলাকে—মানে ফুসলে টাকা হাতাতে চাও? লজ্জা করে না, বড় বড় কথা হচ্ছে! চোরের মায়ের বড় গলা!

ভোলা [রূপাকে] তবেরে হারামজাদা! আজ তোকে সিধা করে তবে ছাড়ব। মেরেই ফেলব তোকে আজ। কেন মিথ্যা কথা বলেছিস আমাকে? কেন?

রূপা আমি মিথ্যা কোথায় বললাম?

ভোলা ঐযে, বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে ইতুর সঙ্গে কথা বলছিলি, ওর জমানো টাকা হাতাবার তালে ছিলি!

রূপা মিথ্যা কথা, সব মিথ্যা কথা।

ভোলা মিথ্যা কথা? চৈতী দেখেছে।

রূপা কাকে না কাকে দেখেছে—

ভোলা কাকে না কাকে দেখেছে? এবার বল তুই, তোর কাপড়-গামছা পোটলায় বেঁধে রেখেছিলি কেন? ব্যবস্থা পাকা করে,

সব গুছিয়ে গাছিয়ে রেখে, তুই গেছিলি ইতুর কাছে টাকা হাতাতে?

রূপা ইতুর সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি। আর কাপড় গামছা গোছানো ছিল, আজ বালুরঘাট যাব বলে। সেখানে আজ যাবার কথা ছিল, হোমগার্ডের চাকরীর তদারক করতে। আশুবাবুর তো খুব জানাশোনা উপর মহলে, তাই তার সঙ্গে আজ যাবার কথা ছিল। এই ঝঞ্ঝাটের জন্য আটকে গেলাম। আশুবাবু একাই চলে গেছে। সেকথা তো তোকে বলে রেখেছি, বাপ্।

ভোলা নিকুচি করি তোর হোমগার্ডের চাকরীর। পরশুও তুই জানতি না। রাতারাতি সব ঠিক হয়ে গেল? আমি কিছু বুঝি না, তাই না! বল, কেন গেছিলি ইতুর কাছে? কী কথা ছিল যে, পালাবার ঠিক আগে তার সঙ্গে দেখা করতে হবে? টাকা? এত লোভ?

রূপা আমি টাকার জন্য যাইনি, বাপ্! আর ওদের বাড়ীর সামনে আমার সঙ্গে ইতুর দেখাই হয়নি, তা কথা বলা তো দূরের কথা!

মনু চৈতী যে দেখে ফেলেছে বাপু!

রূপা বাজে কথা।

এস-ডি-ও বেশতো, তা ডাকা হোক সেই চৈতীকে। সে এলেই তো সব মিটে যায়। [আলোকে] আলোবাবু, আপনি একটু ব্যবস্থা করতে পারেন, ঐ চৈতীকে ডেকে আনবার?

মনু আমি বলি কি, হুজুর, আজ এই থাক। বেলা তো যাহোক কম হল না। আপনি বরং স্নান টান করে, খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম নিন। বিকেলে তো আবার আটোর যাবেন বলেছিলেন। তাই বলছিলাম, এদিকের কাজ তো যাহোক সব হয়েই গেছে। বাকিটুকু আমি কাল-পরশু মিটিয়ে ফেলব।

এস-ডি-ও না, না। কাল কেন? কাল নয়, আজই মিটে যাক। ওই চৈতী না কে, তাকে ডাকলেই তো সব মিটে যায়। তাকেই ডাকা হোক। [আলোকে] কৈ আলোবাবু, আপনি দেখুন তো, ওকে ডেকে আনা যায় কিনা!

মনু আজ্ঞে হুজুর, চৈতীকে পেলে তো মিটেই যায়। কিন্তু, ওকে তো আজ পাওয়া যাবে না।

এস-ডি-ও কেন ? তাকে আজ পাওয়া যাবে না কেন ?

মনু চৈতী হল গিয়ে গরীব মানুষ। ভিক্ষে-টিক্ষে করে পেট চালায়। আজ ওর ভিনগাঁয়ে যাবার দিন। আজ যে ও কোথায় আছে কে জানে।

রূপা না হুজুর, চৈতী আজ বাড়ীতেই আছে। ওর মেয়েটার অসুখ তাই আজ আর বার হয়নি। আমি নিজে দেখেছি, ও বাড়ীতে আছে।

এস-ডি-ও বেশ তো, তাহলে তাকে ডাকা হোক। [আলোকে] আলোবাবু, আপনি বরং নিজেই একবার যান।

[আলো রওনা হল।]

মনু যাও ভাই আলো, যাও। হুজুর বলেছেন, তুমিই গিয়ে ডেকে আনো। [আর সবাইকে উদ্দেশ্য করে] তোমরা তাহলে আজকের মত যাও। হুজুর এখন সামান্য কিছু মুখে দিয়ে একটু বিশ্রাম করবেন। তোমরা আবার কাল পরশু একবার খবর নিও।

এস-ডি-ও আঃ মোড়ল, তুমি থাম। কাল নয়, আজই সব শেষ করতে হবে। আমার সামনে। [আর সবাইকে উদ্দেশ্যে করে] আপনারা ব্যস্ত হবেন না। এ বিচার শেষ না হলে আমি এগ্রাম ছেড়ে যাব না। চৈতী এলেই আবার কাজ শুরু হবে।

মনু কিন্তু হুজুর, এরা তো কেউই খাওয়া দাওয়া করেনি। আর আপনারও হুজুর সারাদিনে পেটে দানা পানি কিছু পড়েনি। তাই বলছিলাম—

এস-ডি-ও না, না, আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার ব্যবস্থা আমার আর্দালী করছে। তবে—[আর সবাইকে উদ্দেশ্য করে] তবে আপনারা যদি খাওয়া দাওয়া করতে চান, তবে এখন যান। খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার আসবেন। ঘণ্টাখানেক বাদেই আবার বিচার শুরু হবে। আর যাবার সময়, আমার আর্দালী বোধহয় বাইরে গাড়ীর কাছে আছে, তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

[মনু, এস-ডি-ও, রূপা, ইতু আর মতির মা ছাড়া সকলের প্রস্থান।]

মনু কী হল ? তোমরা এখানে কেন ? যাও, যাও! বললাম না, হুজুর এখন একটু বিশ্রাম টিশ্রাম করবেন!

মতির মা আমার এই ভাঙা পটের বিচার শেষ না হলে আমি যাব না। আগে আমার বিচার চাই।

মনু আর তুই, রূপা? তুই এখানে কেন?

রূপা আমারও সেই এক কথা। অনেক গালমন্দ করেছে ঐ বুড়ীটা, অনেক বেইজ্জত হয়েছি। আমিও বিচার চাই।

মনু তোরা তো সব চেয়েই খালাস। সব ঠেলা তো সামলাতে হবে এই শর্মাকে। যা, যা এখন। ঝামেলা করিস না। হুজুর এখন খানা পিনা করবেন। তোরা এখন যা দিকি!

এস-ডি-ও আহা, থাকতে চায় থাকুক না। ঘণ্টা খানেক বৈ তো নয়। আলোবাবু চৈতীকে নিয়ে এলেই তো আবার শুরু করা যাবে। তোমাদের যেতে হবে না। বসো ঐখানে গিয়ে, আলোবাবু আর চৈতী এলেই আবার বিচার শুরু হবে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[মঞ্চের সামনের দিকে এক কোণে রূপা বসে, অন্য কোণে মতির মা আর ইতু।]

এস-ডি-ও [বাড়ীর ভেতর থেকে বারান্দায় এসে চেয়ারে বসতে বসতে] খাওয়াটা ভালই হল। এতসব জোগাড় করলে কী করে?

মনু এত আর কোথায় হুজুর, এই সামান্য আয়োজন—

এস-ডি-ও এই যদি সামান্য হয় তবে আর আমার বলবার কিছু নেই। আর্দালীকে খানা বানাতে নিষেধ করেছিল কে? তুমিই বুঝি!

মনু আজ্ঞে হুজুর হলেন, এ গাঁয়ের অতিথি। অতিথি এসে দুটো ডাল ভাত পাবে না, তাই কি কখনো হয়! তাই—

এস-ডি-ও তাই বলে এত আয়োজন? যাকগে, একটু জল খাওয়াতে পার?

মনু জল? হুজুর জল খাবেন? জল খাবেন কেন?

এস-ডি-ও জল খাব না? তেষ্টা পেলে লোকে কী খায়?

মনু লোকে মানে ঐ চাষা-ভূষোরা জল খায়, আমরাও জল খাই। তাই বলে হুজুব, আপনি হলেন গিয়ে এসডিউ, সাহেব মানুষ, আপনি জল খাবেন, তাই কি হয়?

এস-ডি-ও কেন, আমাদের কী তেষ্টা পেতে নেই?

মনু আছে হুজুর, নিশ্চয় আছে একশোবার আছে। তাই বলে জল

তো হাতে ধরে দিতে পারব না হুজুর। [রূপাকে] এই রূপা হারামজাদা বসে আছে, যেন নবাব পুত্তুর। শুনতে পাচ্ছিস না, হুজুরের তেষ্টা পেয়েছে? বুকের ছাতি ফেটে গেল! যা, যা, শিগগীর যা, দুটো ডাব কেটে আন!

রূপা তা সেকথা স্পষ্ট করে বললেই হয়, অত গালমন্দ করছ কেন?

মনু বেশ করেছি, একশোবার করব। যা এবার দুটো ডাব কেটে নিয়ে আয়।

রূপা কোথা থেকে?

মনু [ভেঙচি কেটে] কোথা থেকে? যেখানে বসে আছ, সেই কাঁঠাল গাছ থেকে। বলি, গাধা কি আর গাছে ধরে! ডাব আনবি ডাবগাছ থেকে। তাও বলে দিতে হবে? যা, যা, আর দেরী করিস না। জলদি কর!

রূপা যাচ্ছি বাপু, যাচ্ছি।

[প্রস্থান]

এস-ডি-ও আচ্ছা মোড়ল, এবার আমাকে একটা কথা বলতো!

মনু কী কথা হুজুর? একটা কেন, হুজুর আদেশ করলে, হাজারটা কথা বলতে পারি।

এস-ডি-ও আচ্ছা, তোমার মাথায় কী হয়েছে?

মনু মাথায়? কৈ হুজুর, মাথায় তো কিছু হয়নি। মাথায় কী হবে?

এস-ডি-ও তবে ওরকম ফুলে উঠেছে কেন? যন্ত্রণা হচ্ছে না?

মনু যন্ত্রণা বলে যন্ত্রণা হুজুর, মাথাটা যেন ছিঁড়ে গেল।

এস-ডি-ও তা, ওরকম হল কী করে। ফুলে উঠেছে—

মনু আজ্ঞে হুজুর, পড়ে গেছিলাম।

এস-ডি-ও পড়ে গেছিলে? কবে? কাল রাত্রে?

মনু না, না, হুজুর! কাল রাতে না, কাল রাতে কেন পড়ব? আজ সকালে। এই আলোভাই সাক্ষী। ও, আলো মাস্টার তো নেই। আলো মাস্টার যে নেই, সেকথা ভুলেই গেছিলাম হুজুর!

এস-ডি-ও কী করে পড়লে?

মনু এইতো, আজ ভোরে, বিছানা থেকে উঠতে যাব, তখন।

এস-ডি-ও হোঁচট খেলে?

মন্থু আজ্ঞে না, হুজুর। পা হড়কে, পা হড়কে পড়ে গেছিলাম।

এস-ডি-ও উল্টে পড়লে?

মন্থু উল্টে? আজ্ঞে হ্যাঁ, উল্টে পড়লাম।

এস-ডি-ও তাহলে তোমার মাথার সামনে লাগল কী করে? উল্টে পড়ে নাহয় পেছন দিকটা জখম হয়েছে। সামনেটা?

মন্থু [স্বগত] শালা এত জেরা করে কেন? বাঁচিয়ে দে মা কালী! [প্রকাশ্যে] মানে হুজুর, এই—মানে প্রথমে পড়লাম, মানে এই সামনের দিকে মুখ থুবড়ে। তখন, মানে তখন লাগল এই এখানে [কপাল দেখাল] সামনের খুঁটিটায়। তারপর পড়লাম চিৎ হয়ে। তখন লাগল এই পেছন দিকে। ঐ চৌকির কোনায় লেগেছে হুজুর। গর্ত মত হয়ে গেছে।

রূপা [দুটো ডাব হাতে প্রবেশ] এই নাও মোড়ল, ডাব।

মন্থু আরে ব্যাটা তোর কী কোনো কালে আক্কেল বুদ্ধি বলে কিছু হবে না? এই নাও মোড়ল ডাব? বলি, ডাব তো হুজুরের জন্য আনা, তা হুজুর কি তোদের মত চাষা, যে ডাবে মুখ দিয়ে খাবে? সাধে বলে গাঁইয়া? যা, বাড়ীর ভিতরে যা। লক্ষ্মীকে বল কাঁচের গেলাসটা বের করে দিতে। গেলাসটা ভাল করে ছাই দিয়ে মেজে নিস্! কৈ যা! হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখ। হুজুরের এদিকে তেষ্টায় প্রাণ যাবার দাখিল, যা, যা!

এস-ডি-ও যাচ্ছে, যাচ্ছে। অত তাড়া দিচ্ছ কেন? বেচারী একেবারে ঘাবড়ে গেছে।

[রূপার প্রস্থান। যাবার সময় মোড়লের দিকে অগ্নি দৃষ্টিতে তাকাল।]

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, মোড়ল। আছাড় তো খেলে, তারপর কি তোমার বৌ এসে তোমাকে ঝাঁটা পেটা করেছে নাকি?

মন্থু ঝাঁটা পেটা? কেন হুজুর, ঝাঁটা পেটার কথা কেন বলছেন?

এস-ডি-ও তোমার সর্বাঙ্গ যেমন কেটে ছড়ে গেছে, তাই দেখে আমার মনে হল, বুঝি তোমার বৌ তোমাকে ঝাঁটা পেটা করেছে।

মন্থু আমার বৌ? মানে ঐ লক্ষ্মীর মা? ওর বাপের সাধ্যি আছে, যে মোড়লের গায়ে হাত তুলবে?

এস-ডি-ও তাহলে কোথায় গেছিলে কাল রাত্রে? কাঁটা ঝোপে লুকোচুরি খেলছিলে বুঝি!

মনু লুকোচুরি? না, না হুজুর! লুকোচুরির কী আছে?

এস-ডি-ও তবে কাল রাত্রে কোথায় গেছিলে?

মনু কেন? কাল রাত্তিরে কেন? কোথায় যাব? যাইনি তো কোথাও!

এস-ডি-ও তবে সর্বাঙ্গ ওরকম কেটে ছেড়ে গেল কী করে?

[কাঁচের গ্লাসে ডাবের জল নিয়ে রূপার প্রবেশ।]

মনু এই যে হুজুর, ডাবের জল। খান হুজুর, ডাবের জল খান। ওরে রূপা, কোন গাছের ডাব রে?

রূপা ঐ তোমার পুকুরের উত্তর পাড়ের।

মনু বেশ মিষ্টি, তাই না হুজুর? খুব ভাল ডাব হয় আমার ঐ গাছে। যেমন মিষ্টি জল, তেমনি সুন্দর খোল। ঝুনো হলে হুজুর, আরো ভাল।

এস-ডি-ও বাঃ, বেশ জলটা। আমরা তো বালুরঘাটে ডাব চোখেই দেখি না। ওখানে শুনেছি, ডাব খায় লোকে টাইফয়েড হলে। বেশ ভাল ডাবটা তোমার।

মনু আর একটা দিই হুজুর? [রূপাকে] যা, রূপা, যা বাবা, আরেকটাও কেটে নিয়ে আয়। গেলাসটা নিয়ে যা। দেখিস আবার ভাঙিস না।

[রূপা গ্লাসটা নিয়ে রওনা হবে]

আর শোন রূপা! হুজুরকে জলটা দিয়ে গিয়ে তুই বরং এক কাঁদি ডাব নামা, ঐগাছ থেকেই নামাবি। তারপর, সেটা হুজুরের গাড়ীতে তুলে দিবি।

এস-ডি-ও না, না মোড়ল, তার দরকার নেই।

মনু খুব আছে হুজুর। খুব আছে। [রূপাকে] তুই যা, যা বললাম তাই করগে।

[রূপার প্রস্থান]

এস-ডি-ও হ্যাঁ, যা বলছিলাম মোড়ল, তোমার সর্বাঙ্গ ওরকম কেটে-ছড়ে গেল কী করে?

মনু [স্বগত] ভবি ভুলিবার নহে। শালা, আমার এক কাঁদ ডাবই বুঝি লোকসান যায়। [প্রকাশ্যে] আজ্ঞে হুজুর, ঐ ঝাঁটা।

এস-ডি-ও ঝাঁটা ?

মনু আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর! ঝাঁটা। কোন বেআক্কেল লোক ঝাঁটাটা রেখে দিয়েছে আমার বিছানার পাশে। একেবারে হুজুর, শিয়রের কাছে। তা, সেই যে ভোরবেলায় যখন আছাড় খেয়ে মুখ থুবড়ে—মানে, প্রথমে সামনের দিকে তারপর চিৎ হয়ে—ঐ রকম পড়লাম তো, তখন ঐ ঝাঁটা সুদ্ধ জড়া-পাল্টা আর কি! আর ঐ নারকেল শলার ঝাঁটা হুজুর, খুব লেগেছে। রক্তারক্তি কাণ্ড।

এস-ডি-ও তবু যদি টুপীটা মাথায় থাকত, তাহলে তোমার ঐ টাকটা অন্তত রক্ষা পেত।

মনু তা পেত হুজুর।

এস-ডি-ও তা তোমার টুপীটা কোথায় গেল ?

মনু টুপীটা ? টুপীটার কথা জিজ্ঞেস করছেন, হুজুর ? সেকথা আর বলবেন না। ঐ যে বলে না, বিপদ কখনো একা আসে না! হক্ কথা হুজুর, লাখ কথার এক কথা। কাল, ঐ সন্ধ্যে বেলা, প্রদীপ নিয়ে বসেছি রামায়ণ পাঠে, বহুদিনের অভ্যাস হুজুর। রোজ সন্ধ্যায় আমার একবার রামায়ণ পাঠ করা চাই-ই-চাই। তা, কাল সেই রামায়ণ পাঠই আমার কাল হলো। প্রদীপের আগুনে টুপীটা জলে উঠল। ওদিকে রামায়ণেও লঙ্কাকাণ্ড। প্রথমে হুজুর, টেরই পাইনি। টের পেতে খুলে ফেললাম, এই একটানে। ততক্ষণে টুপীর দফা রফা।

এস-ডি-ও খুব বেঁচে গেছ, বল ? নইলে এদিকেও লঙ্কাকাণ্ড বাধতে পারত।

মনু ভগবান বাঁচিয়েছেন, হুজুর। আমরা আর কে ? তিনিই সব। তিনিই রক্ষাকর্তা, আবার তিনিই—

[ডাবের জল হাতে রূপার প্রবেশ]

এই যে হুজুর, আপনার ডাবের জল। [রূপাকে] এত সময় লাগে একটা ডাব কেটে আনতে ?

রূপা বাঃ, তুমি যে বললে এক কাঁদি ডাব নামিয়ে সাহেবের গাড়ীতে তুলে দিতে! তাই করতে গিয়েই তো দেরী হল।

মনু ডাব নামানো হয়ে গেছে। [স্বগত] গেল, ওটা বুঝি গচ্চাই গেল! [প্রকাশ্যে] হুজুরের গাড়ীতে এক কাঁদি ডাব তুলে

দেওয়া হয়েছে। বালুরঘাট গিয়ে খাবেন হুজুর, একই গাছের ডাব।

এস-ডি-ও ও সবের কোনো দরকার ছিল না। ওসব আমি পছন্দ করি না। তবে তোমার এ গাছের ডাবটা সত্যিই ভাল। [রূপাকে] আচ্ছা রূপা, তুমি যে কাল রাত্রে লোকটার মাথায় লাঠি দিয়ে মেরেছিলে, সেটা কবার মেরেছিলে, তোমার মনে আছে ?

মনু আজ্ঞে, দু—[হঠাৎ থেমে গেল।]

এস-ডি-ও তুমি কী করে জানলে, মোড়ল ?

মনু আজ্ঞে, আমি জানি না তো! আমি জানব কেন? আমি জানি না।

এস-ডি-ও ওই যে বললে, দুবার।

মনু আজ্ঞে হুজুর, দুবারই তো মেরেছে। রূপাকে জিজ্ঞাসা করুন, ও জানে। আমি কী করে জানব, আমি গরীব মানুষ, আমি কেন জানব? ঐ রূপা জানে। কি রে, রূপা। বল না, হুজুর একটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন, আর তুই বেটা হাবার মত দাঁড়িয়ে আছিস? বল, উত্তর দে!

রূপা আজ্ঞে, ঐ মোড়ল যা বলল হুজুর, দুবার। তবে মোক্ষম ঘা ঝেড়েছিলাম।

এস-ডি-ও তা তো ঝেড়েছিলে ; কিন্তু লোকটা যদি মরে যেত ?

রূপা ভালই হত হুজুর। লাশটা দেখিয়ে বলতে পারতাম, এই সেই শয়তান। এত সব ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেত।

এস-ডি-ও তুমি লোকটাকে একদম চিনতে পারনি ?

রূপা না হুজুর!

মনু বলি ভগবান চোখ দুটো দিয়েছে কী করতে? একটু খুলে তাকালেই তো পারতে বাপু।

রূপা তাকিয়েই তো ছিলাম। তা ও শা—, ওই বেটা যে কাদা ছুঁড়ল!

মনু কাদা ছুঁড়ল, চোখে লাগল। তা চোখ দুটো বন্ধ করে রাখতে পার নি? হাঁদারাম!

এস-ডি-ও [মতির মাকে] তুমি এদিকে এস তো! কী যেন তোমার নাম?

মতির মা [এগিয়ে এসে] আমাকে বলছ হুজুর

এস-ডি-ও হ্যাঁ, তোমাকে।

মতির মা আমি মতির মা। এরই মধ্যে ভুলে গেলে হুজুর!

এস-ডি-ও আচ্ছা মতির মা, তোমার জানালাটা কত উঁচু?

মতির মা জানালা? কোন জানালার কথা বলছ হুজুর?

এস-ডি-ও আরে ওই যে, তোমার মেয়ের ঘরের জানালা।

মতির মা আজ্ঞে হুজুর, ঘরটা তো ইতুর না। ঘরটা হল গিয়ে আসলে আমার মতির। মতি তো এখন বালুরঘাটে থাকে, তাই ঘরটা খালি পড়ে থাকে। সেইজন্যই আমার ইতু এখন ওঘরে শোয়। ইতুর নিজের কোনো ঘর নেই, হুজুর। আমরা গরীব মানুষ, অত ঘর কোথায় পাব?

এস-ডি-ও বেশ, বেশ। তোমার ইতু এখন যে ঘরে শোয়, সেই ঘরের জানালাটা কত উঁচু?

মতির মা তা প্রায় দেড় মানুষ মত হবে। আমাদের বারান্দাটাই তো একমানুষ উঁচু। বর্ষায় জল জমে বলে মতির বাপ সেবার খুব উঁচু করে বারান্দা তৈরী করেছিল।

এস-ডি-ও দেড় মানুষ। তার মানে সাত ফুট সাড়ে সাত ফুট হবে।

মতির মা ওসব ফুট-টুট জানিনা হুজুর।

এস-ডি-ও তোমাকে জানতেও হবে না। যা জিজ্ঞাসা করি তার উত্তর দাও? ঐ জানালা দিয়ে তাহলে লাফিয়ে নামা যায়!

মতির মা ওমা! লাফিয়ে নেমে যাবে কোথায় হুজুর? জানালার গা ঘেসে যে মাদারের বেড়া হুজুর। ঐ কাঁটাবন ভেদ করে যায় এমন সাধ্যি কার আছে?

মনু [স্বগত] ঠেলায় পড়লে বাঘে ধান খায়, তা এ তো কাঁটা বন।

এস-ডি-ও কাঁটা বন—[মোড়লের দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে] আচ্ছা মোড়ল, রূপা ছাড়া আর কার যাতায়াত আছে ও বাড়ীতে?

মনু তা আমি কী করে বলি হুজুর?

এস-ডি-ও কেন? তুমি তো যাও।

মনু আমি? আমি কেন যাব হুজুর? আমি যাই না।

মতির মা মোড়ল কথাটা ঠিকই বলেছে, হুজুর। মোড়ল যায় নমাসে ছমাসে একবার।

এস-ডি-ও সেকি মোড়ল! তুমি তো আচ্ছা লোক! হাঁসটা মুরগীটার অসুখ করলেই তো তোমার ওই ইতুকে দরকার পড়ে, ওকে নাহলে

চলে না। অথচ একবার খবরও নাও না, ওরা বেঁচে আছে, কি মরে গেছে?

মতির মা তবেই দেখ হুজুর, কেমন নিমকহারাম লোক ওটা।

এস-ডি-ও ছিঃ, মতির মা, গালমন্দ করতে নেই।

মতির মা গালমন্দ কী সাধে আসে হুজুর, না তা আমার স্বভাব? এইতো সেদিন আবার মোড়লের মোরগের কি একটা হল, ডাক পড়ল ইতুর। দরকার পড়লেই ডেকে পাঠাবে। নিজে একবারও যাবে না। কেবল ঐ শনিবার করে হাটে যাবার পথে একবার উঁকি দেবে। আর আমার বাড়ী কি আর মোড়লের মত লোক যেতে পারে? আমরা হলাম গরীব মানুষ, কিইবা আছে আমাদের!

[আলোর সাথে চৈতীর প্রবেশ। ওদের পিছনে অন্য সবাই। চৈতীর হাতে একটা টুপী।]

আলো এই যে হুজুর, চৈতীকে নিয়ে এসেছি।

এস-ডি-ও আচ্ছা! এই সেই চৈতী?

আলো আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, স্যার।

এস-ডি-ও বেশ। তাহলে আর দেরী করে কাজ নেই। চটপট্ সেরে ফেলা যাক। [মোড়লকে] কৈ মোড়ল, এবার শুরু করে দাও।

[মোড়ল ওদিকে ইতুকে নিয়ে ব্যস্ত।]

মনু [চাপা গলায়] খুব সাবধান, ইতু! একটু এদিক ওদিক হলেই কিন্তু সর্বনাশ, তখন আর সামলানো যাবে না। ও লক্ষীছাড়াটাকে আর বাঁচানো যাবে না। এই তোকে বলে রাখলাম, পরে আবার দোষ দিসনি যেন! তবে আমার কথামত চললে তোর আর কোনো ভয় নেই। যা বলেছি, সেইমত কাজ করবি। সাবধান, খুব সাবধান!

এস-ডি-ও [চৈতীর হাতে টুপী দেখে] একি, তুমি এ-টুপী কোথায় পেলে?

['টুপী' শুনে মোড়ল ঘুরে দাঁড়িয়ে চৈতাকে এবং তার হাতের টুপীটা দেখে বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে পড়ল।]

আলো আজ্ঞে স্যার?

এস-ডি-ও চৈতীর হাতে ও-টুপী, কী ব্যাপার?

আলো আজ্ঞে হ্যাঁ।

এস-ডি-ও কী?

আলো আজ্ঞে হ্যাঁ!

এস-ডি-ও কি আজ্ঞে হ্যা, আজ্ঞে হ্যা করছেন! দয়া করে বলবেন?

আলো আপনি স্যার, বরং চৈতীকে জিজ্ঞাসা করুন। ও বলবে সব বৃত্তান্ত, মানে কোথায় পেয়েছে, কেমন করে পেয়েছে, কি দেখেছে সব ওর মুখ থেকেই শুনুন স্যার!

এস-ডি-ও ওসব বৃত্তান্ত পরে হবে। আগে বলুন, ওটা পাওয়া গেল কোথায়? কে পেয়েছে?

আলো আজ্ঞে স্যার, পেয়েছে চৈতী।

এস-ডি-ও কোথায় পেয়েছে?

আলো চৈতী দেখেছে ওটাকে মাদারের ডালে ঝুলতে। মতির মার বাড়ীর পিছনে যে মাদারের বেড়া, তারই একটা ডালে ওটা ঝুলছিল।

মতির মা কী? কী বললে? আমার বাড়ীর পেছনে, মাদারের ডালে—?

এস-ডি-ও [মনুকে] মোড়ল, শোন। এদিকে এস। [চাপা গলায়] শোন মোড়ল, এখনো বোধ হয় সময় আছে। কী হয়েছিল? আমাকে বল, দেখি সামলানো যায় কিনা।

মনু হুজুর কি ভেবেছেন, আমি করেছি?

এস-ডি-ও [তেমনি চাপা গলায়] আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।

মনু আমি?

এস-ডি-ও তুমি নও?

মনু এই মা কালীর দিব্যি হুজুর—! [মতির মার হাত থেকে টুপীটা কেড়ে নিল] এই, এটা তোর হাতে কেন? দে!

এস-ডি-ও [মনুকে] ও টুপী কার, মোড়ল?

মনু এই টুপী, হুজুর? এই টুপীটা তো? এটা হুজুর—এই আমার! আজ্ঞে হ্যাঁ, এটা তো আমারই। আমি তো—, এটা তো—, আমি তো এটা হপ্তাখানেক আগে দিয়েছিলাম ওই—ওই হারামজাদাটাকে দিয়েছিলাম [রূপাকে দেখাল]। ওকে বলেছিলাম, বালুরঘাটে অনিলের দোকানে গিয়ে দিয়ে আসতে—এই মাপে দুখানা টুপী বানাবার ফরমাস দিয়েছিলাম, হুজুর। আমার জামা-টামা সব ঐ ওর ওখান থেকেই বানানো হয়, হুজুর। অনিল খুব ভাল দর্জি, খুব ভাল হাত!

এস-ডি-ও কাকে দিয়েছিলে টুপীটা ?

মনু কেন, হুজুর ? ঐ রূপা হারামজাদাকে।

আলো রূপাকে ?

রূপা আমাকে ?

মনু হ্যাঁ হে বাপু, হ্যাঁ। শা—! এখন আর মনে করতে পারছিস্ না, তাই না! আকাশ থেকে পড়লি! মনে নাই, সেদিন এইতো গেল সপ্তাহে, তুই বালুরঘাট যাচ্ছিলি, আমাকে এসে জিজ্ঞাসা করলি আমার কোনো কাজকর্ম আছে কিনা। আমি তোকে তখন এই টুপীটা দিলাম। দিয়ে বললাম, অনিলের দোকানে আমার নাম করে দিয়ে আসতে, আর এই মাপের দুখানা টুপী বানিয়ে রাখতে। কী ? মনে পড়ে ?

রূপা হ্যাঁ, মোড়ল, তুমি আমাকে টুপী একটা দিয়েছিলে বটে। আর আমি সেটা সেই অনিলের দোকানে দিয়েও এসেছি। অনিল দোকানে ছিল না, আর একটা লোক, যে সেলাই-টেলাই করে, সেও দেখলাম তোমাকে চেনে, তার হাতে দিয়ে এসেছি।

মনু দিয়ে এসেছিস্ ? তুই দিয়ে এসেছিস্ ?

রূপা হ্যাঁ, দিয়ে এসেছি।

মনু তাহলে বাপু হে, এটা ঐ মাদারের ডালে এল কী ভাবে ?

রূপা তা, আমি তার কি জানি!

মনু না, তুই জানিস্ না কিন্তু বাপু, আমি যে জানি! দাঁড়া হারামজাদা, তোর মজা আমি দেখাচ্ছি—!

এস-ডি-ও টুপীটা তুমি ওকে—

মনু আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর! ঐ যে বললাম হুজুর, গেল সপ্তাহে, আমি তখন এই এখানে বসে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম দেখছি, তখন ও ব্যাটা এল। এসে বলল, মোড়ল, আমি বালুরঘাট যাচ্ছি। তোমার কোনো দরকার টরকার থাকে তো বল। আমি বললাম, "ভালই হল বাবা, বোস।" তারপর টুপীটা ওকে দিলাম, দিয়ে বললাম অনিলকে দিয়ে আসতে, আরো দুটো টুপী যেন বানিয়ে রাখে ঐ মাপে। আর এদিকে দেখুন, হুজুর, ওই হারামজাদা, এই টুপী মাথায় দিয়ে বজ্জাতি করতে গেছিল। ব্যাটা, নেমকহারাম! তারপর বেগতিক দেখে মাদারের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছিল। সবাই তো চেনে আমার টুপী। আমি

ছাড়া আর মাত্র একজন এগাঁয়ে টুপী মাথায় দেয়, সে হল গিয়ে আশুবাবু। তা আশুবাবুর হল গিয়ে গেরুয়া টুপী। সন্ন্যাসী মানুষ—

এস-ডি-ও সে কথা থাক। তুমি বলছ, রূপা ঐ টুপী মাদারের ডালে ঝুলিয়ে রেখে এসেছে!

মনু ঠিক তাই, হুজুর। এখন ভাব করছে, ভেজা বিড়াল। ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।

রূপা আমি সত্যি বলছি, হুজুর। আমি কিছু জানি না।

চৈতী কিন্তু, তোমার তো বাপু জানবার কথা!

রূপা কেন, আমার জানবার কথা কেন?

চৈতী তুমি যে সেই সময় ও বাড়ীতেই ছিলে! ইতুর সঙ্গে গল্প করছিলে।

রূপা আমি? সব বাজে কথা হুজুর, ইতুর সঙ্গে আমার কাল রাতে কোনো কথা হয় নাই।

চৈতী কিন্তু, হুজুর, আমি যে দেখেছি। কাল রাত্তিরে, তখন অনেক রাত, আমি যাচ্ছিলাম আমার বুলার বাড়ী—ওই ওদের বাড়ীর সামনে দিয়ে [ইতুকে দেখাল]। বুলার আমার খুব জ্বরতো হুজুর, তাই রাতের বেলা ভাবলাম, যাই একবার দেখে আসি। ওদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যাবার সময় ইতুর গলা শুনলাম। অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করতে পারিনি, তবে দেখলাম, আর একটা কে রয়েছে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কে রে? ইতু নাকি?" আমার গলা শুনে ওরা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "এই ইতু, কী করছিস?" তা ও বলে কি, "কী আবার করব?"—"সঙ্গে কে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "রূপা নাকি?" ও তখন "হ্যাঁ—না" কি একটা বলল। আমি ভাবলাম, ছেলেমানুষ, বয়সকাল! তাছাড়া দুদিন বাদে ওদের বিয়ে হবে—এতে আর দোষের কি আছে! তাই আমি চললাম আবার আমার বুলার বাড়ীর দিকে।

মতির মা তুই কী বলছিস চৈতী? দোষের কি—!

রূপা ইতু বলেছে, আমি? আমি ছিলাম—?

এস-ডি-ও আঃ, সবাই চুপ কর! চৈতীকে বলতে দাও! তারপর, তারপর কী হল?

চৈতী তারপর? তারপর বুলার ওখানে গিয়ে দেখি, মেয়েটা আমার একটু ভালর দিকে। জ্বরটা ছেড়ে গেছে। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল। আমিও তখন উঠে বাড়ীর দিকে রওনা হলাম।

আলো তখন রাত কত হবে চৈতী?

চৈতী রাত তখন অনেক। বারোটা টারোটা হবে। বেশীও হতে পারে। বুলার ওখানে আমি নাহোক ঘণ্টা দুই ছিলাম।

আলো তাহলে ইতুদের বাড়ীর সামনে দিয়ে দশটা নাগাদ গেছ। এই তো?

চৈতী অত অঙ্ক বাপু জানি না। তোমার ঐ মাষ্টারী একটু থামাও বাপু—

এস-ডি-ও ঠিক আছে। আলোবাবু, ওকেই বলতে দিন। বল চৈতী তারপর কী হল।

চৈতী আমি যখন ইতুদের বাড়ীর বরাবর এসেছি, তখন হুজুর যা দেখলাম তাতে আমার শরীর হিম হয়ে গেল।

এস-ডি-ও কী দেখলে?

চৈতী আমার এই ডান পাশ দিয়ে, হুজুর, কি একটা ছুটে গেল। মনে হল, ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঘোড়া নেই। এই বিশাল কালো এক মূর্তি—তার পেছনে পেছনে একটা কেমন যেন গন্ধ। দৈত্য দানোর গায়ে ওরকম গন্ধ হয়, হুজুর। আমি ইষ্টনাম জপ করতে করতে তাকালাম ইতুদের বাড়ীর দিকে। সেই অপদেবতা তো ওই দিক থেকেই এসেছিল, হুজুর, তাই। দেখি ইতু যে ঘরে থাকে, সেই ঘরে আলো জলে উঠল, আর খুব চেঁচামেচি হচ্ছে। ভাবলাম, ভাল মানুষের মেয়ের না জানি কি ক্ষতিই হল। এদিকে আমি সামান্য মনিষ্যি। অপদেবতার কোপে পড়তে চাই না। তাই তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে দরজা দিলাম।

ভোলা হায় সর্বনাশ!

মতির মা কি সাংঘাতিক কথা!

এস-ডি-ও মতির মায়ের সর্বনাশ হতে পারে জেনেও তুমি গিয়ে দরজা দিলে?

চৈতী দরজা দিলে কি হবে, হুজুর! সারা রাত্তির দুচোখের পাতা এক হয়নি। ভোর না হতেই মতির মার সাথে গিয়ে দেখা করলাম। তখন শুনলাম, ওর অমন সাধের পটটা রূপা ভেঙে খান্ খান্ করেছে।

ভোলা চৈতী যাকে দেখেছে, সে তো অপদেবতা!

মনু [নিশ্চিন্ত, স্বগত] রাখে হরি মারে কে?

চৈতী অপদেবতা বলে অপদেবতা? সেই গন্ধ, আর কেমন একটা অন্ধকার আলো।

এস-ডি-ও তুমি যার কথা বললে, সে তো মনে হচ্ছে ভূত বা পেত্নী হবে। কিন্তু বাপু, তারা তো আমাদের নাগালের বাইরে। মানুষ জন কাউকে দেখেছ কিনা, তাই বল!

আলো আজ্ঞে হুজুর, স্যার! চৈতীর কথাটি আপনি শুনুন।

এস-ডি-ও দূর! যত সব গ্রাম্য কুসংস্কার!

আলো তবু স্যার, ওর কথাটা একবার শুনুন। ভূত পেত্নীর বিচার পরে হবে, তবে ও যে বলল, লাফিয়ে লাফিয়ে ছোটা, কালো একটা কি—এসব সত্যি হতে পারে। আমি—মানে, ওর সব কথা শুনলে আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন। আপনি স্যার, একটুখানি ধৈর্য্য ধরে শুনুন। [চৈতীকে] তুমি বল চৈতী।

চৈতী বললাম তো সব কথা।

আলো তারপর আজকের ঘটনাটা বল।

চৈতী ও আজ? আজ হুজুর, আলো মাষ্টার গিয়ে আমাকে বলল, বিচার নাকি আটকে আছে। আমাকে সাক্ষী মানা হয়েছে। সাক্ষি দিতে হবে। তখন আমি বললাম আলো মাষ্টারকে, কাল রাত্তিরে আমি কি দেখেছি। মাষ্টার বলল, "চল তো, দেখি!" তা হুজুর দিনের বেলায় তো আর ভয় থাকে না, তাছাড়া মাষ্টার স্বয়ং সঙ্গে, তাই গেলাম। ইতুদের বাড়ীর পিছন দিকে গিয়ে দেখি, কাদার উপর পায়ের ছাপ। ইতু যে ঘরে শোয়, ঠিক সেই ঘরের জানালার কাছে। মাদারের বেড়াটা পার হয়ে এসেই একটা জায়গায় এবড়ো-খেবড়ো দাগ, যেন কাটা পাঁঠা হুটোপুটি করেছে। তারপরই পায়ের ছাপ। একটা পা সুন্দর, মানুষের পা, অন্যটা হুজুর, ঠিক ঘোড়ার পা।

এস-ডি-ও কি সব আবোল-তাবোল বলছ! যত সব গাঁজাখুরি গল্প!

ভোলা না হুজুর, অমন কথা বলবেন না। ওনাদের পক্ষে সবই সম্ভব। ওনাদের অসীম ক্ষমতা হুজুর!

এস-ডি-ও তোমার মাথা!

চৈতী আপনি বিশ্বাস করছেন না, হুজুর?

এস-ডি-ও এসব কথা বিশ্বাস করা যায় ?

চৈতী এই আমার চোখ ছুঁয়ে বলছি, হুজুর! যেখানে লাফিয়ে পড়েছে, সেখানটায় অনেক জায়গা জুড়ে ছুটো-পাটার দাগ। তারপরই একটা মানুষের পা, একটা ঘোড়ার পা—একটা মানুষের পা, একটা ঘোড়ার পা—একটা—

মনু ওরে, তোরা সবাই হরি ধ্বনি দে!

সকলে হরে রাম, হরে রাম, রাম—

আলো আঃ, সব থাম দেখি! চৈতীকে বলতে দাও! ওর কথা শেষ হয়নি।

চৈতী আপনার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, হুজুর? তবে এই আলো মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করুন। আলো মাষ্টার সাক্ষী।

এস-ডি-ও কে সাক্ষী বললে? আলোমাষ্টার? তারমানে—আলোবাবু, আপনি সাক্ষী? ডাবের জলে নেশা হয় নাকি?

আলো না হুজুর। ঘটনাটা সত্যি। ওসব দাগ আমি দেখেছি। চৈতীর সঙ্গে ওখানে গিয়ে আমি সেই পায়ের ছাপ দেখেছি। তবে ওই ঘোড়ার পা-টা হুজুর, ওটা সত্যি না।

চৈতী কী, আমি মিথ্যে বলেছি? তুমি নিজে দেখলে—

আলো না, না। তুমি মিথ্যা বলনি। তোমার মনে হয়েছে, ওটা ঘোড়ার পা। ওটা স্যার, আসলে মানুষেরই পা। পায়ে চোট লাগলে মানুষ যখন লেঙ্‌চে লেঙ্‌চে চলে, তখন স্যার ঐ রকম দাগ হয়। চৈতী ভেবেছে অপদেবতা, তাই ঘোড়ার পা আর মানুষের পা। আমি চার দিকটা ভাল করে নজর করছি, এমন সময় চৈতী আমাকে ঐ টুপীটা দেখাল। মাদারের ডালে ঝুলছিল। আমি তখন নামিয়ে ওটা চৈতীর হাতে দিলাম।

এস-ডি-ও সেই পায়ের দাগ কোন দিকে গেছে, লক্ষ্য করলেন না একবার?

চৈতী করেছি হুজুর। মাষ্টার বললে, "চলতো এবার দেখি এই পায়ের ছাপ কোথায় গেছে।"

এস-ডি-ও কোনদিকে গেছে, আলোবাবু?

আলো আজ্ঞে স্যার, এই দিকে।

এস-ডি-ও এই দিকে, মানে? ঠিক করে বলুন!

চৈতী মাষ্টার ঠিকই বলেছে হুজুর! পায়ের ছাপ এই দিকেই এসেছে। ইতুদের বাড়ীর সামনে রাস্তা পার হয়ে, বাঁশঝোপের পাশ দিয়ে,

কবরখানার ভেতর দিয়ে এসে পুকুর পাড়। সেখান থেকে সোজা এখানে।

মন্নু সোজা এখানে? মানে? তার মানে?

চৈতী তার মানে, তোমার বাড়ীর পেছন দরজায়।

মন্নু আমার বাড়ীর পেছন দরজায়? মোড়লের বাড়ীতে বুঝি ভূত পেত্নীর আড্ডা?

চৈতী সে তুমিই জান বাপু!

এস-ডি-ও তোমাদের ঐ অপদেবতা, ভূত, পেত্নী, এসব গল্প ছাড় তো!

মন্নু হুজুর, অমন কথা বলবেন না হুজুর। ভগবান আছে কি নেই, এ নিয়ে অনেক তর্ক হয়েছে, অনেক তর্ক হবে। কিন্তু হুজুর, অতি বড় নাস্তিকও বলবে না যে ভূত পেত্নী বা অপদেবতা নেই। তেনারা আছেন, হুজুর। আমাদের এই চৈতী তো স্বচক্ষে তা দেখেছে।

এস-ডি-ও অপদেবতা আছে? বেশ তা থাক। কিন্তু সেই অপদেবতা তোমার কাছে আসে কেন? তোমার কাছে তার কী দরকার?

মন্নু আমার কাছে? আমার কাছে আসবে কেন? না, না হুজুর, সে আমার কাছে আসে নাই। কৈ আমি তো দেখিনি! বোধহয় এদিক দিয়ে গেছে, আমার বাড়ীর পাশ দিয়ে—কিম্বা, হয়তো ভেতর দিয়েই গেছে। তেনাদের যাতায়াত তো আর আমাদের পক্ষে ঠেকান সম্ভব না! আর, আমার কাছে যে আসেনি, তা তো আমি নিজেই বলছি, হুজুর। মোড়লের বাড়ীতে কখনো অপদেবতা আসতে পারে? মোড়ল হল গিয়ে মান্যিগন্যি লোক—

এস-ডি-ও আচ্ছা আলোবাবু, একটু খোঁজ নিয়ে, মানে নজর করে দেখে আসুন না, সেই অপদেবতা এ বাড়ীর বাইরে গেছে কিনা! তার পায়ের ছাপ এ বাড়ীর বাইরে গেছে কিনা, একটু দেখে আসুন!

আলো যায় নি হুজুর—স্যার!

এস-ডি-ও যায় নি?

মন্নু যায় নি মানে?

আলো মানে, অপদেবতা এখানেই আছে। এই বাড়ীতে।

মন্নু [স্বগত] আমার পেটের ভেতর কেমন মোচড় দিচ্ছে, এইবার গেছি। [প্রকাশ্যে] হুজুর, এমনও তো হতে পারে, যে সেই তিনি শূন্যে মিলিয়ে গেছেন!

এস-ডি-ও শূন্যে ? পাখা গজিয়ে গেল ?

মন্নু ওনাদের পক্ষে সবই সম্ভব।

এস-ডি-ও আচ্ছা, আলোবাবু, পায়ের ছাপ তো আপনি খুঁটিয়ে দেখেছেন। কোন পা মানুষের আর কোন পা সেই ঘোড়ার, আপনার মনে আছে ?

আলো আছে স্যার। ডান পা মানুষের, বাঁ-পা খোঁড়া।

এস-ডি-ও হুম্। [স্বগত] আমাদের এই মোড়লের কোন পা খোঁড়া হয়েছে, মনে করতে পারছি না তো! [প্রকাশ্যে] মোড়ল, তোমার পানের ডিবেটা দাও তো!

মন্নু পান খাবেন হুজুর ? খান, খান—পান খান। লক্ষ্মী আমার বড ভাল পান সাজে হুজুর। এই যে, এই আলোভাই, দাওতো ভাই, ডিবেটা হুজুরকে দাও! [আলো পানের ডিবে এগিয়ে দিল]

এস-ডি-ও নিজে একটু উঠতে পারলে না, আবার আলোবাবুকে খাটালে ?

মন্নু এতে আর খাটুনী কোথায় হুজুর, একটা পানের ডিবে একটু এগিয়ে দেয়া বই তো নয়! আর, তাছাড়া হুজুর, আপনার সেবায় আমরা সর্বদা প্রস্তুত, তার জন্য যে কোন কাজ করতে পারি। কী বল, আলোভাই ? ঠিক বলিনি ?

এস-ডি-ও না, শুধু তো পান নয়, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছিলাম। কথাটা একটু গোপন।

মন্নু সে কথা পরে বলবেন, হুজুর! এইসব ঝামেলা মিটে যাক। তারপর আমিও আছি, হুজুরও আছেন। তখন দুজনে বসে সেসব কথা বলা যাবে। সত্যি কথা বলতে কি হুজুর, আমারও কিছু গোপন কথা আছে আপনার সঙ্গে। এই গাঁয়ের উন্নতি যে কি করে করা যায়, সেই চিন্তায় হুজুর আমার রাতে ঘুম হয় না—

আলো তাই বুঝি রাত-বিরেতে এখানে ওখানে যাও ?

মন্নু তার মানে ? রাত-বিরেতে মানে ?

আলো তুমি খুব ভাল ভাবেই জান—

এস-ডি-ও আলোবাবু, আপনাদের ঝগড়া থামান! একটা কথা বলুন দেখি, এ গ্রামে খোঁড়া লোক কজন আছে ? খোড়া মানে বাঁ পা খোড়া এমন লোক।

আলো আগে ছিলনা, হুজুর—মানে স্যার! এখন আছে এবং একজনই আছে।

এস-ডি-ও আচ্ছা ? আছে তাহলে ! কে সেই লোক ?

আলো মোড়ল জানে, স্যার। তাকেই জিজ্ঞাসা করুন।

মনু কি সব কথা বলছ আলো মাষ্টার! আমি আজ দশ বছর মোড়ল, কৈ আমার নজরে তো তেমন লোক পড়েনি!

এস-ডি-ও ' [আলোকে] তবে যে আপনি বললেন আছে!

চৈতী আছেই তো, হুজুর! ঐ মিন্‌সে [মোড়লকে দেখাল] নিজেই সেই লোক। সে তার পাটা একবার দেখাক না! লুকিয়ে রেখেছে—

মনু লুকোবো কেন ? পা কেউ কখনো লুকিয়ে রাখে ?

রূপা এ তাহলে ঐ শা—হারামজাদার পায়ের ছাপ।

মনু কী, আমার পায়ের ছাপ ? আমি অপদেবতা ? আর, এটা ঘোড়ার পা ? [পা দেখাল] ঘোড়ার পা কখনো এরকম হয় ? ঘোড়া দেখেছিস কখনো ?

এস-ডি-ও না, না। ঘোড়ার পা হবে কেন, এতো সত্যিকারের পা, তোমার নিজের পা। এবার তাহলে জলদি বিচার শেষ কর। আমার আবার কাজ বাড়ল, আমাকে আবার বিচার করতে হবে।

মনু হারামজাদাকে আমি যত বাঁচাবার চেষ্টা করেছি, ও ব্যাটা তত আমার পেছনে লাগছে! অপদেবতার পা কখনো এরকম হয় ?

মতির মা আমিও তো তাই বলি, মোড়ল—

মনু বলো, তোমরাই বলো।

এস-ডি-ও হ্যাঃ মোড়ল, ওসব থামাও! এখন আগে তোমার বিচার শেষ কর! এক্ষুণি শেষ কর! জলদি!

চৈতী টুপীটার কথা মনে রাখবেন হুজুর!

রূপা খোঁড়া পা, মাদারের ডালে টুপী—

চৈতী সে কি গন্ধ সেই টুপীতে, বাবাঃ—অন্নপ্রাশনের ভাত বেরিয়ে আসে।

আলো অপদেবতারা আজকাল ঐ সেণ্টই ব্যবহার করছে, বিলিতি মাল।

এস-ডি-ও মোড়ল, তোমার বিচার শেষ কর। নইলে তোমার পঞ্চায়েত যে লাটে উঠবে।

মনু আমার মনে হয়, হুজুর—

এস-ডি-ও এখন আর মনে হওয়া নয়, শেষ কর! জলদি শেষ কর!

মনু হুজুর কি তাহলে বলতে চান, মানে এই টুপীটা, মানে আমি গতকাল রাত্রে এই টুপীটা মাথায় দিয়ে—

এস-ডি-ও তা কি করে হবে? তোমার টুপীতো কাল সন্ধ্যাবেলায় রামায়ণ পড়তে গিয়ে প্রদীপের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

আলো আজ্ঞে না স্যার, বিড়ালে বাচ্চা পেড়েছে, আজ সকালে।

এস-ডি-ও আচ্ছা? সন্ধ্যেবেলা টুপী পুড়ে ছাই, সেই টুপীতে সকালে আবার বেড়াল বাচ্চা পাড়ল।

মনু তাহলে হুজুর, আমি বিচার শেষ করি? রায়—

এস-ডি-ও হ্যাঁ, দয়া করে তাই কর, তোমার রায় দাও।

মনু আমার বিচার বুদ্ধিতে যা পাচ্ছি, একমাত্র এই ইতু জানে, ঐ পট কে ভেঙেছে। কিন্তু, ইতু মা তার নাম বলতে রাজী নয়। আর ইতু মা যতক্ষণ নাম না বলছে, ততক্ষণ আমার হাতে অন্য কোনো প্রমাণ নাই।

রূপা এ শালা ঐ মোড়লের কাজ।

এস-ডি-ও চুপ, চুপ!

মতির মা মিনসের পেটে পেটে এত!

চৈতী শয়তানের বাসা ওটা।

ভোলা হারামজাদা!

এস-ডি-ও চুপ, চুপ সবাই! মোড়ল, তুমি শেষ করবে, না আমি হাতে নেব?

মনু বলুন হুজুর, কি করতে হবে, আদেশ করুন।

রূপা [ইতুকে] কিরে ইতু, ওই শালাই তো গেছিল তোর ঘরে, তাই না?

এস-ডি-ও আবার কথা বলে!

ভোলা রূপা, তুই চুপ করে বসে থাক। হুজুর যখন আছেন তখন সুবিচার হবেই।

রূপা দাঁড়া শালা, আজ কোথায় যাবি? চোখে কাদা ছোঁড়ার মজা টের পাওয়াব আজ তোকে। আজ আর ছাড়ব না!

এস-ডি-ও মোড়ল?

মনু আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর! আমি তাহলে রায় দিয়ে দিচ্ছি।

এস-ডি-ও হ্যাঁ, তাই দাও।

মনু একথা স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে গেছে যে, ঐ রূপাই আসামী। ঐ হারামজাদাকে আমি তাই হাজতে পাঠাচ্ছি।

এস-ডি-ও বেশ। তারপর?

মনু কদিন ঘানি টেনে আসুক।

ইতু কে? রূপা, হাজতে যাবে?

রূপা ঘানি টানতে হবে?

এস-ডি-ও তোমরা চুপ কর। তোমাদের চিন্তা নেই। [মনুকে] তোমার বিচার শেষ?

মনু পটের দাম তাকে দিতে হবে, কিম্বা নতুন পট কিনে দিতে হবে।

এস-ডি-ও বেশ। এ বিচার এখানেই শেষ। বাকি বিচার হবে বালুরঘাটে।

ইতু বালুরঘাটে আবার বিচার হবে?

রূপা কিন্তু, আমি—!

এস-ডি-ও ওঃ, তোমরা থাম তো বাপু! আর যতদিন না বালুরঘাট সদরে বিচার শেষ না হয়, ততদিন—

ইতু ততদিন?

রূপা হাজত বাস?

ইতু ঘানি টানবে? এই আপনার বিচার হল, হুজুর! ঘানি যদি টানতেই হয়, তবে তা টানবে ঐ শয়তানটা [মনুকে দেখাল]। ঐ মোড়ল। ও-ই তো—

এস-ডি-ও তোমরা চুপ করবে?

ইতু রূপা, ঐ মোড়ল ভেঙেছে পট।

রূপা তবে রে—!

মতির মা মোড়ল ভেঙেছে? আমার অমন সাধের পট—

চৈতী ঐ মোড়ল?

ভোলা আর এতক্ষণ ধরে—

ইতু হ্যাঁ, ঐ শয়তান পট ভেঙেছে। রূপা কাল রাত্তিরে ঐ শয়তান গেছিল আমার কাছে, তারপর আমার ঘরে যায় একটা গোপন কথা বলবে বলে। এবার ওটাকে ধর, রূপা! ওটার পেটে পেটে অনেক মতলব।

এস-ডি-ও দাঁড়াও, দাঁড়াও! চুপ কর তোমরা!

ইতু তোকে তো হাজতে যেতেই হবে রূপা! এমনিতেও যেতে হবে, ওমনিতেও যেতে হবে। ওটাকে ছাড়িস্ না!

মনু শেষ রক্ষা আর হল না। পালাই এবার—[দৌড়ে পালাল।]

রূপা ধর, ধর বেটাকে!

ইতু দৌড়ো রূপা, ওটাকে ছাড়িসনা!

[রূপা মনুর পেছনে তাড়া করে। নেপথ্যে ওদের গলা শোনা যাবে।]

মনু আমি ?

রূপা হারামজাদা, বদমাস !

ইতু ধরেছিস্, রূপা !

রূপা [মনুর ফতুয়া হাতে প্রবেশ] নাঃ, বেটা পালিয়েছে। এই ফতুয়াটা পেয়েছি। [রূপা ফতুয়াটা মাটিতে ফেলে লাথি মারবে, থুথু ছিটাবে আর গালাগালি করবে।]

এস-ডি-ও আর্দালী। আর্দালী !

সপ্তম দৃশ্য

[মনু ছাড়া আর সবাই উপস্থিত। রূপা তখনো ফতুয়াটাকে লাথি মারছে আর থুথু ছিটাচ্ছে।]

রূপা নে শালা, হজম কর ! কাল খুব বেঁচে গেছিস ! তোকে আমি পাবই একদিন—তখন সব শোধ নেব।

ভোলা এই রূপা, থাম থাম ! হুজুর রয়েছেন, মনে রাখিস কথাটা। [রূপা থামল।]

রূপা তুই যদি আমাকে আগে বলতি ইতু, তাহলে আমি ব্যাটার মজাটা টের পাওয়াতাম। বজ্জাতিব আর জায়গা পায়নি !

ইতু [এস-ডি-ওর পা জড়িয়ে ধরে] হুজুর, এবার আপনি আমাদের বাঁচান হুজুর। আপনি না বাঁচালে এবার আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

এস-ডি-ও সর্বনাশ হবে ? কেন, কী সর্বনাশ ?

ইতু আপনি রূপাকে বাঁচান, হুজুর ! মোড়ল কাল রাত্তিরে আমাকে একটা গোপন চিঠির নকল দিয়েছে, খুব গোপন খবর। রূপাকে সেই কোথায় পাঠাবার হুকুম হয়েছে, সেখানে নাকি ওকে যুদ্ধ করতে হবে, নাগা সন্ন্যাসীদের সাথে। নাগা সন্ন্যাসীদের হাতে পড়লে কেউ কখনো প্রাণ নিয়ে ফিরে আসে, হুজুর ? আপনি বাঁচান আমার রূপাকে।

এস-ডি-ও কি সব বলছ, আবোল তাবোল কথা! নাগা সন্ন্যাসী, যুদ্ধ। তোমার মাথার ঠিক আছে তো?

ইতু হ্যাঁ, হুজুর, সব সত্যি কথা। আমার সঙ্গে আছে সেই চিঠির নকল। তাতে স্পষ্ট করে লেখা আছে রূপার নাম।

এস-ডি-ও কই, সেই চিঠি!

ইতু এই যে। [ব্লাউজের ভেতর থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে দিল এস-ডি-ওর হাতে।]

এস-ডি-ও [কাগজটা নিয়ে, ভাঁজ খুলে হেসে ফেলল] এটাতো একটা বাজে কাগজ। এ কাগজ, এরকম কাগজ যে কোনো অফিসে আদালতে অনেক পাবে। ফেলে দেওয়া হয় এসব কাগজ।

ইতু না হুজুর, পড়ে দেখুন। ওতে সব লেখা আছে। রূপাকে যুদ্ধে যেতে হবে, নাগা সন্ন্যাসীদের সাথে যুদ্ধ!

এস-ডি-ও [হাসতে হাসতে কাগজটা আলোকে দিল] দেখুন তো আলোবাবু, আপনি তো মাষ্টার মানুষ, পড়ে দেখুন, এতে ওসব কথা লেখা আছে নাকি!

আলো [কাগজ হাতে নিল। একটু দেখে] আরে দূর! এটা বাজে কাগজ। এটা তুই কোথায় পেলি, ইতু?

ইতু বাজে কাগজ? তবে যে মোড়ল বলল, গোপন চিঠি। ওতে লেখা আছে রূপার নাম। যুদ্ধে যেতে হবে। এক মোড়লই চেষ্টা করলে ওসব আটকাতে পারে। তবে তার জন্য—

এস-ডি-ও তার জন্য?

ইতু সে কথা আমি বলতে পারব না, হুজুর! সে বড় লজ্জার কথা। আমার ভাগ্য ভাল, যে কাল রাত্তিরে রূপা সময় মত ঘরে ঢুকেছিল।

রূপা মোড়ল শালা তোর বেইজ্জত করতে চেয়েছিল?

[ইতু মাথা নীচু করল]

আর সেকথা তুই আমাকে আগে বলিস নি?

ইতু তোকে যদি তাহলে সত্যিই যুদ্ধে পাঠাত? তাহলে আমি কাকে নিয়ে থাকতাম, রূপা?

রূপা মোড়ল তোকে ধাপ্পা দিয়েছে, ইতু। আমি তো মিলিটারির চাকরী করতে যাচ্ছি না, আমি যাচ্ছি হোমগার্ডের কাজে।

ইতু [এস-ডি-ওকে] আপনি বলুন, হুজুর, সত্যি করে বলুন, রূপাকে নাগা সন্ন্যাসীদের ওখানে পাঠাবে না তো! ওকে যুদ্ধ করতে হবে না তো!

এস-ডি-ও আরে না, না! রূপা যদি হোমগার্ডে ভর্তি হয়, তাহলে ওকে যুদ্ধ করতে পাঠাবে কেন? আর তাছাড়া, যুদ্ধ টুদ্ধ আছে নাকি এখন এদেশে?

ইতু ওই শয়তানটা তবে আমাকে মিথ্যা করে বলেছে! কাল রাত্রিরে আমাকে কত কথা বলল, সব মিথ্যা! আমাকে ঘরে নিয়ে গেল, বলল, "তোকে সেই গোপন চিঠির নকল দেখাব, চল!" তারপর ঘর বন্ধ করে, আমার হাতে এই চিঠিটা দিয়ে, বলে কি না—!

চৈতী ঐ নিষ্কর্মার ঢেঁকী, তার পেটে পেটে এত? তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আর এই কচি মেয়েটার সবনাশ করার মতলব?

রূপা [ইতুকে] সেই জন্যেই বুঝি তুই আগে মুখ খুলিস নি! আমার কথা ভেবে! আর এদিকে আমি তোকে কত গাল মন্দ করলাম। আমার হিংসায় মাথার ঠিক ছিল না। নইলে দেখ, আমি নিজে দেখেছি লবা বালুবঘাট গেছে, সে এগাঁয়ে নেই, অথচ আমি ভাবলাম, রাত্তিরে তুই লবার সঙ্গে কথা বলছিস।

ভোলা [মতির মাকে] তাহলে মতির মা, বিয়েটা তবে হোক, কি বল

মতির মা হ্যাঁ বাপু, বিয়ে হবে। যেমন ঠিক ছিল তেমনি হবে। শুধু আমার এই সাধের পটটার—

আলো [দূরের দিকে দেখিয়ে] আরে, দেখ দেখ! সবাই দেখ! ঐ দেখ আমাদের মোড়ল ছুটেছে, কাছাটাছা খুলে একাকার কাণ্ড। আপনি দেখুন হুজুর, স্যার, চৈতী তাহলে মিথ্যা বলেনি, দৌড়বার ধরনটা দেখুন, আর সেই সঙ্গে ভেবে দেখবেন স্যার, অন্ধকার রাত্তিরে কি মনে হতে পারে।

এস-ডি-ও তাইতো! আলোবাবু, যান, শিগ্গীর যান, ওকে আনবার ব্যবস্থা করুন। নইলে এও আবার গলায় দড়ি-টড়ি দিতে পারে। সে হবে আর এক ঝামেলা। তাড়াতাড়ি যান!

[আলোর প্রস্থান]

অষ্টম দৃশ্য

[আলো ছাড়া সবাই উপস্থিত]

মতির মা তাহলে হুজুর, আমার কী হবে ?

এস-ডি-ও কেন মতির মা ?

মতির মা আমার পটের বিচার তো হলো না।

এস-ডি-ও তোমার পটের ? ও হ্যাঁ, তাইতো, তোমার পটের বিচার তো হয় নি।

মতির মা আমার পটের বিচার কি তাহলে বালুরঘাটেই হবে ?

এস-ডি-ও হুঁ, সেই রকমই তো মনে হচ্ছে।

মতির মা তারমানে, আমাকে বালুরঘাট যেতে হবে !

এস-ডি-ও তাছাড়া আর গতি কী, বল ?

মতির মা কবে যাব, হুজুর ?

এস-ডি ও সে তোমাকে খবর দেওয়া হবে। সেই মত যেও।

মতির মা ঠিক আছে, হুজুর। তাই যাব। আমার এই ভাঙাপটের বিচার আমার চাই।

যবনিকা

ক্লাইষ্ট

হাইনরিষ্‌ ফন ক্লাইষ্ট যখন জন্মগ্রহণ করেন, ১৭৭৭ এর অক্টোবর মাসে, গ্যোটে তখন পরিনত যুবক, জার্মানীর আকাশে অতি উজ্জ্বল এক নক্ষত্র। ইয়োরোপের সাহিত্য ক্ষেত্রে নেমে আসে একটি সমান্তরাল ত্রিধারা—প্রতিটি নিঃসঙ্গ, জ্যঁ পোল, হ্যোল্ডারলিন এবং হাইনরিষ্‌ ফন ক্লাইষ্ট। এই ত্রিধারার উৎস এক ক্ল্যাসিক্যাল-আদর্শবাদ। হোল্ডারলিনের কাছে যে সমস্যার মূল ধর্ম, ক্লাইষ্টের কাছে তা রূপ নিয়েছিল দুঃখবাদের। আপন আপন অস্তিত্বের ওপর প্রবল আঘাতের মধ্য দিয়ে এঁদের যাবতীয় অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। ক্লাইষ্ট-এর লেখা পড়লে মনে হবে, তিনি বীভৎসতা এবং অমানুষিকতা প্রবণ। গ্যোটে কিন্তু তাঁর 'অনুভূতির বিভ্রান্তি' উপেক্ষা করেছেন। তাঁর প্রকৃতির এই বিস্ফোরণের অতলের গভীরতা উপলব্ধি করেছিলেন।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্লাইষ্টকে জীবন শুরু করতে হয় সৈনিক হিসাবে—পারিবারিক ঐতিহ্য। ১৭৯৯-এ সেই অবাঞ্ছিত জীবন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে হলেন ছাত্র। বিষয় দর্শন এবং গণিত। তারপর আসে তথাকথিত কান্টিয়-ভূয়োদর্শনের আঘাত। কান্ট কিম্বা ফিখ্‌টের প্রভাবে ক্লাইষ্টের ধারণা হয়, 'প্রকৃত অবধারণার অস্তিত্ব নেই'। তার সাহিত্যকর্মের মূলে ইহজগতকে উপেক্ষাকারী এক ভঙ্গুর, রুদ্ধশ্বাস সত্যের অন্তরের ব্যর্থতার প্রতিস্পর্ধী দৃঢ় এক প্রত্যয় এবং মানুষের হৃদয়ে অনুভূতি এবং জ্ঞানের অন্তিম এক স্থির সংকল্পের অবস্থান অনস্বীকার্য। পরস্পরবিরোধী এই দুই ধারা, হৃদয়ের অভ্যন্তরের সত্যের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক বাস্তব সত্যের মিলন অসম্ভব। পরম আদর্শের রাজত্বের এই সত্যকে ক্লাইষ্ট উপেক্ষা করতে পারেন নি; তেমনি পারেননি আপন হৃদয়ের অভ্যন্তরে স্থাবর আবেগের সঙ্গে সত্যের মিলন ঘটাতে। শেষ নৈতিক জ্ঞানের পরও আদর্শের অস্তিত্বে তার বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস পরিণত করবে এই পার্থিব জীবনের উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব।

ইতিহাসের আর সব সৃষ্টিশীল প্রতিভার মত ক্লাইষ্টও ছিলেন সর্বদা অতৃপ্ত, সেই অতৃপ্তি তার জীবনের উপর চেপে বসেছিল একটা প্রকাণ্ড অভিশাপের মত। সেই অভিশাপ তার জীবনকে করেছে সংক্ষিপ্ত, অস্থির। তার জীবন হয়েছে দুঃখময়। তার জীবনের এই অস্থিরতা শান্তি পেল অবশেষে এক পিস্তলের গুলিতে। অতীন্দ্রিয়বাদের প্রভাবে ক্লাইষ্ট আত্মহত্যা করলেন ১৮১১-য় বার্লিনের কাছে এক হ্রদের ধারে।

ক্লাইষ্টের প্রথম নাটক Die Familie Schroffenstein লেখা হয় ১৮০৩-এ সুইজারল্যাণ্ডে। সেখানেই শুরু করেন Robert Guiskard। এ নাটকের উদ্দেশ্য ছিল গ্যোটে এবং শীলারকে পর্যুদস্ত করা এবং শেক্সপীয়রকে প্রতিষ্ঠিত করা। মনে হয়, ১৮০৩-তেই তিনি এই পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলেন প্যারিসে। হ্বীলাণ্ড বলেছিলেন, "আইশীলোস, সফোক্লেস এবং শেক্সপীয়রের আত্মারা একত্রিত হলে এজাতীয় একটি নাটক সৃষ্টি করতে পারতেন; জর্মন সাহিত্যের কিছু শূন্যস্থান, যা গ্যোটে বা শীলার পূর্ণ করতে পারেননি, তা পূর্ণ হতো।"

ক্লাইষ্টের জীবনতথ্য আজ খুব সামান্যই জানা, সুতরাং অনেকটাই অনুমান নির্ভর। সেই ১৮০৩-তেই ক্লাইষ্ট লেখেন Der zerbrochene Krug; তারই বাংলারূপ এই 'ভাঙাপট'। বিশ্বাসের গণ্ডীর মধ্যে আনবার জন্য কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে, যথা গ্রামের বিচারক এখানে মোড়ল। নির্মম হাস্যরসের মাধ্যমে এর বিকাশ। বিচারক নিজেই অপরাধী। সেই বিচারক খোঁজ করছে অপরাধীর। ঘটনার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকের ফল্গুধারায় করুণার উদ্রেক। একান্ত পরিচিত এক পরিবেশের মধ্যেও এই নাটকে ক্লাইষ্ট এক বিশ্লেষণী নাট্যধারা উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছেন। সম্পূর্ণ স্পষ্ট এক ঘটনা ক্রমশ পরিনতির দিকে এগিয়ে চলেছে এবং দর্শক যথেষ্ট সচেতন থেকেও সেই পরিনতি জানবার জন্য ব্যাকুল থাকে।

ক্লাইষ্ট একাধারে নাট্যকার, কবি এবং সাহিত্যিক। তার লেখা অন্যান্য নাটকের মধ্যে Amphitryon, Penthesilea এবং Kaethchen von Heilbronn উল্লেখযোগ্য। Der zerbrochene Krug প্রথম মঞ্চস্থ করেন গ্যোটে, ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে। সেই প্রযোজনা অবশ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। ক্লাইষ্ট বিখ্যাত হন তার মৃত্যুর অনেক পরে, ১৮২০ খৃষ্টাব্দে। তখন থেকে Der zerbrochene Krug জার্মানীর প্রায় প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চে বিরাট সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়ে আসছে, আজও।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'ভাঙাপট' প্রথম দিন থেকেই এক সার্থক প্রযোজনা। এজন্য যাবতীয় কৃতিত্ব বালুরঘাটের ত্রিতীর্থের প্রাপ্য, বিশেষ করে পরিচালকদ্বয় শ্রীশান্তি রঞ্জন গুহ এবং শ্রীহরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের। ওঁরা নাটকটি স্থানীয় গ্রাম্য ভাষায় মঞ্চস্থ করেন এবং সেই ভাষায় রূপান্তর সম্ভব করেছে শ্রীশান্তিরঞ্জন গুহ এবং শ্রীসত্য তালুকদারের অনলস নিষ্ঠা। ত্রিতীর্থের প্রত্যেকের কাছে অনুবাদক কৃতজ্ঞ।

মারিয়া মাগডালেনে

ফ্রীডরিখ হেব্বেল

অনুবাদ : নীহার ভট্টাচার্য্য

ছন্দা,

এই নাটকটি তোমার খুব ভাল লাগে। এটা তুমিই নাও

প্রথম অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী

শ্রীবিজন ভট্টাচার্য	আস্তন : ছুতোর মিস্ত্রী
শ্রীমতী সাধনা রায়চৌধুরী	ঐ (স্ত্রী)
শ্রীমতী শমিতা বিশ্বাস	ঐ (মেয়ে)
শ্রীঅমিত রায়	ঐ (ছেলে)
শ্রীনীহার ভট্টাচার্য্য	যুবক
শ্রীউৎপল চট্টোপাধ্যায়	সেক্রেটারী
শ্রীসুবল ঘোষ	হেবোলফ্রাম : ব্যবসায়ী
শ্রীমতী কমলা দাস	পত্রবাহিকা
শ্রীকরবেণু বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রথম পুলিশ
শ্রীসুব্রতনারায়ণ চৌধুরী	দ্বিতীয় পুলিশ

নির্দেশনা : শ্রীপীযুষ সিন্‌হা

প্রযোজনা : ম্যাক্সম্যুলার ভবন, কলিকাতা

প্রথম অঙ্ক

ছুতোর মিস্ত্রীর ঘর

প্রথম দৃশ্য

[ক্লারা এবং মা]

ক্লারা তোমার বিয়ের পোষাক? ইস্, কি সুন্দর! মনে হচ্ছে যেন আজই তৈরী করা হয়েছে পোষাকটা।

মা হ্যাঁ বাছা, আমার বিয়ের পোষাক। আর, পোষাকের নিয়মই এই, কেতা পাল্টাতে পাল্টাতে এমন একটা অবস্থায় গিয়ে পৌঁছোয় যে, আর পাল্টানো যায় না। তখন আবার ফিরে আসে, আগের মত হয়। এই যে পোষাকটা দেখছিস্, এটা এর মধ্যে অন্তত দশবার পুরোনো ঢঙের হয়ে গেছে, আবার প্রত্যেকবারই নতুন ফ্যাশান হয়ে এখান থেকে শুরু হয়েছে।

ক্লারা এবার কিন্তু মা, একদম মেলেনি। তবে প্রায়—এই দেখ না, হাতদুটো বড্ড বেশী ঢলঢলে। তোমার বিয়ের পোষাকের খুঁত ধরলাম, রাগ করলে না তো!

মা আমি কি তোর মত!

ক্লারা আচ্ছা! তাহলে বিয়ের দিন তোমাকে এইরকম দেখাচ্ছিল। একটা মালাও তো নিশ্চয় গলায় দিয়েছিলে! তাই না?

মা সে তো জানা কথা। নইলে কি আর ওমনি ওমনি ঐ মির্টেনগাছে জল ঢেলে মরেছি, বছরের পর বছর!

ক্লারা আমি তোমাকে কতবার বলেছি, মা তোমার বিয়ের পোষাকটা একবার পর। কিন্তু, তুমি ওটা কখনো পরনি। কেবল বলতে, "ওটা আর আমার বিয়ের পোষাক না, ওটা এখন আমার কবরে যাবার পোষাক। ওটা নিয়ে খেলা করতে নেই।" ওই কথা শুনতে শুনতে শেষকালে ওটা আমার দু'চক্ষের বিষ হয়ে দাঁড়াল। ওই ধবধবে সাদা জিনিষটা ঝুলছে দেখলেই তোমার মৃত্যুর কথা মনে পড়ত। আর মনে হতো, পাড়াপর্শী বুড়ীরা এসে তোমাকে ওটা পরাবে—কিন্তু, আজ কেন মা, হঠাৎ—?

মা আমি যেমন ভুগে উঠলাম, সেরকম কঠিন অসুখে ভুগলে, আর, বিছানা ছেড়ে ওঠবার কোনো আশা না থাকলে, অনেক কিছুই খেয়াল হয়। মৃত্যু বড় বীভৎস—লোকের যা ধারণা, তার চেয়ে অনেক বিশ্রী, কুৎসিত। ওঃ, বড় কষ্ট হয়! জগৎটা অন্ধকার হয়ে আসে, সমস্ত আলো নিভে যায়, একটার পর একটা, এইযে চার পাশের এত রঙ, এত আনন্দ সব শেষ হয়ে যায়—স্বামীর ভালবাসা, ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল মুখ—সব, সব আস্তে আস্তে নিভে যায়—হঠাৎ চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে আসে—কিন্তু মনের গভীরে কোথায় যেন একটা বাতি জ্বলে ওঠে, ভেতরটা আলোয় ভরে ওঠে, কত কিছু দেখা যায়, সবই তখন দেখা যায়, যা না দেখতে পেলেই ভাল হতো, সেই সব দেখা যায়। আমি কখনো কোনো অন্যায় করেছি বলে মনে পড়েনা। ঈশ্বর যেমন চালিয়েছেন, তেমনি চলেছি। সংসার করেছি, যথাসাধ্য করেছি। ঈশ্বরের দান তোকে আর তোর দাদাকে মানুষ করেছি—তোদের বাবা, প্রচণ্ড পরিশ্রম করে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরলে তার সেবা করেছি, তার আরামের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। বড় কষ্টের দিনসব গেছে রে। কিন্তু, তবুও কখনো কোনো গরীব দুঃখী এলে তাদের ফেরাইনি। এমন যদি হতো যে আমার হাত একদম খালি, কিম্বা ওরা সংখ্যায় অনেক বেশী, তাহলেও এদের একেবারে হতাশ করিনি অন্য কোনোদিন ডেকে এনে ডবল দিয়েছি। কিন্তু, তাতেই বা কী লাভ হল? শেষ সময়ে তো সেই আতঙ্ক এসে চেপে ধরলো, কেঁপে উঠতে হলো। তাই হয়। শেষের ঘণ্টা বাজলেই কুঁকড়ে উঠতে হয় পোকার মত। ঈশ্বরের দয়া ভিক্ষা করতে হয়। একটা চাকর যেমন করে। অপকর্ম শুধরে নিতে চায় ভয়ে, যাতে মালিক মাইনে কেটে না নেয়।

ক্লারা থাম তো মা, কিসব বলছো আবোল-তাবোল।

মা না রে, আর ভয় নেই। এখন আমার বেশ লাগছে। এই দেখনা, আবার আগের মত শক্ত সমর্থ হয়ে উঠেছি। দাঁড়িয়ে, চলে ফিরে বেড়াচ্ছি। ঈশ্বর আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাবার মত পবিত্রতা আমি এখনো অর্জন করিনি। কবরখানার দরজা থেকে আমাকে কেন ফিরিয়ে দিয়েছে, জানিস্? স্বর্গের বিয়ের বাসরের জন্য সাজতে। এই তো, কালই তো তুই

আমাকে পড়ে শোনাচ্ছিলি তোর মনে আছে, সেই যে, গস্‌পেলের সেই সাত কুমারীর কথা! তাদেরও তো ঈশ্বর ওমনি দয়া করেছিল। তাই না? আজ যাব তো গীর্জায়, প্রার্থনা করতে, তাই আজ এটা পরেছি। আমার জীবনের সবচেয়ে মধুর, সবচেয়ে সুন্দর দিনে আমি এটা পরেছিলাম। সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বিশ্বস্ততার—ভক্তির। যদি কোনো কর্তব্যে অবহেলা করে থাকি, ভক্তিতে সন্দেহ হয়ে থাকে, তবে সেকথা যেন আজ আমার মনে পড়ে, আমি যেন প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি।

ক্লারা তুমি এখনো কথা বলছ, সেই অসুখের সময় যেমন বলতে, তেমনি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[একই দৃশ্য। মা এবং ক্লারা বসে। কার্লের প্রবেশ।]

কার্ল এইযে মা! কিরে, ক্লারা! [পকেট ঘড়ির চেনটা সোনার। সেটা দেখিয়ে] দেখতো ক্লারা, পছন্দ হয়?

ক্লারা সোনার! কোথায় পেলিরে দাদা?

কার্ল [ভেঙচি কেটে] "কোথায় পেলিরে দাদা?" বলি, এইযে এত খেটে মরছি, কেন? সন্ধ্যের পর আর সবাই চলে যাবার পরও যে দুঘণ্টা ধরে কাজ করি, কেন করি, বলতে পারিস? তোর তো শুধু পটর্ পটর্ কথা।

মা রোববার সকালেই শুরু হল। তোর লজ্জা করেনা, কার্ল!

কার্ল আমাকে একটা গুল্ডেন দেবে, মা?

মা সংসার খরচ ছাড়া আমার হাতে আর কিছু নেই।

কার্ল ওর থেকেই দাও না! তারপর না হয় চোদ্দদিন ধরে কেক-এ কম করে মাখন দিও তখন টুঁ শব্দটি করবো না। কতবারই তো করেছ ওরকম! জানি তো সবই। এইতো সেবার, ক্লারার জন্য নতুন পোষাকটা তৈরী করানো হল, সেবার তো মাসের পর মাস পাতে একটা ভাল-মন্দ কিছু পড়ে নি। চোখ বুজে সহ্য করেছি, বুঝতে পেরেছি, একটা নতুন শাল বা মাথায় জড়াবার রুমাল তৈরী হচ্ছে। একবার নাহয় আমিও ওর থেকে একটুখানি পেলাম।

মা   নির্লজ্জের মত কথা বলছিস্।

কার্ল   আমার এখন সময় নেই, নইলে—

[প্রস্থানোদ্যত]

মা   কোথায় যাচ্ছিস্?

কার্ল   বলবো না। তাহলে বুড়ো কর্তা যখন আমার কথা জিজ্ঞাসা করবে, তোমাকে তখন মিথ্যা করে বলতে হবে না যে, তুমি জান না। আর ভালকথা, তোমার ঐ গুল্ডেন আমি চাই না। সব জলই ঐ এক কলসী থেকে না ঢালাই ভাল। [স্বগত] এ বাড়ীতে সবাই আমার সম্বন্ধে কেবল খারাপটাই ভাবে, ওদের একটুখানি আশঙ্কার মধ্যে রাখার আনন্দটুকু ভোগ করতে বাধাটা কোথায়? এদের বলে আর লাভ কি যে, কেউ যদি আমাকে ঐ গুল্ডেনটা ধার দিয়ে সাহায্য না করে তাহলে আমাকে শেষকালে ঐ গীর্জাতেই যেতে হবে!

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[একই দৃশ্য। মা এবং ক্লারা]

ক্লারা   ওকথা বলার মানে?

মা   আঃ, ওর কথা আর বলিস না। চিরকাল আমাকে যন্ত্রণাই দিয়ে এল। ঐ যে তোর বাবা বলতো—ঠিকই বলতো। এ সবই আমার দোষে! বাচ্চা বয়সের সেই একমাথা কোঁকড়া চুল নিয়ে গোঁয়ারের মত আবদার করত একটুকরো মিছরীর জন্য; এখনো তেমনি বায়না গুল্ডেনের জন্য। তখন যদি সেই মিছরী না দিতাম, তাহলে হয় তো এখন গুল্ডেনের জন্য এমন করতো না। ওকথা আমার প্রায়ই খচ্‌খচ্‌ করে মনের মধ্যে। আমার মনে হয়, ও আর আমাকে ভালও বাসে না। আমার অসুখের সময় দেখেছিস ওকে কোনদিন একবারও কাঁদতে?

ক্লারা   ওর দেখাই পেতাম ভারী! এক খাবার সময় ছাড়া ওকে দেখাই যেত না। খাবার আগ্রহ ওর আমার চেয়ে বেশীই ছিল।

মা [তাড়াতাড়ি] সে তো হবেই। ওর কাজে যা পরিশ্রম!

ক্লারা সে তো বটেই। তাছাড়া পুরুষ মানুষদের যেমন স্বভাব। অন্যায় কাজ করতে বরং লজ্জা নেই, যত লজ্জা চোখের জল ফেলতে। ঘুষি পাকিয়ে তেড়ে আসতে লজ্জা নেই, তাই বলে চোখের জল দেখাবো—তাহলেই হয়েছে। এই তো, বাবাও তো—সেই যে একদিন, যেদিন তোমার অবস্থা খুব খারাপ, ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে—কারখানায় বসে বাবা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল না! আমার বুকের ভেতরটা তাই দেখে কেমন করে উঠেছিল। কিন্তু, আমি যেই বাবার কাছে গিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে গেছি, বাবা কী বললে জান? বললে, "দেখ তো, চোখের মধ্যে একটা কুটো পড়েছে, বার করতে পারিস কিনা? কাজের সময় যত ঝামেলা!"

মা [হাসতে হাসতে] হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি!—লেয়নহার্ডকে আজকাল আর দেখি না। কী খবর, কিছু জানিস্?

ক্লারা ওর এখানে না আসাই ভাল।

মা এ বাড়ীর বাইরে কোথাও গিয়ে তুই ওর সঙ্গে দেখা করিস্, এটা কিন্তু আমি চাই না।

ক্লারা অমন কথা কেন বলছ, মা? আমি কী সন্ধ্যেবেলা জল আনতে গিয়ে কখনো দেরী করে ফিরেছি?

মা না, না। তা নয়। কিন্তু আমি তো ওকে এ বাড়ীতেই আসতে বলেছি। সকাল নেই, বিকেল নেই, বৃষ্টি-বাদলা নেই, তোর জন্যে হা পিত্তেশ করে বসে থাকবে, সেটা তো ঠিক না। আমার মা-ও ঐ কথাই বলতো।

ক্লারা ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় না।

মা ঝগড়া-টগড়া করিস নি তো? এমনিতে কিন্তু ওকে আমার ভালই লাগে। বেশ ঠাণ্ডা প্রকৃতির। শুধু যদি কাজ-কর্ম একটা কিছু পেত! আমাদের আমলে ওকে বেশীদিন এভাবে বসে বসে থাকতে হতো না। অন্ধেরা যেমন লাঠিগাছা আঁকড়ে ধরে, তেমনি করে লোকে ওকে ছেঁকে ধরতো। তখন লিখতে পড়তে জানে, এমন লোক আর কটা ছিল। আমাদের মত গরীব মানুষেরও দরকার হতো ওদের মত লোকেদের। ছেলে বাবাকে জানাবে নববর্ষের শুভেচ্ছা, গেল তার কাছে। ঐ দু'ছত্তর লিখে

দেবার জন্য যা পেল, তা দিয়ে একটা কম্বল কেনা যেত। তারপর দিন বাবা আবার ডেকে পাঠালো, ঘরের দরজা বন্ধ করে, যাতে কেউ জানতে না পারে, পড়ে দাও কী লেখা আছে। তার জন্য পেল ডবল। তখনকার দিনে ওদের মত লোকের জন্য বাজারে আগুন জ্বলত, জিনিষপত্রে হাত দেয়া যেত না। এখন দুনিয়া পাল্টে গেছে। আমরা লেখা-পড়া জানি না বলে একটা বাচ্চা ছেলেও আমাদের নিয়ে তামাশা করে। হাওয়া বদলে গেছে। হয়তো এমন একদিন আসবে, যখন সার্কাসের লোকেদের মত দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটতে না পারলেও লোকে ঠাট্টা করবে।

[গীর্জার ঘণ্টা ধ্বনি]

ক্লারা গীর্জার ঘণ্টা বাজছে।

মা আচ্ছা, মা আমি এবার যাই। আমি তোর জন্য প্রার্থনা করবো। আর তোর লেয়নহার্ডের ব্যাপারে বলি একটা কথা, মনে রাখিস—ওকে ভালবাসবি, ও ঈশ্বরকে যতটা ভালবাসে, ঠিক ততটা। বেশীও না, কমও না। আমার বুড়ো মা স্বর্গে যাবার সময় এই কথা বলে আমাকে আশীর্বাদ করেছিল। এতদিন সেকথা মনে করে রেখেছি, আজ তোকে সেই কথা বলে আশীর্বাদ করছি।

ক্লারা [ফুলের তোড়া এগিয়ে দিয়ে] এই নাও!

মা নিশ্চয় কার্ল নিয়ে এসেছে!

ক্লারা [মাথা নেড়ে, স্বগত] তাই হলেই ভাল হতো। ওর হাত থেকে কিছু পেলে মায়ের আর আনন্দের শেষ থাকে না।

মা আঃ, কি ভাল ছেলে আমার! আমাকে কত ভালবাসে!

[প্রস্থান]

ক্লারা [জানালা দিয়ে মায়ের যাওয়া দেখতে দেখতে] ঐ যাচ্ছে। তিনবার আমি স্বপ্ন দেখেছি, মা আমার কফিনে শুয়ে, আর এখন—ওঃ কি সর্বনেশে স্বপ্ন, আমাদের কাছে আসে ভয়ের মুখোশ পরে। আমাদের আশা আকাঙ্খাগুলোকে ভয় দেখাতে। ভাল স্বপ্নের পরই আসে খারাপ স্বপ্ন। তাই আমি আর স্বপ্নই দেখতে চাইনা—ভাল স্বপ্নও না খারাপ স্বপ্নও না। ঐ তো মা হেঁটে চলেছে, দিব্যি সোজা—সহজ পায়ে। গীর্জার কাছাকাছি পৌঁছে গেল। ও কার সঙ্গে দেখা হল প্রথমে? না-না, ওসব কিছু না, ওটা আমার দুর্বল মনের কুসংস্কার—কবর খোঁড়ে যে লোকটা, তারসঙ্গে

দেখা হল মায়ের। লোকটা সবে একটা কবর খুঁড়ে উঠে এল। মা ওকে কি যেন একটা বলল, তারপর—মুচকে হাসল, হেসে তাকাল অন্ধকার গর্তটার দিকে, ফুলের তোড়াটা সেই অন্ধকার গর্তের মধ্যে ফেলে দিল—তারপর আবার গীর্জার দিকে রওনা হলো ভেতরে ঢুকে পড়ল। [গীর্জায় গান শুরু হলো, শোনা যাবে।] ওরা গান গাইছে—ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ কর, তাঁর ভাবনা ভাব সবাই—[হাত জোড় করে] মা যদি মারা যেত তাহলে আমি আর কোনদিন শান্তি পেতাম না। তাহলে—[কল্পিত স্বর্গের দিকে তাকিয়ে] কিন্তু, তুমি তো দয়াময়, তুমি তো করুণাময়! আমি যদি ক্যাথলিক হতাম তাহলে বেশ হতো; তোমাকে কিছু দিতে পারতাম, তুমি সেই দান গ্রহণ করতে। আমাদের পাদ্রীসাহেব বলেন, তোমার কাছে নাকি কোনো দানই যথেষ্ট নয়, সবই তো তোমার! তোমার জিনিষ তোমাকে দেয়ার নাকি কোনো অর্থই হয় না। কিন্তু, এ বাড়ীতে যা কিছু আছে সবইতো আমাদের বাবার। কিন্তু, তবুও সেই বাবার পয়সাতেই একটা রুমাল কিনে, তাতে সুন্দর সুঁচের কাজ করে সেবার যখন বাবাকে দিয়েছিলাম তার জন্মদিনে, বাবা তো খুশীই হয়েছিল। হ্যাঁ, বাবা খুব খুশী হয়েছিল। আর বাবা আমাকে এত ভালবাসে যে, সবচেয়ে আনন্দের দিনে, বড়দিনে কিম্বা ইষ্টারের সময় ঐ রুমালটা বাবার চাই-ই চাই। একবার একটা মেয়েকে দেখেছিলাম, কচি বাচ্চা, ক্যাথলিক। একটা আপেল নিয়ে গেছিল গীর্জায়। বছরের প্রথম ফল। আপেলটার ওপর বাচ্চাটার খুবই লোভ হচ্ছিল। অনেক কষ্টে সেই লোভ চেপে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু, শেষে আর না পেরে, আপেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, লোভের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য। পাদ্রী সাহেব ওদিকে তখন সবে পানপাত্রটা উঁচু করে ধরেছে, গম্ভীর ভাবে তাকিয়েছিল বাচ্চাটার দিকে। তাতে বাচ্চাটা এত ভয় পেয়ে গেছিল যে, ছুটে পালিয়ে গেছিল সেখান থেকে। কিন্তু, আমি তো দেখেছি বেদীর ওপর মা-মেরীর ছবিটা! মা-মেরী এমন সুন্দর হাসছিল, মনে হচ্ছিল, ছবি থেকে বেরিয়ে এসে, বাচ্চাটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাবে। মা-মেরীর হয়ে আমি করেছিলাম সেকাজ। ঐ আসছে লেয়নহার্ড। আঃ, কতদিন বাদে আসছে!

চতুর্থ দৃশ্য

[একই দৃশ্য। লেয়নহার্ডের প্রবেশ]

লেয়ন [দরজার সামনে] বেরুচ্ছ নাকি ?

ক্লারা অত মিষ্টি করে বলার কী আছে ? আমি তো এখনো রাজকন্যে নই।

লেয়ন আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি একা নও। এপথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, মনে হল, তোমাদের পাশের বাড়ী বারবারা বুঝি জানালায় দাঁড়িয়ে।

ক্লারা ও, তাই—!

লেয়ন তুমি সবসময় কেমন গম্ভীর হয়ে থাক। কতদিন বাদে এলাম, এর মধ্যে অত্যন্ত দশবার আকাশে মেঘ জমেছে, সে মেঘ কেটেও গেছে। কিন্তু তোমার মনের মেঘ যেন আর কাটবে না।

ক্লারা এখন সময় পাল্টে গেছে।

লেয়ন ঠিক, ঠিক। তুমি যদি বরাবরই এরকম থাকতে, তাহলে আমাদের ভাব এতদূর গড়াতো না।

ক্লারা এখন তাহলে এমন হল কেন ?

লেয়ন আচ্ছা, তাহলে মনে হচ্ছে আমার কাজ ফুরিয়েছে! ভাল কথা তোমায় সেই ইয়ে [সন্তান সম্ভবনার ইঙ্গিত করে]—ও খবরটা তাহলে আসলে কিছুনা !

ক্লারা ওঃ লেয়নহার্ড, সেদিন তুমি যা করেছ, তা উচিত হয়নি।

লেয়ন উচিত হয়নি ? দেখ, তুমিই আমার সব। আমি তাই শেষ চেষ্টা করেছি, চেষ্টা করেছি তোমাকে ধরে রাখবার। কি অবস্থা তখন আমার, কি বিপদ ! আমি, আমি সব হারাতে বসেছিলাম। বলতে চাও, তোমার ঐ গদোগদো চোখে তাকান, ঐ সেক্রেটারীর দিকে, বলতে চাও তা আমি দেখিনি ? কি আনন্দের দিন সেটা আমার ! আমি নিয়ে গেলাম তোমাকে নাচের আসরে, আর তুমি—

ক্লারা তুমি কী থামবে ? নাকি শুধু যন্ত্রণাই দেবে আমাকে ? হ্যাঁ,

আমি ওর দিকে দেখছিলাম। মিথ্যা কেন বলব? কিন্তু, আমি দেখছিলাম ওর গোঁফটা। একাডেমীতে যাবার পর ও গোঁফ রেখেছে, গোঁফটা ওকে—[থেমে গেল।]

লেয়ন খুব ভাল মানায়, তাই না! তাইতো বলতে চাইছিলে, থামলে কেন? সত্যিই অদ্ভুত তোমাদের চরিত্র, মেয়েমানুষ আর কাকে বলে! মিলিটারি চালচলনের ক্যারিকেচারও তোমাদের ভাললাগে। ঐ হাঁদাগঙ্গারামের ছোট্ট, গোলগাল মুখটার কথা ভাবলেও আমার হাসি পায়। সত্যি কথা বলতে কি, বিরক্ত লাগে। অস্বীকার করার কারণ দেখিনা, ও লোকটা আমাকে যথেষ্ট জ্বালিয়েছে—তোমার ব্যাপারে। ওই একগাদা চুল আর গোঁফের জঙ্গলের মধ্যে থেকে ওর মুখটা উঁকি মারছিল, যেন সাদা খরগোসের একটা বাচ্চা।

ক্লারা আমি তো বলিনি, ও ভাল। তুমি ওসব কথা বলছ কেন?

লেয়ন মনে হচ্ছে, ওর জন্য তোমার দরদ যেন এখনো আছে!

ক্লারা ছেলেবেলায় আমরা একসঙ্গে খেলা করেছি। আর, তারপর—তুমি তো জান সেসব!

লেয়ন ও হ্যাঁ, আমি জানি। আর জানি বলেই তো—

ক্লারা আর এটা তো খুবই স্বাভাবিক। কতদিন বাদে ওকে আবার দেখলাম, অবাক লাগছিল, ও কত পাল্টে গেছে, আর—

লেয়ন বেশতো, স্বাভাবিক মানছি। কিন্তু, ও যখন আবার তোমার দিকে তাকালো, তখন তুমি কেন লাল হয়ে উঠেছিলে?

ক্লারা আমার মনে হচ্ছিল, ও বুঝি—ও বুঝি আমার গালের এই জরুলটার দিকে দেখছে। দেখছে ওটা আরো বড় হয়েছে কিনা। আর তাই আমার লজ্জা করছিল। তুমি তো জান, কেউ যদি ওটার দিকে তাকায়, তবে আমার মনে হয় ওটা বড় হয়ে ওঠে আর, তাই আমার লজ্জা লাগে। আমার সত্যিই মনে হয় ওটা বাড়ে।

লেয়ন তা হতে পারে। কিন্তু আমার আর সহ্য হচ্ছিল না, তাই ঠিক করে ফেলেছিলাম, সেই রাতেই তোমাকে পরীক্ষা করতে হবে, তুমি আমাব বৌ হতে রাজী আছ কিনা। রাজী থাকলে তোমাকে জানতে হবে যে, ওসব আমি সহ্য করব না। রাজী না হলে—

ক্লারা ওঃ, একটা খুব খারাপ কথা বলেছিলে। তখন আমি তোমাকে

ধাক্কা দিয়ে উঠে পড়েছিলাম। ভীষণ খারাপ কথা বলেছিলে তুমি। চাঁদটা এতক্ষণ আমার সাথে ছিল, সুন্দর জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছিল, সেও প্রতিবাদ করে ভেজা মেঘের মধ্যে ডুব দিয়েছিল। কে যেন পেছন থেকে আমার পোষাক টেনে ধরেছিল। আমি ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি। তাকিয়ে দেখি, গোলাপের কাঁটা, কামড়ে ধরেছিল আমার পোষাক। তুমি আমার মনটা খারাপ করে দিয়েছিলে, আমার সব সাহস উবে গেছিল। তুমি তখন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলে, আমাকে পাপ করতে বলেছিলে। আমি—হায় ঈশ্বর!

লেয়ন এখনো কিন্তু আমি অনুতাপের কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না। আমি জানি, ওভাবে ছাড়া আমি তোমাকে ধরে রাখতে পারতাম না। পুরোনো ভালবাসা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল, ওটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চাপা দেবার দরকার হয়েছিল।

ক্লারা বাড়ী ফিরে দেখি, মায়ের খুবই অসুখ, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, যেন কোনো অদৃশ্য হাতের আঘাতে। বাবা আমার খোঁজে কাউকে পাঠাতে চেয়েছিল, মা দেয়নি। একটু আমোদ করতে গেছি, তাতে বাধা সৃষ্টি করতে চায়নি। তাই শুনে আমার সে কি অবস্থা! আমি দূরে দূরে ছিলাম, সাহস পাইনি, মাকে ছুঁতে। কাঁপছিলাম। মা ভেবেছিল, ছেলেমানুষী ভয় বুঝি। আমাকে ইসারায় কাছে ডেকে নিয়েছিল। যখন আস্তে আস্তে কাছে গেলাম, মা আমাকে টেনে নীচু করে আমার অপবিত্র মুখে চুমু খেয়েছিল। আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে গেছিল, আমি প্রায় সব স্বীকার করে ফেলেছিলাম। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, চীৎকার করে বলি মনের কথা—আমার পাপেই মাগো, তোমার এই অবস্থা। আমি বলেওছিলাম সেকথা, কিন্তু কান্না আর চোখের জলে সব চাপা পড়ে গেছিল। বাবার হাত ধরে মা এক উদাস দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "কি ভালবাসে আমাকে!"

লেয়ন এখন তো ভাল হয়ে গেছে। আমি এসেছিলাম, একবার দেখা করতে, আর—, তুমি কী বল?

ক্লারা আর কী?

লেয়ন তোমার বাবার কাছে আমাদের বিয়ের কথাটা পাড়তে!

ক্লারা আঃ!

লেয়ন তোমার আপত্তি আছে?

ক্লারা আপত্তি? এক্ষুণি তোমার বৌ হতে না পারলে আমাকে মরতে হবে। কিন্তু, তুমি আমার বাবাকে চেন না। বাবা তো আর জানে না, আমাদের এত তাড়া কিসের! জানবার কথাও নয়, আর আমরাও সেকথা মুখ ফুটে বলতে পারব না। বাবা অন্তত একশো বার বলেছে, "মেয়েকে এমন লোকের হাতে দিতে হবে, যার শুধু বুক ভরা ভালবাসাই নেই, মেয়েকে খাওয়াবার মত রসদও আছে ভাঁড়ারে।" বাবা বলবে, "একটা কিম্বা দুটো বছর সবুর কর বাপু," তখন তুমি কী বলবে?

লেয়ন ওরে বেকুব, সে ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আমি চাকরী পেয়ে গেছি, আমি এখন তহশীলদার!

ক্লারা তুমি, তহশীলদার? আর অন্য সেই লোকটা? পাদ্রী সাহেবের সেই ভাগনে?

লেয়ন ওটা মাতাল হয়ে এয়েছিল। ইণ্টারভিউ দিতে ঢুকে, চেয়ারম্যানকে নমস্কার না জানিয়ে, নমস্কার জানিয়েছিল ঘরের চিমনীটাকে। আর তারপর, বসতে গিয়ে, টেবিলের ওপর তিনটে কাপ-ডিস্ রাখা ছিল, সেগুলো উল্টে ফেলে দিয়েছিল। তুমিতো চেন বুড়োকে, ওর মেজাজ তো জান। বুড়ো চীৎকার করে উঠেছিল, "আরে—" বলেই আবার নিজেকে সামলে নিয়েছিল। ঠোঁট কামড়ে, অনেক কষ্টে রাগ চেপে রেখেছিল। কিন্তু চশমার ভেতর দিয়ে চোখ দুটো জ্বলছিল, যেন এক জোড়া সাপ—ছোবল মারল বলে। মুখটা একেবারে শক্ত কাঠ হয়ে উঠেছিল। তারপর শুরু হল অঙ্ক। হাঃ, হাঃ! ঐ ছোকরা, আমার—কী যেন বলে? হ্যাঁ—প্রতিদ্বন্দ্বী অঙ্ক কষছিল নিজের তৈরী ধারাপাতের নিয়মে। ফলে উত্তর যা সব বেরুল, সে আর কি বলবো। "অঙ্ক জানেনা লোকটা!" বলে চেয়ারম্যান তাকালো এই আমার দিকে। তাকানো দেখেই বুঝে গেছি, চাকরী আমার পাকা। হাতটা বাড়াতেই চেপে ধরলাম, যদিও ভক্ ভক্ করছিল তামাকের গন্ধ, মরিয়া হয়ে চুমু খেলাম সেই হাতে। এই দেখ, সই করা হয়ে গেছে, শীলমোহরও রয়েছে।

ক্লারা এরকম—

লেয়ন হবে ভাবতে পারনি। তাই না? তবে অত সহজে হয়নি। এইযে, গত দুসপ্তাহ ধরে যে তোমাদের এদিকে আসিনি, কেন জান?

ক্লারা কী করে জানবো? আমি ভেবেছিলাম, সেই আগের রবিবারের মন কষা-কষির ফলে বুঝি।

লেয়ন আরে, ওটা তো আমি কায়দা করে করেছিলাম, যাতে কেউ বুঝতে না পারে, আর আমিও কদিন সরে থাকতে পারি।

ক্লারা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

লেয়ন বিশ্বাস কর, এই সময়টা আমি কাজে লাগিয়েছি। চেয়ারম্যানের একটা ভাগ্নী আছে না, বেঁটে, কুঁজো মত! যেটার কথা চেয়ারম্যান খুব শোনে, বলতে গেলে চেয়ারম্যানের ডানহাত। সেখানে একটু জমি তৈরী করছিলাম। তুমি আমাকে ভুল বুঝোনা, আমি ওকে তেমন কিছু মিষ্টি কথা বলিনি, একবার শুধু ওর চুলের প্রশংসা করেছিলাম—ওর ঐ বিশ্রী লাল চুলের কথা সবাই জানে। আর দুচারটে কথা বলেছি, তাতে ও খুব খুশী, কথাগুলো তোমার সম্বন্ধে ছিল বলেই বোধ হয়।

ক্লারা আমার সম্বন্ধে?

লেয়ন হ্যাঁ, তোমার সম্বন্ধে। লুকোবার কী আছে? ভাল মনে করেই তো করেছি। বলেছি, যেন তোমার সঙ্গে আমার ব্যাপারটা তেমন একটা কিছু—মানে, যেন—সে যাকগে! এই এটা হাতে পাবার জন্তই সব করা। আর অত সব কথা কেন বলেছি. কেন ওর সঙ্গে ভাব জমিয়েছি তা বুঝবে ঐ ছোনালী মেয়ে, যখন তুমি আর আমি ঐ গীর্জায় গিয়ে ঢুকবো, বিয়ে করতে, তখন।

ক্লারা লেয়নহার্ড, তুমি—।

লেয়ন ছেলেমানুষ, তুমি বড্ড ছেলেমানুষ! শোন, তুমি পায়রার মত ভীরু, নিষ্পাপ থাকতে চাও, থাক। কিন্তু, আমি হতে চাই সাপের মত খল। আর, সেটাই ভাল। তাহলেই আমরা আদর্শ সংসার গড়ে তুলতে পারব। একটা কথা তো এখনো বলাই হয়নি। [হেসে] ঐযে, ঐ হেয়ারমান, একটা বিশেষ সময়ে ওর ওরকম মাতাল হয়ে যাওয়াটা একটু অদ্ভুত না? ও কিন্তু ওমনি ওমনি হঠাৎ মাতাল হয় নি। লোকটা যে মোদো-মাতাল নয়, একথা তো তুমিও জান।

ক্লারা না, তেমন তো কোনোদিন শুনিনি।

লেয়ন সেইজন্যই আমার কাজের সুবিধা আরো বেশী হয়েছে। তিন গেলাসেই শর্মা কাৎ। আমার দুচারজন বন্ধু একটু সাহায্য করেছে। "তোমার আর কি, অমন কাজটা পেয়ে গেলে।"—"এখনো পাইনি।"—"আরে ও তো ঠিকই আছে, তোমার মামা থাকতে—", ইত্যাদি, প্রভৃতি। তারপর, "এসো হে, এক পাত্তর হয়ে যাক!" ইত্যাদি, প্রভৃতি। ফলে আজ আমি তহশীলদার। আজ সকালে দেখি, সাঁকোর ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ চুন করে তাকিয়ে আছে জলের দিকে। আমি সামনে গিয়ে মজা করবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম, ওর কিছু পড়ে গেছে কিনা নদীতে। চোখ না তুলেই বলল, "হ্যাঁ, ভাবছি নিজেও লাফিয়ে পড়ব কি না।"

ক্লারা অপদার্থ, চলে যাও আমার চোখের সামনে থেকে।

লেয়ন যাব? [চলে যেতে চায়, এমন ভান করল।]

ক্লারা হায় ঈশ্বর! এই লোকটা ছাড়া আমার কোনো গতি নেই!

লেয়ন শোন, ছেলেমানুষী করো না। আচ্ছা, এবার আমাকে একটা খবর দাও তো! সাত কান করবার দরকার নেই। আমাদের মধ্যেই যেন থাকে। তোমার বাবা কবিরাজকে যে হাজার টালার দিয়েছিল, সেটা কী তুলে নিয়েছে, না সেখানেই পড়ে আছে।

ক্লারা ওসব খবর আমি কিছুই জানি না।

লেয়ন এমন দরকারী একটা ব্যাপার, সে খবরও রাখ না?

ক্লারা ঐতো, বাবা আসছে।

লেয়ন ওকথা কেন জিজ্ঞাসা করলাম, শুনবে তো! ঐ দোকান লাটে ওঠার অবস্থা হয়েছে, সেইজন্যই জিজ্ঞাসা করছিলাম। দরকার হলে যাতে সাবধান হওয়া যায়।

ক্লারা আমার রান্নাঘরে কাজ আছে।

[প্রস্থান]

লেয়ন [একা] মনে হচ্ছে এখানে কিছু বাগানো যাবে না। তবুও আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে। এই আন্তনের মত হিসেবী লোক ওসব ভুল করবে না। আমার তো মনে হয়, ওঁর কবরের পাথরে

যদি ভুল করে একটা অক্ষরও এদিক ওদিক হয়ে যায়, তবে ভূত হয়ে এসে জ্বালিয়ে মারবে, যতদিন না সে ভুল শুধরে ফেলা হবে। ও লোক যেমন কাউকে একটা কানাকড়িও ঠকাবে না, তেমনি নিজেও ঠকবে না!

পঞ্চম দৃশ্য

[একই দৃশ্য। ছুতোর মিস্ত্রী আন্তনের প্রবেশ]

আন্তন এই যে, তহশীলদার বাবু, অনেকদিন বাদে। [টুপী খুলে রেখে একটা উলের টুপী মাথায় দিতে দিতে] বুড়ো মানুষটা মাথায় টুপী রাখতে পারবে তো ?

লেয়ন আপনি জানেন তাহলে--?

আন্তন কাল সন্ধ্যাবেলাই শুনেছি ওখবর। ম্যুলার তো মারা গেছে। কাল সন্ধ্যে নাগাদ তাই গেছিলাম, ম্যুলারের শেষ কুঠরীর মাপটা আনতে। সেখানে গিয়ে শুনি, তোমার দু'চারজন বন্ধু-বান্ধব বসে গজরাচ্ছে আর তোমার গুষ্টির তুষ্টি করছে। তখনই বুঝলাম, লেয়নহার্ডের কপালে তাহলে শিকে ছিঁড়েছে। আসল খবরটা দিল অন্য একজন। সে আমার একটু আগেই সেখানে গেছিল, ম্যুলারের বিধবাকে সান্তনা দিতে আর সেই ফাঁকে বিনে খরচায় দুপাত্তর টানতে।

লেয়ন আর ক্লারা খবরটা পেল আজ, আমার কাছ থেকে ?

আন্তন অমন একটা খবর ক্লারা তোমার কাছ থেকে পাবে না তো কী আমার কাছ থেকে পাবে ? সেটা কী ঠিক হতো ? দেখ বাপু আমি অন্য কারো ব্যাপারে নাক গলাই না। আর তাই নিশ্চিন্ত থাকতে পারি যে, অন্য কেউ আমার ব্যাপারে নাক গলাবে না। হাজার ইচ্ছা থাকলেও না।

লেয়ন আপনি হয়তো আমার সম্বন্ধে ভাবছেন—

আন্তন ভাবছি ? তোমার সম্বন্ধে ? কারো সম্বন্ধে ? কখনই না। ওসব বোকামী তুমি আমার মধ্যে পাবে না। একটা গাছের সবুজ পাতা দেখলে আমি ভাবি বটে, এবার মুকুল আসবে।

মুকুল এলে ভাবি, এবার ফল হবে। সেখানে ঠকতে হয় না। কাজেই সেই পুরোনো অভ্যাস ছাড়ি নি। কিন্তু, কোনো মানুষ সম্বন্ধে আমি ভাবনাও করি না, চিন্তাও করি না। ভালও না মন্দও না। তাই আমাকে ঠকতে হয় না। আমি মানুষকে স্রেফ দেখি আর তাতেই আমার শিক্ষা হয়। বিশ্বাস করি কেবল এই নিজের চোখ দুটোকে। ও দুটোও ভাবনা চিন্তা করে না, কেবল দেখে যায়। এই দেখনা, তোমার সম্বন্ধেই ভেবেছিলাম— তোমাকে আমি ঠিকই চিনেছি। এখন দেখছি, না, সবটা চিনি নি।

লেয়ন আপনি কিন্তু একটা ভুল করছেন, গাছ বেঁচে থাকে আবহাওয়া আর প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। মানুষের বেলা আছে তার আইন কানুন।

আন্তন তোমার তাই ধারণা? আমাদের মত বুড়োদের কাছে ঈশ্বরের অনেক ধন্যবাদ পাওনা হয়ে গেছে, আমাদের বেঁচে থাকতে দিয়েছে বলে। আমাদের বেঁচে থাকতে দিয়েছে, তোমাদের মত ছেলে ছোকরাদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ দিয়েছে। তোমাদের সাথে মেশবার সুযোগে আমরা কিছু শিখছি। আগে লোকের ধারণা ছিল, বাপ বুঝি ছেলেকে মানুষ করে। উল্টো। বরং ছেলেই বাপকে একটু পালিশ করে দেবে যাতে কবরে গিয়ে ঐ পোকাদের কাছে লজ্জায় না পড়তে হয়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের কার্ল একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষক। আদর দিয়ে বুড়ো খোকাকে নষ্ট না করে, কোনো রকম ভ্রূক্ষেপ না করে, তার কথা স্রেফ উড়িয়ে দেয়। এই তো, আজ সকালেই আমাকে দুটো নতুন শিক্ষা দিয়েছে। তাও কেমন চমৎকার ভাবে, সেজন্য তার মুখ খুলতে হয় নি, দেখা পর্যন্ত দিতে হয় নি। হ্যাঁ, খুব সহজেই, কথা দিলেই তা রাখতে হবে, সেটা ভুল ধারণা—এটা গেল এক নম্বর। দু নম্বর হচ্ছে, গীর্জায় যাওয়া আর ঈশ্বরের উপাসনা করা ফালতু ব্যাপার। কাল সন্ধ্যাবেলায় ও আমাকে কথা দিয়েছিল, গীর্জায় যাবে। আমিও বিশ্বাস করেছিলাম, ভেবেছিলাম ওর মায়ের এই কবরের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্য মহান সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাতে যাবে। কিন্তু, ও যায় নি, ভালই হয়েছে আরাম করে বসতে পেরেছি, দুজনে বসবার পক্ষে

চেয়ারগুলো একটু চেপা। এখন, আজ যে নতুন শিক্ষা পেলাম ওর কাছ থেকে, সেটা যদি এখন আমি ওরই ওপর পরখ করি, তাহলে কেমন হয়—এখন আমি যদি আমার কথা না রাখি? ওর এবারের জন্মদিনে একটা নতুন পোষাক দেব, কথা দিয়েছি। এখন আমি যদি সেকথা না রাখি, যদি পোষাকটা না দিই, তাহলে কেমন হয়? কিন্তু, ঐ সংস্কার! সংস্কারের ফলে আমি তা পারবো না, করবো না।

লেয়ন এমন তো হতে পারে, ওর শরীরটা তেমন ভাল নেই।

আন্তন ওর মাকে জিজ্ঞাসা করলেই বলবে, ওর শরীরটা ভাল নেই। সংসারের আর সব ব্যাপারে ওর মা আমার কাছে সত্যি কথা বলে, এক তার ছেলের ব্যাপার ছাড়া। আর অসুস্থ না হলেই বা কি! সেখানেও আজকালকার ছেলে ছোকরারা আমাদের ছাড়িয়ে গেছে। সব ব্যাপারেই তারা আমাদের জ্ঞান দিয়ে দেবে। বলবে, পাখি ধরতে ধরতে, বেড়াতে বেড়াতে এমনকি ভাঁটিখানাতে বসেও তারা ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারে। সেজন্য তাদের গীর্জায় যেতে হয় না। ঐ সাতবার প্রার্থনার ফাঁকে সাত গেলাস মদ গিললেই বা কি! কী হয়? আমি তো আর প্রমাণ করে দেখাতে পারবো না যে, ঈশ্বরের সঙ্গে মদের দা-কুড়ুল সম্পর্ক! আমি বুড়ো মানুষ, আমার অত সাহস নেই। আমার মনটা হাল্কা করতে হলে, প্রথমে গীর্জার ঐ ভারী লোহার দরজাটা পার হতে হবে। সেটা আমার পেছনে বন্ধ হলে জানবো, পৃথিবীর দরজা বন্ধ হল। গম্ভীর উঁচু উঁচু দেয়ালে ছোট্ট ছোট্ট জানালা। তার ফাঁক দিয়ে বাইরের চ্যাংড়া আলো ভদ্রস্থ হয়ে ভেতরে ঢোকে। সব কেমন পাল্টে যায়।—থাক বাপু, ভাল হলেই ভাল।

লেয়ন আপনিও বড্ড বেশী খুঁতখুঁতে।

আন্তন ঠিক বলেছ, একদম ঠিক কথা! এই আজ কী হল? বুড়ো হয়েছি, মিথ্যা বলা শিখিনি। গীর্জায় বসে আমারই সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল, সব যেন ভুলে গেলাম। পাশের ফাঁকা যায়গাটা কেবলই খচখচ করছিল। তারপর বাইরে এসে, আমার বাগানের ঐ গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে আবার মনে পড়ল। অবাক হচ্ছ? শোন, বাড়ী ফিরছিলাম কেমন আচ্ছন্নের মত, অবসাদগ্রস্ত

অবস্থা। পাকা ধানে মই পড়লে যেমন হয় লোকের, আমারও যেন সেই অবস্থা তখন। ছেলে-মেয়েরা তো বলতে গেলে ফসলই। ছড়ালাম বাছাই করা বীজ, আর গজালো যত আগাছা। সেই গাছটার নীচে তখন আমি দাঁড়িয়ে, ওটাকে তো পোকায় খেয়ে খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। ভাবলাম, ছেলেটা হয়েছে ঐ গাছটার মত। অপদার্থ, কোনো কর্মের নয়। আমার কেমন তেষ্টা পেল হঠাৎ, ভাবলাম যাই, এক গেলাস বীয়ার খেয়ে আসি। আসলে আমি তখন নিজের মনকে বুঝ দিচ্ছি, বীয়ার খাওয়ার ইচ্ছাটা তত বড় নয়, ইচ্ছে করছিল, সেখানে গিয়ে ছেলে ছোকরা-গুলোকে আচ্ছা করে ধুনে দিয়ে আসি। আমি জানতাম, ওখানে গেলেই কার্লের দেখা পাব। রওনা হব, এমন সময় একটা পাকা ফল পড়লো, একদম আমার পায়ের কাছে। বুড়ো গাছটা বড় ভাল। ওমনি করে আমাকে বলল : এই নাও, খেয়ে তেষ্টা মেটাও। আর যাই কর, ওর সঙ্গে আমার তুলনা করো না। বুঝলাম, নিজের ভুল। এক কামড় খেয়ে সোজা হাঁটলাম বাড়ীর দিকে।

লেয়ন একটা খবর রাখেন, কবিরাজের তো দোকান লাটে ওঠার অবস্থা।

আন্তন তাতে আমার কী ?

লেয়ন আপনার কিছু না ?

আন্তন নিশ্চয়, আমি খৃষ্টান। লোকটার মস্ত সংসার, অনেক বাচ্চা-কাচ্চা।

লেয়ন তার চেয়েও বেশী পাওনাদার। আর, বাচ্চারাও এক ধরণের পাওনাদার।

আন্তন যার দুটোর একটাও নেই, সেই সুখী।

লেয়ন আমার ধারণা ছিল, আপনি নিজেও একজন পাওনাদার!।

আন্তন সেসব কবে মিটমাট হয়ে গেছে।

লেয়ন বুঝেছি। আপনি সাবধানী মানুষ, কবিরাজের ব্যবসা মন্দা যাচ্ছে দেখেই বোধহয় আপনি আপনার লগ্নী ফেরত নিয়ে নিয়েছেন, যাতে লোকসান না যায়।

আন্তন এখন আর লোকসান যাবার ভয় নেই। ওটা আগেই লোকসান হয়ে গেছে।

লেয়ন ঠাট্টা করছেন ?

আস্তন সত্যি কথা।

ক্লারা [দরজার সামনে এসে] বাবা, ডাকলে?

আস্তন তোর কানে কী হয়েছে? তোর কথায় আমরা এখনো আসিনি।

ক্লারা এই যে, আজকের কাগজ।

[প্রস্থান]

লেয়ন আপনি দার্শনিক।

আস্তন সেটা আবার কী?

লেয়ন নিজেকে সংযত রাখতে পারেন।

আস্তন ঠেলায় পড়লে বাঘে ধান খায়, আর তাতে উপকার বই অপকার হয় না।

লেয়ন আপনার মত ভাবতে পারলে ভাল হতো।

আস্তন তোমার মতো একজন যোগ্য সহকারী পেলে, আমিও ধান খেতে পারি, মনের আনন্দে। একি, তুমি দেখছি একদম ফ্যাকাসে হয়ে গেলে, এর নাম সাহায্য করা?

লেয়ন এ, মানে—আমাকে ভুল বুঝবেন না।

আস্তন কক্ষনো না। [টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে তবলা বাজিয়ে] কাঠের ভেতর দিয়ে দেখা যায় না, তাই না!

লেয়ন কি বলতে চাচ্ছেন, বুঝতে পারছি না।

আস্তন আমাদের আদিপুরুষ কি সাংঘাতিক একটা কাজ করেছিল, ইভ্‌ এসেছিল সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায়, সঙ্গে একটা পাতাও ছিল না। তবুও কিন্তু আদম তাকে গ্রহন করেছিল। তুমি-আমি হলে, পাগল ভিখারী বলে, তাকে ঝেঁটিয়ে স্বর্গরাজ্য থেকে বিদেয় করে দিতাম। তাই না?

লেয়ন আপান আজ আপনার ছেলের ওপর রেগে আছেন। আমি কিন্তু এসেছিলাম অন্য একটা ব্যাপারে। আপনার মেয়ের—

আস্তন দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমি হয়তো "না" বলবো না।

লেয়ন আশা তো করি সেইরকম। তবে আমার মনের কথাটা বলি আপনাকে। আমাদের সেই সব ধার্মিক পূর্বপুরুষদের কথা। তারাও কিন্তু তাদের স্ত্রীধনের ব্যাপারে কোনোরকম লজ্জা পেত না। এই ধরুন না, ইয়াকব আর রাহেলের কথা। ইয়াকব ভালবাসতো রাহেলকে, সাত বছর তার জন্ত অপেক্ষা করে ছিল।

তবে সেও যখন কতকগুলো মোটাসোটা ছাগল-ভেড়া দান হিসেবে পেয়েছিল, তখন তো সে খুশীই হয়েছিল। আমার তো মনে হয় না, সে লজ্জা পেয়েছিল। আমি তো আর তার ওপর টেক্কা দিতে পারিনা। আপনার মেয়ে যদি দু-চারশো টালার সঙ্গে নিয়ে আসে আমার কাছে, তবে তো ভালই হল। আর সেটাই তো স্বাভাবিক। তাহলে আমার ওখানে তাকে কোনো অসুবিধায় পড়তে হবে না। আর তা যদি নাই হয়, তবে আর কি করা যাবে। রোববার করে হরিমটর খাব, আর রবিবারের খানাই হবে আমাদের বড়দিনের ভোজ! তাতেই বা অসুবিধা কোথায়?

আস্তন বেশ বলেছ কথাটা, চমৎকার! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন। শোন, তুমি এখন আমার জামাই হতে চলেছ, তোমাকে তাই বলতে বাধা নেই, সেই হাজার টালার কোথায় গেছে।

লেয়ন [স্বগত] গেছে তাহলে! ভালই হয়েছে, বিয়ের পর শ্বশুরের মাতব্বরী তাহলে আর চলবে না।

আস্তন আমাকে লোকে দুর্মুখ বলে, আমাকে ঘাঁটাতে ভয় পায়, ছুঁতে সাহস পায় না—আমার সর্বাঙ্গে যেন সজারুর মত কাঁটা। এরকম কিন্তু আগে ছিল না। প্রথম দিকে এই কাঁটাগুলো যেন আমার চামড়ার ভেতর দিকে ছিল। তখন সবাই আমাকে একটুখানি করে ধাক্কা দিত বা খোঁচা দিত, আর কাঁটাগুলো আমারই গায়ে বিঁধতো, কষ্ট পেতাম। সকলের ঐ খেয়াল-খুশীর অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে, একদিন চামড়াটা উল্‌টে নিলাম। এখন আমার গায়ে যে হাত দিতে আসে, তার হাতেই খোঁচা লাগে। এখন আর কেউ আমাকে ঘাঁটায় না। আমিও শান্তিতে আছি। বুদ্ধিটা ভালই, কি বল!

লেয়ন [স্বগত] বুদ্ধিটা নিশ্চয় শয়তান এসে দিয়েছিল।

আস্তন আমার বাবাকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হতো। কি দিন, কি রাত, কখনো বিশ্রাম পায় নি, ফলে তিরিশ বছর না পেরোতেই মারা যায়। আমার মা বেচারী সুতো কেটে, কোনো রকমে আমার মুখের অন্ন যোগাতো। ওমনি করেই আমি বড় হয়ে উঠলাম, লেখাপড়া কিছুই শেখা হয়ে উঠল না। ফলে বড় হয়ে উঠেও একটা কানাকড়ি রোজগারের ক্ষমতা ছিল না। কি আর করি, ভাবলাম না খেলে খরচ বাঁচবে। কিন্তু, তাও তো সম্ভব

না। শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে যদি এবেলা না খেয়ে থাকলাম তো ওবেলাতেই শরীর ভাল হয়ে যেত, পেটের এমন জ্বালা। নিজের ওপর ঘেন্না ধরে গেছিল। মনে হতো, বুঝি শুধু পেটটা নিয়েই জন্মেছি, হাত-পাগুলো কোনো কাজেই লাগত না। নিজেকে কেমন দোষী মনে হতো। এমন সময় একদিন একজন এল আমাদের বাড়ীতে—গেবহার্ড ওস্তাদ, যাকে গতকাল কবর দেয়া হল। এসে মাকে সোজা বলল, "ছেলেটাকে জন্ম তো দিয়েছেন, কিন্তু খাবে কী, সে কথা একবার ভেবেছেন?" কথাটা বলেছিল ভাল মনে করে, কিন্তু আমার মা খুব রেগে গেছিল, বলেছিল, "সে কথা আপনার ভাবতে হবে না। ছেলে আমার খুব ভাল।"—"বেশ তো, দেখা যাবে", বলেছিল ওস্তাদ, "ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে আমার সাথে আসতে পারে, আমার কারখানায় কাজ শিখবে, খাওয়া পরা পাবে, মন দিয়ে কাজকর্ম করলে মাঝে মাঝে বখশিসও পাবে। তবে কামাই চলবে না।" শুনে মা কাঁদতে শুরু করল, আর আমি নাচতে। আমার মায়ের মুখে যখন আবার কথা ফুটলো, ওস্তাদ তখন কানে আঙুল দিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল, সেখান থেকে ইসারায় আমাকে ডাক দিল। আমিও তার পেছন পেছন রওনা হলাম। মাকে 'যাচ্ছি' বলবারও তর সইল না। তারপর, প্রথম রবিবারে যখন ছুটি পেলাম এক ঘণ্টার জন্য মায়ের সাথে দেখা করতে যাবার, তখন ওস্তাদ আমাকে আধখানা হ্যাম দিয়েছিল, মাকে দেবার জন্য। ঈশ্বর ওঁর আত্মার শান্তি দেবেন! এখনো আমার কানে বাজে, তার সেই ফিসফিস করে বলা কথা কটি, "টর্নেল কোটের তলে লুকিয়ে ফেল, আমার বৌ যেন দেখতে না পায়!"

লেয়ন আপনার চোখেও জল আসে?

আন্তন [চোখের জল মুছে] হ্যাঁ, আমার চোখের জল এমনিতে শুকিয়ে গেছে, কিন্তু ওকথা মনে পড়লেই কোথা থেকে ফেটে বেরিয়ে আসে। [হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে] তুমি কী বল? যার দয়ায় আমার এই সব হয়েছে, একদিন রবিবারে যদি গিয়ে দেখ, সেই লোকটাই পাগলের মত, হাতে রুটি কাটা ছুরি—ঐ ছুরি দিয়েই যে তোমাকে হাজারবার রুটি আর হ্যাম কেটে দিয়েছে—সেই ছুরির গায়ে রক্ত, গলায় একটা ন্যাকড়া চেপে ধরা, তাতে রক্ত—

লেয়ন এখন বুঝলাম, কবরে যাবার সময়েও বুড়োর গলায় কেন রুমাল জড়ানো ছিল।

আস্তন ঐ কাটা দাগটা ঢেকে রাখবার জন্য। তারপর, যা বলছিলাম, সময় মত গিয়ে পড়েছিলাম বলে তাকে সেযাত্রা বাঁচানো গেছিল। জমানো সেই সামান্য হাজার টালারও সে সময় বুড়োকে দিই, কাক-পক্ষীকেও না জানিয়ে। তুমি হলে কী করতে ?

লেয়ন আমার তো তিন কুলে কেউ নেই, বৌ না, বাচ্চা না। সেক্ষেত্রে আমিও তাই করতাম হয়তো।

আস্তন তোমার যদি দশটা বৌ-ও থাকত, ঐ তুর্কীদের মত ; আর থাকত হাজারটা বাচ্চা-কাচ্চা, তাহলেও তুমি একবার ভাবতে, তুমিও তাহলে—যাক, তুমি আমার জামাই হবে, তাই তোমাকে জানালাম সব কথা। আজ একথা তোমাকে বলতে পারলাম, কারণ বুড়ো গেবহার্ড এখন কবরের তলায়। একমাস আগেও আমি কাউকে ওকথা বলিনি। হুণ্ডিটা আমি কফিন বন্ধ করার সময় ওর মাথার তলে গুঁজে দিয়েছি, কেউ দেখতে পায় নি। লেখাপড়া জানা থাকলে লিখে দিতাম, "সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত।" জানি না, তাই লম্বালম্বি ছিঁড়ে ফেলা ছাড়া আর গতি ছিল না। এখন বুড়ো নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবে। আমিও যখন তার পাশটিতে গিয়ে শোব, তখন আমিও ঘুমোবো নিশ্চিন্তে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[একই দৃশ্য। আস্তন এবং লেয়নহার্ড। মায়ের দ্রুত প্রবেশ]

মা [আস্তনকে] চিনতে পারছ ?

আস্তন [পোষাকটাকে ইঙ্গিত করে] ফ্রেমটাকে চিনতে পারছি, খুব ভাল ভাবেই। ওটা একই রকম আছে, নতুনের মত। তবে ছবিটা একটু পুরোনো মত হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে, অনেক মাকড়সার জাল জমেছে। জমবে না, সময় তো আর কম পায়নি !

মা [লেয়নহার্ডকে] কর্তাটি আমার খুবই স্পষ্টবাদী। তাই না? এই ওর সামনেই বলছি, স্পষ্ট কথা বলা কর্তাদের পক্ষে মস্ত বড় একটা গুণ।

আস্তন বিশ বছর বয়সে তুমি অনেক বেশী ঝকঝকে ছিলে ভেবে তোমার কী কোনো কষ্ট হচ্ছে, আজ এই পঞ্চাশ বছর বয়সে?

মা কক্ষনো না। তাই যদি হতো, তাহলে তোমার কথা ভেবে, আমার কথা ভেবে লজ্জায় মরে যেতাম।

আস্তন বেশ, তাহলে একটা চুমু দাও! দাড়িটা আজ খুব চমৎকার কাটা হয়েছে। অন্যদিনের চেয়ে ভাল।

মা দেব, তবে তা শুধু যাচাই করার জন্য, তুমি এখনো ওসব বোঝ কি না। বহুকাল তো তোমার একথা মনে পড়েনি।

আস্তন তোমার মত গিন্নী হয় না। আমি চাই না তুমি চোখ বুজে থাক, বড় কঠিন কাজ, তোমার হয়ে আমিই সে কাজ করব। তবে আমার শেষ কর্তব্য, স্বামীর কর্তব্য আমি করব। কিন্তু আমাকে সময় দিতে হবে। শুনছো, আমাকে সময় দিতে হবে, নিজেকে ইস্পাতের মত শান দিচ্ছি, আর তৈরী হচ্ছি, ঠুঁটোর মত বসে নেই। এখনো সময় হয়নি—

মা যাক বাবা, বাঁচা গেল। আরো কটা দিন তাহলে একসাথে থাকব।

আস্তন আমারও সেই ইচ্ছা। তোমার গালদুটো যে লাল হয়ে উঠল, কি ব্যাপার!

'মা জান, আমাদের ঐ কবর খোঁড়ার লোকটা, যেটা নতুন এসেছে, লোকটা ভারী মজার।

আস্তন কী রকম?

মা আজ সকালে যখন আমি গীর্জায় যাচ্ছিলাম, তখন দেখি ও একটা কবর খুঁড়ছে। কার জন্য সেকথা আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম। তো, ও বলে কী জান? বলে, "ঈশ্বর যাকে ডাক দেবেন, তার জন্য। হয়তো আমার নিজেরই জন্য। আমার অবস্থাও তো আমার ঠাকুর্দার মত হতে পারে। আমার ঠাকুর্দাও আগে থেকে একটা কবর খুঁড়ে রেখেছিল, তারপর রাতে ভাঁটিখানা থেকে ফেরবার পথে সেই কবরে পড়ে ঘাড় ভেঙে মরে।"

লেয়ন [এতক্ষণ কাগজ পড়ছিল] ও ব্যাটা তো এখানকার লোক না, যা খুশী তাই বানিয়ে বলতে পারে।

মা আমি তখন ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তা বাপু, কেউ কবর খুঁড়তে না বলা পর্যন্ত অপেক্ষা কর না কেন? তখন ও বলে কি জান? "আজ একটা বিয়ে বাড়ীতে নেমন্তন্ন আছে। সেখানে খানাপিনা বেশ ভালই হবে, সেকথা আমি খুব ভাল ভাবেই জানি। আর তার ফলে, কাল সকালে আমার নিজের কি হাল হবে তাও জানি। আর ঠিক কালই কেউ না কেউ আমার উপকার করবার জন্য মরে বসবে, ফলে আমাকে সাত সকালে উঠে মাটি কাটতে হবে, ঘুমিয়ে যে নেশাটা কাটাব, সে উপায় থাকবে না।"

আস্তন লোকটা একটা আস্ত গাড়োল। আমি হলে জিজ্ঞাসা করতাম, "কবর যদি মাপে ঠিক না হয়, তখন কী করবে?

মা আমিও তো সেই কথাই বললাম। ওর সঙ্গে কথায় পারবে? ও হল শয়তানের এক শেষ। বলে কি, "আমি এ-কবরটা ফাইৎ তাঁতীর মাপে কেটেছি, সে তো রাজা সাউলের মত মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়ায়, আমাদের যে কোনো লোকের চেয়ে একমাথা উঁচু। এবার আসুক কে আসবে, যে কোনো লোক অনায়াসে সেঁধিয়ে যাবে। বড় হলে ক্ষতি নেই, বেশী মাটি খোঁড়ার লোকসানটা আমিই সহ্য করব, সেজন্য বেশী মজুরী দিতে হবে না" আমি হাতের ফুলগুলো কবরের মধ্যে ফেলে দিয়ে বললাম, "এবার এটা দখল হয়ে গেল।"

আস্তন মনে হয় ও ব্যাটা তামাশা করছিল, এসব ব্যাপারে তামাশা করা রীতিমত অপরাধ, পাপ। আগে থেকে কবর খুঁড়ে রাখার মানে, মৃত্যুকে ডেকে আনা। হারামজাদা, অপদার্থ! এরকম কাজ করার জন্য ওকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা উচিত। [লেয়নহার্ড কাগজ পড়ছে, তাকে উদ্দেশ্য করে] নতুন খবর আছে কিছু? দয়ালু ব্যক্তি গরীব বিধবা খুঁজছে, কিংবা গরীব বিধবা দয়ালু ব্যক্তি খুঁজছে?

লেয়ন গয়না চুরির খবর দিচ্ছে পুলিশ। চমৎকার। তাহলেই দেখুন, দেশের এই দুরবস্থা, অথচ আমাদের মধ্যেই এখনো এমন লোক আছে, যাদের কাছে গয়না থাকে।

আস্তন গয়না চুরি? কার বাড়ী?

লেয়ন হোলফ্রাম বলে যে এক ব্যবসায়ী আছে, তার বাড়ী।

আন্তন তার বাড়ী?—আশ্চর্য! এই কদিন আগেই তো আমাদের কার্ল ওদের বাড়ীতে একটা সিন্দুক পালিশ করে এল!

লেয়ন হ্যাঁ, সেই সিন্দুক থেকেই তো চুরি গেছে!

মা [আন্তনকে] কী সব আবোল-তাবোল চিন্তা তোমার?

আন্তন হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ। ওটা একটা অকারণ দুশ্চিন্তা।

মা ছেলের ব্যাপারে আমি দেখেছি, তুমি সব সময় কুচিন্তা কর।

আন্তন বাদ দাও, ও নিয়ে আজ আর কথা বলব না।

মা ও তোমার মত নয়, সেকথা ঠিক। তাই বলেই কী ওকে সব সময় খারাপই ভাবতে হবে?

আন্তন তা, গেছেন কোথায় তিনি। দুপুর তো কখন পার হয়ে গেছে, ওদিকে খাবার তো সব করকরে হয়ে উঠছে, কারণ ক্লারাকে গোপনে বলে গেছে, ও না আসা পর্যন্ত যেন খাওয়ার ব্যবস্থা না করে।

মা কোথায় আবার যাবে? বোধ হয় তাস-টাস খেলছে। আর সেজন্য হয়তো সব চেয়ে দূরে কারো বাড়ী বেছে নিয়েছে, যাতে তুমি আবার গিয়ে হাজির না হও। অতটা পথ আবার ফিরে আসতে হবে তো, তাই দেরী হচ্ছে। জানি না বাপু, ওরকম একটু-আধটু তাস খেলায় তোমার এত আপত্তি কেন!

আন্তন আপত্তি? না, কোনো আপত্তি নেই! ভদ্দর লোকেদের সময় কাটাবার জন্য একটা কিছু চাই তো। তাসের রাজারা না থাকলে আসল রাজাদের সময় কাটতো না। কিন্তু, আমরা হচ্ছি খেটে খাওয়া মানুষ, রক্ত জল করা পয়সা নষ্ট হতে দেখলে গায়ে জ্বালা ধরে। মানুষ হয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলা রোজগারকে হেলাফেলা করতে নেই! যে টালারটা জলেই ফেলে দেব, তার জন্য পরিশ্রম করা যায়?

[বাইরে দরজায় শব্দ হল।]

মা ঐতো এসে গেছে।

সপ্তম দৃশ্য

[দুজন পুলিশের প্রবেশ।]

১ম পুলিশ [আস্তনকে] এবার যান, সেই বাড়ীর টালারটা দিয়ে আসুন! সবুজ পট্টিমারা লাল কোট পরা লোক [পরের কথাগুলি বেশ জোর দিয়ে] নাকি আপনার বাড়ীতে কখনো ঢুকবে না? এইতো এসেছি, আমরা দুজন। [২য় পুলিশকে] ওকি, টুপীটা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এখানে আমরা নিজেদের মধ্যে—

আস্তন নিজেদের মধ্যে? হতভাগা!

১ম পু ঠিক ঠিক! আমরা নিজেদের মধ্যে কোথায়, চোর আর পুলিশ কখনো এক হয়? [কাঠের সিন্দুকটা দেখিয়ে] খোল ওটা, তারপর তফাতে গিয়ে দাঁড়াও, নইলে আবার হয়তো হাত সাফাই করবে।

আস্তন কী, কী বললে?

ক্লারা [প্রবেশ] খাবার ব্যবস্থা—[পুলিশদের দেখে বোবা হয়ে গেল।]

১ম পু [আস্তনকে একটা কাগজ দেখিয়ে] পড়তে পার?

আস্তন আমার ওস্তাদই পারত না, তা আমি কোথো থেকে পড়তে শিখব?

১ম পু তবে শোন। তোমার ছেলে 'গয়না চুরি করেছে। চোর আমরা পাকড়ে ফেলেছি। এখন বাড়ী খানা তাল্লাশ হবে।

মা হায় যীশু! [পতন ও মৃত্যু]

ক্লারা মা, মাগো! মার চোখ দুটো ও রকম হয়ে গেল কেন?

লেয়ন আমি যাই, একটা ডাক্তার ডেকে আনি।

আস্তন দরকার নেই। সব শেষ হয়ে গেছে। কতবার দেখেছি ওই মুখ! বিদায় তেরেসে! কথাটা কানে যেতেই তোমার মৃত্যু হল, তোমার কবরের ওপর ওকথা লিখে দেওয়া উচিত।

লেয়ন হয়তো, কোথাও একটা—[প্রস্থান করিতে করিতে] কি বিশ্রী কাণ্ড! তবে আমার পক্ষে ভালই হল। [প্রস্থান]

আস্তন [পকেট থেকে চাবির গোছা বার করে ছুঁড়ে ফেলে দিল] এই নাও! খোল! প্রত্যেকটা বাক্স, একটার পর একটা একটা

শাবল নিয়ে এস, বড় বাক্সটার চাবি হারিয়ে গেছে। ঠিকই তো, চোর আর পুলিশ! [পকেটগুলো উল্টে দিয়ে] এই দেখ, এখানে কিছু নেই।

২য় পুলিশ আস্তন ওস্তাদ, আপনি শান্ত হোন। সবাই জানে একথা, যে আপনার মত সৎ লোক এ তল্লাটে আর নেই।

আস্তম আচ্ছা, আচ্ছা! [হাসি] হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমি বোধ হয় এই পরিবারের সবটা সততা একাই গ্রাস করে বসে আছি। বেচারী ছেলেটার জন্য কিছুই উদ্বৃত্ত রাখিনি। আর ঐ যে দেখছ— [মৃতদেহ দেখিয়ে] ও-ও ছিল খুব সৎ প্রকৃতির। কে জানে, মেয়েটা হয়তো—[হঠাৎ ক্লারাকে উদ্দেশ্য করে] তুই কী বলিস, তুই আমার নিষ্পাপ সন্তান?

ক্লারা বাবা

২য় পু [১ম পুলিশকে] তোমার দয়া হচ্ছে না?

১ম পু দয়া! আমি ওকে পকেট উল্টে দেখাতে বলেছি? ওর মোজা খুলে নিয়েছি? তবে তাই করার ইচ্ছা আমার ছিল। লোকটাকে আমি ঘেন্না করি। সেই যে, মদের দোকানে একবার লোকটা— তুমি তো জান সে ঘটনা, সেই থেকে আমি এই লোকটাকে ঘেন্না করি। তুমি নিজে পুলিশ, তোমারও সেই দিনের ব্যাপারে অপমান বোধ করা উচিত, অবশ্য দেহে মান সম্মান বোধ থাকলে। [ক্লারাকে] ভাই-এর ঘর কোনটা?

ক্লারা [হাত দিয়ে দেখাল] পেছন দিকে।

[পুলিশ দুজনের প্রস্থান।]

ক্লারা বাবা, ও চুরি করে নি বাবা! ও চুরি করতে পারে না। ও যে তোমার ছেলে, ও চোর হবে কি করে! ও যে আমার দাদা!

আস্তন চুরি করে নি, মাকে খুন করেছে। [হাসল]

পত্রবাহিকা [একটা চিঠি এনে ক্লারাকে দিল] তহশীলদার লেওনহার্ড পাঠিয়ে দিল।

[প্রস্থান]

আস্তন ও চিঠি আর পড়তে হবে না। ও তোর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে। [হাততালি দিয়ে] সাবাস, অপদার্থ!

ক্লারা [চিঠি পড়ে] হ্যাঁ, বাবা হ্যাঁ, হায় ঈশ্বর!

আস্তন ভুলে যা ওর কথা।

ক্লারা পারব না বাবা. আমি তা পারব না।

আস্তন পারবি না, পারবি না কিরে, কেন পারবি না? তবে কী—?

[পুলিশ দুজন ফিরে এল।]

১ম পু [ঠাট্টার সুরে] সন্ধান কর, তাহা হইলেই অম্বিষ্টকে পাইবে।

২য় পু [১ম পুলিশকে] তোমার কী হয়েছে আজ বলতো?

১ম পু চোপ্!

[দুজনের প্রস্থান]

আস্তন ও না হয় চুরি করে নি, আর তুই, তুই—

ক্লারা আঃ বাবা, আমি আর পারছি না!

আস্তন [ক্লারাকে দু হাত দিয়ে ধরে, আদর করে] শোন মা, কার্লটা একটা অপদার্থ! ও কেবল ওর মাকে খুন করেছে। তার মানে জানিস্? শুধু বাবা বেঁচে রইল। আয়, তুই ওকে সাহায্য কর। ও একাই সব করবে, তাতো হয় না! বাকীটুকু তুই কর। বিশাল এই গাছটা বাইরে থেকে বেশ শক্ত-সামর্থ দেখায়, তবে সেটার হয়ে এসেছে। ওটাকে ফেলে দিতে তোকে তেমন কিছু কষ্ট করতে হবে না। একটা কুড়ুলও লাগবে না। তুই দেখতে খুব সুন্দর, তোর রূপের প্রশংসা আমি কোনোদিন করি নি, আজ করছি, যাতে তুই বুকে বল পাস, সাহস পাস। সুন্দর তোর মুখ, টানাটানা চোখ, নাক, অমন সুন্দর ঠোঁট! তোর তো সবই আছে! তবে আর দেরী করছিস কেন? হয়ে যা—বুঝতে পারছিস, আমি কি বলছি? নাকি, তুই তা হয়ে গেছিস? বল!

ক্লারা [উন্মাদের মত মৃতদেহের ওপর আছড়ে পড়ল, পা দুটো জড়িয়ে ধরে] মা, মাগো!

আস্তন তোর ওই মরা মাকে ছুঁয়ে বল, বল তোর যেমন হওয়া উচিত, তুই তেমনই!

ক্লারা আমি—এই—মাকে—ছুঁয়ে বলছি—বলছি—তোমাকে—বাবা,—আমি—আমি—তোমার মাথা—নীচু করব—না—!

আস্তন বেশ। [টুপী মাথায় দিল] চমৎকার দিনটা! এবার শুরু হল, পাপের শাস্তি ভোগ। তিলে তিলে শেষ হতে হবে!

দ্বিতীয় অঙ্ক

একই ঘর

প্রথম দৃশ্য

আন্তন [খাবার টেবিল থেকে উঠে দাঁড়াল।]

ক্লারা [টেবিল গুছিয়ে পরিষ্কার করতে যাবে।]

আন্তন আবারও কিছু খেলি না!

ক্লারা আমার খিদে নেই বাবা।

আন্তন খিদে নেই? কিছুই তো খাস নি!

ক্লারা খেয়েছি, রান্না ঘরে খেয়ে নিয়েছি।

আন্তন খিদে না পাওয়ার মানে, মনে গলদ আছে। দেখা যাক, কিছুই চিরকাল চাপা থাকে না। নাকি স্যুপের মধ্যে বিষ মেশানো ছিল? কালতো স্বপ্নে তাই দেখলাম। ভুল করে কিছু সেঁকো বিষ মিশে গেছিল স্যুপের মধ্যে। তাহলে কাজটা ভালই করেছিস।

ক্লারা হায়, ঈশ্বর!

আন্তন ঠিক আছে, বাপু! আমি—কিন্তু, তোর কী হয়েছে বলতো? সব সময় মুখ শুকনো করে ঘুরে বেড়াস! এই বয়সে, কোথায় গায়ের রঙ লাল টকটক করবে, তা না, ফ্যাকাসে সাদা চেহারা, প্রাণ নেই এতটুকু। এ বাড়ীতে ও সব চলবে না! এই বলে রাখছি। পান থেকে চূণ খসলেই চিৎকার করে ওঠা, ওসব চলবে না। আমার দিকে তাকিয়ে দেখ, শেখ! আমি—ওরা যখন তোর মায়ের কফিন বন্ধ করতে যাচ্ছিল, তখন আমি কী করেছিলাম, দেখেছিলি?

ক্লারা হ্যাঁ হাতুড়ীটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজেই পেরেক ঠুকতে লেগে গেছিলে। বলেছিলে, "ওটা মিস্ত্রীর কাজ, ওটা আমি করব।" দরজার সামনে ক্যাণ্টর দাঁড়িয়ে বাচ্চাদের দিয়ে কোরাস গানের ব্যবস্থা করছিল সে বলেছিল, "পাগল হয়ে গেছে।"

আন্তন পাগল! [হাসি] পাগল!—ঠিক, ঠিক! হ্যাঁ, সময় মত বেঁচে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু, আমার জ্ঞানটা বড় শক্ত। সহজে যাবে না। নইলে—দিব্বি বসে আছ নিজের রাজত্বে, ভাবছ বেশ আছি, চমৎকার। হঠাৎ কি হয়ে গেল, দেখতে পেলে, বসে আছ ডাকাতের আখড়ায়। চারদিকে শুধু হিস্-হিস্ ফিস্-ফিস্—! তাতেই বা ক্ষতি কী? বুকটা তো পাথরের তৈরী!

ক্লারা হ্যাঁ বাবা, তোমার বুকটা পাথরের!

আন্তন তুই কি করে বুঝবি! তুই কি বলতে চাস্, ঐ তহশীলদার ছোকরা ভেগে পড়েছে বলে তুই আমাকে যন্ত্রণা দিবি! হয়তো একদিন অন্য কেউ আসবে তোর জীবনে, তোকে নিয়ে বেড়াতে যাবে, রবিবার বিকেলে, বলবে তোর গাল দুটো লাল, চোখ দুটো সুন্দর, সে হয়তো তোকে বিয়েও করবে। কিন্তু, আমি? আমার কী হল? তিরিশ বছর ধরে ধীরে ধীরে মানুষ করে তুললাম, কত কষ্ট সহ্য করলাম, কিন্তু কোনোদিন মাথা নীচু করিনি কারো কাছে। মাথা উঁচু করে, বুক ফুলিয়ে চলেছি। সব দুঃখ, সব কষ্ট সহ্য করেছি ছেলেটার কথা ভেবে। তারপর একদিন, সেই ছেলে, কোথায় বুড়ো বাপের সেবা করবে, তা না, এমন একটা অপকর্ম করে বসল, যে লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে! আমার বুকের ভেতর যে কি হচ্ছে, সে কেবল আমিই জানি। তুই হলে বসে বসে মাথার চুল ছিঁড়তি, বুক চাপড়ে ভেঙে ফেলতি। তোর কত সুবিধা, তুই যে পুরুষ মানুষ নোস!

ক্লারা ওঃ, দাদা, তুই এ কী করলি দাদা?

আন্তন আমি ভাবছি শুধু, ও এসে যখন আবার আমার সামনে দাঁড়াবে, তখন আমি কি করব! সন্ধ্যে বেলায়, বাতি জ্বালবার আগে এসে দাঁড়াবে! মাথায় কদম ছাঁট, জেলখানায় ওটাই নিয়ম, এসে দাঁড়াবে। মাথা নীচু করে ঢুকবে, বিড়বিড় করে কিছু একটা বলবে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারব না, হয়তো দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়াবে। কিছু একটা করবই। কিন্তু কী করব? [দাঁত কিড়মিড় করে] ওরা যদি ওকে দশ বছর পরও ছাড়ে, তখনো আমি বেঁচে থাকব, সেকথা আমি ঠিক জানি, এই তোকে

আমি বলে রাখছি। মৃত্যু, তোমার মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়ে থাকব, পাথরের মত। তুমি আঘাত হানলে তোমার সেই অস্ত্রই ভেঙে খান খান হয়ে যাবে, আমাকে এক চুলও নড়াতে পারবে না!

ক্লারা [আন্তনের হাত ধরে] বাবা, তুমি বরং একটুখানি ঘুমিয়ে নাও।

আন্তন ঘুমোবো? কেন, স্বপ্ন দেখবার জন্য? স্বপ্নে দেখব তোর পেটে বাচ্চা এসেছে! সেই সর্বনেশে স্বপ্নে হয়তো তোকে শেষই করে ফেলব, তারপর বলব তোর উদ্দেশ্যে, মাগো, আমি যা করেছি, তা না জেনে করেছি। থাক, অমন ঘুমে আমার দরকার নেই। স্বপ্নের পরী বিদায় নিয়েছে। সেখানে এসে জুটেছে একজন, সে শুধু ভবিষ্যতবাণী করে। ওর রক্তাক্ত আঙুল দিয়ে আমাকে বীভৎস সব দৃশ্য দেখায়। কেন এমন হচ্ছে, কী জন্য এ সব হচ্ছে, কিছুই জানি না। তবে মনে হয়, এখন মনে হয়, সবই বুঝি সম্ভব। ওঃ, ভবিষ্যতের কথা ভাবলে আঁৎকে উঠি। এক গ্লাস জল যদি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা যায়—কথাটা ঠিক বললাম তো? 'মাইক্রোস্কোপ' ডাক্তার আমাকে বহুবার বলেছে কথাটা। একবার ন্যূরেনবার্গের মেলায় আমি দেখেছিলাম। তারপর সারাদিন আর জল খেতে পারিনি। গতরাত্রে দেখলাম হতভাগা কার্লকে স্বপ্নে। ওর হাতে একটা পিস্তল। সেটার দিকে ভাল করে লক্ষ্য করতেই ও ঘোড়াটা টিপে দিল। একটা চীৎকার শুনতে পেলাম, কিন্তু ধোঁয়ায় সব ঢেকে গেছিল, কিছু দেখতে পেলাম না। তারপর ধোঁয়া কেটে গেল, ভেবেছিলাম দেখতে পাব একটা রক্তাক্ত মাথা, ছাতু হয়ে গেছে। কিন্তু না, দেখলাম, আমার ছেলে এর মধ্যে হঠাৎ মস্ত বড়লোক হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মোহর গুনছে, দুহাত ভর্তি মোহর। আর ওর মুখটা—মনে হল, আমাকে শয়তানে পেয়েছে—সারাদিন কারখানায় পরিশ্রম করলে অমন মুখ হয় না। এমন শান্তি, দম্ভ ওর মুখে। সত্যি কথা বলতে কি, আগে থেকেই সাবধান হওয়া যেত। নিজেই শাস্তির বিধান দেয়া যেত, তারপর না হয় চরম বিচারের প্রতীক্ষা করা যেত।

ক্লারা তুমি একটু ঠাণ্ডা হও তো!

আন্তন ঠাণ্ডা হতে হবে না, আমাকে হতে হবে সুস্থ। কেন এ অসুখ

আমার? আঃ, ডাক্তার, আমাকে একটা ওষুধ দাও, খেয়ে সুস্থ হই! শোন ক্লারা, তোর ভাইটা অপদার্থ, কুসন্তান, তুই হ ভাল, আমার সুসন্তান। এই পৃথিবীর চোখে আমি একটা অপদার্থ, দেউলিয়া। আমি কিন্তু এমন অথর্ব না হয়ে, একজন সৎ মানুষ বলে পরিচিত হতে পারতাম। আমারই দোষ, অন্যায় আদর দিয়ে মাথা খেয়েছি। তুই তোর মায়ের মত হ, তোর মা ছিল প্রকৃত মানুষ। তুই যদি তাই হতে পারিস, তবেই লোকে বলবে, ছেলেটা বয়ে গেছে ঠিকই তবে সেজন্য বাপ-মা দায়ী নয়, মেয়েটা তো ভাল হয়েছে, অমন লক্ষ্মী মেয়ে দেখা যায় না। [এবার ইস্পাতের মত ঠাণ্ডা গলায়] আর আমি আমার পথ বেছে নেব, আমার জন্য তোর যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, সে ব্যবস্থা আমি করব। যে মুহূর্তে দেখব, লোকে তোকে নিয়ে হাসি তামাশা করছে, সেই মুহূর্তে—[গলার কাছে হাত নিয়ে গিয়ে ক্ষুর চালাবার ভঙ্গী করল] দাড়িটা কামিয়ে ফেলব, মাথাটাই কামিয়ে নামিয়ে দেব! মনে রাখিস, নিজেকেই কামিয়ে বাদ দিয়ে দেব। তুই লোককে বলিস, রাস্তায় একটা ঘোড়া হঠাৎ চীৎকার করে উঠেছিল, কিংবা বেড়ালে একটা চেয়ার উল্টে ফেলেছিল কিংবা বলতে পারিস, একটা ইঁদুর হঠাৎ পা বেয়ে উঠেছিল, আর তাতেই আঁৎকে উঠে অঘটনটা ঘটে গেছে। যারা আমাকে চেনে, তারা অবশ্য বিশ্বাস করবে না, কারণ আমি অত সহজে আঁৎকে উঠি না, এটা তারা জানে। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? আমার নাম শুনলে যেখানে লোকের ঘেন্নায় থুথু ছেটান উচিত, সেখানে যদি লোকে আমাকে করুণা করতে শুরু করে, তবে সেই জগতে আমি বেঁচে থাকতে চাই না।

ক্লারা ও করুণাময় ঈশ্বর, আমি কি করি এখন!

আন্তন কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। তোকে কিচ্ছু করতে হবে না। তুই আমার লক্ষ্মী মেয়ে। তোকে অমন করে বলা আমার উচিত হয়নি। না, অন্যায় হয়েছে। তুই যেমন আছিস তেমনি থাক। তাহলেই হবে। ওঃ আমি এত অন্যায় সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছি, যে নিজেই অন্যায় করতে শুরু করেছি। সব ন্যায় অন্যায় বোধ হারিয়ে ফেলছি, লোকের কাছে ছোট হতে হবে, এই আশঙ্কায়।

এই দেখ না, সেদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, দেখা হল সেই বসন্তের দাগ ওয়ালা বজ্জাতটার সঙ্গে, বেটা গরু চোর। ওটাকে আমি কয়েক বছর আগে হাজতে পাঠিয়েছিলাম, আমারই কারখানায় তিন তিন বার হাত সাফাই করেছিল। আগে ও ব্যাটা আমার সামনে আসতে সাহস পেত না। সেদিন হতভাগা সোজা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আর এমন সাহস লোকটার, একগাল হেসে নমস্কার করল। ইচ্ছে হচ্ছিল, ঠাস করে একটা চড় মারি, পারলাম না। গত আটদিন যাবত আমরা তো একই দলের! আর, দলে লোকের সাথে দেখা হলে, হেসে দুটো কথা কইবে। এটাই তো নিয়ম। পাদ্রী সাহেবের তো দয়ার শরীর, গতকাল এসেছিল আমার সাথে দেখা করতে। পাদ্রী সাহেবের মতে, একমাত্র নিজের কাজ ছাড়া আর কারো কোনো কাজের দায় মানুষের নেই। খ্রীষ্টান হয়ে, ছেলের কৃত-কর্মের জন্য নিজেকে অপরাধী বোধ করা নাকি ঠিক নয়। বাইবেলের কথা তুলে বলল, তাহলে আদমও আমারই মত অপরাধী মনে করতে পারত নিজেকে। অপরাধের দায় সেজন্য আমার নিজের কাঁধে নেবার কোনো যুক্তি নেই। হে ঈশ্বর, আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে, তোমার বংশধরদের মধ্যে যদি হঠাৎ কেউ অতি আধুনিক হয়ে ওঠে, যদি সে কোনো অন্যায় কাজ করে, তাহলে তোমার শান্তিতে বিঘ্ন ঘটবে না। কিন্তু আইনের অপরাধে তুমিও তো নিজের চুল ছিঁড়েছিলে! না, না। আমি আর পারছি না, আমি আর সহ্য করতে পারছিনা। মাঝে মধ্যেই আমি ফিরে তাকিয়ে দেখি আমার ছায়াটার দিকে। ওটা বুঝি আরো বেশী অন্ধকার হয়ে উঠেছে। নাকি, ওটা আমার বাতিক! আমি সব সহ্য করতে পারি, সব ; সবাই জানে সেকথা—কিন্তু অপমান আমার সহ্য হয় না। যত খুশী বোঝা চাপাও আমার কাঁধে, ঠিক বয়ে নিয়ে যাব। কিন্তু স্নায়ুগুলো কেটে দিওনা, ওগুলোই আমাকে খাড়া করে রেখেছে।

ক্লারা কিন্তু বাবা, দাদা তো এখনো স্বীকার করেনি, আর ওরাও এখনো প্রমাণ করতে পারেনি। ওর কাছে কিছু পায়ও নি।

আন্তন তাতে কী হয়েছে? আমি তো বাজারে খোঁজ নিয়ে দেখেছি,

ওর কত দেনা জানিস? ও যা দেনা করে রেখেছে, তা শোধ করতে ওর তিন মাসের মাইনেতেও কুলোবে না। তা সে যতই ওভারটাইম করুক। এখন বুঝতে পারছি, সবাই চলে যাবার পরও কেন দু-তিন ঘণ্টা করে ওভারটাইম খাটত, আবার পরদিন আমার আগে গিয়ে কাজে হাজির হতো। কিন্তু ও দেখল, ওভাবে হবে না, অনেক সময় লাগবে, অনেক পরিশ্রম করতে হবে, কাজেই সুযোগ পেয়ে সেটা ব্যবহার করল, চুরি করল। ছিঃ! ছিছি! আমার ছেলে চোর!

ক্লারা দাদার সম্বন্ধে তুমি কেবল খারাপটাই ভাব, খারাপটাই ধরে নাও, বিশ্বাসও কর। চিরকাল তুমি তাই করে এসেছ। তোমার মনে আছে, যেবার—

আস্তন তুই ঠিক তোর মায়ের মত কথা বলছিস, সেও অমনি কথা বলত। তার বেলাতে আমি যা করতাম, তোর বেলাতেও আমি তাই করব। তাকেও কোনোদিন কোনো উত্তর দিইনি, তোকেও দেব না।

ক্লারা আর, দাদা যদি ছাড়া পায়? যদি সেই গহনা অন্য কোথাও পাওয়া যায়? তখন? তখন কী করবে?

আস্তন তখন আমি উকিলের কাছে যাব। আমার শেষ কপর্দকটাও খরচ করব। আমাকে জানতে হবে যে, পুলিশের ওই বড় সাহেব কোন অধিকারে একজন ভালমানুষের ছেলেকে হাজতে ঢুকিয়েছিল। তার সেই অধিকার আছে কিনা। যদি প্রমাণ হয়, তাকে হাজতে ঢোকাবার কারণ ছিল, মাথা নীচু করে মেনে নেব। আর সকলের বেলা যে নিয়ম বা কানুন, তা তো আমাকেও মানতে হবে। বরং তার চেয়েও বেশী, আমার বেলায় তা হাজারগুণ বেশী হলেও মেনে নেব, সেটাই আমার ভাগ্য, কপাল। আর ঈশ্বর যদি আমাকে শাস্তি দেয়, তাহলে হাত জোড় করে বলব, "প্রভু, তুমি তো জান সবই!" আর যদি তা না হয়, যদি চকচকে সোনার হার গলায় দেওয়া লোকটা শুধু ওই দোকানদার লোকটার কথাই ভেবে থাকে, যার গয়না চুরি গেছে, আর তার কথা, ভাববার কারণ যদি একটাই হয়, যে সেই দোকানদারটা তার ভগ্নীপতি, তাহলে দেখতে হবে আইনে কোথায় ফাঁক আছে। আরো জানতে

হবে, আমাদের রাজা সেই ফাঁক রাখতে চায় কিনা। আমাদের রাজা তো নিশ্চয় জানে যে, তার প্রজারা একান্ত বিশ্বস্ত এবং অনুগত ভাবে সুবিচার আশা করে। রাজা নিশ্চয় তার প্রজাদের কাছে কোনো ঋণ রাখতে চায় না। তবে, ওসবই বাজে আলোচনা, ওর কোনো মূল্য নেই। ও ছেলে নির্দোষ প্রমাণ হয়ে ছাড়া পেলে, তোর মাও কবর থেকে উঠে আসবে। ও আমাকে আর শান্তি দেবে না, কোনোদিন না। আর সেই জন্যই তোকে বলছি, মনে রাখিস, তুই আমার কাছে কতটা ঋণী। তুই তোর প্রতিজ্ঞা রাখ, তাহলেই আমি যে একটু আগে প্রতিজ্ঞা করে বসলাম, আমাকে তা আর করতে হবে না। [চলে যেতে গিয়ে আবার ফিরে এল] আমার আজ ফিরতে রাত হবে। আমি যাচ্ছি ওই টিলার ওপরে, কাঠের কারবারীর ওখানে। ওই এখন একমাত্র লোক, যে এখনো আমাকে আগের মতই দেখে, কারণ লোকটা এখনো আমার এই লজ্জার কথা জানে না। লোকটা বদ্ধ কালা। খুব চেঁচিয়ে কথা না বললে শুনতে পায় না, আর তখনও যা শোনে, তা ভুল, কাজেই ও কোনো খবরই রাখেনা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ক্লারা [একা] হে ঈশ্বর দয়া করো! করুণা কর হে ঈশ্বর! এই বুড়ো মানুষটার ওপর করুণা কর! আমাকে নাও, আমাকে তোমার কাছে টেনে নাও, এছাড়া এই বুড়ো মানুষটাকে বাঁচানোর আর কোনো উপায় নেই। দেখ, কেমন সুন্দর রোদ্দুর রাস্তার ওপর, মনে হচ্ছে যেন সোনা ছড়ানো রয়েছে। বাচ্চারা মুঠো মুঠো করে ধরতে যাচ্ছে, পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে; ফুল, গাছ, ওদের যেন ফুটে উঠতে কোনো ক্লান্তি নেই। সব বেঁচে আছে, সব বেঁচে থাকতে চায়। মৃত্যু, হাজার অসুস্থ লোক তোমার ভয়ে কাঁপছে। রাত্রে যারা যন্ত্রনায় অধীর হয়ে তোমাকে ডাক দিয়েছিল, তারা আবার শান্তি ফিরে পেয়েছে, তারা

এখন ঘুমোচ্ছে। আমি তোমাকে চাইছি, এস! তোমার ভয়ে যারা কাঁপছে, তাদের নিষ্কৃতি দাও। এই জগৎ যতদিন ওদের কাছে মধুর মনে হচ্ছে, যতদিন না ওদের চোখে আবার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, ততদিন ওদের রেহাই দাও। ওদের বদলে আমাকে নাও! আমি ভয় পাব না। শিউরে উঠব না, যখন তোমার ঠাণ্ডা হাত আমাকে স্পর্শ করবে। আমার বুকে বল আছে, আনন্দের সাথে যাব আমি তোমার সঙ্গে, এত আনন্দে কেউ যায়নি তোমার সঙ্গে, কোনোদিন যায়নি।

তৃতীয় দৃশ্য

[ব্যবসায়ী হ্বোলফ্রাম-এর প্রবেশ]

হ্বোলফ্রাম এই যে ক্লারা, তোমার বাবা বাড়ী নেই!

ক্লারা বাবা তো এইমাত্র বেরিয়ে গেল।

হ্বোলফ্রাম আমি এসেছিলাম—আমার গয়নাগুলো আবার পাওয়া গেছে।

ক্লারা ওঃ বাবা, তুমি যদি এখন থাকতে! [এদিক-ওদিক তাকিয়ে, চশমাটা দেখে] চশমা ফেলে গেছে, ওটার কথা খেয়াল হলে ফিরতে পারে! [হ্বোলফ্রামকে] কী করে পেলেন?—কোথায়? —কার কাছে?

হ্বোলফ্রাম আমার স্ত্রী—আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলবে? ঠিক ঠিক জবাব দেবে? আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে একটু, মানে অস্বাভাবিক কোনো কথা তুমি শুনেছ কিনা!

ক্লারা শুনেছি।

হ্বোলফ্রাম মানে, ওর যে—[মাথার ওপর আঙুল ঘুরিয়ে, মাথাখারাপের লক্ষণের ইঙ্গিত করে] তাই না?

ক্লারা মানে ওঁর মাথায় একটু গণ্ডগোল আছে, সেই কথা তো! সে তো সবাই জানে।

হ্বোলফ্রাম [উত্তেজিত হয়ে] ঈশ্বর আমার যে কি অবস্থা করেছে, তা আর বলবার নয়। বাড়ীতে একটাও চাকর থাকে না। আমি খুঁজে পেতে এনে কাজে লাগাই, দুদিন বাদেই সে চলে যায়। প্রত্যেককে

ডবল মাইনে দিয়ে দেখেছি, কাজ করে না। আলসেমি করে, সব চোখ বুজে সহ্য করেছি, যাতে একটু শান্তিতে থাকতে পারি। কিন্তু, সবই বৃথা, কিছুতেই কিছু করা যায় নি। আমার বৌকে কেউই সামলাতে পারে নি। আমার ছেলেমেয়েগুলোর যে কী হবে? ওদের জন্যই আমার যত চিন্তা।

ক্লারা চাকর-বাকরদের দোষ দিচ্ছেন কেন? ওদের কোনো দোষ নেই। ওরা তো আর সবাইকে বলে বেড়ায় নি। সেবার যখন আপনাদের পাশের বাড়ীতে আগুন লাগে, তখন আপনার স্ত্রী খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে যেভাবে হাসছিল, মজা করছিল, আর হাততালি দিচ্ছিল, আর গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিচ্ছিল—ভাবটা যেন, আগুন আরো ভাল করে জ্বলে উঠুক, তখনই লোকে বুঝে গেছে, ও হয় পাগল নয় তো একটা ডাইনী। সারা শহরের লোক তো সেদিন ওসব দেখেছে।

হেবোলফ্রাম সেকথা ঠিক। সারা শহর যখন কথাটা জেনেই গেছে, তখন সে কথা গোপন রাখতে যাওয়া গোঁয়ার্তুমী বই আর কিছু নয়। তাহলে এবার শোন, যে চুরির দায়ে তোমার দাদাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, সেটা আসলে ওই পাগলীর কাণ্ড।

ক্লারা আপনার বৌ নিজে—

হেবোলফ্রাম হ্যাঁ, সে নিজে। ও যে এক সময় সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত, সবচেয়ে দয়ালু মহিলা ছিল, পরে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল, অন্য লোকের ক্ষতি দেখলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠত, উল্লাস প্রকাশ করত যদি কোনো ঝি একটা গ্লাস ভেঙে ফেলত, কিম্বা তার হাত কেটে রক্ত পড়ত—এসবই আমি জানতাম, অনেক আগেই জানতাম। কিন্তু, ও যে বাড়ীর জিনিষ পত্র সরিয়ে রাখে, কাগজ পত্র ছিঁড়ে ফেলে, সেকথা জানলাম এই আজ দুপুরে। আমার আফশোষের সীমা নেই। আমি বিছানায় গিয়ে একটু শুয়েছিলাম, সবে ঘুমটা আসছে, এমন সময় টের পেলাম, আমার বৌ আমার দিকে কড়া নজর রেখে সাবধানে এগিয়ে আসছে, খুব সাবধানে, যাতে আমার ঘুম না ভাঙে। আমি ভাল করে চোখ বুজে থাকলাম, গভীর ঘুমের ভান করলাম। ও এগিয়ে এসে, আমার কোটটা চেয়ারের ওপর ঝোলানো ছিল, তার পকেট থেকে চাবির গোছাটা নিল, কাঠের সিন্দুক খুলে তার থেকে একগোছা নোট নিল। সিন্দুকটা আবার

বন্ধ করে চাবি রেখে দিল যথাস্থানে। ব্যাপারটা আমার অদ্ভুত লাগল, বিশ্রী লাগল। কিন্তু, আমি কিছুই বললাম না, ভাবলাম ও কি করে দেখতে হবে। ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আমিও সাবধানে পা টিপে টিপে ওর পেছু নিলাম। ও একেবারে চিলেকোঠায় গিয়ে উঠল, তারপর সেই নোটের গোছা একটা বাক্সের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ওই বিশাল বাক্সটা আমার ঠাকুর্দার আমল থেকে ওখানে ফাঁকা পড়ে আছে। তারপর ও চারদিকে ভালভাবে তাকিয়ে দেখে ছুটে বেরিয়ে গেল, আমাকে লক্ষ্য করে নি। আমি তখন একটা মোমবাতি জ্বেলে সেই বাক্সটার ভেতরটা ভাল করে খুঁজে দেখলাম। ওর ভেতরে পেলাম আমার ছোটমেয়ের খেলনার সরঞ্জাম, ঝিয়েদের ছেঁড়া চটি, আমার একটা হিসাবের খাতা, কিছু চিঠি আর—জানি না, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব, না নিজের কপালকে দোষ দেব—একদম নীচে পেলাম সেই গয়না।

ক্লারা ও: মাগো, তুমি কি দুঃখ পেয়ে মারা গেছ! কি লজ্জার কথা!

হোলফ্রাম ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি, যা ঘটে গেছে তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে আমি ওই গয়না তোমাদের দিতে রাজী আছি। কিন্তু, বিশ্বাস কর, আমার কোনো দোষ নেই। আমি তোমার বাবাকে খুবই শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তবুও তোমার দাদার ওপর আমার সন্দেহ হয়েছিল, তার কারণও আছে। তোমার দাদা ওই সিন্দুকটা সেদিনই পালিশ করে। তারপরই আর গয়নাগুলি পাওয়া যায় নি। আমি বলতে গেলে পরমুহূর্তেই টের পাই। তোমার দাদা চলে আসার পরই আমি একটা কাগজ বার করবার জন্য সিন্দুকটা খুলি, গয়নাগুলোও ছিল সেই কাগজের পাশেই। সিন্দুক খুলে দেখি সবই আছে, গয়না নেই। তবে আমি সাথে সাথে এইসব ধরপাকড়ের মধ্যে যেতে চাই নি। আমি পুলিশে খবর দিয়েছিলাম নেহাতই খবর দিতে হয় বলে, তাকে আমি অনুরোধ করেছিলাম গোপনে খবর নিতে। কিন্তু, পুলিশের ওই আদম সেসব কোনো কথা কানেই তুলল না। বলল, দেরী করা চলবে না, তক্ষুনি ব্যবস্থা নিতে হবে—তোমার দাদা নাকি মদো মাতাল, বাজারে তার প্রচুর দেনা। আর পুলিশের বড় সাহেব তো বলতে গেলে ওই আদমের কথায় ওঠে বসে, কাজেই ওর ইচ্ছা মতই

কাজ হল। মনে হল ওই লোকটা কোনো কারণে তোমার বাবার ওপর অত্যন্ত চটে আছে, আমি জানি না কেন, তবে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনো ফল হয় নি। লোকটা কানে আঙুল দিয়ে বলেছিল, আমি যদি ওকে ওইসব গয়না উপহার দিতাম, তাহলেও ও নাকি তেমন খুশী হত না, তোমার দাদাকে ধরবার সুযোগ পেয়ে, তোমার বাবাকে একহাত দেখে নেবার সুযোগ পেয়ে যতটা খুশী হয়েছে। এই কথা বলেই লোকটা একজনকে সঙ্গে নিয়ে একরকম ছুটে বেরিয়ে পড়ল।

ক্লারা ওই আদম একবার একটা হোটেলে আমার বাবার বীয়ারের গ্লাসের পাশে তার গ্লাস রাখে আর সেই সঙ্গে এমন একটা ভাব করে, যেন ও আমার বাবার বন্ধু গোছের। তখন আমার বাবা তার গ্লাস সরিয়ে নেয়, আর বলে লাল কোটের ওপর সবুজ পট্টি লাগানো লোকেরা আগের দিনে অন্য ধরণের গ্লাসে বীয়ার খেত। আর তাও তাদের বাইরে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো, কিম্বা বৃষ্টিটৃষ্টি হলে দরজায় এবং বিনীত ভাবে মাথার টুপী খুলে। তখন হোটেল মালিকের দয়া হলে তাকে কিছু বীয়ার দিত। যদি কখনো কারো সঙ্গে এক টেবিলে বসে তার বীয়ার খাবার ইচ্ছা হয়, তাহলে তাকে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষন না তার সমগোত্রের কেউ আসে। হায় ঈশ্বর, তোমার এই জগতে সবই সম্ভব! ওই কথা বলার জন্য আমাদের মাকে মরতে হল, কি বিশ্রী সেই মৃত্যু!

হ্বোলফ্রাম সেইজন্যই কাউকে কিছু বলতে নেই, খারাপ লোকেদের তো আদৌ না। তোমার বাবা কোথায় গেছেন?

ক্লারা টিলার ওপরে, সেই কাঠের কারবারীর কাছে।

হ্বোলফ্রাম আমি যাচ্ছি, তাকে খুঁজে বার করব। আমি হাকিম সাহেবের কাছে গেছিলাম। কিন্তু, তাঁর দেখা পাইনি. তাঁর দেখা পেলে তোমার দাদা এতক্ষণ বাড়ী পৌঁছে যেত। তবে সেক্রেটারীর সাথে দেখা হয়েছিল, সে খবর পাঠিয়েছে। সন্ধ্যের আগেই তোমার দাদার দেখা পাবে।

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

ক্লারা [একা] এখন তো আমার আনন্দ করার কথা। কিন্তু ঈশ্বর, আমি তো একবারও ভুলতে পারছি না, যে এবার আমার পালা, এবার আমি একা। তবুও আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, একটা কিছু হবে, এমন একটা ঘটনা ঘটবে, যে সব আবার আগের মত সুন্দর হয়ে উঠবে!

পঞ্চম দৃশ্য

সেক্রেটারী [প্রবেশ] নমস্কার!

ক্লারা [একটা চেয়ার ধরে দাঁড়াল, নইলে বুঝি উল্টে পড়ে যেত] ওঃ, এই লোকটা যদি আবার ফিরে না আসত—

সেক্রেটারী বাবা বাড়ী নেই?

ক্লারা না।

সেক্রেটারী আমি একটা সুখবর এনেছি। আপনার ভাই—না ক্লারা, এভাবে আমি তোমার সাথে কথা বলতে পারব না, আমার মনে আছে, এই টেবিল, চেয়ার, আলমারী, এই সবই আমার চেনা, কতদিনের চেনা—[আলমারীর কাছে গিয়ে ওটার পিঠ চাপড়াবার ভঙ্গীতে] এই যে, কেমন আছ? একটুও পাল্টাওনি দেখছি—এটার চারপাশে আমরা কত লুকোচুরি খেলেছি। আমি তোমাকে 'তুমি' না বলে পারব না ক্লারা। সেই আগের মত 'তুমি' বলব। তোমার যদি ভাল না লাগে, তবে ভেবে নিও—ছোকরা স্বপ্ন দেখছে, ওর ঘুমটা ভাঙিয়ে দেয়া দরকার, ওর ঘুম ভাঙিয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াব, [ক্লারার সামনে গিয়ে টান হয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গী করে] ওর সামনে টান হয়ে দাঁড়াব, যাতে ও দেখতে পায়, আমি কত বড় হয়ে গেছি, এখন আর সেই কচি খুকুটি নই। [দরজার চৌকাঠে একটা দাগ দেখিয়ে] এগারো বছর বয়সে তুমি এই এতটা লম্বা ছিলে। তাই না? আর এখন, পুরোপুরি একজন মহিলা। এখন সে আলমারীর সবচেয়ে ওপরের তাকে

রাখা চিনির কৌটোটাও হাতে পায়। তোমার মনে আছে সেসব কথা? আমাদের হাত থেকে বাঁচাবার একমাত্র জায়গা ছিল ওটা, আলমারীতে তালা না লাগালেও চলত। আমরা তখন কী করতাম, তোমার মনে আছে? মাছিগুলোকে মারতাম, হিংসেয়। ওগুলো কেমন অনায়াসে ওখানে উড়ে যেতে পারত, চিনি খেত, অথচ আমরা তার নাগাল পেতাম না, সেই হিংসায় বসে বসে ওগুলোকে পেলেই মেরে ফেলতাম।

ক্লারা আমার ধারণা ছিল, হাজার হাজার বই পড়লে মানুষ ওসব ভুলে যায়।

সেক্রেটারী ভুলে যায় বইকি, নিশ্চয় ভুলে যায়, সব কথা কি কেউ মনে রাখতে পারে! রোমের সম্রাটের কথা, তাদের ডাকনাম, সেসব লোকে অবশ্যই ভুলে যায়। বাচ্চা বয়সে সকলের অ আ ক খ শিখতে অত আপত্তি থাকে কেন, বলতে পার? শিশুমন ঠিক বুঝতে পারে, প্রথম ভাগ যদি না পড়ে কাটানো যায়, তবে আর পরে বাইবেল নিয়ে ব্যবসা করতে হবে না। কিন্তু, লজ্জার কথা, নিষ্পাপ সেই শিশুদের ভুলিয়ে ভালিয়ে কত রকমেই না চেষ্টা করা হয় তাদের সর্বনাশ করার। প্রথমে তাদের ধমক দেয়া শেখানো হয়, অ—অ—বলে। একদিন শিশু সত্যি সত্যিই অ—বলে বসে। ব্যাস্ তখন আর কোনো কথা নেই, চলল সোজা হুড়মুড়িয়ে একেবারে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত, তারপর আছে, তারপরও আছে, এইভাবে চলে। তারপর হঠাৎ সে একদিন নিজেকে আবিষ্কার করে হাজার বই-এর জেলখানার মধ্যে, তখন সে বুঝতে পারে ওই সামান্য কটা অক্ষর তাকে কোথায় এনে ফেলেছে। তখন আর পালাবার পথ নেই। মজার মজার ছড়া দিয়ে যা শুরু হয়েছিল, অজগরের তাড়া খেয়ে, আমটি পেড়ে খেতে গিয়ে তার যে হাল হয়েছে তা দেখে সে তখন নিজেই অবাক।

ক্লারা আর তারপর কী হয়?

সেক্রেটারী [উদাস, নিরাসক্ত ভাবে] এক একজনের বেলায় এক একরকম হয়। কেউ কেউ প্রচুর পরিশ্রম করে বেরিয়ে আসে, আবার সূর্যের আলো দেখতে পায়। সাধারণত তাদের বছর ছয়েক সময় লাগে, তখন তাদের চেহারা কেমন রোগাটে আর ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সেজন্য তাদের দোষ দেয়া যায় না। তাদের দলে

আমি। কেউ কেউ আবার সেই জেলখানায়, সেই বই-এর জঙ্গলের মধ্যে কোথাও থেমে পড়ে, একটুখানি দম নেবার আশায়, তাদের সেই দম নেয়া আর শেষ হয় না। আমি একজনকে জানি, যে গত দু-বছর ধরে লেক্স জুলিয়ার ছায়ায় বসে বীয়ার খাচ্ছে। ওখানে রোজ যাবার কারণ, ঐ নামটার সঙ্গে নাকি ওর জীবনের অনেক মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আরো একদল আছে, যারা মরিয়া হয়ে ফিরে আসতে চায়। তারাই হচ্ছে সবচেয়ে বেকুব। কারণ, সেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসবার একটা মাত্র সর্ত হল, তাকে আরেকটা জঙ্গলে ঢুকতে হবে। আর আরো একদল আছে, যারা কোনোদিনই কোনো শেষ দেখতে পায় না। [স্বগত] মনের মধ্যে যে কথা গুনগুন করছে, সেকথা বলতে না পারলে, কতরকম আজে বাজে কথাই না বলতে হয়!

ক্লারা আজ সবতাতেই কেমন মজা লাগছে, সব কেমন জীবন্ত, দিনটা বড় সুন্দর!

সেক্রেটারী হ্যাঁ, এমন দিনে প্যাঁচারা বাসা থেকে পড়ে যায়, বাদুড়রা আত্মহত্যা করে। ওরা যে বুঝতে পারে, ওরা শয়তানের সৃষ্টি। ছুচোরা মাটিতে এত বেশী গর্ত খুঁড়ে বসে যে ফেরবার পথ আর খুঁজে পায় না, দম বন্ধ হয়ে মরে যায়। অবশ্য মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে পৃথিবীটা এফোঁড় ওফোঁড় করে একেবারে আমেরিকা গিয়ে হাজির হলে অন্য কথা। আজ সবই যেন দ্বিগুণ সুন্দর, পপি ফুলগুলো অন্যদিনের চাইতে অনেক বেশী লাল, হয়তো লজ্জায়, কোনদিন এত সুন্দর হয়ে ফোটেনি বলে। তাহলে মানুষ কেন পেছিয়ে থাকবে? ঈশ্বরের পাওনা তো সামান্যই। তাঁর এই সুন্দর সৃষ্টি দেখে উৎফুল্ল হবে মন, উজ্জ্বল হবে চোখ। সেই উজ্জ্বল চোখে প্রতিফলিত সৌন্দর্য দেখে ঈশ্বর মুগ্ধ হবে। তার সেই সামান্য পাওনায় ফাঁকি দিয়ে কাজ কী? আর কী ভাবে এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে দেবার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান যায়? সত্যি বলছি, যখন দেখি, সকাল বেলা কেউ বাইরে চেয়ার টেনে এনে বসল, গোমড়া মুখ, চোখ কুঁচকে আকাশের দিকে তাকাল যেন—যেন একটি ব্লটিং পেপার দেখছে, তখন আমার কী মনে হয় জান, মনে হয়, এইবার বৃষ্টি নামতেই হবে, অন্তত মেঘ দিয়ে ওইসব বিরক্ত মুখকে আড়াল করতেই হবে, নইলে যে ঈশ্বর নিজেই

বিরক্ত হয়ে উঠবে! এইসব লোককে খুশীতে বাদ সাধার জন্য, সুন্দর দিনগুলোকে নষ্ট করবার অপরাধে হাজতে নিয়ে ভরতে পারলে ভাল হত। ঈশ্বরের সুন্দর এই পৃথিবী, সেখানে বেঁচে থাকতে পারা তো সৌভাগ্যের কথা। সেজন্য ঈশ্বরের অনেক ধন্যবাদ পাওনা। সে পাওনা আমরা মেটাব আনন্দ উজ্জ্বল সঙ্গীত দিয়ে। কাকলী না থাকলে আর কোকিল হয়ে লাভ কী?

ক্লারা আঃ, সত্যি কথা, খুবই সত্যি—আমার এত ভাল লাগছে, মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলব।

সেক্রেটারী আমি কিন্তু তোমাকে উদ্দেশ্যে করে কিছু বলি নি। আমি তো জানি, গত আটদিন ধরে তুমি কি কষ্টে আছো, আমি তো চিনি তোমার বাবাকে। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি তোমার বুকের বোঝা হাল্কা করে দিচ্ছি, আর সেইজন্যই আমার এখানে আসা। আজ সন্ধ্যার মধ্যেই তোমার দাদার দেখা পাবে। আর, তাকে নিয়ে লোকে টিটকারী দেবে না, টিটকারী দেবে তাদের, যারা তোমার দাদাকে জেলে পাঠিয়েছিল। এমন একটা সুখবর দিলাম, তার জন্য একটা চুমু আশা করতে পারি? তেমন অসুবিধা থাকলে না হয় ছোট বোনের মতই একটা চুমু দাও। নাকি তার জন্য কানামাছি খেলতে হবে? দশ মিনিটের মধ্যে তোমাকে ছুঁতে না পারলে আমাকে ওমনি ফিরে যেতে হবে, উপরন্তু একটা গাঁট্টা খেতে হবে।

ক্লারা [স্বগত] মনে হচ্ছে, আমার বয়সটা যেন হঠাৎ হাজার বছর হয়ে গেছে। আর, সময় বুঝি দাঁড়িয়ে, আমি এগোতেও পারছি না, পেছাতেও না। ওঃ আমার চারদিকে এই অনন্ত সূর্য আর এত আনন্দ!

সেক্রেটারী কৈ, তুমি তো আমার কথার জবাব দিলে না! সত্যিই তো, দেবে কী করে, তুমি যে এখন একজনের কাছে বাগ্‌দত্তা, আমি ভুলেই গেছিলাম। আচ্ছা, একটা কথা বলবে আমাকে? তুমি আমাকে এমন শাস্তি কেন দিলে? হ্যাঁ, নিশ্চয়—সে অধিকার আমার আছে, এ প্রশ্নের জবাব তোমাকে দিতে হবে। একটা মেয়ে, যার ভেতর শুধু ভালবাসা আর উদারতা, যার ভালবাসা আর উদারতার কথাই কেবল আমার মনে আছে, উপরন্তু বছরের

পর বছর তাকে ছাড়া আর কাউকে আমি চিনতাম না। আর সে আজ—যদি একটা সত্যিকারের মানুষ হত, যাকে দেখলে লোকে সম্ভ্রমে মাথা নীচু করে, তাহলেও বুঝতাম। কিন্তু, তাই বলে এই লেয়নহার্ড—

ক্লারা [নামটা শোনা মাত্র, হঠাৎ] আমাকে ওর কাছে যেতে হবে—সেইটাই একমাত্র পথ, আমি তো আর একটা চোরের বোন নই—ও ঈশ্বর! আর কী চাই আমার? লেয়নহার্ড আমাকে ফিরিয়ে দেবে না, দিতে পারে না। ও যদি মানুষ হয়, তাহলে আবার সব আগের মত হবে! [আতাঙ্কত] আগের মত! [সেক্রেটারীকে] রাগ করোনা, ফ্রীডরিখ! আমাকে যেতে হবে—আমার পা দুটো হঠাৎ এমন ভারী হয়ে উঠল কেন?

সেক্রেটারী কোথায় যাবে?

ক্লারা লেয়নহার্ডের কাছে। আবার কোথায়? এ পৃথিবীতে ওই একটা মাত্র পথই খোলা আছে আমার কাছে!

সেক্রেটারী এত ভালবাস তাকে? তাহলে—

ক্লারা [উত্তেজিত] ভালবাসা? ও আমাকে না নিলে, আমাকে মরতে হবে। আমি ওকেই বেছে নিয়েছি, তাতে কার কি আসে যায়! শুধু আমার কথা ভাবলে আমি একাজ করতাম না।

সেক্রেটারী ও না নিলে মরতে হবে, এমন কথা বলে লোকে দিশেহারা হলে, নাকি—

ক্লারা আমাকে পাগল করে দিও না, ফ্রীডরিখ! ও কথা বলো না! তোমাকে, তোমাকে ভালবাসি আমি! এই তো আমি তোমাকে ডাকছি, যেন কখন আমি কবরের ওপারে চলে গেছি, সেখানে কেউ আর লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে না, সেখানে উলঙ্গ সবাই কাঁপতে কাঁপতে পরস্পরের পাশ কাটিয়ে যায়। ঈশ্বরের সেই দারুণ মহান সান্নিধ্যে যে সকলের সব চিন্তা ভাবনা সমূলে নষ্ট হয়ে যায়!

সেক্রেটারী আমাকে ভালবাস? এখনো আমাকে ভালবাস তুমি? আমি জানতাম সেকথা। সেদিন সেই বাগানে যখন তোমাকে দেখলাম তখনি আমার সেকথা মনে হয়েছিল।

ক্লারা তোমার মনে হয়েছিল? তারও মনে হয়েছিল! [উদাস ভাবে, যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে] তখন ও আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। বেছে নাও, হয় ওকে, নয়তো আমাকে!

ওঃ, আমার বুকের ভেতরটা, আমার এই হতচ্ছাড়া বুকের ভেতরটা! ওকে বোঝাবার জন্য, নিজেকে বোঝাবার জন্য, যে ব্যাপারটা তা নয়, কিম্বা ব্যাপারটা তাই হয়ে থাকলে, তা চাপা দেবার জন্য আমি এমন একটা কাজ করে ফেলেছি, যে আজ আমার—[কান্নায় ভেঙে পড়ল]—হে ঈশ্বর, আজ যদি তুমি আমার অবস্থায় পড়তে, আর আমি তোমার মত হতাম, তাহলে আমি তোমাকে দয়া করতাম, ঈশ্বর আমি তোমাকে দয়া করতাম!

সেক্রেটারী ক্লারা, আমার স্ত্রী হও। আমি এখানে ফিরে এসেছিলাম, তোমার দিকে আর একবার সেই আগের মত করে তাকাতে। তুমি যদি আমার সেই দৃষ্টি অর্থর বুঝতে না পারতে, তাহলে আমি কোনো কথা না বলে আবার চলে যেতাম। এখন আমি তোমাকে আমার যা আছে, সব কিছু দিতে চাই। আমার বেশী কিছুই নাই, জানি। কিন্তু, বেশী হতে কতক্ষণ? আমি অনেক আগেই তোমাদের এই বাড়ীতে আসতাম, কিন্তু তোমার মা তখন অসুস্থ ছিলেন, তারপর তিনি মারা গেলেন।

ক্লারা [পাগলের মত হেসে উঠল]

সেক্রেটারী বুকে সাহস আন ক্লারা! একটুখানি সাহস। লোকটাকে তুমি কথা দিয়েছ, তাই তুমি ভয় পাচ্ছ। ব্যাপারটা বিশ্রী, জানি সেকথা। কিন্তু, কী করে যে তুমি—

ক্লারা জিজ্ঞাসা কর, আরো জিজ্ঞাসা কর, যাতে একটা হতভাগী পাগল হয়ে যায়। তুমি যখন আরো পড়াশোনা করতে এখান থেকে চলে গেলে, কোনো খবর আর দিলে না, তখন চারদিকে শুধু ঠাট্টা আর তামাসা শুনতাম। মেয়েটা এখনো তার কথা ভাবে। —মেয়েটা ভাবে কাঁচা বয়সের ছেলেমানুষী বুঝি সত্যিকারের কিছু।—চিঠিপত্র পায়?—আর তারপর মা—নিজেকে ওর যোগ্য মনে করিস? অহংকার কখনই ভাল না। লেয়নহার্ড তো ভাল ছেলে, সবাই অবাক হয়, যে তুই ওকে ভাল চোখে দেখিস না।—সেই সঙ্গে নিজের মন। ও যদি তোকে ভুলে যেতে পারে তবে ওকে দেখিয়ে দে, যে তুইও—ওঃ, ঈশ্বর!

সেক্রেটারী আমারই দোষ, আমি জানি, আমি বুঝতে পারছি। এখন কথা হচ্ছে, কাজটা কঠিন, কিন্তু কঠিন হলেই তা অসম্ভব নয়। আমি ওকে বুঝিয়ে বলব, হয়তো—

ক্লারা বুঝিয়ে বলবে? এই দেখ—[লেয়নহার্ডের সেই চিঠিটা ছুঁড়ে দিল]

সেক্রেটারী [চিঠিটা পড়ছে] ক্যাশিয়ার হয়ে—তোমার দাদা—চোর—খুব দুঃখের কথা—কিন্তু, আমার কোনো উপায় নেই, আমার চাকরীর কথা ভেবে—[ক্লারাকে] যেদিন তোমার মা মারা গেলেন, সেই দিনই ও তোমাকে এমন একটা চিঠি লিখতে পারল? সেই বীভৎস মৃত্যুতে তোমাকে সমবেদনা জানাবার এই তার ধরণ?

ক্লারা তাই তো মনে হচ্ছে।

সেক্রেটারী তোমাকে যে—! হে দয়াময় ঈশ্বর, তুমি যখন সৃষ্টির কাজে ব্যস্ত, তখন বেড়াল, সাপ, আর আরো সব ঘৃণ্য জীব তোমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে, তোমারই অনবধনতার ফলে, গলে বেরিয়ে পড়ে এই জগতে। তাদের দেখে বেলজেবাব খুব খুশী হয়, উৎসাহ পায়। সে তখন তোমাকে অনুকরণ করে, তবে তার কাজ তোমার চেয়ে নিখুঁত হয়েছিল। সেই ওই সব জন্তু-জানোয়ারদের মানুষের খোলসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এখন তারা তোমার সৃষ্ট মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশে গেছে। যখন তারা আঁচড়ে দেয়, বা ছোবল মারে, তখনই তাদের প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায়, তাদের চেনা যায়। [ক্লারাকে] কিন্তু, ক্লারা, এ তো বলতে গেলে ভালই হয়েছে, তুলনাহীন! [ক্লারাকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টায়] এস, আমার কাছে এস, চিরকালের জন্য! এস!

ক্লারা [ওকে জড়িয়ে ধরে] না, চিরকালের জন্য নয়, আমার মাথাটা ঘুরছে, আমাকে ধর! [সেক্রেটারী চুমু খেতে গেলে তাকে বাধা দিয়ে] না, ও সব থাক।

সেক্রেটারী কিন্তু ক্লারা, তুমিতো ওকে ভালবাস না, আর ও-ও তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে—

ক্লারা [উদাস ভাব, নিজেকে সংযত করতে করতে] কিন্তু, তবুও আমাকে ওর কাছেই যেতে হবে, আমাকে হাঁটু গেড়ে বসতে হবে, ওর পাদুটো জড়িয়ে ধরতে হবে, ওরই দয়া ভিক্ষা করতে হবে, বলতে হবে—তাকিয়ে দেখ আমার বাবার সাদা চুলগুলোর দিকে, আমাকে নাও!

সেক্রেটারী মুখ পুড়িয়েছে, ঠিক বুঝেছি?

ক্লারা হ্যাঁ।

সেক্রেটারী সেক্ষেত্রে আর কিছুই করবার নেই। ওই লোকটার দয়া ভিক্ষা করতে হবে, যার মুখে থুথু ছেটান উচিত, যাকে দেখলে ঘৃণায় চোখ বুজে আসে? [ক্লারাকে পাগলের মত জড়িয়ে ধরে] সত্যিই তুমি বেচারী!

ক্লারা এবার তুমি যাও, যাও তুমি!

সেক্রেটারী [আপনমনে গজরাতে গজরাতে] কিংবা, ঐ কুত্তাটাকে ওর এই অপকর্মের জন্য এই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হয়। ওর এত বড় সাহস! এত স্পর্ধা! যদি ওকে বাধ্য করা যেত! ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে, সে সাহস আমার আছে।

ক্লারা তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি যাও!

সেক্রেটারী [যেতে যেতে] যখন অন্ধকার হবে! [ফিরে এল আবার, ক্লারার হাত ধরল] ক্লারা, আমি আছি তোমার পাশে—[যেতে যেতে] হাজার হাজার মেয়ে চালাকি করে, বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যাপারটা চেপে যেত, তারপর কোনো সুন্দর মুহূর্তে স্বামীর কানে কানে কথাটা বলত। আমি বুঝতে পারছি, তোমার কাছে আমি কতটা ঋণী।

[প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য

ক্লারা [একা] শান্ত হও মন, শান্ত হও। ঠাণ্ডা হয়ে আসা জীবনে দেবার মত আর এক ফোঁটা রক্তও তো নেই, প্রাণ ফিরে আসবে কেমন করে? তবু দেখ আর একবার নিঙড়ে। আশার মত কি যেন একটা আবার দেখা দিচ্ছে। এতক্ষণে-টের পেলাম আমি ভেবেছিলাম—[হেসে] না, সেক্ষেত্রে আর কিছুই করবার নেই। আর যদি থাকতই—আমি পারতাম তা করতে? সে সাহস হতো আমার, একটা হাত ধরতে, যা—না, না, সেই অন্যায় সাহস আমার নেই। নিজেকে তাহলে নরকে বন্দী করতে হতো,

ভেতর থেকে আগল তুলে দিতে হতো, যাতে বাইরে থেকে কেউ দরজা খুলতে না পারে, নরকের দরজা—চিরকালের জন্য—ওঃ ক্রমশঃ তলিয়ে যাচ্ছি, মাঝে মধ্যে একটু আশার আলো, মাঝে মধ্যে মনে হয়—তাই তো এত সময় নিচ্ছে। আমি ভাবছি একটু বিশ্রাম পাচ্ছি, ওদিকে সে আসলে তার নিষ্ঠুর অত্যাচার থামাতে বাধ্য হচ্ছে, দম নেবার জন্য। জলে ডুবতে ডুবতে হঠাৎ একবার একটু নিশ্বাস নেবার মত, জলের ঘুর্নী তলিয়ে নিয়ে যাবার আগে এক মুহূর্তের জন্য ভাসিয়ে তোলে, তারপরই একেবারে তলিয়ে নিয়ে যায়, চিরকালের জন্য; একটা প্রাণ দুবার মরে। তার বিরুদ্ধে লড়াই করে লাভ নেই।

তাহলে? হ্যাঁ বাবা, আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি! তোমার মেয়ে তোমার আত্মহত্যার কারণ হবে না। এবার আমি ওই লোকটার স্ত্রী হব, কিম্বা—না, না! আমি ভিক্ষা চাইব, তবে আমি তো আনন্দ ভিক্ষা চাইব না, আমি চাইব যন্ত্রণা, প্রচণ্ড যন্ত্রণা—আমাকে' তুমি যন্ত্রনাই দিও! এবার যাই। চিঠিটা, চিঠিটা কোথায়? [চিঠিটা নিল] পথে তিনটে ইঁদারা পড়বে—ওর কোনোটার সামনে দাঁড়ানো চলবে না! এখনো সে সময় হয়নি।

[প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লেয়নহার্ড [টেবিলে বসে লিখছে। টেবিলের ওপর ফাইল পত্র] টিফিনের পর ছয় নম্বর ফাইল শেষ হল। কর্তব্য কাজ ঠিকমত সেরে রাখলে ভালই লাগে, মনটা হাল্কা থাকে। কেউ কিছু বলতে পারে না। আসুক না, কে আসবে, ইচ্ছে করলে স্বয়ং রাজা বাহাদুরও আসতে পারে। রাজা এলে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করতে হবে ঠিকই, কিন্তু অপদস্থ হতে হবে না। একটা লোক সম্বন্ধে একটু বিবেকের খোঁচা লাগছে, ওই বুড়ো ছুতোর মিস্ত্রী। তবে তারও আসলে বলবার মত কিছুই নাই। এছাড়া আর কী করতে পারতাম আমি? বেচারী ক্লারা, ওর জন্য কষ্টই হয় আমার, ওর কথা ভাবলেই অস্বস্তি লাগে। সেদিন নাচের শেষে অমন কাজটা হঠাৎ করে না করলেই ভাল হত। ভালবাসার চেয়ে হিংসাই বেশী ছিল সেদিন। হিংসায় আমি জ্বলে পুড়ে মরছিলাম, সব কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। আর ও-ও শেষ কালে একরকম আত্মসমর্পনই করেছিল, আমার ওসব কথা সহ্য করতে না পেরে। হয়তো আমার কথা সব ঠিক নয় তাই প্রমাণ করবার জন্য—ঠাণ্ডা মড়ার মত মনে হয়েছিল ওর দেহটা সেদিন। ওর কপালে অনেক দুঃখ আছে। আর, আমারও অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে! যার কপালে যা আছে, তা-তো ভোগ করতেই হবে! আর যাই হোক, এই বেঁটে কুঁজোটার সঙ্গে আপাতত একটা রফা করতে হবে, ওটাকে হাতছাড়া করা যাবে না, তা সে যত ঝামেলাই আসুক না কেন! ওটাকে হাতে রাখতে পারলে, আমার বড়কর্তাও থাকবে হাতের মুঠোয়, তখন আর কাউকে তোয়াক্কা করতে হবে না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ক্লারা [প্রবেশ] লেয়নহার্ড, আমি এসেছি!

লেয়নহার্ড ক্লারা! [স্বগত] এমনটা তো ভাবিনি, যে ও এখানে চলে আসবে! [প্রকাশ্যে] তুমি আমার চিঠি পাওনি? ও, বুঝেছি। তুমি বুঝি তোমার বাবার ট্যাক্স জমা দিতে এসেছ? কত যেন বাকী আছে? [একটা ফাইল ওল্টাতে ওল্টাতে] আসলে মনে রাখার কথা, তবে কি জানতো—

ক্লারা আমি এসেছি, তোমার চিঠিটা ফেরত দিতে। এই নাও, আর একবার পড়ে দেখ!

লেয়ন [খুব গম্ভীর ভাবে চিঠি পড়ল] এটা তো বেশ পরিষ্কার চিঠি। দেখ, সকলের টাকা পয়সার ভার আমার ওপর। সেই অবস্থায় আমি কী করে এমন একজনকে বিয়ে করি—জেনে শুনে—যে পরিবারে একটা—মানে, যে পরিবারে তোমার দাদার মত একটা লোক আছে?

ক্লারা লেয়নহার্ড!

লেয়নহার্ড তুমি কি বলতে চাও, যে সারা শহরের লোক ভুল করেছে? তোমার দাদা হাজতে বসে নেই? নাকি, সে কোনদিন হাজতে যায়ও নি? তুমি একটা—মানে, তুমি তোমার দাদার বোন নও?

ক্লারা লেয়নহার্ড, আমি আমার বাবার মেয়ে, সেটাই আমার বড় পরিচয়। অন্যায়ভাবে গ্রেফতার হওয়া দাদার বোন হিসেবে তোমার কাছে আসিনি। আমার দাদা নিরপরাধী প্রমাণ হয়ে ছাড়া পেয়েছে। এবার জানলে আমার দাদার ইতিহাস, কাজেই বুঝতে পারছ, যে লজ্জায় পড়ে আমি সংকুচিত হয়ে ছিলাম, সে লজ্জা আমার প্রাপ্য নয়। তবে [গলার স্বর পরিবর্তন করে] আমার লজ্জার কারণ তুমি। সে লজ্জা আরো অনেক বেশী গভীর, তার হাত থেকে তুমি আমাকে বাঁচাতে পার, যে বুড়ো মানুষটা আমাকে এই পৃথিবীর আলো দেখিয়েছে, তার কথা ভেবে আমি তোমার কাছে এসেছি।

লেয়ন তা, কী চাও তুমি?

ক্লারা ও কথা জিজ্ঞেস করতে পারলে? তার মানে, আমি এখন যেতে পারি? আমার বাবা নিজের গলাটা কেটে ফেলবে, যদি আমি—তুমি আমাকে বিয়ে কর!

লেয়ন তোমার বাবা—

ক্লারা বাবা প্রতিজ্ঞা করেছে। আমাকে বিয়ে কর!

লেয়ন হাত আর গলা একই মানুষের অঙ্গ, তারা একে অন্যের দুঃখের কারণ হবে না। ও নিয়ে তুমি আর মাথা ঘামিও না।

ক্লারা কিন্তু, বাবা প্রতিজ্ঞা করেছে! আমাকে বিয়ে কর, তারপর আমাকে মেরে ফেল, এই দুটো কাজ তুমি কর আমার জন্য, তাহলে আমি তোমার কাছে চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞ থাকব।

লেয়ন তুমি আমাকে ভালবাস? তোমার মন টেনে এনেছে বলে কী তুমি আমার কাছে এসেছ? আমিই কী সেই লোক, যাকে ছাড়া তোমার জীবন মৃত্যু সবই অর্থহীন?

ক্লারা উত্তরটা নিজেই খুঁজে নাও!

লেয়ন তুমি দিব্বি দিয়ে বলতে পার, যে তুমি আমাকে ভালবাস? একটা মেয়ে সত্যিই সত্যিই একজন পুরুষকে যেমন ভালবাসে, তেমনি করে ভালবাস তুমি আমাকে? চিরকাল আমার সঙ্গে ঘর করতে চাও তুমি?

ক্লারা না, সে দিব্বি আমি দিতে পারব না! তবে একথা আমি দিব্বি দিয়ে বলতে পারি, আমি তোমাকে ভালবাসি বা নাই বাসি, তুমি কোনোদিন তা জানতে পারবে না। আমি তোমার সেবা করব, আমি তোমার যাবতীয় কাজ করে দেব, তার জন্য আমাকে তোমার খেতেও দিতে হবে না, আমার খাবার ব্যবস্থা আমি নিজেই করব। রাত্রে অন্য লোকের জন্য সেলাই করব, সুতো কাটব, যদি সে সব কাজ না পাই, না খেয়ে থাকব। আমি বরং আমার হাত পা কামড়ে খাব, কিন্তু তবুও আমার বাবার কাছে যাব না, যাতে বাবা টের না পায়। তোমার কুকুরটা হাতের কাছে না থাকলে, বা যদি সেটাকে বিদেয় করে দাও কোনোদিন, তবে তুমি আমার ওপরই চাবুক চালিও, গলা দিয়ে একটা শব্দ বের হবার আগে আমি বরং আমার জিভটা গিলে ফেলব। শব্দ বের হলে হয়তো পাশের বাড়ীর লোকেরা জানতে পারবে কি হচ্ছে এ বাড়ীতে। তবে আমার চামড়ায়

তোমার চাবুকের দাগ ফুটে উঠবে না, একথা আমি তোমাকে দিতে পারছি না, ওখানে আমার কোনো হাত নেই! তবে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, মিথ্যা বলব, বলব আলমারীতে গুঁতো খেয়েছি, কিংবা বলব, পা পিছলে মেঝেতে পড়ে গেছিলাম। কেউ কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবার আগেই আমি তা বলব। আমাকে বিয়ে কর—আমি বেশীদিন বাঁচব না। আর, ততদিনও যদি তুমি অপেক্ষা করতে রাজী না হও, আর বিবাহ-বিচ্ছেদের খরচ বাঁচাতে চাও, তাহলে আমার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য না হয় ওষুধের দোকান থেকে ইঁদুর মারা বিষ এনে রেখে দিও, তোমাকে কিছু বলতেও হবে না। আমি তাই খেয়ে মরব, মরবার আগে পাড়াপড়শীকে বলে যাব, চিনি মনে করে খেয়ে ফেলেছি।

লেয়ন যার কাছ থেকে তুমি এতসব আশা করছ, সে যদি এখন 'না' বলে, তবে নিশ্চয় অবাক হবে না!

ক্লারা [ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে] হে ঈশ্বর, এবার যদি তুমি না ডাকতেই তোমার কাছে পৌঁছে যাই, তাহলে কিন্তু তুমি আমার দিকে ঘৃণাভরে তাকাতে পারবে না! আমার একার ব্যাপার হলে, অন্য কথা ছিল—আমি সব সহ্য করতে রাজী ছিলাম, নিঃশব্দে সব শাস্তি মাথা পেতে নিতাম, যদিও জানি না, কোন পাপের এত শাস্তি। আমার এই অসহায় অবস্থায় এই জগৎ আমার পাশে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা না দিয়ে লাথি মারছে আমাকে। আমি শুধু আমার সন্তানকে চেয়েছি, তাকে ভালবাসতে চেয়েছি। সবার কাছে হয়তো তাকে ছোট হতে হতো, নীচু হতে হতো, কিন্তু আমি সেই বেচারীর সামনে এত চোখের জল ফেলতাম, যে ও যখন বড় হতো, ওর যখন বুদ্ধি হতো, তখন ও তার মাকে নিশ্চয় আর ঘৃণা করতো না, শাপ-শাপান্তি করতো না, ও-তো নিরপরাধ। কিন্তু, আমি তো একা নই। খুব শিগ্গীর যখন শেষ বিচারের জন্য গিয়ে দাঁড়াব, তখন যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, "তোমার বাবার এ হাল কেন করেছ?" এই প্রশ্নের জবাব দেবার চেয়ে, "কেন তুমি আত্মহত্যা করলে?" তার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে।

লেয়ন তুমি এমন কথা বলছ, যেন তুমিই এই দুনিয়ার একমাত্র মেয়ে,

যার এমন একটা অবস্থা হয়েছে। তোমার আগে যেন কারো কখনো এমন হয়নি, পরেও হবে না। শোন, তোমার আগে হাজার হাজার মেয়ের এমন হয়েছে, তারা সবাই বেঁচে গেছে, তাদের কারো তেমন কিছু হয়নি। তোমার পরও হাজার হাজার মেয়ের এমন হবে, তারাও একটা না একটা উপায় খুঁজে পাবে। তারা বুঝি সবাই মেকী, যে তুমি একা নিজেকে লজ্জায় এক কোণে সরিয়ে নিচ্ছ! তাদেরও বাবা ছিল, সেই বাবারাও অনেক কড়া কথা বলেছিল। তাদেরও অনেক শাপ-শাপান্তি জানা ছিল, কিম্বা তারাও নতুন কোনো কড়া কথা আবিষ্কার করেছিল। প্রথম শুনে তারাও খুন-জখম জাতের কথা বলেছিল, পরে তারাই আবার লজ্জা পেয়েছে আর তাদের সেইসব প্রতিজ্ঞা-টতিজ্ঞার কথা ভেবে, ঈশ্বরের অভিশাপ, ইত্যাদি কথা বলার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেছে, সেই বাচ্চাকে কোলে নিয়ে দোল দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে কিম্বা তাদের গায়ে হাওয়া করে, যাতে মাছি বসতে না পারে।

ক্লারা আমি বুঝতে পারছি, বেশ বুঝতে পারছি, যে তুমি কখনো বুঝতে পারবে না, যে এমন লোকও পৃথিবীতে আছে, যাদের প্রতিজ্ঞার নড়চড় হয় না, যারা একটা কথা দিলে সেকথা রাখে।

তৃতীয় দৃশ্য

[প্রথম অঙ্ক সপ্তম দৃশ্যের পত্রবাহিকার প্রবেশ।
তার হাতে একগোছা ফুল।]

পত্রবাহিকা [লেয়নহার্ডকে] এই নিন ফুল! কে পাঠিয়েছে, সেকথা বলা বারণ।

লেয়ন আহা, কি সুন্দর ফুল! [কপালে করাঘাত করে] যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে গেছে, সর্বনাশ হয়ে গেছে! আমারই ফুল পাঠানো উচিত ছিল! এখন কী করা যায়? এসব ব্যাপারে আবার আমার মাথায় কোনো বুদ্ধি আসে না। আর, ওই মেয়েটা আবার এসব ব্যাপারে খুঁতখুঁতে, ওর মাথায় আর তো কোনো চিন্তা নেই। [ফুলগুলো নিল] সবই রাখব, কিন্তু এগুলো নয়।

[ক্লারাকে] এগুলো তো আসলে অনুশোচনা আর লজ্জার চিহ্ন, তুমিই তো একবার আমাকে বলেছিলে। তাই না ?

ক্লারা [মাথা নাড়ল]

লেয়ন [পত্রবাহিকাকে] এই দেখ, এটা আমার, আমি এটা কোটের ফুটোয় লাগিয়ে রাখছি। দেখছ ? এইখানে, যেখানে মানুষের হৃদয় থাকে! আর এগুলো, এই টকটকে লাল ফুলগুলো তুমি ফেরত নিয়ে যাও, ওগুলো ম্যারমেরে আগুনের রঙ, তার মানে অনুশোচনা, বুঝলে ? যখন আমার সময় হবে, তখন এস, তোমাকে খুসী করে দেব।

পত্রবাহিকা নাজানি কতদিন সে আশায় বসে থাকতে হবে।

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

লেয়ন হ্যাঁ, তুমি যা বলছিলে, কথা রাখার কথা। আমি আসলে কথা দিলে সেকথা রাখবার দায়িত্ব বোধ করি বলেই তোমাকে যে উত্তরটা আমি একটু আগে দিলাম, সেটা দিতে বাধ্য হলাম। আটদিন আগে আমি তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছি, সেকথা তুমি অস্বীকার করতে পারবে না, চিঠিটা এখানেই আছে, এই নাও। [চিঠিটা টেবিল থেকে নিয়ে ক্লারাকে দিল, ক্লারা যন্ত্রের মত সেটা নিল।] আর, এই চিঠিটা দেবার যথেষ্ট কারণও ছিল, তোমার দাদার ব্যাপারটা—তুমি বলছ, ওরা তাকে ছেড়ে দিয়েছে, শুনে আমি খুবই খুশী হয়েছি। এদিকে, এই আটদিনে আমি আবার আর একজনের সাথে জড়িয়ে পড়েছি। আর তাতে আমি আমার কোনো দোষ দেখি না, তুমি তো আর সময় থাকতে আমার ঐ চিঠির কোনো প্রতিবাদ করনি, আমার বিবেকের কাছে আমি পরিষ্কার, আইনের চোখেও। এখন তুমি এসেছ, এদিকে আমি অন্য একজনকে কথা দিয়ে ফেলেছি, তার কথা পেয়েছিও, হ্যাঁ—[স্বগত] এটাই আমি চেয়েছিলাম, তার অবস্থাও এখন তোমার মত, তোমার জন্য আমার কষ্ট হয় [ক্লারার কপালের উপর থেকে চুল সরিয়ে দিল, ক্লারা কোনো প্রতিবাদ করল না, ও ওসব কিছু খেয়ালই করছে না। এবার ক্লারাকে বলল]

তোমার জন্য আমার কষ্ট হয়, কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখ, এই মেয়েটা হচ্ছে চেয়ারম্যানের ভাগ্নী, চেয়ারম্যানের সঙ্গে তো আর যা খুশী তাই করা যায় না!

ক্লারা [উদাস, নিরাসক্ত ভাবে] না, যা খুশী তাই করা যায় না। চেয়ারম্যানের সঙ্গে না।

লেয়ন এইতো, তোমার বুদ্ধি খুলছে। আর, তোমার ওই বাবার ব্যাপারে বলছি শোন, তুমি সোজা গিয়ে তাকে মুখের ওপর স্পষ্ট করে বলে দাও, বলে দাও দোষ তার একার, দোষ তার নিজের। ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ে কী দেখছ? মাথা নাড়লে কেন? ব্যাপারটা তো তাই, শোন, ব্যাপারটা আসলে তাই। তাকে গিয়ে বলেই দেখ, ঠিক বুঝতে পারবে, আর কোনো কথা বলবে না, আমাব কথা বিশ্বাস করতে পার। [স্বগত] যে তার নিজের মেয়ের বিয়ের পণের টাকা লোককে দান করে বসে থাকতে পারে; তার মেয়ের বিয়ে না হলে তার আর অবাক হবার কি আছে! সেকথা ভাবলেও আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। লোকটাকে যদি এখানে পেতাম, তাহলে তাকে খুব করে শিক্ষা দিয়ে দিতাম। আমি কেন এত কঠোর হচ্ছি? স্রেফ ওই লোকটা একটা গাডোল বলে। [ক্লারাকে] তুমি যদি চাও তবে আমি নিজেও তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে পারি। হয়তো রেগেমেগে আমাকে মেরেই বসবে, তোমার জন্য আমি তাতেও রাজী আছি। আমার সঙ্গে হয়তো দুর্ব্যবহার করবে, হয়তো জুতো মারবে আমার মাথায়, তবে ওসব হাজার রাগ সত্ত্বেও সত্যি কথাটা ঠিকই মেনে নিতে বাধ্য হবে। তোমার বাবার মাথা গরম হয়ে উঠবে বলেই তো ভয় পাচ্ছ, তখন দেখবে বুড়োর মাথা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, তুমিও শান্তি পাবে। তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার। তোমার বাবা বাড়ী আছেন?

ক্লারা [সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে] থাক, দরকার নেই। তোমাকে ধন্যবাদ! [প্রস্থানোদ্যত]

লেয়ন তোমাকে একটু এগিয়ে দেব? পৌছেও দিতে পারি, সে সাহস আমার আছে।

ক্লারা বললাম তো, দরকার নেই। তোমাকে ধন্যবাদ। একটা সাপের মত আমাকে জড়িয়ে ধরে ছোবল মেরেছ, এখন আবার

আমাকে ছেড়ে দিয়েছ, অন্য একজনের সন্ধান পেয়েছ, এবার সে লোভ দেখাচ্ছে। আমি জানি, ছোবল খেয়েছি, আমি জানি সাপটা আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে, কারণ ওই সামান্য কটা টাকার পাওয়া যাবে না, যে সামান্য রক্ত হয়তো শুষলে পাওয়া যেত, তাতে পরিশ্রম সার্থক হবে না, এ দেহে আর রস নেই। তবুও তোমাকে ধন্যবাদ, এবার আমি শান্তিতে মরতে পারব। হ্যাঁ, সত্যি বলছি তোমাকে, ঠাট্টা নয়, ধন্যবাদ। মনে হচ্ছে, যেন তোমার মনের অন্ধকারের মধ্যে আমি নরকের ছবি দেখতে পাচ্ছি, নরকের শেষ প্রান্ত অবধি। ভয়ঙ্কর ভবিষ্যত আমার সামনে, আমার ভাগ্যে কি আছে, আমি জানি না, তবে এটা জানি, তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। সেটাই আমার আমার একমাত্র সান্ত্বনা। পোকায় হুল ফুটিয়েছে আমাকে, কিন্তু আমিতো তাকে হুল ফোটাতে পারব না. পারলে হয়তো ভালো হতো। আতঙ্কে আর ঘৃণায় যদি শিরাগুলো খুলে দেখতে, তাহলে তোমার ওই বিষাক্ত জীবনটাও শেষ হয়ে যেত, আর তাহলে সেই পরম করুণাময় হয়তো আমাকে আমাকে ক্ষমা করত—কারণ তখন তোমাকে আর আমাকে একসঙ্গে দেখলে বুঝতে পারত. তুমি আমার কি সর্বনাশ করেছ! বুঝত, যে কাজ করা উচিত নয় সেকাজ আমি কেন করেছি। শুধু একটা অনুরোধ করছি, আমার বাবা এসব কিছুই জানে না, বাবা কল্পনাও করতে পারে না। আর, যাতে বাবা কোনদিন কিছু জানতে না পারে, সেইজন্য আমি আজিই এই পৃথিবীর কাছে বিদায় নিচ্ছি। আমি কী তোমার কাছে এটুকু আশা করতে পারি যে—? [লেওনহার্ডের দিকে উন্মত্তের মত এগিয়ে গিয়ে] আসলে এটাও বোকামী, যখন সবাই মাথা নাড়তে থাকবে আর অকারণ প্রশ্ন করবে, "কেন হল এ রকম ?" তাতে তো তোমার কিছুই আসে যায় না। বরং তাই তো তুমি চাও।

লেওন কত ঘটনাই তো ঘটে। কী আর করা যায়, বল ?

ক্লারা এখান থেকে এখনই চলে যেতে হবে, লোকটার লজ্জা নেই! [প্রস্থানোদ্যত]

লেয়ন তুমি কি ভাবছ, যে আমি তোমার এসব কথা বিশ্বাস করছি ?

ক্লারা বিশ্বাস করছ না!

লেয়ন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি আত্মহত্যা করতে পারবে না, তাহলে যে তুমি সন্তান হত্যার দায়ে পড়বে।

ক্লারা পিতৃহত্যার দায়ে পড়বার চেয়ে ওটুটোই অনেক ভাল। জানি, আমি জানি পাপ দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। কিন্তু, এখন আমি যা করতে যাচ্ছি, তার ফল একান্ত ভাবে আমার। বাবার হাতে ক্ষুরটা তুলে দিলেও তো সেই আমারই দোষ হবে, আমারই দোষ হবে, যাই করি না কেন। বরং এত আতঙ্কের মধ্যেও আমি এতে সাহস পাচ্ছি, শক্তি পাচ্ছি, তুমি ভালো থেকো।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

লেয়ন [একা] আমাকে বিয়ে করতে হবে, ওকেই বিয়ে করতে হবে— কিন্তু কেন? কেন বিয়ে করতে হবে ওকে? বাপের পাগলামি ঠেকাবার জন্য ও নিজে পাগলামি করছে। কিন্তু, তাই বলে ওদের পাগলামি ঠেকাবার জন্য আমি নিজে আরেকটা পাগলামি করব, একথা কে বলেছে, তার কোনো দরকার আছে? কিন্তু আমি ওর কাজে সায় দিতে পারি না, অন্তত একজন আমার আগে এসে এইসব পাগলামির একটা বিহিত করতে না চাইলে আমি এই ব্যাপারটা এভাবে ঘটতে দিতে পারি না। আর, সেও যদি আমার মতই ভাবে, তাহলে আর কোনো উপায় থাকবে না। এই বুদ্ধিটাই ভাল মনে হচ্ছে, হ্যাঁ—দেখতে হবে, ও কি করে। কে যেন আসছে। বাঁচা গেল, ঝোঁকের মাথায় কোনো কাজ করে বসা ঠিক নয়। মাথার মধ্যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। একটার পর একটা পোকা জন্ম নিচ্ছে, একটা অন্যটাকে খেয়ে ফেলছে, নয়তো একে অন্যের ল্যাজে কামড় বসাচ্ছে, একটা বিশ্রী অবস্থা।

ষষ্ঠ দৃশ্য

সেক্রেটারী [প্রবেশ] এই যে, কী খবর?

লেয়ন ও, সেক্রেটারী! আমার কি সৌভাগ্য—

সেক্রেটারী এখুনি টের পাবে তুমি।

লেয়ন তুমি? হ্যাঁ, ঠিকই তো, আমরা তো একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি।

সেক্রেটারী আর এবার একসঙ্গে মরব। [পিস্তল বার করল] এটা চালাতে জান?

লেয়ন আমি মানে, আপনি কী বলতে চান?

সেক্রেটারী [পিস্তলে গুলি ভরল] দেখলে? এইভাবে গুলি ভরতে হয়। তারপর, এখন আমি যেমন তোমার দিকে তাক করছি, তেমনি করে আমার দিকে তাক করবে। আর তারপর ঘোড়াটা টিপে দেবে, ব্যস।

লেয়ন আপনি কী বলছেন?

সেক্রেটারী আমাদের দুজনের মধ্যে একজনকে মরতে হবে। মরতেই হবে, এবং তা এই মুহূর্তে।

লেয়ন মরতে হবে?

সেক্রেটারী তুমি জান, কেন মরতে হবে।

লেয়ন ঈশ্বরের দোহাই, আমি জানি না।

সেক্রেটারী ক্ষতি নেই। মরবার সময় ঠিক মনে পড়বে।

লেয়ন আমি কল্পনাই করতে পারছি না—

সেক্রেটারী ভেবে দেখ। আর আধঘণ্টা মত সময় তোমাকে আমি আমারই মতন একজন মানুষ বলে গণ্য করব। নইলে তোমাকে একটা পাগলা কুকুর মনে করে, সেই কুকুরের মতই গুলি করে মারতে পারতাম। তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয়জনকে কামড়েছ। তুমি কুকুরেরও অধম।

লেয়ন অত জোরে কথা বলবেন না, লোকে শুনতে পেলে—

সেক্রেটারী আমার গলা শোনবার মত কেউ থাকলে, তুমি তাকে অনেক আগেই ডাক দিতে। এবার কী বলবে?

লেয়ন ব্যাপারটা যদি ক্লারাকে নিয়ে হয়, তাহলে আমি তাকে বিয়ে করতে রাজী। ও যখন এখানে এসেছিল, তখনই আমি তা প্রায় ঠিক করে ফেলেছি।

সেক্রেটারী সে এখানে এসেছিল, আবার চলেও গেছে। তুমি কিন্তু অনুতপ্ত হয়ে, তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য তার পা জড়িয়ে ধরনি। চল, এবার চল!

লেয়ন দয়া করুন আমাকে—এই আমি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে কথা দিচ্ছি। আপনি যা বলবেন, আমি তাই করতে রাজী। আজই সন্ধ্যা বেলায় আমি ওকে বাগ্‌দান করতে রাজী!

সেক্রেটারী সেটা হয় আমি করব, নয়তো কেউ করবে না। পৃথিবী রসাতলে গেলেও তুমি আর কোনোদিন ওর পোষাকের একটা সুতোও ছুঁতে পাবে না। চল! আমার সঙ্গে ঐ জঙ্গলে যাবে। মনে রেখ, তোমাকে ধরে নিয়ে যাব, পথে যদি একটা শব্দও কর, তবে—[পিস্তলটা তুলে দেখাল] আমার কথার নড়চড় হবে না। এ বাড়ীর পেছন দরজা দিয়ে বেরুব আমরা, বাগানের মধ্যে দিয়ে যাব, যাতে তুমি পালাবার চেষ্টা না করতে পার।

লেয়ন একটা পিস্তল তো আমার জন্য—ওটা আমাকে দিন!

সেক্রেটারী হ্যাঁ, ওটা দিই, আর তারপর তুমি সেটা ছুঁড়ে ফেলে দাও, যাতে আমি হয় তোমাকে খুন করতে বাধ্য হই, নয়তো তোমাকে ছেড়ে দিই। এই তো? একটু ধৈর্য্য ধর, জায়গামত পৌছে তোমার জিনিষ তোমার হাতে তুলে দেব।

লেয়ন [হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাসটা নিতে গিয়ে সেটা উল্টে ফেলে দিল] আমার ভাগ্যে কী আর জল খাওয়া নেই?

সেক্রেটারী সাহস, একটু সাহস কর হে ছোকরা। হয়তো বেঁচেই যাবে। তোমার কিছুই হবে না। ঈশ্বর আর শয়তানের মধ্যে পৃথিবীর মালিকানা নিয়ে তো বরাবরই বিবাদ চলে আসছে। কে জানে, কখন কে মালিক। [লেওনহার্ডের হাত ধরে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল]

সপ্তম দৃশ্য

[ছুতোর মিস্ত্রির বাড়ীর সেই ঘর। সময় সন্ধ্যা]

কার্ল [প্রবেশ] বাড়ীতে একটা লোকও নেই। বাড়ীতে যখন কেউই থাকে না, তখন দরজার চাবিটা চৌকাঠের তলায় গর্তের মধ্যে রাখা থাকে, সেকথা জানা না থাকলে আমার বাড়ীতে ঢোকাই মুশকিল হতো। ভাগ্য ভাল ওটা জানা ছিল। আর জানা না থাকলেই বা কি এমন ক্ষতি হতো, বিশবার সহরময় চক্কর মারতাম আর মনে মনে ভাবতাম, পা দুটোকে একটু চালানোর মত আনন্দ পৃথিবীতে আর কোনো কাজেই নেই। এবার আলোটা জ্বালানো যাক। [আলো জ্বাললো] লাইটারটা ঠিক সেই আগের জায়গাতেই আছে। বাজী রেখে বলতে পারি, এ বাড়ীতে দিনে দুবার করে

টেনকম্যাণ্ডমেণ্টস্ আওড়ান হয়। টুপীটা রাখতে হবে তৃতীয় পেরেকের সঙ্গে ঝুলিয়ে, চতুর্থ টায় নয়। সাড়ে নটায় ঘুম পেতে হবে। মার্টিনমাসের আগে শীত লাগা চলবে না, মার্টিনমাসের পর ঘাম হতে পারবে না। এসবই একদম হিসেব করে ছকে বাঁধা—সেই সঙ্গে, ঈশ্বরকে ভয় পাবে এবং ভক্তি করবে। তেষ্টা পেয়েছে। [চেঁচিয়ে ডাক দিল] মা! ঐ যাঃ, ভুলেই গেছিলাম, মা তো সেইখানে গিয়ে শুয়ে আছে, যেখানে শুলে, পাবের বয়টাও ডাকলে সাড়া দেয় না, মানে তাকেও "আসছি স্যার" বলতে হয় না। আমি কাঁদিনি, ওই অন্ধকার সেলের মধ্যে বসে যখন গীর্জার ঘণ্টার শব্দ শুনেছি, তখন আমার চোখে জল আসেনি, কিন্তু—লালপাগড়ী তুই আমাকে শেষ বাজীটা খেলতে দিসনি, তাস বাটা হয়ে গেছিল তবুও সে বাজী খেলবার সময় দিসনি, আমিও তোকে শেষ নিশ্বাস নেবার সময় দেব না, একবার তোকে একা পেলেই হয়। সেটা আজ সন্ধ্যাতেই ঘটতে পারে, আমি তো জানি, দশটার সময় তোকে কোথায় পাওয়া যাবে। তারপর জাহাজে। ক্লারাটা গেল কোথায়? যেমন খিদে পেয়েছে, তেমনি তেষ্টা। আজ বৃহস্পতিবার। ওরা বাছুরের মাংসের স্যুপ খেয়েছে। শীতকাল হলে খেত কপির স্যুপ। মার্ডি-গ্রাসের আগে হলে ফুলকপি, মার্ডি-গ্রাসের পর বাঁধাকপি। এসব এমন পাকাপোক্ত ভাবে চলে আসছে, যেমন বুধবারের পর আসে বৃহস্পতিবার। বুধবার চলে গেলে বৃহস্পতিবারের বলবার ক্ষমতা নেই—শুক্রবার, তুই এবার যা, আমার পায়ে চোট লেগেছে।

অষ্টম দৃশ্য

ক্লারা [প্রবেশ]

কার্ল যাক বাবা, এলি তাহলে! অত চুমু খাওয়া উচিত না। দুজোড়া লাল ঠোঁট একখানে হলে সেখানে শয়তান সাঁকো বাঁধে। ওটা কী রে?

ক্লারা কোথায়? কী?

কার্ল কোথায়? কী? তোর হাতে!

ক্লারা কিছু না।

কার্ল কিছু না? লুকোচ্ছিস্ কেন? [লেওনহার্ডের সেই চিঠিটা ছিনিয়ে নিল] দেখি, কী জিনিষ? বাবা বাড়ীতে না থাকলে, দাদাই বাড়ীর কর্তা, মনে রাখিস সেকথা।

ক্লারা সন্ধ্যে বেলায় হঠাৎ এত জোর হাওয়া দিয়েছিল যে, বাড়ীর টালী সব উড়ে পড়ছিল, ওই চোথা কাগজটা কিন্তু তবুও ধরে রেখে দিয়েছি। হাওয়ার এত জোর ছিল যে গীর্জার পাশ দিয়ে যাবার সময় একটা টালী একদম আমার সামনে এসে পড়েছিল, বলতে গেলে পায়ের ওপর, পা ফেলতে আমার পা গিয়ে পড়েছিল সেই টালীটার ওপর। মনে হল, ঈশ্বর দয়া করেছে, প্রার্থনা করলাম, আর একটা ফেল, ঈশ্বর, আর একটা! বলে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। কি ভালই হত তাহলে, লোকে আমাকে কবর দেবার সময় বলত, মেয়েটা অপঘাতে মরল। কিন্তু, আমার সেই দাঁড়িয়ে থাকাটা অনর্থক হল।

কার্ল [চিঠি পড়া হয়ে গেছে] হারাম—বেটা, যে হাত দিয়ে এ চিঠি লেখা হয়েছে, সেই হাতটা আমি নুলো করে দেব! এক বোতল ওয়াইন নিয়ে আয়তো, ক্লারা! নাকি তোর হাত খালি!

ক্লারা ঘরে রয়েছে এক বোতল। মায়ের জন্মদিনের জন্য এক বোতল কিনে এনে লুকিয়ে রেখেছিলাম। আগামী কাল মায়ের জন্মদিন! [ক্লারা রওনা হল ওয়াইন আনতে]

কার্ল ওটাই নিয়ে আয়!

ক্লারা [এক বোতল ওয়াইন নিয়ে এল]

কার্ল [ঢকঢক করে খেতে খেতে] এবার তাহলে আবার শুরু করা যায়, র‍্যাঁদা মার, করাত চালাও, হাতুড়ী ঠোক—তার ফাঁকে, খাও, দাও আর ঘুমোও, যাতে আবার পরদিন র‍্যাঁদা মারতে, করাত চালাতে আর হাতুড়ী ঠুকতে পার। তারপর রবিবার করে ঐ ওখানে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বল—ঈশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি আমাকে র‍্যাঁদা মারতে, করাত চালাতে আর হাতুড়ী ঠুকতে দিয়েছ, তোমার তুলনা হয় না! [মদ খেল] বেঁচে থাক শালা কুকুর, তুই তো আর তোর শেকল কামড়াস না! [আবার মদ খেল] আবারও বলছি, বেঁচে থাক!

ক্লারা দাদা, অত খাস না! বাবা বলে, ওর মধ্যে শয়তানের বাসা।

কার্ল আর পাদ্রীসাহেব বলে, ওরই মধ্যে রয়েছে আমাদের করুণাময়

ঈশ্বর। [মদ খেল] দেখাই যাক না, কার কথা ঠিক। আচ্ছা, পুলিশের ওই আদাম তো এ বাড়ীতে এসেছিল। কেমন ব্যবহার করেছে রে ?

ক্লারা চোরের আস্তানায় যেমন করে। ওর মুখ থেকে কথাটা বেরুনো মাত্র মা আছাড় খেয়ে পড়ে মারা গেল।

কার্ল ঠিক আছে। কাল সকালে যদি শুনিস, যে ওই বেটা কোথাও খুন হয়ে পড়ে আছে, তাহলে সেই খুনীকে শাপ শাপান্তি করিস না যেন !

ক্লারা দাদা, তুমি কী তাই বলে— ?

কার্ল আমি বুঝি ওর একমাত্র শত্রু ? ওকে তো লোকে কতবারই ঠেঙিয়েছে। ও খুন হলে হাজারটা লোককে সন্দেহ করতে হয়, আর তার ভেতর থেকে আসল লোক খুঁজে বার করা অত সহজ নয়। অবশ্য, সে যদি তার টুপী আর লাঠি সেই জায়গায় রেখে আসে তবে অন্য কথা। [মদ খেল] কাজটা যেই করুক, তাতে লোকের উপকারই হবে।

ক্লারা দাদা, তুমি কথা বলছ এমন—

কার্ল তোর ভাল লাগছে না, তাই না ! ঠিক আছে, বাদ দে। তুই আর বেশীদিন আমাকে দেখতে পাবি না।

ক্লারা [আতঙ্কিত স্বরে] না।

কার্ল না বলছিস কেন ? তুই কি কি জেনে গেছিস, যে আমি জাহাজে যাচ্ছি ? আমার মনের কথা কপালে লেখা হয়ে ফুটে উঠেছে বুঝি ! দেখেই জেনে গেছিস সেকথা ! নাকি, ওই বুড়ো কর্তা সেই বরাবরের মত গম্ভীরভাবে বলে দিয়েছে, আমার এ বাড়ীতে ঢোকা বারণ, সেই কথাই বুঝি সব সময় গজরেছে ? খুব হম্বিতম্বি করেছে ? হুঃ ! জেলখানার ওই চাকরটার কথা মনে পড়ছে। সে প্রায়ই বলত, "তোমাকে বেশীদিন এখানে থাকতে হবে না, আমি তোমাকে ঠিক বাইরে বের করে দেব।" সব ফাঁকা আওয়াজ।

ক্লারা তুমি আমার কথা বুঝতে পারনি।

কার্ল [গান ধরল।]

জাহাজের পাল তোলে ওরা
এ বাতাস পাগল করা

হ্যাঁ, সত্যি বলছি। কিছুতেই আর আমাকে র‍্যাঁদা হাতে বসাতে পারবে না। মা মরে গেছে, কাঁদবার আর কেউ নেই। আমার কি হল, না হল, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কেউ নেই। আর ছোটবেলা থেকেই আমার শখ, জাহাজে যাব, সমুদ্র দেখব। এখানে থাকলে আমার কিছু হবে না। হতে পারতো যদি জানতাম, যে গুপ্তধন পাব, আর সেই গুপ্তধনের মধ্যে পাওয়া একটুকরো তামা সাহস করে ছুঁড়ে ফেলে দিলে তা আবার সোনা হয়ে ফিরে আসবে। তা হয় না, তাই এমন সুযোগ ছাড়া যাবে না, এটা আমার গুপ্তধন পাবার মত ভাগ্য বলা যায়।

ক্লারা আর বাবা? বাবাকে তুমি একা রেখে যাবে? বাবার বয়স কত হল, জান? ষাট।

কার্ল একা কেন? তুই থাকছিস না?

ক্লারা আমি?

কার্ল হ্যাঁ, তুই! তুই তো বাবার আদরের মেয়ে! তোর মাথায় আজ কী হয়েছে, যে ওকথা আবার জিজ্ঞাসা করছিস? আমি গেলে বাবা খুশীই হবে, তাই হোক। আমাকে নিয়েই তো বাবার যত অশান্তি, তাই সেই অশান্তির হাত থেকে রেহাই দিচ্ছি। আমি চলে যাচ্ছি। আর যাবই বা না কেন, বল? আমরা দুজনে দুই জাতের লোক। বাবার যা আছে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট, এই দুনিয়ায় এত জিনিষ আছে, বাবা তার খোঁজও রাখে না। নিজের গর্তের মধ্যেই আছে, সেখানেই থাকতে চায়। আর আমি চাই দুনিয়াটার মুখোমুখি দাঁড়াতে। পারলে পরে, গায়ের চামড়াটাও পাল্টে নিতাম, যেমন বাচ্চা বয়সের হাফপ্যান্ট ছেড়েছি, তেমনি ভাবে।

[গান ধরল।]

নোঙর টেনে তোল জাহাজের
তুলনা নেই এই বাতাসের
চল মোরা ভেসে পড়ি সাগরে

আচ্ছা, তুইই বল না, বাবা কী একবারও ভেবেছে, আমি দোষী নই? বাবা বলেনি, সেই বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে—এমনটাই আমি আশঙ্কা করেছিলাম, এমনটা যে হবে তা আমি জানতাম,

এমন ছাড়া আর কী হবে? আর এই যদি তুই হতি, বাবা তাহলে আত্মহত্যা করত। তুই যদি কোনো কেলেঙ্কারী করতি, তাহলে কি করতো তা দেখতে ইচ্ছা করে। তুই যদি, ওই যাকে বলে মুখ পোড়ান, তাই করতি, তাহলে বাবা এমন কাণ্ড করত যেন নিজেরই মুখ পুড়িয়েছে। জানি ওসব। চুলোয় যাক!

ক্লারা ওঃ, কি কঠিন সত্যি কথা! আমাকে যেতে হবে, আমাকে যেতেই হবে!

কার্ল তার মানে?

ক্লারা রান্নাঘরে যেতে হবে। তাছাড়া আবার কী? [কপাল চেপে ধরে] হ্যাঁ, ওই একটা কাজই বাকী আছে, সেইজন্যেই তো আমার বাড়ীতে ফিরে এসেছি।

[প্রস্থান]

কার্ল ওর কথাবার্তা কেমন অদ্ভুত লাগছে।

[গান ধরল।]

সাদা ডানা গাঙচিল একা
মাস্তুলে বসে মুখে পাখা

ক্লারা [ফিরে এল।] শেষ কাজটাও হয়ে গেল। বাবার রাতের খাবার গরম বসিয়ে রেখে দিয়ে এলাম। রান্নাঘরের দরজাটা বন্ধ করবার সময় মনে হল, এ ঘরে আর ঢুকব না, বুকের ভেতরটা হিম হয়ে উঠল। এমনি করেই এ ঘরটা থেকে বেরিয়ে যাব, এই বাড়ী ছেড়ে যাব, এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব।

কার্ল [ঘরের মধ্যে পাইচারী করতে করতে গান গাইছে। ক্লারা ঘরের পেছন দিকে।]

আকাশে সূর্য ঝিলমিল
সাগরের জলে শুধু নীল নীল

ক্লারা তবুও কেন আমি মরতে পারছি না? তাহলে কী আর কোনোদিনই পারব না? এখন যেমন সময় কাটছে, মিনিটগুলো কাটছে, তেমনি করেই কী দিনগুলো কাটবে? তারপর একদিন—না, আমাকে যেতেই হবে! আমি যাব, কিন্তু তবুও কেন দাঁড়িয়ে আছি! মনে হচ্ছে, কোলের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট দুটো হাত দয়া ভিক্ষা করছে, চোখ দুটো যেন—[একটা চেয়ারে বসল।] কেন এমন হচ্ছে? এত দুর্বল? এত ভয়?

আমার কী তবে এমন সাহস হবে, বাবার কাটা গলাটা দেখবার মত সাহস ? [উঠে দাঁড়িয়ে] না না !—হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক ! তোমার রাজত্ব আসুক, তোমার ইচ্ছা, স্বর্গে যেমন, পৃথিবীতেও তেমনি পূর্ণ হউক—হে ঈশ্বর, এ আমার কী হল ? আমি প্রার্থনাও করতে পারছি না কেন ? দাদা, দাদা আমাকে বলে দাও, দাদা—।

কার্ল কী হলো তোর ?

ক্লারা আমি প্রার্থনার বাণী ভুলে গেছি ! সেই, "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা—" [নিজেকে সামলে নিয়ে] মনে হলো আমি যেন জলে পড়ে গেছি, ডুবে যাচ্ছি। প্রার্থনা করতে গেলাম, প্রার্থনার বাণী মনে পড়ল না। আমি—[হঠাৎ মনে পড়ল] হ্যাঁ, মনে পড়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওকে ক্ষমা করব, নিশ্চয় ক্ষমা করব। ওর কথা আর আমি ভাবব না। আমি যাচ্ছি দাদা !

কার্ল এখনই শুতে যাচ্ছিস্ ? যা !

ক্লারা [কচি বাচ্চার মত প্রার্থনার বাণী বলতে বলতে] আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা কর, আমরাও যেন অপরাধীদের ক্ষমা করতে পারি।

কার্ল এক গ্লাস জল এনে দিবি ? ঠাণ্ডা জল চাই কিন্তু !

ক্লারা [তাড়াতাড়ি] এনে দিচ্ছি, ইঁদারা থেকে তুলে এনে দিচ্ছি।

কার্ল সেই ভাল, তাহলে তাই কর। বেশী দূর তো না।

ক্লারা তোমাকে ধন্যবাদ, ঈশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ ! এই শেষ কাজটুকুর জন্যই বোধ হয় আমার যাওয়া হচ্ছিল না। নইলে আমি ধরা পড়ে যেতাম। এবার লোকে বলবে, মেয়েটা অপঘাতে মরেছে, পা পিছলে ইঁদারার মধ্যে পড়ে গেছে।

কার্ল একটু সাবধানে যাস্, তক্তাটা বোধ হয় এখনো আলগা আছে। ওটা যে দুটো পেরেক ঠুকে ঠিক করে দেবে, তা আর হবে না।

ক্লারা বাইরে চাঁদের আলো আছে।—আমাকে ক্ষমা কর ঈশ্বর, আমি মরছি, নইলে আমার বাবাকে মরতে হতো, তুমি আমাকে নাও—আমাকে দয়া কর—দয়া কর আমাকে—

[প্রস্থান]

নবম দৃশ্য

কার্ল [গান গাইছে]

ঝাঁপ দেব অজানা অতলে
থাকবো না বদ্ধ এ আগলে

সে তো ঠিক, কিন্তু তার আগে—[ঘড়ি বার করে দেখল] কটা বাজে? নটা!

আমার এই চঞ্চল যৌবন
যাব শুধু তাই মোর স্বপন
কোথা যাব, কোন দিকে, চাইব না জানতে—

দশম দৃশ্য

আন্তন [প্রবেশ] তোমার প্রতি আমি একটু অন্যায় করেছি, সেকথা ঠিক। তবে যখন ভাবি, যে তুমি বাজারময় দেনা করে রেখেছ, আর সে সব আমাকেই শোধ করতে হবে, তখন আর তোমার কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হয় না।

কার্ল প্রথম কথাটা ঠিক বলেছেন, তবে তার পরেরটার দরকার নেই। আমার যা আছে এখানে, সে সব বিক্রী করে দিলে, ওই লোকগুলোর কাছে সামান্য যা ধার দেনা করেছি, সব আমি নিজেই শোধ করে দিতে পারব। আর তা আমি শিগ্‌গিরিই করব। জাহাজে গেলে—[স্বগত] মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল কথাটা—[প্রকাশ্যে] জাহাজে গেলে ওসব আর আমার দরকার হবে না।

আন্তন ওটা আবার কী ধরনের কথা?

কার্ল ও কথা তো আপনি এই প্রথম শুনলেন না। তবে, আজ আপনি ও ব্যাপারে যা খুশী বলতে পারেন, আমার মত পাল্টাবে না।

আন্তন খুব বড় বড় কথা শিখেছ দেখছি!

কার্ল হ্যাঁ, শিখেছি বলেই আজ আর ভয় পাচ্ছি না। তবে আমার মনে হয়, আমাদের দুজনের জগৎ ভিন্ন। মাছে আর পাখিতে তর্ক করে লাভ নেই। মাছ বলবে জলে থেকে আরাম, পাখি বলবে বাতাসে। শুধু একটা কথা। হয় আপনি আর

কোনোদিন. আমার মুখ দেখবেন না, নয়তো আসুন, আমার পিঠ চাপড়ে বলুন, "সাবাস্, ঠিক করেছিস !"

আন্তন দেখা যাক। তোমার জায়গায় যে লোকটাকে কাজে নিয়েছি, তাকে তাহলে জবাব দিতে হবে না। আর কিছু বলবে ?

কার্ল না, আমার কিছু বলবার নেই।

আন্তন আচ্ছা বলতো, পুলিশের ওই আদম তোমাকে সোজা থানায় না গিয়ে নাকি সমস্ত শহরটা ঘুরিয়ে নিয়ে গেছিল, কথাটা কি সত্যি ?

কার্ল প্রত্যেকটা রাস্তা ঘুরিয়ে, একটা গলিও বাদ দেয় নি, যাদি গ্রামের ষাঁড়ের মত। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যাবার আগে আমি তার শোধ নেব।

আন্তন তাতে আমি দোষ দেখি না, তবে আমি তোমাকে নিষেধ করছি।

কার্ল সে কি !

আন্তন তোমাকে আমি চোখে চোখে রাখব। তুমি ওকে পাকড়াও করতে যাচ্ছ দেখলেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে রক্ষা করব।

কার্ল আমার ধারণা ছিল, মায়ের মৃত্যুর কথা আপনি ভোলেন নি।

আন্তন সে কথা আমি প্রমাণ করব।

একাদশ দৃশ্য

সেক্রেটারী [ফ্যাকাশে, টলতে টলতে প্রবেশ করল। বুকে একটা রুমাল চেপে ধরে আছে।] ক্লারা কোথায় ? [একটা চেয়ারে বসে পড়ল।] হায় যেসাস্ ! আপনারা সবাই এখানে—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যে আমি এতদূর এসে পৌঁছুতে পেরেছি। ক্লারা কোথায় ?

কার্ল ও গেছে—কী করছে এতক্ষণ ? ওর কথাবার্তা—আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে—

[প্রস্থান]

সেক্রেটারী প্রতিশোধ নেয়া হয়ে গেছে। ছোকরা পড়ে আছে—কিন্তু আমিও—হে ঈশ্বর, এমনটা কেন হল ?—আমি তো আর ওকে—

আন্তন আপনার কী হয়েছে ? কী হয়েছে আপনার ?

সেক্রেটারী এবার সব শেষ হয়ে যাবে। আমার হাতে হাত মিলিয়ে বলুন, আপনি ক্লারাকে কিছু বলবেন না—শুনতে পাচ্ছেন ? কিছু



বলবেন না—যদি জানতে পারেন, যে ও—

আস্তন অদ্ভুত কথা! আমি ওকে কেন কিছু বলতে যাব?—আহা! এবার আমার চোখ খুলেছে! তাহলে আমি অন্যায় সন্দেহ করিনি!

সেক্রেটারী আমার হাতে হাত মেলান, কথা দিন!

আস্তন না। [দুটো হাতই প্যান্টের পকেটে ঢোকাল।] তবে আমি সরে যাব। ও জানে সেকথা। সেকথা আমি ওকে জানিয়ে রেখেছি।

সেক্রেটারী আপনি ওকে—! বেচারী, এবার বুঝতে পারছি, তুমি ওসব কথা কেন বলছিলে।

কার্ল [ছুটে ভেতরে এল] বাবা, বাবা ইঁদারার মধ্যে কে যেন পড়ে আছে। কি জানি—

আস্তন বড় মইটা নিয়ে আয়, দড়িদড়া! কী করছিস্, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? জলদি কর! বোধ হয় পুলিশের সেই আদম—

কার্ল সব পৌঁছে গেছে। পাড়ার লোক আমার আগেই পৌঁছে গেছিল। ক্লারা না হলেই বাঁচি!

আস্তন ক্লারা? [একটা চেয়ার ধরে দাঁড়াল।]

কার্ল ও জল আনতে গেছিল। ওর চাদরটা পাওয়া গেছে।

সেক্রেটারী এবার বুঝেছি ছোকরা, তোর গুলি কেন আমার বুকে লাগল। ওটা ক্লারাই।

আস্তন [কার্লকে] গিয়ে দেখ না! [বসে পড়ল] আমি পারছি না।

[কার্লের প্রস্থান]

[সেক্রেটারীকে] আর হ্যাঁ, আপনার কথা যদি ঠিক বুঝে থাকি তাহলে তো এবার সব চুকে গেল।

কার্ল [ফিরে এসে] ক্লারা, মারা গেছে। ইঁদারার পাথরে লেগে মাথাটা চৌচির হয়ে গেছে। ও যখন—কিন্তু বাবা, ও পড়ে যায় নি, ও লাফিয়ে পড়েছে, একটা ঝি দেখেছে।

আস্তন সে কথা বলবার আগে ঝিটা যেন আরেকবার ভেবে দেখে। বাইরে এত আলো নেই, যে সেকথা ও অত জোর দিয়ে বলতে পারে।

সেক্রেটারী আপনার সন্দেহ আছে? সন্দেহ করতে পারলে ভাল হত, তাই না? কিন্তু, আপনার সন্দেহ নেই। ওকে আপনি কি

বলেছেন, সে কথাটা একবার ভেবে দেখুন। আপনি ওকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দিয়েছেন। আমার দোষে, ও যে আর ফিরে এল না, সেজন্য আমিই দায়ী। আপনি শুধু ভাবছিলেন সেই সব জিভ্‌গুলোর কথা, ওই জিভ্‌গুলো লকলকিয়ে উঠবে, সেই কথাটাই আপনার মনে হয়েছিল, কিন্তু সে সব নির্বিষ সাপের দলের। সেই কথাটা একবারও আপনার মনে পড়েনি। ক্লারার দুরবস্থার কথা জানতে পারলে লোকে কি বলবে, সেই ভয়ে আপনি ওকে এমন একটা কথা বলেছেন যে ও দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। ও যখন ওর মনের কথা আমার কাছে খুলে বলল তখন ওর বদলে আমি ব্যাপারটা হাতে নিয়েছিলাম। কিন্তু, তাতে সেই ছোকরা কি করবে তাই ভেবে ক্লারা—আর তাই আমি আজ জীবন দিচ্ছি, জীবন দিচ্ছি এমন একটা লোকের হাতে যে আমার চেয়ে অনেক অনেক ছোট, নীচ। আর আপনি, আপনাকে যতই কঠিন দেখাক, আপনিও একবার বলবেন, আমাকে লোকের নিন্দার হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে তুই এমন কাজ কেন করলি! আমার মৃত্যু শয্যায় বসে আমার মাথায়, হাত বুলিয়ে শেষ সময়ে তুই আমাকে আরাম দিতে পারবি না একথা ভেবে আমারই কি কম কষ্ট হচ্ছে!

আস্তন নিন্দার হাত থেকে বাঁচাতে পারলো কই—ঝিটা তো দেখে ফেলেছে।

সেক্রেটারী ও যেমন পেরেছে, তেমনি করেছে।—আপনার জন্য ও যা করেছে, আপনি তার যোগ্য নন।

আস্তন কিম্বা, ও নয়।

[বাইরে হট্টগোল।]

কার্ল ওরা ওকে নিয়ে আসছে—[প্রস্থানোদ্যত]

আস্তন [শেষ শক্তি দিয়ে কঠিন স্বরে] পেছনের ঘরে নিয়ে যাও, তোমার মাকে যেখানে রাখা হয়েছিল।

সেক্রেটারী ওর কাছে যাব! [উঠতে গিয়ে পড়ে গেল।] ও, কার্ল!

কার্ল [ওকে ধরে ভেতরের দিকে নিয়ে গেল।]

আস্তন এই দুনিয়ার মাথা-মুণ্ডু কিছুই আর আমি বুঝতে পারছি না

[চিন্তিতভাবে দাঁড়িয়ে রইল।]

য ব নি কা

ফ্রীডরিখ হেব্বেল

ক্লাইষ্ট-এর পর জর্মন নাটকের জগতে ফ্রীডরিখ হেব্বেল-এর (১৮১৩-১৮৬৩) আবির্ভাব এক নতুন জীবনদর্শন নিয়ে। হেব্বেল-এর ব্যক্তিগত জীবন এক বৈশিষ্টপূর্ণ ব্যতিক্রম, সেখানে তাঁর অদৃষ্টের ভূমিকা অসামান্য। তাঁর রচনার মধ্যেও তার প্রতিফলন লক্ষণীয়। সেখানে প্রকাশ প্রতিভার অক্লান্ত অধ্যবসায়লব্ধ এর প্রচণ্ড উগ্রতার। বূখন্যার বা গ্রাব্বের মত তিনিও বীডারমায়ার-সুলভ সমাজ অথবা রাজনৈতিক প্রবণতাদুষ্ট পরিপার্শ্বের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন—সে প্রভাবও পরস্পর বিরোধী।

তাঁর রচনাভঙ্গী কঠোর, উগ্র, উদ্ধত; সৃষ্টি স্পষ্ট, বলিষ্ট, সমালোচনামুখর; জীবন বিরূপতা, যন্ত্রণা এবং পাপভয় সঙ্কুল। গ্রাব্বের মত হেব্বেলও নিজেকে বিত্তহীনদের শরিক মনে করতেন এবং এক প্রচণ্ড শক্তি অহমের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করতে হয়েছে তাঁকে।

'এমন কিছুতে আমি কখনো বিশ্বাস করি না, যা শিল্পকে সহজ করে তোলে।' এই বিশ্বাসের ভিত্তির উপর তাঁর নাটকের কাঠামো প্রতিষ্ঠিত। 'বেশীর ভাগ লোক উন্মত্ত অবস্থায় যেমন থাকে, সেটা আমার স্বাভাবিক অবস্থা।' তাই তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে অতিরঞ্জন, দুর্দমনীয়তা এবং সংস্কার বিরোধীতা। প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় অহমের সঙ্গে পারিপার্শিক জগতের সংঘাত। অহমের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ দুর্নিবার। করুণ অভিজ্ঞতার মূলে সেই অহমের একাকীত্ব, রচনায় তার প্রকাশ। এই অহম প্রচলিত নীতিতে পাপবিদ্ধ নয়, কিন্তু আধিবিদ্যক পাপদুষ্ট—একমাত্র কারণ সেই অহমের অস্তিত্ব। তাঁর নাটকে অন্যায়ের প্রতিশোধের উদ্ভব মানবীয় সংকল্পের প্রয়াসে নয়, 'তার উদ্ভব অব্যবহিতভাবে সংকল্প থেকে, অহমের আচ্ছন্ন স্বৈরতন্ত্রী প্রসারের ফলে।' দিব্য বিধান প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ—স্বাতন্ত্রের উর্ধের বিন্যাসকে অহমের বিরোধিতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা, অহমকে বিনষ্ট করা। মানবজাতির ইতিহাস স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দেয়, যাবতীয় মানবিক অস্তিত্বকে বলি হতে হবে এবং দার্শনিক বিরোধীতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। মানুষ আদর্শের বাহক মাত্র, কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয়নি শুদ্ধ আদর্শের ঐক্য স্থাপন এবং ব্যক্তিগত পরিতৃপ্তি লাভ। হেব্বেল-এর জীবনদর্শনে উদ্ধারকারী ঐশ্বরিক শক্তির স্থান নেই, ঈশ্বর নিজেই বিতর্কমূলক—ডায়ালেকটিক অবস্থা প্রাপ্ত। দিব্য শক্তির অস্তিত্ব কেবলমাত্র বৈসাদৃশ্যে এবং দুঃখের মধ্যে নিত্য নতুন রূপে।

হেব্বেল-এর নাটকে প্রায়ই প্রকাশ পায়, 'কিভাবে এক ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত মতবাদ (অহম) এবং পারিপার্শিকতার চাপে পিষ্ট। পারিপার্শিক এই চাপ সর্বদা ঘটনার মাধ্যমে যুক্তিকে প্রকাশ করে। প্রয়োজনকে প্রকাশ করে সংস্কৃত ভিন্ন এক রূপে এবং সেখানেই হেব্বেল-এর নাটকের বৈশিষ্ট্য—তাই তার মূল।'

উনবিংশ শতাব্দীর নাট্যকারের মধ্যে একমাত্র হেব্বেলই তাঁর নাটকের বিষয় বস্তু হিসেবে করুণ রসকে বেছে নিয়েছেন। পূর্বসূরী শিলারের সঙ্গে তাঁর মিল সেখানে। তবে হেব্বেল সৃষ্টি করেছেন মানবচিত্র, এরা তাদের ভাগ্যের নিষ্ঠুরতার কাছে অসহায়—পুতুলের মত সে অবস্থা থেকে তাদের নিষ্কৃতির উপায় নেই। হেব্বেল-এর মতে তাদের অনিবার্য পতনের বিধান হয়ে গেছে এবং সেই পতনের যন্ত্রনার হাত থেকে তাদের নিষ্কৃতিও নেই, উপরন্তু সেই একই যন্ত্রণার প্রভাবে পারিপার্শিক জগতও স্পষ্ট প্রত্যভাবে ক্লিষ্ট হয়। হেগেল-এর দিব্য যুক্তির ডায়ালেকটিক ক্রমবিকাশ এবং শোপেনহাউয়ার-এর নৈরাশ্যবাদ হেব্বেল-এর দুঃখবাদকে প্রতিষ্ঠিত করে।

শিলার-এর 'কাবালে উণ্ড লীবে'-র পর 'মারিয়া মাগডালেনে'-ই (১৮৪৩) প্রথম আধুনিক সমাজকে নিয়ে লেখা নাটক। নিম্নবিত্ত সমাজের প্রতিটি স্তরের সঙ্গে হেব্বেল-এর যথেষ্ট পরিচয় ছিল, তাই এমন এক সামাজিক নাটক রচিত হল, যা সেই সমাজের প্রচলিত নীতির পরিপন্থি। পূর্ববর্তীকালের সামাজিক নাটকের সঙ্গে মারিয়া মাগডালেনের তফাৎ সেখানে। একই পারিপার্শিক অবস্থার চাপে প্রত্যেক চরিত্র পিষ্ট, সংস্কার এবং পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যের দাস। দুর্দমনীয় এক অসার দম্ভ সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে ফেলে সম্পূর্ণভাবে। একক ভাবে প্রত্যেক চরিত্রই যেন সঠিক পথে চলছে, কিন্তু তবুও সমাজের সম্মিলিত অপরাধের পরিণতি সামগ্রিক বিনাশ। এই পরিণতি অনিবার্য। সমাজের প্রচলিত সংস্কার এই সম্মিলিত অপরাধের মূল, এর হাত থেকে কেউ নিষ্কৃতি পায় না। কোনো ব্যক্তির পক্ষেই সমাজের এই অদৃষ্টের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। বিরোধ প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং নতুন সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা কিম্বা প্রচলিতের আমূল সংস্কারের ইঙ্গিত। পরবর্তীকালে ইবসেন এবং হাউপ্টমান যে পথে চলেছেন, সেই পথের সূচনা করে গেছেন হেব্বেল।

ওভারকোট

গেরহার্ড হাউপ্টম্যান-এর বীব্যারপেলৎস্ অবলম্বনে রচিত

রূপান্তর : নীহার ভট্টাচার্য্য

ওভারকোট : নীহার ভট্টাচার্য্য, ২৮ দিপালী নগর
বালুরঘাট—৭৩৩ ১০১

আমার ছোটমাসী মমতা চ্যাটার্জীকে

চরিত্র

নিজাম	দারোগা
কমলবাবু	অবসরপ্রাপ্ত মোক্তার
ফণিবাবু	অবসরপ্রাপ্ত হেডমাষ্টার
বুবাই	ফণিবাবুর নাতি
মতি ডাক্তার	হাতুড়ে ডাক্তার
মতি ডাক্তারের স্ত্রী	
বৌ	ধোবানী
বুধো	বৌ-এর স্বামী
সতু অতু	বৌ-এর মেয়ে
ভোলা	পাইকার
পাচু	থানার জমাদার
মধু	সিপাই

প্রথম দৃশ্য

[ধোপার বাড়ী। বারান্দার সামনে এক কোণে উনুন, ইত্যাদি। বারান্দার পেছনে অদৃশ্য দেয়ালের ওপাশে একটা বড় ঘর, বাঁদিকে ছোট একফালি ঘর। দু ঘরের মধ্যে পাল্লাহীন দরজার ফ্রেম। সামনের অদৃশ্য দেয়ালের মাঝামাঝি একটা দরজার ফ্রেম, দরজার পাল্লা অদৃশ্য। অদৃশ্য শব্দের অর্থ স্বচ্ছ। ঘরের ভেতরের দেয়ালে ক্যালেণ্ডার এবং সস্তা ছবির ছড়াছড়ি। একপাশে নোংরা মশারী এবং বিছানা গোটানো। বাঁদিকের ছোট ঘরেও একটা বিছানা গোটানো। এঘরে ছবির সংখ্যা অনেক বেশী। ছোট ঘরের বাঁদিকের দেয়ালে একটা ছোট জানালা। বড় ঘরের জানালাটা সামান্য বড়। শীতের রাত। বাইরে চাঁদের আলো। ছোট ঘরের গোটানো বিছানার ওপর একটি মেয়ে কুঁকড়ে শুয়ে, ঘুমে অচৈতন্য। ঘরের ভেতরে অন্ধকার। বারান্দায় চাঁদের আলো। ৪৫-৪৬ বছরের ধোবানী পিঠে একটা বস্তা নিয়ে বাইরে থেকে এল। বস্তাটা বেশ ভারী। এই ধোবানীকে সবাই বৌ বলে ডাকে। বৌ এগিয়ে এসে বারান্দায় উঠলো।]

বৌ অতু, এই অতু! দরজা খোল!

লতু [ঘুমের ঘোরে] এঃ, তাই বলে কথায় কথায় মারবে? করব না কাজ—

বৌ দরজা খোল শিগগির! দরজায় জোরে শেকল নাড়তে থাকল।

লতু [ঘুম ভেঙে গেছে] ও, মা তুমি! খুলছি। [উঠে এগিয়ে আসতে আসতে] দাঁড়াও না বাপু, খুলছি তো!

[লতু এসে দরজা খুলে দাঁড়াল।]

বৌ [লতুকে দেখে] তুই? তুই এখানে কেন?

লতু [হাই তুলে] এলাম চলে—

বৌ সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তালা খুললি কী করে?

লতু টালীর ফাঁকে তো চাবি গোঁজা ছিল!

[বৌ ভিতরে ঢুকে বস্তাটা নামিয়ে রাখল।]

বৌ [হাত দুটো ঘসে] তুই কেন এসেছিস?

লতু [হাই তুলতে তুলতে] কেন ? এ বাড়ীতে আসতে নেই নাকি !
বৌ বাব্বা, কথা খুব ! যা যা, মেলা বকতে হবে না, হেরিকেনটা জ্বালা।
লতু হেরিকেন কোথায় ?
বৌ হেরিকেন কোথায় ! বলি, চাবিটা কোথায় গোঁজা থাকে, তা মনে করে রাখতে পার, আর হেরিকেন কোথায় থাকে তা জান না ! ন্যাকা ! যা, দোরগোড়ায় আছে, নিয়ে আয়।

[লতু দোরগোড়া থেকে হেরিকেন নিয়ে এল।]

লতু দেশলাই ?
বৌ [বস্তার মুখ খুলতে ব্যস্ত] ঐতো, জানালার ওপর আছে।

[লতু দেশলাই নিয়ে এসে হেরিকেন জ্বাললো।]

লতু মা !
বৌ [বস্তা খুলতে ব্যস্ত।]
লতু ও মা !
বৌ বলনা, আমি কালা নই।
লতু আম আর মোক্তারবাবুর বাড়ী কাজ করব না।
বৌ [কাজ থামিয়ে] কী বললি ?
লতু আমি আর ও বাড়ীতে কাজ করব না।
বৌ কাজ করবি না ? খাবি কী ?

[লতু চুপ।]

বৌ এবার যা, অনেক রাত হয়ে গেছে ! ওরা হয়তো চিন্তা করতে বসেছে।
লতু করুক গে চিন্তা, আমি যাব না।
বৌ [লতুর কথার গুরুত্ব বুঝে] যাবি না, কেন যাবিনা, শুনি ?
লতু ওরা খেতে দেয় না, কথায় কথায় মারে।
বৌ খেতে দেয় না, মারে। বললেই বিশ্বাস করব ? [বস্তার ভেতর থেকে একটা হরিণ টেনে বার করবার চেষ্টায়]-ধরনা বস্তাটা ! ঐ নীচের দিকে, ধর ! [হরিণ টানতে টানতে] ওসব কথা অন্য কোথাও বলিস, আমার কাছে না। কাজ করবি না, তোকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে কে, শুনি ? দুজনে মিলে ধরে হরিণটা

ঘরের একটা খুঁটির সঙ্গে ঝোলাল। হরিণের পেছনের পা ওপরে। আমি ওসব শুনতে চাইনা। শেষ বারের মত বলছি—

লতু আমি যাব না ওদের বাড়ী, তার চেয়ে জলে ডুবে মরব।

বৌ এই শীতে, সর্দি লাগবে যে!

লতু আমি ঠিক গঙ্গায় ঝাঁপ দেব।

বৌ আমাকে ডাক দিয়ে নিস, দেখিয়ে দেব। নইলে লাফ দিয়ে হয়তো জলে না পড়ে, কাদায় পড়বি।

লতু [চিৎকার করে] তাই বলে রোজ রোজ রাত্তির বেলা আমাকে ঐ সব ভারী ভারী কাঠ সরাতে হবে? আমি পারব না।

বৌ [অবাক] তোকে দিয়ে কাঠ টানায়? আশ্চর্য্য লোক তো!

লতু মাইনে তো দেয় মাসে চার টাকা, তার জন্য এই শীতে—আমি পারব না। তাও যদি দুবেলা পেট ভরে খেতে দিত!

বৌ যা, দেখ ঐ হাঁড়িতে ভাত ঢাকা আছে। ওখানেই নুন, লঙ্কা সব আছে। আগে দুটো খেয়ে নে। যা!

লতু [ঘরের কোনে বাসন-কোসন আছে, সেখানে বসে হাঁড়ি থেকে ভাত বার করতে করতে] আর সবাই সাত-আট টাকা করে মাইনে পায়।

বৌ কে কি পায়, না পায়, সে নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। মোক্তারবাবু লোক ভাল।

লতু হ্যাঁ, লোক ভাল। বাইরে থেকে সবই ভাল লাগে। যাও না, গরুর জাবনা কাটা থেকে, জল তোলা, কাঠ আনা, সব করতে হয়। তাও যদি দুবেলা খেতে দিত।

বৌ খেতে দেয় না?

লতু উপরন্তু মারে।

বৌ বলিস কী, গায়ে হাত তোলে?

লতু তবে কী, বানিয়ে বলছি?

বৌ কিন্তু, এই সেদিন তোকে পুজোর কাপড় দিল, এখন কাজ ছাড়া কি ঠিক হবে?

লতু [খেতে খেতে] এঃ কাপড় না ছাই! ও কাপড় আমি ফেরত দিয়ে দেব।

বৌ সব বুঝলাম, তবুও তো কাপড়। আমি বলছি, ও বাড়ীতে তোকে চিরকাল থাকতে হবে না। কটা দিন চোখ কান বুজে থাক। শীতটা পার হলে না হয়—

লতু না, আমি আর যাবই না।

বৌ কিন্তু লোকে বলবে কী? আমাকে তো সব বাড়ী যেতে হয়। তারা যখন বলবে, তোমার মেয়ে পুজোর কাপড়টা নিয়েই চলে গেল? তখন আমার মুখটা থাকবে কোথায়?

[লতু চুপ।]

বৌ আর, চার টাকাই হোক আর যাই হোক, সেটাই বা আসে কোথা থেকে?

লতু আমি ওর চেয়ে বেশী রোজগার করতে পারি।

বৌ কেমন করে? তোমার মুখ দেখে টাকা দেবে লোকে?

লতু মুখ দেখে দেবে কেন? কাজ করে রোজগার করব।

বৌ কী কাজ করবি শুনি?

লতু সেলাই এর কাজ। মেশিনে সেলাই করব, টাকা পাব।

বৌ তুই সেলাই করতে জানিস?

লতু শিখে নেব। শিখতে কদিন লাগে? ওইতো, মঞ্জু—পুজোর আগে গেছিল ডায়মণ্ডহারবার, সেখানে একটা মহিলা সমিতি আছে, সেখানে কাজ শিখেছে। এখন কলকাতায় থাকে, মেটিয়াবুরুজে কাজ করে। মাসে কম করে একশো-দেড়শো টাকা রোজগার করে।

বৌ এই সব তোর মাথায় ঢুকেছে? তাই বল! কোন দিন শুনবো, মেয়ে আমার পথে নেমেছে। মেটিয়াবুরুজেও কুলোলো না, এখন মাসে হাজার টাকা কামাই করে। ওসব কথা আর একবার শুনলে মেরে তোর হাড় গুঁড়ো করে দেব। তখন ওসব সেলাই-টেলাই সব মাথায় উঠবে।—ব্যাস, এবার সামলে থাক, তোর বাবা আসছে। এসব শুনলে এখনই ঠেঙাবে।

লতু ঠেঙাক না, তাহলে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব। তখন বুঝবে—

বৌ নে, নে। মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করতে হবে না। এখন যা দেখি, দেখ ছাগলগুলোকে দুটো খেতে দিতে পারিস কিনা। ওগুলো দোয়ানোও হয়নি আজ সন্ধ্যায়। যা!

[লতু তাড়াতাড়ি করে বার হতে গিয়েও দরজার মুখে বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মাথা নীচু করে একপাশে সরে গেল। বুধো ঘরে ঢুকলে, লতু বেরিয়ে গেল।

বুধোর বয়স ৪৭-৪৮ মত। একটু বোকা-সোকা ভালমানুষ চেহারা। নড়তে-চড়তে একটু সময় লাগে। নেশা করতে ভালবাসে, তবে মদ্যপ নয়।]

বুধো [ঘরে ঢুকে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে] লতু এখানে কেন ?

বৌ পাইকারটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

বুধো [গলা দিয়ে কেবল ঘরঘর আওয়াজ করল।]

বৌ বলি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করলাম, কানে ঢোকেনি ?

বুধো আমিও তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

বৌ সে কথা পরে হবে, আগে আমার কথার জবাব দাও। পাইকারের সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

বুধো হ্যাঁ, হয়েছে।

বৌ এখানে কিছু কিনেছে ?

বুধো হ্যাঁ।

বৌ কী কিনেছে ?

বুধো অনেক জিনিষ। অত কে খোঁজ রাখে।

বৌ তা রাখবে কেন ? রাখলে যে আমার উপকার হবে। যত জ্বালা আমার।

বুধো [বৌকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তার বিড়ি খেতে থাকল।]

বৌ [হরিণটা দেখিয়ে] এই দেখ !

বুধো দেখেছি। এবার বল দেখি, লতুটা এত রাত্রে এবাড়ীতে কেন ?

বৌ শ্-শ্, চুপ কর ! [তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।]

বুধো [আতঙ্কিত ভাবে বৌ-এর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে] এখন এই এত রাতে ফিরবে কী করে ?

বৌ সে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না, সে আমি বুঝব। তোমার মাথায় যদি অত বুদ্ধিই থাকত তবে তো বেঁচেই যেতাম। আর বুদ্ধি আসবেই বা কোথা থেকে, পেটে বিদ্যা থাকলে মাথায় বুদ্ধি আসে। পেটে নাই এক রত্তি বিদ্যা, তার আবার অত কথা কিসের ? তোমার চরকায় তুমি তেল দাও, তাহলেই হবে। কে এল, কে গেল, তাতে তোমার কী দরকার ?

বুধো আমার চোখের সামনে না এলেই ল্যাঠা চুকে যায়।

বৌ এসেছে তো হয়েছে কী ? মেরে তাড়াবে ? ভেবেছ বুঝি আমি

তাতে সায় দেব? ও কেন এসেছে তা আমি জানি, তা আমি বুঝব। তুমি চুপ করে থাক।

বুধো বেশ, থাকলাম চুপ করে। অতু কোথায়?

বৌ ফেরেনি এখনো।

বুধো ফেরেনি মানে? এত রাতে বাইরে কী করছে?

বৌ সেটাও আমি বুঝব। মেয়েদের ব্যাপারে তোমার অত মাথা ঘামাতে হবে না। একটা পাইকার ডেকে আনার মুরোদ নেই, তার আবার কথা। [হরিণটা দেখিয়ে] এখন এটা নিয়ে আমি কী করি?

বুধো কি জানি বাপু! একটা হরিণ বড়, না মেয়ের ভবিষ্যৎ—

বৌ বলেছি না, মেয়েদের নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। অতুর ভবিষ্যৎ খুবই ভাল। এখন ইস্কুলে পড়ছে, প্রত্যেক বছর পাশ দেয়। তোমার গুষ্টিতে যা কেউ কোনদিন করেনি, ও তাই করবে। ইস্কুলের পড়া শেষ হলে, ওকে নাচের ইস্কুলে দেব। তখন দেখ। সেখান থেকে থেটারে তারপর সিনেমায়।

বুধো ইস্কুলের পড়াটা যাতে শেষ হয় সেটা তো আগে দেখতে হবে। না কি! [আপন মনে] এরকম রাত বিরেতে বাইরে বাইরে ঘুরলে আর ইস্কুলের পড়া শেষ করতে হবে না। চেনে না তো, আজকালকার ছেলেপিলেদের!

বৌ কী অত গজর গজর করছ?

বুধো না, ভাবছিলাম ওই অতুর কথা।

বৌ ভেবে কি করবে? ইস্কুলের পড়ার ব্যাপার তুমি কী বুঝবে? কোনোদিন গেছ ইস্কুলে, তোমার গুষ্টীর কেউ গেছে?

বুধো ইস্কুল তো দুপুরে হয় জানতাম?

[অতু এসে দরজায় শিকল নাড়ছে।]

অতু মা, দরজা খোল শিগগীর! উঃ, কি শীত! কৈ, দরজা খোল!

[বৌ গিয়ে দরজা খুলে দিল।]

বৌ এঃ, চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করল!

অতু [চোদ্দ পনেরো বছর বয়স, কচি মুখখানা, একটু লম্বাটে রোগা চেহারা।] চেঁচাব না! একটা দরজা খুলতে এত দেরী লাগে?

বাইরে কি ঠাণ্ডা, জান? হাত-পা সব জমে গেছে।

বৌ যা, যা, মেলা বকতে হবে না। উনুনে আগুন দে গিয়ে। ছিলি কোথায় এতক্ষণ?

অতু বাঃ, মালতীদের বাড়ী গেছিলাম না! সব বই যদি কিনে দিতে, তাহলেই আর কোথাও যেতে হয় না।

বৌ তাই বলে এত রাত অবধি—

অতু বাঃ যেতে যেতেই তো সাতটা বেজে গেল।

[বুধো উঠে পাশের ঘরে গিয়ে বসল।]

বৌ হুম্, সাতটায় গেছিস। এখন কটা বাজে খেয়াল আছে?

অতু কটা বাজে?

বৌ থানার ঘড়িতে দশটা বাজবার পর আমি বাড়ী এসেছি।

[দূরে কোথায় পেটা ঘড়িতে একটা আওয়াজ হল।]

বৌ ওই শোন! শুনলি? সাড়ে দশটা। পড়া দেখতে এত সময় লাগে? এবার শোন, মন দিয়ে শোন আমার কথা, পড়া দেখতে গিয়ে অত সময় কাটানো চলবে না, এই আমি বলে দিলাম। আবার যদি কোনদিন এত রাত অবধি বাইরে থাকিস, তাহলে তোকে আমি মজা দেখাব। শেষ করে ফেলব।

অতু তাহলে বুঝি সব সময় বাড়ীতে বসে থাকতে হবে?

বৌ অতশত জানি না। মালতীদের বাড়ী যাবার নাম করে ওই ফক্কর ছোকরাটা—কী যেন নামটা—সে যাই হোক, ওই ছোকরার সঙ্গে আড্ডা মারা চলবে না।

অতু বাঃ, আমি বুঝি পলুদার ওখানে গেছিলাম!

বৌ ব্যাস, চুপ! আর একটা কথাও শুনতে চাই না। ওঃ, পলুদা! ওর চোদ্দ পুরুষের দাদা! ওসব পলুদা ফলুদা চলবে না, এই বলে রাখলাম।

অতু পলুদার সঙ্গে একটু কথা বললেও তোমার রাগ হয়।

বৌ হবে না? আমি চিনিনা তোর ওই পলুদাকে? তুই এখন আমাকে চেনাবি, তবে চিনব? ওর গুণের কথা কারো জানতে বাকী আছে? চোর একটা—

অতু মোটেও না। ওসব বাজে কথা।

বৌ বাজে কথা, তাই না? তাহলে ও তুবার তুবার হাজতে গেছিল কেন? ওকে বুঝি ভালবেসে নিয়ে গেছিল?

অতু সব বাজে কথা। লোকে মিথ্যে মিথ্যি ওসব করেছে। ওকে অনেকে দেখতে পারে না, তাই। পলুদা নিজে বলেছে আমাকে সেকথা।

বৌ হ্যাঁ, সমস্ত গাঁয়ের লোক মিথ্যে বলে, আর উনি নিজে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির। রাগ, রাগ!

অতু পলুদা তো দারোগা সাহেবের বাড়ীতেও যায়।

বৌ যাবে বইকি, নিশ্চয় যাবে। দাগী আসামী হলে ওরকম যেতে হয়, নয়তো লোকের নামে লাগাতে যায়। ইসপাই!

অতু ইস্‌পাই আবার কী?

বুধো [পাশের ঘর থেকে] থামতো দেখি! রাতদুপুরে শুরু হল যত ঝামেলা।

[বাবা ঘরে আছে সেকথা খেয়াল হতে অতু ভয় পেল। তাড়াতাড়ি গেল উনুনে আঁচ দিতে। বৌ এদিকে হরিণটার পেট চিরে ফেলেছে।]

বৌ এই অতু শীগগীর আয় এদিকে। বড় গামলাটা নিয়ে আয়।

[অতু বড় একটা এনামেলের গামলা নিয়ে এল। বৌ তার মধ্যে মেটে আর কলজে রেখে অতুর হাতে ফেরত দিল।]

বৌ যা, এবার যা চটকরে ধুয়ে নিয়ে আয়। আর আমাকে একটা ন্যাতা দিয়ে যা।

[লতু ঘরে ঢুকে ওসব দেখে একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। তারপর ন্যাতা নিয়ে এসে মেঝের রক্ত সাফ করল। তারপর বাইরে গিয়ে দুই বোন ফিস্‌ফিস্ করে কি একটা আলোচনা করতে থাকল আর মেটে, ইত্যাদি ধুতে থাকল।]

বৌ তুমি ওঘরে বসে কী করছ? তোমাকে যে বলেছিলাম, তক্তাটা খুলে গেছে, সেটা লাগাতে। আজও সকালে একবার বলেছি। ভুল মেরে বসে আছ!

বুধো [ওঘর থেকে] কোন তক্তা?

বৌ শোন কথা, বলে কি না কোন তক্তা! কাল রাতেই খুলে পড়েছে। এবার একটু গা তোল, ওটা লাগিয়ে দাও বুঝলে?

বুধো কাল সকালে মনে করে দিও, তখন করব।

বৌ আমার পোড়া কপাল! এ লোকটার মাথায় কি কোন কালেই বুদ্ধি হবে না! একে নিয়ে আমাদের ঘর করতে হয়!

[বুধো গজগজ করতে করতে এ ঘরে এল।]

বৌ ঐ দেখ, ওখানে দা আছে। [একটা কৌটো হাতে দিল] এর মধ্যে পেরেক আছে। এবার যাও, দয়া করে তক্তাটা লাগিয়ে দিয়ে এস। এদিকে চোর ছ্যাঁচড়া নেহাৎ কম নেই। যাও, এবার গতরটা একটু নাড়াও।

বুধো বাপরে বাপ, একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না।

[প্রস্থান]

বৌ [পেছন থেকে ডাক দিয়ে] ভোলা যদি আসে তবে কত বলবো?

বুধো [নেপথ্যে] কত আর বলবে, কুড়িটাকা তো দেবে মনে হয়।

বৌ এঃ, কুড়িটাকা। আসুক না দেখাচ্ছি। [একটু সময় চুপ থেকে বাইরে মেয়েদের উদ্দেশ্যে] একটু হাত চালা তোরা। ঐ রান্না হলে তবে বাবা খাবে।

[একটু সময় সবাই চুপচাপ। মেয়েরা রান্নার ব্যবস্থা করছে, বৌ মেঝেটা খুঁটিয়ে দেখছে, রক্তের দাগ আছে কিনা।]

অতু [হরিণটা দেখিয়ে] ওটা কী মা?

বৌ ঘোড়ার ডিম।

[মেয়ে দুজন হেসে উঠল।]

অতু ঘোড়ার ডিম! ঘোড়ার আবার ডিম হয় নাকি! তাছাড়া দুটো শিং আছে দেখছি।

লতু এই অতু, চুপ কর, মা রেগে যাবে।

অতু আমি জানি, ওটা হরিণ।

বৌ জানিস তো ওরকম ন্যাকামী করছিস কেন? ইস্কুলে বুঝি এইসব শেখাচ্ছে আজকাল!

লতু বাবা মেরেছে নাকি মা?

বৌ যা এবার, সারা গাঁয়ে ঢেঁড়া পিটিয়ে বেড়াগে, আমার বাবা হরিণ মেরে এনেছে। আপদ সব!

অতু ওরে বাবা, সেই কথা জানলে পুলিশ এসে হাজির হবে।

লতু ওই থানার লোকদের আমি ভয় পাই না। পাঁচুবাবু আমার জন্য সব করবে—যে রকম করে তাকায় আমার দিকে—

বৌ আসুক না কে আসবে, আমরা তো আর অন্যায় কিছু করছি না। হরিণটা জখম হয়ে পড়ে ছিল, কেউ দেখতে না পেলে শেয়ালে শকুনে খেত। আমরা দেখতে পেয়ে নিয়ে এসেছি। শেয়ালে শকুনে খেত, সে জায়গায় আমরা খাচ্ছি। কথাটাতো একই। বরং ভাল, কটা মানুষ দুদিন পেটভরে খাবে। [একটু সময় চুপ করে থেকে] হাঁ্যারে লতু, তোকে দিয়ে কাঠ টানাতো বুঝি?

লতু হাঁ্যা মা, এই ঠাণ্ডার মধ্যে। চার পাঁচ হাত লম্বা লম্বা সব কাঠ। ওই সব টানাটানি করলে শরীরের কি অবস্থা হয় বুঝতেই পারছ। রাত আটটা না বাজতেই মরার হাল হয়। এই শীতে অত রাত্তির পর্যন্ত—

বৌ কাঠগুলো এখনো রাস্তার ওপর পড়ে আছে?

লতু হাঁ্যা, মানে ঝাউগাছটার তলায় ছিল, এখনো আছে কিনা জানিনা।

বৌ কিন্তু, ওগুলো যদি—মানে কেউ যদি চুরি করে নিয়ে যায়? তাহলে কাল সকালে গিয়ে কী বলবি?

লতু আমি আর যাবই না ও বাড়ী।

বৌ কাঠগুলো কাঁচা না শুকনো?

লতু একদম শুকনো খটখটে কাঠ। [বারে বারে হাই তুলছে] ওঃ মাগো, আমার যা ঘুম পাচ্ছে না! সারা দিন যা ধকল গেছে। [খুব ক্লান্ত ভাব করল।]

বৌ [একটু সময় ভেবে নিয়ে] ঠিক আছে, আজকের রাতটা এখানেই থেকে যা। আমি একটু ভেবে দেখি, তারপর কাল সকালে দেখা যাবে, কি করা যায়।

লতু আমি আর পারছি না মা। রাজ্যের কাজ আমাকে করতে হয়। আমি আর যাবনা ও বাড়ী।

বৌ ঠিক আছে, ঠিক আছে। যা, এবার শুতে যা। অতুর বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়, তোর বাবা যেন দেখতে না পায়। তাহলেই আবার রাত দুপুরে হৈ চৈ শুরু করে দেবে। এসব কথা আবার বোঝে না লোকটা।

অতু বাবা কথাবার্তা বলে একদম মুখের মত।

বৌ সে তো আর তোদের মত ইস্কুলে পড়েনি। তোদের যদি আমি

ইস্কুলে না পড়াতাম, তাহলে তোরাও ঐরকমই হতি। [উনুনের ওপর একটা এ্যালুমিনিয়ামের ডেগচি চাপিয়ে] নে, এবার দে ওগুলো এর মধ্যে !

[নতু ধোয়া মাংসগুলো ডেগচির মধ্যে ঢেলে দিল।]

যা, এবার গিয়ে শুয়ে পড়।

[নতু অতুর ঘরে গিয়ে শোবার ব্যবস্থা করল।]

নতু [বিছানা পাততে পাততে] জান মা, মতি ডাক্তাররা কমল মোক্তারের বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে।

বৌ ভাড়া বাকী পড়েছিল নিশ্চয়।

নতু কমল মোক্তার বলছিল, "শুধু বড় বড় কথা"। বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছে, শুধু মিথ্যে কথা বলে লোকটা—এখানে ওখানে কেবল লাগিয়ে বেড়ায়। আর মোক্তারবাবুর সঙ্গে টেক্কা দিতে চায়।

বৌ আমার বাড়ী হলে আমি এতদিন থাকতেই দিতাম না।

নতু মোক্তারবাবু আগে মোক্তারী করত বলে ঐ মতি ডাক্তার কি সব যাচ্ছেতাই কথা বলতো। আর ফনিমাস্টার, তার সঙ্গেও লোকটা ঝগড়া করেছে।

বৌ ফণি মাস্টারের সঙ্গেও ঝগড়া করেছে? অমন মাটির মানুষ, কারো সাতে-পাঁচে নেই, তার সঙ্গে যে ঝগড়া করতে পারে, তাকে আমার জানা হয়ে গেছে।

নতু ফণিমাস্টার তাকে বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছে।

বৌ তুই যদি একবার ওদের বাড়ীতে ঢুকতে পারতি— !

নতু ওদের বাড়ীতে যে কাজ করে, সে থাকে যেন ওবাড়ীরই মেয়ে।

বৌ ওর এক ভাইতো কলকাতায় থাকে, কোন থেটারে যেন কাজ করে, জানিস ?

নতু হ্যাঁ, থিয়েটার হলে টিকিট বিক্রী করে।

[ভোলা বাইরে থেকে হাঁক দিতে দিতে ঢুকল।]

ভোলা বুধো, ও বুধো ! বাড়ী আছ ? এই যে বৌ, বুধো বাড়ী ফেরেনি ?

বৌ ফিরেছে, ফিরবে না তো কোথায় যাবে ?

ভোলা অ, গেল কোথায় ? আমাকে আসতে বলল—

বৌ আসতে বলেছে, এসেছ। একটু সুস্থির হয়ে বসো। এসেছ তো গলা কাটতে, তার আগে তোমার ছুরিতে একটু ধার টার দিয়ে নাও।

ভোলা এই নাও, আমি তোমাদের গলা কাটি না তোমরা আমার গলা কাট। তোমার সঙ্গে পেরে ওঠে কার বাবার সাধ্যি।

বৌ ওসব কথা অন্য কাউকে বলো গে—এবার দেখ। [হরিণটা দেখিয়ে] দেখেছ? এমন খাসা মাল কোথায় পাবে?

ভোলা বুধোকে বলো বাপু, একটু সাবধান হতে। দিনকাল খারাপ। ধরতে পারলেই দফা রফা করে ছাড়বে।

বৌ কত দেবে তাই বল, তোমাকে অত জ্ঞানের কথা বলতে হবে না। ওসব কথা বলার জন্য ঢের ঢের লোক আছে। নাও, বল কত দেবে।

ভোলা আরে বাপু, কথাটা একটু শোনই না! আমি জয়নগর গেছিলাম। সেখানে এই নিজের কানে শুনে এসেছি। সেখানে ভিখুকে বনের পাহারাদাররা তাড়া করেছিল। ভিখু পালাতে গেছিল। ব্যাস্, গুলি চালিয়ে দিয়েছে।

বৌ কত দেবে, তাই বল।

ভোলা [হরিণটাকে খুঁটিয়ে দেখে] নৌকায় আরও চারটে পড়ে আছে।

বৌ এটা চাপালে বুঝি তোমার ঐ সপ্তডিঙ্গা ডুবে যাবে?

ভোলা না, তা যাবে না। আর, গরীব মানুষ, সপ্তডিঙ্গা কোথায় পাব! তবে বলছিলাম কি, চার চারটে পড়ে রয়েছে, এটাও নিতে পারলে ভালই হতো। তবে কি, যদি গলায় আটকে যায়, বেচতে না, পারি, তাহলে তো সবটাই লোকসান। তাছাড়া, যা শীত পড়েছে আর তেমনি কুয়াশা, হয়তো দুপুরের আগে নৌকো ছাড়তেই পারব না। তখন তো কলকাতা পৌঁছোবার আগেই ওগুলো পচে উঠবে। তখন আমি সর্বস্বান্ত হয়ে যাব। তাই ভাবছিলাম—

বৌ [কি একটা ভেবে] ঠিক আছে। এই অতু, যা তো! চট করে গোবিন্দকে একটা খবর দে। বলবি, মা ডাকল, কি একটা বিক্রী আছে।

ভোলা আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমি কি নেবনা বলেছি নাকি!

বৌ আমার বাপু বিক্রী করা নিয়ে কথা। কে কিনল না কিনল, তাতে আমার বয়েই গেল।

ভোলা আমিই কিনব, আবার কে কিনবে!

বৌ দেখ বাপু তোমার লোকসান হোক, এ তো আর আমি চাই না। যদি বোঝ লোকসান হবে, ছেড়ে দাও। খদ্দের ঠিকই জুটে যাবে।

ভোলা বলছি তো আমি কিনব। কত নেবে বল।

বৌ [হরিণটার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে] এই হরিণটা, কমসে কম আধমণ ওজন হবে। বেশী বই কম হবে না, সেকথা নিশ্চয় করে জানবে। কিরে অতু, তুই বল না! দুজনে মিলে এটাকে এখানে ঝোলাতে গিয়ে দম বেরিয়ে গেছে।

অতু [সেই সময়ে কিন্তু অতু বাড়ীতেই ছিল না।] বাব্বাঃ, কি ওজন! আমার তো হাঁফ ধরে গেছিল।

ভোলা একুশ টাকা দেব। তোমাকে একুশ টাকা দিলে আমি বড় জোর একটা আধুলী লাভ করব।

বৌ [ভীষণ অবাক হয়ে গেছে। হঠাৎ একদম অন্য ভাবে কথা বলল, যেন হরিণ বিক্রী করার কোনো কথাই ওঠেনি।] তাহলে তুমি কী এই রাতেই রওনা হবে? সেই ভাল, সকলে আবার কুয়াশা-টুয়াশা হলে অনেক ঝঞ্ঝাটে পড়বে। এই বেলা রওনা হয়ে যাও।

ভোলা একুশ টাকার বেশী দেবার ক্ষমতাই নেই আমার।

বৌ টাকার কথা বলেছি আমি? না পারলে দেবে কোথা থেকে?

ভোলা সত্যি বলছি, ওর বেশী আমি পারব না। এই তোমাকে বলছি শোন, তোমাদের সঙ্গে অনেক দিনের লেনদেন আমার, সেই সম্পর্কটা নষ্ট করতে চাই না। এই আমার ইষ্ট দেবতার নাম নিয়ে বলছি, এইবার যা মাল কিনেছি, সব বেচলেও আমার অত লাভ হবে না। তবুও নেহাত তুমি বলে না হয় বাইশ টাকাই দেব। আমার পুরো আটগণ্ডা পয়সা লোকসান যাবে। তা যাক, তোমাদের সাথে কারবার তো আমার একদিনের নয়। ওই বাইশ টাকা—

বৌ ঠিক আছে বাপু, ঠিক আছে! আমার জন্যে তুমি কেন লোকসান দেবে? ও হরিণ আমার ঠিকই বিক্রী হয়ে যাবে। ওর জন্যে চিন্তা কি!

ভোলা তা ঠিক। তবে লোক জানাজানি হয়ে গেলে আর টাকা পয়সা দিয়ে চাপা যাবে না। যা দিনকাল পড়েছে!

বৌ এই হরিণটা মরে পড়ে ছিল। আমরা দেখতে পেয়ে নিয়ে এসেছি।

ভোলা হ্যাঁ মরে পড়ে ছিল, সে কথা ঠিক। তবে ওই ফাঁসের দড়িতে ফাঁস লেগে—

বৌ দেখ বাপু, এই স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি, ওসব কথা বলে ভয় দেখাতে

পারবে না। তাতে কোনো লাভ হবে না। ছপ্পড় ফুঁড়ে কোন জিনিষটা আসে, শুনি? গায়ে গতরে খাটতে হয় না? প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই শীতে বাইরে বসে থাকা, চাট্টিখানি কথা! বাঘেও খেতে পারে, ওই অন্ধকারে সবই সম্ভব। একদিন সঙ্গে থাকলেই মজাটা টের পেতে। এর নাম সুন্দরবন।

ভোলা আমার কাছে মাত্র বাইশ টাকাই আছে, নইলে হয়তো তেইশ টাকাই দিতাম।

বৌ না, না ভোলা, আজ আর কারবার হলো না। দরে না পোষালে তো আর জবরদস্তি করা যায় না! আমার টাকার দরকার। দেখতেই পাচ্ছ, ঘরটা না ছাইলেই নয়। এই শীতে রাতে যেন হিম পড়ে। মনে হয় কে যেন বরফ ঢেলে দিচ্ছে। আর, বর্ষাকালে তো কথাই নেই। বাইরে ভেতরে সমান অবস্থা। এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, তা তো কেবল দুটো পয়সার আশায়। সেই পয়সাই যদি না পেলাম—। আমি তো আর ওমনি চাইছি না। তোমার না পোষায়, ছেড়ে দাও। আমার পক্ষে বাপু দান-খয়রাতি করা সম্ভব নয়।

ভোলা আমারই বা কী এমন আহামরি অবস্থা! নৌকো নিয়ে এই যে ঘুরে মরি, সেও তো বাপু দুটো পয়সার আশায়। নইলে সাধ করে কেউ একাজে নামে? সে সব দিনকাল চলে গেছে। একবার চক্কর মেরে যা রোজগার হয় তাতে দুই সপ্তাহও চলে না। তোমাদের ভরসাতেই আছি। তোমরা যদি আমাকে না দেখ, তবে আমি যাই কোথায়! এই শীতে—ভোর বেলা যখন ঘুম ভাঙে, তখন আমার অবস্থা ওই রাস্তার নেড়ী কুকুরের বাচ্চার মত। ঠকঠক করে কাঁপি। কোমরে একটা যন্ত্রণা হয় আজকাল। যে ডাক্তারই দেখাই, বলে ঠাণ্ডা লেগেছে। বলে, এই শীতে যদি নৌকায় নৌকায় ঘুরতেই হয়, তবে নিদেন পক্ষে যেন একটা ওভারকোটের ব্যবস্থা রাখি। ওরা তো বলেই খালাস, বলি ব্যবস্থাটা রাখি কোথা থেকে? আমারই কি একটু আধটু শখ হয় না, বেশ জব্বর দেখে একটা ওভার কোট গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াই! কিন্তু পাই কোথায়? যা দাম ও জিনিষের! আজ পর্য্যন্ত কিনে উঠতে পারিনি।

অতু [বৌকে] লতুর কাছে শুনেছ, মা?

ভোলা থাকগে, আমি বলছি—চব্বিশ টাকা।

বৌ না বাপু, পারব না। আঠাশ। [অতুকে] তুই আবার কী বলছিলি?

অতু মোক্তার বাবু না, একটা ওভারকোট কিনেছে। যেমন সুন্দর, তেমনি গরম। তিনশো টাকা দাম। গায়ে দিলে না, ঘাম বের হয়।

বৌ হ্যাঁ, তুই গায়ে দিয়ে দেখেছিস!

ভোলা কে কিনেছে?

অতু মোক্তার বাবু, কমল মোক্তার।

ভোলা তুমি বুঝি ও বাড়ীতে কাজ কর?

অতু আমি না, আমার দিদি কাজ করে। আমি কেন লোকের বাড়ীতে কাজ করতে যাব?

ভোলা হ্যাঁ, ওই রকম একটা কোট পেলে আমি কিনি। ওই রকম একটা কোটই আমি খুঁজছি। দুটো পয়সা যাবে বটে, তবে ঐ ডাক্তার-বদ্যির পয়সা আবার তেমনি বেচে যাবে। ওষুধও খেতে হবে না, আবার বাবুগিরিও হবে।

বৌ তা যাও না, কমল মোক্তারের কাছে। তোমাকে হয়তো দিয়েও দিতে পারে!

ভোলা এ—, অমনি দেবে! সেই লোক! তবে এই বলে রাখলাম, ওরকম একটা পেলে কিনি।

বৌ আমার বুড়োকে যদি ওরকম একটা কোট কিনে দিতে পারতাম—

ভোলা তা কী দাঁড়াল? ঠিক করলে কিছু? পঁচিশ।

বৌ আঠাশের কমে হবে না। "আঠাশের কমে দেবে না কিন্তু।" আমার বুড়ো বলে দিয়েছে। আমি পঁচিশ টাকায় দিয়ে দিলে আর রক্ষা থাকবে না। ওর মাথায় একবার যা ঢোকে—[বুধোর প্রবেশ] কিগো! তুমি তো বলেছ আঠাশ টাকা, তাই না?

বুধো কী বলেছি আমি?

বৌ এরই মধ্যে সব ভুলে বসে আছ? আমার কপাল! তখন যে বললে, আঠাশের কমে দিও না। ওর কমে আমি হরিণটা দিই কী করে?

বুধো আমি বলেছি?—ও হ্যাঁ, ওই হরিণটা। হ্যাঁ, তাইতো, ঠিক। তা এ আর এমন বেশী কী?

ভোলা [থলে বার করে টাকা গুণতে গুণতে] বাপরে বাপ ! এর একটা নিষ্পত্তি করার দরকার। এই নাও সাতাশ। আর কথা বলোনা বাপু— আমি এর বেশী পারব না।

বৌ তোমার পাল্লায় যখনই পড়েছি, তখনই জানি এই দশা হবে। লোকের গলা কাটতে তোমার মত ওস্তাদ দুটো নেই। সে কথা তো তুমি আসতে না আসতেই বলেছি। তোমার ছায়া দেখলেই বোঝা যায়, এবার যাবে সব। আমাদেরও বলিহারী, গলাটা বাড়িয়েই আছি, এস, কাটো।

ভোলা [কোমরে জড়ানো একটা বস্তা বার করল। সেটার ভাঁজ খুলে] নাও, এবার একটু হাত লাগাও তো। আমার আবার তাড়া আছে। [বৌ সাহায্য করল হরিণটা বস্তায় ঢোকাবার সময়।] আর যা বলছিলাম, ওরকম একটা ওভারকোটের খবর পেলে বলো। ওরকম একটা আমার দরকার। মোক্তারবাবুর ওটার মত হলে আমি ষাট সত্তর পর্য্যন্ত দিতে রাজী আছি। যেমন করে হোক সে টাকা যোগার করে দেব। মনে রেখ কথাটা।

বৌ তোমার কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? ওরকম কোট আমরা কোথায় পাব?

[বাইরে কার গলা শোনা যাবে। পুরুষের গলা।]

বৌ, ও বৌ! ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

[সবাই চমকে উঠল।]

বৌ জলদি, ওঘরে যাও! লুকোও! [সবাইকে ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।]

[নেপথ্যে সেই গলা]

বৌ, ও বৌ! ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

বৌ [আলো নিভিয়ে দিল।]

[নেপথ্যে সেই গলা]

এইমাত্র যেন আলো দেখলাম। ঘুমিয়েই পড়েছে তাহলে। [গান গাইতে গাইতে চলে গেল] আর ভালতে কাজ নাই, এবার ভালয় ভালয় বিদায় দাওমা, আলোয় আলোয় চলে যাই—।

লতু ওটাতো ওই মধুমামা!

বৌ [একটু সময় কান পেতে শুনল, তারপর আস্তে করে দরজা খুলল, সাবধানে এদিক ওদিক দেখল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে আবার

দরজা বন্ধ করে দিল। আলো জেলে আর সবাইকে এঘরে ঢুকতে দিল।] ওটা ওই মধু। নতু ঠিকই বলেছে।

ভোলা মধু মানে? সে আবার কে?

বৌ সিপাই।

ভোলা সিপাই? মানে পুলিশ? সে কী চায়?

বৌ কি আবার চাইবে! জানাশুনা লোক, ভালমন্দ খবর নিতে আসে মাঝে মধ্যে। সারারাত পাহারা দেয়, সুযোগ পেলে একটু গল্পগুজব করে যায়। এবার তুমি বাপু রওনা হও।

অতু মা, কাল্লু ডাকছে, শুনেছ?

বৌ ভোলা, তুমি এবার একটু জলদি কর তো! আবার কে আসছে, কে জানে। পেছন দিক দিয়ে যাও, বাগানের মধ্যে দিয়ে। বুড়ো পথ দেখিয়ে দেবে। যাও চটপট!

ভোলা আর যা বলছিলাম, মনে রেখ, ওরকম একটা কিছুর খবর পেলে, মানে ওই ওভার কোট—

বৌ আচ্ছা বাপু, আচ্ছা। আমার মনে থাকবে। এবার রওনা হও দেখি! দুগ্‌গা, দুগ্‌গা!

ভোলা কোনো ঝামেলা ঝঞ্ঝাট না হলে, চার পাঁচ দিনের মাথায় আবার এসে যাব। তখন না হয় একবার খবর নেব। নৌকো কোথায় বাঁধি তাতো জানই তোমরা।

অতু সেই বড় বটগাছটার তলায় তো?

ভোলা হ্যাঁ, ওটাই আমার জায়গা। চল বুধো, এবার রওনা হওয়া যাক।

[ভোলা ও বুধোর প্রস্থান।]

অতু কাল্লুটা ডেকেই চলেছে।

বৌ ডাকুকগে, তুইও কি তার সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করবি নাকি!

অতু আমার মনে হয়, কে যেন আসছে এদিকে।

বৌ এত রাতে আবার কে আসছে? যা তো, একটু এগিয়ে দেখে আয়।

[অতুর প্রস্থান। বৌ তাড়াতাড়ি কাজ সারতে থাকল। অতু আবার ফিরে এল।]

অতু আমার কী মনে হয় জান মা?

বৌ কী মনে হয়?

অতু ওই আপদ ছুটো আসছে।

বৌ কোন আপদ ?

অতু মতি ডাক্তার আর তার বৌ।

বৌ এত রাতে! তুই কেমন করে জানলি ?

অতু আমার মন বলছে। ওরা এই রকমই রাত বিরেতে ঘুরে বেড়ায়।

বৌ এই শীতে ?

[মতি ডাক্তারের বৌ আর তার পিছনে মতি ডাক্তার এসে উঠোনে দাঁড়াল। দুজনেই মাঝারি গোছের লম্বা। বৌটি মোটামুটি সুন্দর দেখতে, বয়স তিরিশ মত। পোষাক আষাক সাধারণ তবে পরিপাটি, ডাক্তারের পোষাক খাকী প্যাণ্ট, পায়ে কেডস, মলিন কোট। কোটের পকেটে স্টেথোস্কোপ, হাতে একটা ডাক্তারী ব্যাগ। ডাক্তারের চোখে চশমা, তার বাঁ কাঁচটা কালো।]

মতি বৌ শীতে একেবারে জমে গেছি। ও বৌ, বাড়ী আছ ?

বৌ [বারান্দায় এসে] এই রাতে কেউ বাড়ী ছেড়ে বেরোয়!

মতি তেমন দরকার পড়লে বেরোয় বই কি! রুগী দেখতে গেছিলাম পাশের গাঁয়ে।

[দুজনে এসে বারান্দায় দাঁড়াল।]

বৌ এত রাতে ?

মতি কী আর করা যাবে ? ওটাই তো আমার পেশা। আমার তো আর বাবার জমিদারী নেই।

বৌ আমি কেমন করে জানব, আপনার বাবার কি আছে না আছে!

মতি বৌ ওসব কথা থাক। আমরা এসেছিলাম, তোমার কত পাওনা হয়েছে সেই কথা জানতে।

বৌ সে তো কতবারই জেনে গেছেন।

মতি বৌ তা ঠিক বলেছ। তবে কি জান ? ভুলে যাই। আমার কী একটা কাজ ?

বৌ তাও বটে, আপনাদের কাজের অন্ত নেই।

মতি তবেই দেখ! তাই এবার আবার জেনে যেতে এলাম, ধারটা শোধ করতে হবে তো!

বৌ [অবাক] ধার শোধ করবেন ?

মতি বৌ নিশ্চয় সেকথা আর বলতে ! অসুবিধায় পড়ে ধার করেছি, আর তা শোধ করব না ?

মতি বৌ আশ্চর্য হচ্ছে। ও ভেবেছিল, আমরা ধার-দেনা শোধ না করেই পালাব।

বৌ না, না ! সে কথা ভাবব কেন ? ছিঃ, ছিঃ, একথা আপনি কেন বলছেন ! আমি বাপু অত ভেবে চিন্তে কথা বলতে পারি না। আপনাদের কাছে আমার মোট পাওনা হল গিয়ে, ঐ এগারো টাকা তিন আনা।

মতি বৌ তোমার কোনো চিন্তা নেই বৌ, এবার একটা সুখবর দিই। তোমাদের ডাক্তারবাবুর একটা চাকরী হয়ে গেছে। অনেক মাইনে ! তখন আর এসব বিশ-পঞ্চাশ টাকা টাকাই না। লোকের সব তাক লেগে যাবে। দেখো, তুমি !

মতি মাংসের গন্ধ পাচ্ছি যেন !

মতি বৌ আজ বুঝি মাংস হচ্ছে, বৌ ! কি, মুরগী নাকি ?

মতি ঢাকনাটা তোলতো বৌ, একটু দেখি।

বৌ লোকের হাঁড়ির দিকে অত নজর কেন ?

মতি বৌ [ডেগ্‌চির দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে] আমরা একটা জিনিষ পেয়েছি।

বৌ কৈ, আমার তো কিছু হারায়নি।

মতি বৌ এই দেখ।

[জন্তু-জানোয়ার ধরবার জন্য এক রকম তারের ফাঁদ পাওয়া যায়, সেই জিনিষ দুটো বার করল চাদরের ভেতর থেকে।]

বৌ [নির্বিকার] ফাঁদের ফাঁস মনে হচ্ছে !

মতি বৌ তোমার বাড়ী পার হলেই যে জঙ্গল শুরু হল, সেখানে পেয়েছি। এ বাড়ী থেকে হেঁটে—এই ধর দশ মিনিট, কি বড় জোর পনেরো মিনিট লাগে।

বৌ নিশ্চয় সেই লোকগুলোর কাজ, ওরা তো হরদম হরিণ মারে চুরি করে। হরিণ মারা এখন বেআইনী, তা জেনেও যে কেন এসব করে !

মতি বৌ জানে বলেই তো লুকিয়ে করে। রাতের বেলা, চোরের মত।

তোমার বাড়ীর এত কাছে, তুমি একটু সজাগ থাকলেই ওগুলোকে পাকড়াও করতে পার।

বৌ আমার বাপু এমনিতেই কাজের অন্ত নেই। ওসব করার সময় কোথায় আমার?

মতি ও ব্যাটাদের একবার বাগ মত পেলে, দেখে নিতাম এক হাত। প্রথমে তো পিটিয়ে হাতের সুখ করে নিতাম। তারপর নিয়ে গিয়ে নিজাম দারোগার হাতে তুলে দিতাম।

মতি বৌ বৌ, তোমার ঘরে ডিম আছে?

বৌ ডিম? শীতকালে মুরগীর ডিম কমে যায়।

[বুধোর প্রবেশ।]

মতি [বুধোকে উদ্দেশ্য করে] জয়নগরে একটা হরিণচোর ধরা পড়েছে। ধরা পড়া মানে কি, বেচারীর জীবন নিয়ে টানাটানি। পালাতে গেছিল, পাহারাদার গুলি ছুঁড়েছে। জব্বর জখম হয়েছে লোকটা। ভিখু না কি যেন নাম বলছিল। এখন হাসপাতালে আছে। সেখানে যদি বেঁচে ওঠে তবে জেলে গিয়ে ঘানি ঘোরাতে হবে। যেমন কর্ম তেমন ফল।

বৌ অপকর্ম করলে তো তার ফল ভোগ করতেই হবে।

মতি অনেকেই জানে, চেনে কারা এসব করে বেড়ায়। জানলে কী হবে? ভয়ে কাউকে কিছু বলতে পারে না। [একবার বুধো আবার বৌ, এই দুজনকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে করতে] আমিও জানি, কারা করে এসব কাজ। আর ওসব ফালতু ভয়ডর আমার নেই। স্রেফ নজর রেখে যাচ্ছি। হাতেনাতে একবার ধরতে পারলেই হয়, তখন সব মজা টের পাবে। বাবা, আমার একটা চোখ হলে কি হয়, সেই একটা চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই পড়বে। চিনি আমি সবাইকে।

মতি বৌ বৌ, তোমার ঘরে চাল আছে। আমার আবার চাল বাড়ন্ত। উনি রেশনের চাল খেতে পারেন না। ওদিকে গত হাটে চাল কেনা হয় নি। সময়ই পায়নি। রুগী নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল।

বৌ আপনারা তো টাকা পয়সা মিটিয়ে দিতে এসেছিলেন।

মতি বৌ সে তো দেবই। আর কটা দিন সবুর কর। বললাম না, তোমাদের ডাক্তারবাবু চাকরী পেয়ে গেছেন! মাইনের কথা

শুনলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে। গবর্ণমেন্ট এই গ্রামে হাসপাতাল খুলবে। সব কথা পাকা। তখন আর আমাদের পায় কে? তোমাদের ডাক্তারবাবুর এমন নামডাক, এত হাতযশ, তাকে ছাড়া আর কাকে বড় ডাক্তারের চাকরীটা দেবে? তুমিই বল!

বৌ তাই বলুন! এবার বুঝেছি।

মতি বৌ আর, ভাল কথা। জান তো বৌ, আমরা মোক্তারের বাড়ী ছেড়ে উঠে গেছি।

বৌ কে যেন বলছিল, মোক্তারবাবু আপনাদের উঠিয়ে দিয়েছে!

মতি বৌ উঠিয়ে দিয়েছে? [মতি ডাক্তারকে] শুনলে, কি সব রটিয়ে বেড়াচ্ছে? আমাদের নাকি উঠিয়ে দিয়েছে। [জোর করে হাসল।] বৌ বলছে কি শোন, আমাদের নাকি ঐ কমল মোক্তার উঠিয়ে দিয়েছে।

মতি [বিরক্তভাবে] ও বাড়ী ছেড়ে কেন উঠে গেছি, তাও জানতে পারবে। দুটো দিন সবুর কর। লোকটা, হারামজাদার এক শেষ, কসাই।

বৌ অতশত জানি না বাপু, আমি কিছু বলিনি, ব্যস্।

মতি একটু সবুর কর। সব প্রমাণগুলো একখানে জড়ো করতে যা সময়, তখন দেখিবে দেব। লোকটা যদি এখনো সাবধান না হয়, তাহলে আর ওর সর্বনাশ স্বয়ং ভগবানও আটকাতে পারবে না। আমি যদি স্রেফ একটা কথা ফাঁস করে দিই, তবে ঐ বুড়োর হাড্ডিগুলো জেলখানার ভেতরে শুকোবে, ঘুণ ধরবে। এই বলে রাখলাম তোমাদের। [রওনা হতে হতে] হ্যাঁ-হ্যাঁ বাবা, আমার নাম মতি ডাক্তার। আমার পেছনে লাগলে তার সর্বনাশ করে ছাড়ব।

[প্রস্থান।]

মতি বৌ [বুঝিয়ে বলার মত করে] আমার কর্তার আবার যে কথা সেই কাজ।

বৌ ওদের দুজনের বুঝি ঝগড়া হয়েছে?

মতি বৌ ডাক্তারবাবু এমনি ভাল মানুষ, কিন্তু তার পেছনে যদি কেউ কাঠি দেয়, তার আর রক্ষা রাখবে না। নিজাম দারোগার সাথে আমার

কর্তায় খুব বন্ধুত্ব, বুঝতেই পারছ।—তা কী হল? কটা ডিম আর সের চারেক চাল দিতে বললাম যে!

বৌ [অনিচ্ছা সত্ত্বেও] ডিম বোধহয় তিনটে আছে, কিন্তু অত চাল তো আমার ঘরে নেই। সের দুই আড়াই হবে।

মতি বৌ বেশ তো, তাই দাও। কাল না হয় ওকে হাটে পাঠাব। এক বেলা নাহয় রোগী দেখা কামাই করল। নিজে তো দুটো খেতে হবে। ডাক্তারই যদি না বাঁচল, তার রুগী দেখবে কে, বল? [চাদরের ভেতর থেকে একটা থলে বের করে দিল।] এর মধ্যে ভরে দাও।

[বৌ থলেটা নিয়ে ভেতর দিকে গেল।]

মতি বৌ তোমাকে আবার ওজন করতে বলতে হবে না। একটু আধটু কম বেশীতে কিছু যায় আসে না। তোমাকে ঐ তিন সের চালের দামই আমি দিয়ে দেব। হিসেবটা ঠিক রেখ, তাহলেই হবে।

বৌ [ফিরে এসে থলেটা ফেরত দিয়ে] কালকের মত একটু চাল রেখে বাকিটা দিয়ে দিলাম। আড়াইসের মতই হবে। এবার খুশী তো?

মতি বৌ তা আর বলতে! ডিমগুলো ভাল আছে তো?

বৌ এর চেয়ে ভাল ডিম আমার মুরগী দেয় না।

মতি বৌ তাহলে চলি এবার। ওর চাকরীটা হলেই, মানে প্রথম মাসের মাইনে পেলেই সব শোধ করে দিয়ে যাব। তোমরা চিন্তা করো না। চলি।

[প্রস্থান।]

বৌ না, না। চিন্তার আর কি! আপনারা ব্যস্ত হবেন না। [দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল।] দয়া করে যে বিদেয় হয়েছে, এতেই আমি খুশী। সব লোকের কাছে শুধু ধার করে বেড়াচ্ছে, তার আবার অত কথা। [উনুনের ডেগচির ঢাকনা তুলে নাড়তে নাড়তে] আমরা কি খাই না খাই, তাতে তোদের অত মাথা ব্যথা কেন? নিজেরা কি খাবি সেই চিন্তা কর গে। [অতুকে] তোর তো খাওয়া হয়ে গেছে, এবার যা শুতে যা। এ মাংস কাল খাওয়া হবে।

অতু এত রাত্তিরে কে মাংস খাবে। আমি গেলাম শুতে।

[পাশের ঘরে গিয়ে লতুর পাশে শুয়ে পড়ল।]

বুধো ডিমগুলো সব দিয়ে দিলে? কী দরকার ছিল?

বৌ এ সব লোকের সাথে শত্রুতা বাড়াতে নেই। ফলটা কি হবে জান না? তোমাকে বলে রাখছি। খবরদার খবরদার! এ সব লোককে সব সময় সন্তুষ্ট রাখবে, যতটা পারা যায়। এরা সব সাংঘাতিক লোক, এই তোমাকে আমি বলে রাখলাম। এদের ঘাঁটাতে নেই। ওদের তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই সব সময় কখন কার পেছনে লাগবে সেই চিন্তা। এবার এস, খেতে বসো। এ সব ব্যাপারে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না, এ সব তুমি বোঝ না। আর একটা কথা বলি, ফাঁদগুলো এখন থেকে বাড়ীর অত কাছে পাতবে না। দেখেছিলে ফাঁস দুটো? ওগুলো তো তোমার।

বুধো [বিরক্ত] তাতে হয়েছে কী?

বৌ ঐ হারামজাদা ডাক্তার দেখতে পেয়েছে, বাড়ীর অত কাছে। ও হারামী ঠিকই আন্দাজ করেছে। এখন থেকে ওগুলো একটু দূরে গিয়ে পাতবে, জঙ্গলের মধ্যে। আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি পাতলেই লোকের সন্দেহ হবে ওগুলো আমরা পেতেছি।

বুধো এখন থাম দেখি! ও সব ফ্যাচফ্যাচানী ভাল লাগছে না, খেতে দাও।

[দুজনে খেতে শুরু করল।]

বৌ শুনছ, কাঠ তো সব শেষ।

বুধো এখন বুঝি কাঠ আনতে যেতে হবে, সেই জঙ্গলের মধ্যে?

বৌ চল না, দুজনে মিলেই যাই। আজ রাতেই কাজটা সেরে রাখি।'

বুধো আমার হাড় শুদ্ধ ঠাণ্ডায় জমে গেছে, তোমার ইচ্ছা হয় যাও। আমি যাব না।

বৌ তোমাদের শুধু বড় বড় কথা। পুরুষ মানুষ সব। কাজের কথা বললেই, এটা হয়েছে, ওটা হয়েছে, পারব না। কুঁড়ের বাদশা সব। তোমাদের তিনগুণ কাজ আমি করি, কৈ আমার তো হাড় জমে যায় না! শুধু বসে বসে খেতে পার। কাজের বেলায় লবডঙ্কা। দরকার এখন, আর তুমি বলছ পারবে না। কাল যখন হাঁড়ি চড়বে না তখন যাবে কাঠ আনতে।

[বুধো চুপচাপ নির্বিকার ভাবে খেয়ে যাচ্ছে।]

বৌ তোমার দ্বারা কিছু হবে না। আজ যদি এখন যাই, তাহলে

নির্ঝঞ্ঝাট কিছু কাঠ নিয়ে আসা যায়। জঙ্গলেও যেতে হবে না, কিছুই না। দা-কুড়ুলও লাগবে না। বেশী দূরও যেতে হবে না।

বুধো আমাকে একটু শান্তিতে খেতে দাও তো!

বৌ [আরো দুখানা রুটি দিল] সব সময় ও রকম করলে চলে ? কাজটা সেরে রাখাই ভাল। শোনই একবার আমার কথাটা—[এক বোতল মদ নিয়ে এসে দেখাল] এই দেখ, এটা তোমার জন্য এনে রেখেছি। আহা, ওমনি হাসি ফুটেছে।

[একটা গ্লাসে খানিকটা ঢেলে দিয়ে বোতলটা সামনে রাখল।]

বুধো [এক চুমুকে বেশ খানিকটা খেয়ে] আঃ, এই শীতে—শরীরটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

বৌ দেখলে, তোমার জন্য আমি এত ভাবি। তুমি যদি সংসারের কথা একটু ভাবতে, তাহলে আর কোনো ঝামেলাই থাকত না।

বুধো [বাকী মদটুকু খেয়ে] সত্যি বলছি, শরীরটা গরম হয়ে ওঠে।

[নিজেই আর এক গ্লাস ঢেলে নিল।]

বৌ [দা দিয়ে কাঠ টুকরো করতে করতে আর তার ফাঁকে ফাঁকে রুটি খেতে খেতে] ভোলাটা একটা আস্ত হারামজাদা। এমন ভাব করে সব সময়, যেন ওর দিনই চলে না। খুব কষ্টে টেনে-টুনে সংসার চালায়।

বুধো ও সব দুনম্বরী কারবার করতে গেলে একটু সামলে চলতে হয়।

বৌ ওভারকোটের কথা তো শুনলে।

বুধো আমি কিছু শুনিনি।

বৌ মেয়েটা বলছিল না, কমল মোক্তারের কথা। কমল মোক্তার, আমাদের মোক্তারবাবু একটা ওভারকোট কিনেছে।

বুধো ওদের পয়সা আছে, তাই কিনেছে। তাতে—

[মদ খেল।]

বৌ আহা, সেই কথাই তো বলছিল ভোলা—তুমি তো শুনলে বসে বসে। ও রকম একটা কোট পেলে ও সাথে সাথে ষাট-সত্তোর টাকা দিতে রাজী।

বুধো ওখানে হাত দিতে যেও না, হাত পুড়ে যাবে। তার দরকার থাকে, সে যাক, যা খুশী করুক।

[গ্লাসটা শেষ করল। বৌ আর এক গ্লাস ঢেলে দিল।]

বৌ নাও, আর একটু খাও! শরীরটা চাঙ্গা হোক।

বুধো বলছ যখন—সত্যি কথা বলতে কি—এই শীতে, জমে ভাল।

বৌ তোমার আবার শীত গ্রীষ্ম!

[বৌ উঠে গিয়ে একটা কৌটো নিয়ে এল। তার ভেতরে জমানো টাকা আছে।]

বুধো কত জমেছে তোমার ?

বৌ এই, তিরিশ টাকা মত।

বুধো ঘরটা ছাইতে তো একশো টাকার ধাক্কা।

বৌ অন্ততঃ একশো টাকা তো চাইই।

বুধো তাহলে, এখনো—?

বৌ সত্তর টাকা। সত্তর টাকা দরকার। এই ভাবে চললে, সামনের বর্ষার আগে ও ঘর ছাওয়া যাবে না। পঞ্চাশ-ষাট টাকা একসাথে পেলে, মানে একবারে যদি যোগাড় হয়ে যেত, তাহলে আর ভাবনা ছিল না। এই শীতের মধ্যেই ঘরদোর সামলে নেওয়া যেত। তারপর না হয় ধীরে সুস্থে আর দু-একটা ঘর বানানো যেত। একটা রান্না ঘরও করা দরকার। বারান্দায় রান্না করতে যা অসুবিধা, তার ওপর ঐ মতি ডাক্তারের মত লোক এসেই বলবে, মাংসের গন্ধ পাচ্ছি। তা ছাড়া, দু একটা ঘর বেশী থাকলে, ওই যে সব সুন্দরবন দেখতে আসে, তাদের কাছে ভাড়াও দেওয়া যায়। দুদিন পাঁচ দিনেই বিশ পঞ্চাশ টাকা রোজগার করা যায়।

বুধো কথাটা মন্দ বলনি।

বৌ তুমি যা আলসে, তোমার দ্বারা তো কোনো উপকার হবার নয়। তুমি যদি তোমার গতরটা একটু নড়াতে, তাহলে আর আমাদের কোনো চিন্তাই ছিল না। কিন্তু ঐ যে, তোমার হল গিয়ে আঠারো মাসে বছর। আমার মত যদি চলতে—অন্তত আমার কথাটা যদি শুনতে, তাহলেও উপকার হত।

বুধো কেন, আমি কাজ করি না? তুমি একাই সব কর?

বৌ ঐ রকম কাজ করে তুমি ভবিষ্যত গোছাতে চাও। ওই রোজগারে দুবেলা পেট ভরে খাওয়াই জোটে না।

বুধো তাই বলে আমি এখন চুরি করতে যাব নাকি? তারপর হাজতে গিয়ে বসে থাকি! সেটাও তো পাকা বাড়ী—

বৌ তোমার মাথায় কিছু নেই। কোনোদিন যদি তোমার বুদ্ধি হয়! চুরির কথা কে বলছে, শুনি? একটুখানি সাহস। সাহস করে না চললে, কোনোদিন কিছু হবে না। আর একবার যদি দুটো পয়সার মুখ দেখতে পাও, গুছিয়ে বসতে পার, তখন কেউ আসবে না জিজ্ঞেস করতে, কোথায় পেলে, কেমন করে হল এত টাকা। গরীবদেরই হল যত মরণ। ওই যে, রাস্তার ধারে দুটো কাঠ পড়ে রয়েছে, ওগুলো তুলে আনলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে, শুনি? কার কাঠ, তা আমরা কি জানি?

বুধো মোক্তারবাবুর কাঠ ওগুলো!

বৌ হল, মোক্তারবাবুর কাঠই না হয় হল। ওগুলো খোয়া গেলে কী মোক্তারবাবু না খেতে পেয়ে মারা যাবে, না ভিখিরী হয়ে যাবে?

বুধো ওই কাঠ দিয়ে আমরা কী করব?

বৌ শোন কথা! কাঠ দিয়ে আমরা কি করব! রান্না করব, রান্না। বলি, এই গুষ্ঠির পিণ্ডি রাঁধতে কাঠ লাগে না? সংসারের কোনো খোঁজই তো রাখে না। নিজের মেয়ের খবর রাখ? ঐ লতুর কথা বলছি। মেয়েটা খাটতে খাটতে মরে গেল, তাও যদি দুবেলা পেট ভরে খেতে দিত। তার বদলে ধরে ধরে মারে।

বুধো মারে? আমার মেয়ের গায়ে হাত তোলে?

বৌ তবে আর বলছি কি! তোমার মেয়ের গায়ে হাত তুলবে, খেতে দেবে না, ওদিকে গাধার মত, খাটিয়ে মারবে, আর তুমি বাপ হয়ে বসে বসে তাই দেখবে?

বুধো না, না। আমার মেয়ের গায়ে হাত তোলা চলবে না, এই বলে দিচ্ছি তোমাকে!

বৌ আমাকে বলে কী হবে? আমি মারি নাকি? মারে তোমার ওই কমল মোক্তার। তার শাস্তি তাকে দেবে না?

বুধো মোক্তারবাবু লতুর গায়ে হাত তোলে?

বৌ হায় ভগবান! একটা কথা বুঝতে তোমার এত সময় লাগে? এতক্ষণ ধরে বলছি কী? না, এ সব সহ্য করা যায় না। কাঠগুলো

পড়ে আছে রাস্তার ধারে। চল, এখনই গিয়ে ওগুলো তুলে নিয়ে আসি। আমার মেয়ের গায়ে হাত তোলার উপযুক্ত শাস্তি। আমার মেয়ের গায়ে হাত তুলেছ, আমরা তোমার কাঠ তুলে এনেছি। হিসেব শোধ।

বুধো ঠিক বলেছ, এ সব সহ্য করা যায় না। আমি তো কিছু জানতামই না। আমরাও মানুষ। মেয়ে না হয় তাদের বাড়ীতে কাজ করে, তাই বলে মারবে? ও সব আমি সহ্য করব না, কিছুতেই না।

বৌ নাও, এখন অত বকবক করতে হবে না। কাজ কর। দেখিয়ে দাও ব্যাটাদের। ঠেলাটা নিয়ে চল, এক ঘণ্টাও লাগবে না, সব হিসাব শোধবোধ হয়ে যাবে। কাঠ কটা এনে রাখলে, কাল আর তোমার জঙ্গলে যেতে হবে না কাঠ আনতে।

বুধো আর, যদি কেউ দেখে ফেলে?

বৌ সে তখন দেখা যাবে। চেঁচামেচী করো না, মেয়ে দুটো ঘুমোচ্ছে।

[নেপথ্যে মধুর গলা।]

মধু বৌ, ও বৌ! জেগে আছ?

বৌ ঠিক সময়ে এসেছে জ্বালাতে। [দরজা খুলে] কে মধু নাকি? এস, এস। ভেতরে এস?

[মধুর প্রবেশ। নোংরা, ছেঁড়া পুলিশের পোষাক। নির্বিকার মুখ। দেখলেই বোঝা যায়, মদ্যপ। ধীরে সুস্থে, টেনে টেনে কথা বলে, একটু লাজুক ধরনের। কথা বলবার সময় চোখে মুখে কোনো অভিব্যক্তি থাকে না।]

মধু জেগে আছ তাহলে তোমরা।

বৌ এইবার শোব ভাবছি।

মধু আগে একবার এসেছিলাম এদিকে। প্রথমে মনে হল ঘরে আলো জ্বলছে। তারপর হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল! হাঁক ডাক করলাম, কেউ উত্তর দিল না। এবার কিন্তু খুব ভাল ভাবে দেখে নিয়েছি, ঘরে আলো জ্বলছে। তাই একবার এলাম।

বৌ কোনো খবরটবর আছে নাকি, মধু?

মধু [বসে একটু দম নিয়ে] সেইজন্যেই তো আসা। দারোগা সাহেবের বৌ খবর পাঠিয়েছে।

বৌ সেদ্ধ কাচতে হবে, এই তো ?

মধু [ভ্রূ কুঁচকে, যেন অনেক চিন্তা ভাবনা করে] ঠিক বলেছ।

বৌ তা, কবে যেতে হবে ?

মধু কাল।—কাল সকালে।

বৌ আর, সেই খবর দিতে এসেছে তুমি আজ এই রাত দুপুরে!

মধু কাল হচ্ছে দারোগা সাহেবের বাড়ীতে কাচাকাচি করার দিন।

বৌ খবরটা তো দুচার দিন আগে দিতে হয়!

মধু হ্যাঁ, তা তো দিতেই হয়। তুমি বাপু এ নিয়ে আর চেঁচামেচী করো না। আমি আসলে ভুলেই গেছিলাম। এত ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়, যে কথাটা আমি বেমালুম ভুলে গেছিলাম।

বৌ নেহাত তুমি বলছ তাই। আমি যাব কাল সকালে। তুমি হলে আমাদের বন্ধু লোক। আর কেউ হলে, যেতাম না। সে বান্দা আমি নই। তোমার সব খবর আমি রাখি তাই। ঐ এগারোটা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সংসার। তাই সামলাবে, না, বড় সাহেবের গিন্নীর ফরমাস খাটবে। ঠিক আছে, আমি যাব। বলে দিও তোমার দারোগার গিন্নীকে।

মধু তুমি যদি কাল সকালে না যাও বৌ, তবে আমার দফা রফা।

বৌ আমি ঠিক যাব। তোমার চিন্তা করতে হবে না। এই নাও, একটুখানি গলা ভিজিয়ে নাও। [গ্লাসে মদ ঢেলে দিল।] এই শীতে, ভালই লাগবে। আমরাও একটু খেয়ে নিয়েছি। আমরা এখন একটু বেরুব। ও গাঁয়ে আমার বোন থাকে, তার ওখান থেকে কটা ছাগল নিয়ে আসতে হবে। ওরা আর ছাগল রাখবে না ঠিক করেছে। দিনের বেলা তো সময় পাই না, তাই রাত দুপুরেই যাওয়া ঠিক করেছি। ওদের খবর দেয়া আছে। ওরাও বসে আছে। গরীব মানুষের কি আর দিন রাত্তির বলে কিছু আছে ? তুমিই বল ?

মধু আমাকে নোটিশ দিয়ে দিয়েছে, জান সেকথা ? দারোগা সাহেব বলেছে, আমি নাকি সজাগ থাকি না। কোথায় কি হছে, খোঁজ রাখি না।

বৌ তাই বলে কী কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে বেড়াতে হবে নাকি ?

মধু আমার না, বাড়ীতে ঢুকতেও ইচ্ছা করে না। ঢুকলেই অশান্তি, গালাগালি। সবই কপাল বুঝলে বৌ, সবই কপাল।

বৌ ওসব কথায় কান না দিলেই হয়!

মধু মনে এত জ্বালা, তা যদি একটুখানি ভাঁটিখানায় গিয়ে বসি, ব্যস্ আর দেখতে হবে না। হুলু-স্থুল পড়ে যাবে। কিছুই করার উপায় নেই আমার। যাই করি তাতেই ঝঞ্ঝাট। আর পারি না—

বৌ বৌকে ভয় করলে ও রকমই হয়, এই নিজে মেয়ে মানুষ হয়ে তোমাকে বলছি। বৌ যদি চেঁচামেচী করে, তুমি তার ওপরে গলা ছাড়িয়ে চেঁচাবে। যদি মারধোর করে, তুমি উল্টে দুঘা বসিয়ে দেবে। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। এইবার এদিকে একটু এস তো, তুমি তো আমার চেয়ে লম্বা, ঐ দড়িগাছ নামিয়ে দাও তো! [বুধোকে] তুমি যাও, তোমার ঠেলাটা বার করগে। কতবার বলতে হবে এক কথা! [মধু দেয়ালে ঝোলানো দুগাছা দড়ি নামালে।] ঠিক আছে, দুটোই দাও আমাকে। [বাইরে বুধোকে উদ্দেশ্য করে] হাত চালাও, ওখানে আবার বসে থেক না।

বুধো [নেপথ্যে] পাচ্ছি না।

বৌ কী পাচ্ছ না?

বুধো [দরজার সামনে এসে] ঠেলাটা বার করতে পাচ্ছি না। রাজ্যের জিনিষ ওর ওপর চাপানো। এই অন্ধকারে কিছু করা যাবে না!

বৌ তোমার দ্বারা যদি একটা উপকার হয়। [তাড়াতাড়ি গায়ের চাদর দিয়ে মাথা কান ঢেকে] দাঁড়াও আসছি। মধু, ভাই ঐ লণ্ঠনটা দাও তো! [মধু ধীরে সুস্থে অনেক কষ্টে লণ্ঠনটা এগিয়ে দিল।] বেশ, এইবার রওনা হওয়া যাক। চল, দেখি ঠেলাগাড়ী বার করা যায় কি না।

মধু ঠেলাগাড়ী কী হবে?

বৌ বাঃ! বললাম না, ও গাঁয়ে আমার বোন থাকে, তার ছাগল কটা নিয়ে আসতে হবে।

মধু ছাগল আনতে ঠেলাগাড়ী?

বৌ আর বাপু শুধু ছাগল আনলেই তো হবে না। তাদের থাকার আস্তানাটা বানাতে হবে না? ওর যে ঘর আছে, তার দুচারখানা তক্তা নিয়ে আসতে হবে না! আমার ছাগলের ঘরে অত জায়গা কোথায়?

মধু তাই বল।

[সবাই রওনা হল। বৌ মধুর হাতে হেরিকেনটা এগিয়ে দিল।]

বৌ তুমি ভাই একটু আলোটা ধর, দেখি ওই ঠেলাগাড়ীটা বার করি।

মধু [হেরিকেন হাতে নিয়ে গান ধরল] এবার ভালয় ভালয় বিদায় দাও মা, আলোয় আলোয় চলে যাই—

দ্বিতীয় দৃশ্য

[থানার বড় দারোগা নিজামের ঘর। পিছনের দেয়ালে তিনটে জানালা, দেয়ালের রঙ সাদা, চূণকাম করা। বাঁদিকে দেয়ালে ভেতরে ঢোকবার দরজা ডানদিকের দেয়াল ঘেঁসে মস্ত বড় টেবিল, তার ওপর বই-পত্র, ফাইল ইত্যাদি রাখা আছে। মাঝখানের জানালার সামনে একটা টেবিল আর চেয়ার, সেখানে পাঁচুবাবু বসে। পাঁচুবাবু থানার জমাদার, কেরাণীর কাজও করে। বড় দারোগার টেবিলের ডানদিকে একটা কাঠের আলমারী, তাতে বই বাঁদিকের দেয়ালে ফাইল-পত্র রাখবার শেল্ফ। বাঁদিকের দেয়াল থেকে সার বেঁধে ছটা চেয়ার রাখা আছে। ও সব চেয়ারে কেউ বসলে প্রেক্ষাগৃহ থেকে তার পেছনটা দেখা যাবে।—শীতকালের সকাল, বাইরে রোদ্দুর। পাঁচুবাবু তার চেয়ারে বসে কান চুলকোচ্ছে। সাধারণ চেহারার ৩৬।৩৮ বছরের মানুষ। একগাদা ফাইল বগলদাবা করে নিজামুদ্দিন খান্ প্রবেশ করল। চালচলন ছটফটে। নিজামের বয়স চল্লিশ মত। চোখে চশমা! দেখলে বোঝা যায় জমিদার বংশের লোক। নিখুঁত পোশাক পরা। কথা বলে মিলিটারী কায়দায়।]

নিজাম [কোনোদিকে না তাকিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসতে বসতে] বাঃ, এসে গেছেন!

পাঁচু [উঠে দাঁড়িয়ে পুলিশি কায়দায় সেলাম করে] নমস্কার স্যার!

নিজাম খবর আছে কিছু?

পাঁচু [দাঁড়িয়ে ফাইল ওল্টাতে ওল্টাতে] হ্যাঁ স্যার, আছে। খবরের মধ্যে প্রথমে হল গিয়ে—হ্যাঁ, প্রথম খবর হল গিয়ে, হ্যাঁ এই যে—ঐ সেই তরণীবাবু, যার চায়ের দোকান আছে, সেই তরণীবাবু আর কটা দিন, মানে আর সপ্তাহ খানেক সময় চেয়ে দরখাস্ত করেছে।

নিজাম তরণী মানে, সেই তরণী তো—এই তো সেদিন—

পাঁচু আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, সেই তরণীবাবু। লোকটা ভাল স্যার। তাই বলছিলাম, যদি স্যার, আপনি দয়া করে মানে—

নিজাম ঠিক আছে, ঠিক আছে। সে পরে দেখা যাবে।

[মধুর প্রবেশ।]

মধু পেন্নাম হই খান্ বাহাদুর!

নিজাম শোন, আবার যেন বলতে না হয়। মনে রাখবে। ডিউটির সময় আমি বড় দারোগা।

মধু আজ্ঞে হ্যাঁ, খান্—স্যার, সব সময় খেয়াল থাকে না। মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়।

নিজাম আমি খান্ বাহাদুর, আমার বাবা খান্ বাহাদুর। সব ঠিক। সাহেবরা দিয়ে গেছে সেই নাম। সেটা খেতাব। এই চেয়ারে, এই ঘরে আমি দারোগা। মনে রাখবে। আর যেন কখনো বলতে না হয়। [পাঁচুকে] হ্যাঁ, তুমি তোমার রিপোর্ট দিয়ে যাও! মতি ডাক্তার এসেছিল?

পাঁচু আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

নিজাম বেশ। তাহলে এসেছিল। লোকটাকে আমার খুব দরকার! আবার আসবে তো?

পাঁচু আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

নিজাম কখন? কিছু বলে গেছে?

পাঁচু এই দুপুরের দিকে, মানে হচ্ছে গিয়ে, ঐ সাড়ে এগারোটা নাগাদ আসবে বলেছে।

নিজাম কিছু বলে গেছে?

পাঁচু আজ্ঞে না, মানে হ্যাঁ। মানে তেমন কিছু না। ওই হেডমাষ্টারবাবু, মানে আমাদের ফণিবাবুর ব্যাপারে কি যেন কথা আছে স্যারের সঙ্গে।

নিজাম আচ্ছা পাঁচু, তুমি ঐ ফণিবাবু না কে, তাকে চেন?

পাঁচু তেমন কিছু জানি না স্যার। শুনেছি। মানে জানি, হ্যাঁ, তা জানিই বলা যায়, উনি ওই কমলবাবুর বাড়ীতে ভাড়া থাকেন।

নিজাম কতদিন হল এখানে আছে?

পাঁচু আমি তো স্যার এসে থেকেই দেখছি। আমি এখানে বদলী

হয়ে এসেছি, তা ধরুন এই প্রায় পাঁচ মাস হবে। এই পৌষটা পেরোলে পাঁচ মাস পুরো হবে।

নিজাম ও হ্যাঁ। তুমি তো বলতে গেলে আমার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছ। আমারই তো প্রায় পাঁচ মাস হতে চলল।

পাঁচু [মধুর দিকে তাকিয়ে] আমার মনে হয় স্যার, হেডমাষ্টার মশাই, তা বছর দুই হল এ গাঁয়ে আছেন।

নিজাম [মধুকে উদ্দেশ্য করে] তুমি তো নিশ্চয় কোনো খবর-টবর রাখ না।

মধু আজ্ঞে হ্যাঁ, খান্—মানে স্যার, আমি জানি।

নিজাম কী জান?

মধু ওই মাস্টারবাবু কবে এসেছেন।

নিজাম জান? তবে বলছ না কেন?

মধু বলব?

নিজাম তা এতক্ষণ ধরে শুনছ কী? কবে এসেছে?

মধু আজ্ঞে, গত পুজোর আগের পুজোর আগে। ওই জষ্ঠি আষাঢ় মাসে।

নিজাম তার মানে, প্রায় দু বছর হতে চলল!

মধু আজ্ঞে হ্যাঁ, তাতো হতেই চলল।

নিজাম আগে কোথায় ছিল?

মধু আজ্ঞে, কলকেতায়।

নিজাম হুম্, আর কিছু জান, লোকটা সম্বন্ধে?

মধু জানি খান্—, মানে স্যার, মাষ্টার মশাই-এর এক ভাই কোন থেটারে টিকিট বিক্রী করে।

নিজাম আমি তার ভাইএর কথা জিজ্ঞাসা করিনি। লোকটা কী করে? তার চাল-চলন, কেমন লোক—

মধু তাতো আমি হুজুর জানি না! তবে শুনেছি ঐ মাস্টার মশাই-এর কঠিন ব্যামো আছে, মূত্রদোষ। মানে বহুমূত্র।

নিজাম আঃ! লোকটার বহুমূত্র আছে, কি অল্পমূত্র আছে, তাতে আমার কি! তার খুশী হয়, সে মুতে ভাসিয়ে দিক।—কী করে লোকটা?

পাঁচু [মাথা নেড়ে] তেমন কিছু না। প্রেভাট্ পড়ায়।

নিজাম প্রাইভেট, প্রাইভেট—প্রেভাট্ নয়। প্রাইভেট পড়ায়। প্রেভাট্!—হুঁ, যত সব!

পাঁচু আমাদের বিষ্টুর দোকানে প্রায়ই যায়, সাদা সাদা বই বাঁধাতে দেয়!

নিজাম লোকটা কী অত পড়ে? একটু জানার দরকার।

পাঁচু আজ্ঞে, শৈলেনদা, মানে ওই ডাকপিওন বলে, মাস্টার মশাই-এর নামে নাকি অনেক পত্রিকা আসে। তা প্রায় বিশ-পঞ্চাশটা হবে। তার মধ্যে স্যার, র‍্যাশন পত্রিকাও থাকে।

নিজাম র‍্যাশন?

পাঁচু আজ্ঞে হ্যাঁ, র‍্যাশন!

নিজাম [অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।]

পাঁচু হ্যাঁ স্যার, র‍্যাশন—মানে, কি যেন—ঐ সো—সো—

নিজাম ও, সোভিয়েত। র‍্যাশন। আরে বাপু র‍্যাশন না, রাশিয়ান, সোভিয়েত। র‍্যাশন—যত সব! রাশিয়ান পত্রিকা পড়ে লোকটা?

পাঁচু তাতো জানি না স্যার।

নিজাম এই যে বললে, শৈলেশ না কে—

পাঁচু আজ্ঞে স্যার, শৈলেশ না, শৈলেন। [মুখ টিপে হাসল।]

নিজাম [হাসতে দেখে রেগে গিয়ে] ঐ হল। শৈলেশ আর শৈলেন, একই কথা।

পাঁচু না স্যার, ওর নাম শৈলেন, শৈলেশ না।

নিজাম বেশ বেশ, ঐ শৈ-লেনকে একবার আসতে বলবে।

পাঁচু ডেকে পাঠাব স্যার?

নিজাম এক্ষুণি দরকার নেই। সময়-সুযোগ মত। কাল, পরশু, যেদিন হয়। দু চারটে পত্রিকাও যেন নিয়ে আসে। [মধু ঝিমোচ্ছে লক্ষ্য করে] তুমি তো বাপু সারাদিন ঘুমিয়ে কাটাও মনে হচ্ছে।

মধু [চমকে জেগে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করল] আজ্ঞে হ্যাঁ, খান্ সা—ইয়ে, স্যার!

নিজাম ঠিক আছে, থাক। আমার নিজের লোকদেরই দেখছি আগে শায়েস্তা করতে হবে। কুঁড়ের বাদশাহ্ সব। আগের বড় দারোগা তোমাদের সব বারোটা বাজিয়ে রেখে গেছে। নিজেও যেমন নাকে তেল দিয়ে ঘুমোতো, তোমারও হয়েছে তেমনি। সব আবার সাজাতে হবে। কাজ চাই আমি, কাজ। আর শুয়ে বসে কাটালে চলবে না। মনে রেখ কথাটা। [পাঁচুকে] মতি ডাক্তার কিছু বলে গেছে?

পাঁচু আজ্ঞে না স্যার, তেমন কিছু বলেনি। যা বলছিল, তাতে মনে হল, হুজুর জানেন—

নিজাম জানি বটে, তবে সবই ভাষা ভাষা। সঠিক কিছুই জানি না। ও লোকটাকে আমি প্রথম থেকেই সন্দেহ করি। ঐ মাস্টারের কথা বলছি। মতি ডাক্তার যা বলেছে, তাতে কেবল বুঝতে পেরেছি, সত্যিই সন্দেহের কারণ আছে। মালটি ঠিকই ধরা পড়েছে—আচ্ছা, মতি ডাক্তারের ব্যাপার কী?

[পাঁচু আর মধু পরস্পরের দিকে তাকাল। পাঁচু মাথা নাড়ল—জানে না।]

নিজাম শুধু নাকি ধার দেনা করে বেড়ায়?

পাঁচু আজ্ঞে, ডাক্তারী করে তো!

নিজাম ডাক্তারী? ডাক্তারী করবে কি, পাশই তো করেনি!

পাঁচু আজ্ঞে, ঐ পাশটাই বাকী ছিল। পরীক্ষার আগে ওঁর ওই চোখটা গেল, আর পরীক্ষা দেওয়া হল না।

নিজাম তার মানে, হাতুড়ে। তা, ডাক্তারীতে তাহলে ভালই রোজগার?

পাঁচু আজ্ঞে স্যার, রোজগারের চেয়ে ডাক্তারী বেশী করে। রোজগার আছে বলে তো মনে হয় না।

নিজাম যাকগে, তার ব্যাপার সে বুঝবে। আর কোন খবর আছে?

পাঁচু আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। ওই তিউয়ারী ছুটি চায়। ওর মায়ের অসুখ, দেশে যাবে।

নিজাম মায়ের অসুখ? দুমাস আগেই ও দেশে গেছিল না? তখন তো ছুটি নিয়েছিল, ওর মা মারা গেছে বলে।

পাঁচু আজ্ঞে, ওদের ও রকম হয়

নিজাম মরা মায়ের অসুখ হয়?

[পাঁচু চুপ।]

নিজাম ঠিক আছে। ওটা পরে দেখা যাবে। আচ্ছা, তোমার কানে কখনো এসেছে, যে, ঐ মাস্টারটা উল্টোপাল্টা কথা বলে বেড়ায়? রাজনীতি করে?

পাঁচু আজ্ঞে, তেমন তো কিছু শুনিনি।

নিজাম আমি শুনেছি। সরকার বিরোধী কথাবার্তা বলে। লোকজনকে

উস্কানী দেয়। দিক না, কত দেবে। ধরতে পারলে ওর দফা রফা করে ছাড়ব। এ বাবা নিজাম দারোগা। সব শায়েস্তা করে ছাড়ব। যাকগে, কাজের কথায় আসা যাক। হ্যাঁ, মধু, তোমার কোন খবর আছে?

মতি আজ্ঞে, গত রাতে একটা চুরি হয়েছে।

নিজাম চুরি? কোথায়?

মতি মোক্তার বাবু, মানে কমল মোক্তারের বাড়াতে।

নিজাম কী চুরি গেছে?

মতি আজ্ঞে, জ্বালানী কাঠ।

নিজাম এই গত রাত্রে, না অন্য কখন?

মতি আজ্ঞে গত রাতে।

নিজাম কার কাছে শুনলে সে কথা?

মতি আজ্ঞে, আমি শুনলাম, মানে আমাকে—

নিজাম ওঃ, কে, কে বলল?

মতি আমি শুনলাম, মানে আমাকে বলল—ওই মাস্টার বাবু।

নিজাম আচ্ছা! ঐ লোকটার সঙ্গে তোমার খুব খাতির?

মতি আজ্ঞে, মোক্তারবাবুও বলেছে।

নিজাম ওটা তো জলজ্যান্ত আপদ একটা। হপ্তায় তিনটে নালিশ আনে। একবার কে তাকে ঠকিয়েছে, আবার তার বাগানের বেড়া ভেঙে দিয়েছে, তারপর আবার কে তার সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। শুধু লোকের সাথে ঝগড়া করবে আর আমাকে জ্বালিয়ে খাবে।

[মতি ডাক্তারের প্রবেশ। মুখে একটু অপ্রস্তুত হাসি।

ডাক্তার নমস্কার স্যার!

নিজাম এই তো আপনি এসে গেছেন। আপনি এসেছেন, খুব ভাল হয়েছে। আপনার কাছেই তাহলে খাঁটি খবরটা পাওয়া যাবে। মোক্তারের বাড়ীতে নাকি চুরি হয়েছে?

ডাক্তার আমি তো আর বাড়ীতে থাকি না।

নিজাম তা না থাকলেন। কিছু শোনেন নি? ঐ চুরির ব্যাপারে?

ডাক্তার শুনেছি, তার সঠিক কিছু জানি না। এই সকালে যখন ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন দেখি ওরা দুজনে কি বলাবলি করছে।

নিজাম ওরা দুজনে মানে?

ডাক্তার ওই মোক্তার আর মাস্টার।

নিজাম ঐ মাস্টার বুঝি ওর খুব বন্ধু লোক ?

ডাক্তার আজ্ঞে স্যার, ওই হরিহর আত্মা যাকে বলে।

নিজাম হুম্। ঐ মাষ্টারের ব্যাপারটা আমার জানার দরকার। সবচেয়ে আগে আমাকে তা জানতে হবে। বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? এই আপনাকে বলছি আমি, কাল সারারাত আমার ঘুম হয়নি। আমি ঘুমোতেই পারলাম না। আপনি আমাকে যে চিঠিটা লিখেছেন, সেটা পড়ার পর থেকেই আমার মাথার মধ্যে দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই ঘুমোতে পারিনি। সত্যিই খুব সাংঘাতিক কথা। আমার আগের বড়দারোগার কিছু আসে যায়নি। সে তো কেবল নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়েছে। আমি ঠিক করেছি, এর একটা—কি বলে, হ্যাঁ, এর একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব। আমার আগের বড় দারোগার আমলে যা হয়েছে, তা আর বলবার নয়—রাজ্যের জঞ্জাল এসে জড়ো হয়েছে। সন্দেহজনক সবলোক, কেউ রাজনীতি করে, সমাজ বিরোধী, সরকার বিরোধী কাজ করে বেড়ায়। সব এবার শায়েস্তা করব। এতদিনের জঞ্জাল সাফ করব, একটা আদর্শ থানা গড়ে তুলব।

ডাক্তার আজ্ঞে, যোগ্য লোকের হাতেই পড়েছে এই থানার ভার।

নিজাম আচ্ছা, ডাক্তারবাবু, আপনি তো ডাক্তারী করেন।

ডাক্তার আজ্ঞে, সাধ্যমত ঔষধ পত্তর দিই, গরীবের সেবা করি।

নিজাম তাতে আপনার চলে ?

ডাক্তার আমার কথা বাদ দিন খান সাহেব। ভগবানের দয়ায় আমার দিন কেটে যায়। ভালই কাটে।

নিজাম আপনি তো পাশ করা ডাক্তার, তাই না ?

ডাক্তার আজ্ঞে খান সাহেব, আপনি বোধহয় সবটা জানেন না। আমি মেডিক্যাল কলেজে পড়তাম। পরীক্ষার ঠিক আগে একটা এ্যাকসিডেন্ট হয়, ল্যাবেরেটারীতে। ফলে এই ডান চোখটা যায়। তাই আর পরীক্ষাটা দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

নিজাম ক্ষতিপূরণ কিছু পেয়েছিলেন ?

ডাক্তার আজ্ঞে না।

নিজাম হুম্। আচ্ছা, আপনি আমার ভায়রা সামসুল সক সাহেবের নাম শুনেছেন ?

ডাক্তার বাঃ! হক্ সাহেবের নাম কে না জানে? তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলাপ আছে। উনি আমাদের দুক্লাশ উপরে পড়তেন। এখনও চিঠিপত্র দেয়া নেয়া হয়। খুব নাম করেছেন ডাক্তারীতে। আমার তেমন কঠিন রুগী এলে তো আমি ওঁর কাছেই পাঠাই।

নিজাম [বেশ একটু খুশী ভাব] আচ্ছা, আপনি তাহলে হক্ সাহেবকে চেনেন? খুব ভাল লাগল কথাটা শুনে। আর আপনার সাথে যখন তাঁর এত ঘনিষ্ঠতা, তখন আপনাকে আমার বন্ধুলোক বলেই ধরে নিতে পারি।

ডাক্তার সে তো আমার সৌভাগ্য, খান সাহেব।

নিজাম দেখুন, আমি বলতে গেলে নতুন এখানে। আর দেখতেই পাচ্ছেন এই থানার দশা। আপনাদের মত লোকের সাহায্য আমার দরকার। আপনার চিঠিতে লিখেছেন ফণিবাবুর কথা। তার চালচলন আপনি লক্ষ্য করেছেন, এবং তা আপনার সুবিধাজনক মনে হয় না। খুলে বলুন তো, ব্যাপারটা কী?

ডাক্তার [থেমে থেমে] আমি যখন, মানে বছর খানেক আগে—তা এক বছরই হবে, যখন ঐ মোক্তারের বাড়ীতে ভাড়া নিই, তখন আমার বলতে গেলে—বলতে গেলে কেন, আসলে কোনো ধারণাই ছিল না, কাদের পাল্লায় গিয়ে পড়ছি।

নিজাম অর্থাৎ, আপনি ঐ মোক্তার বা মাষ্টার কাউকেই চিনতেন না, এই তো?

ডাক্তার আজ্ঞে না। আর যখন তাদের স্বরূপ প্রকাশ পেল, তখন আর হুট করে বাড়ী ছাড়তেও পারিনি। বুঝতেই পারছেন, এই পাড়াগাঁয়ে একটা মোটামুটি ভাল বাসা পাওয়া সহজ কথা নয়।

নিজাম ও বাড়ীতে কি জাতের লোক যাতায়াত করে?

ডাক্তার সে আর বলবেন না। যত বাজে লোকের আড্ডা।

নিজাম বুঝলাম।

ডাক্তার যত সব বাজে লোক, রাম শ্যাম যদু মধু। ওখানে বসে রাজনীতি করা হয়।

নিজাম ওরা নিয়মিত ভাবে আসতো?

ডাক্তার প্রত্যেক বৃহস্পতিবার তো আসতোই, তাছাড়াও আসতো।

নিজাম তাহলে ওটার দিকে একটু নজর রাখতে হবে। এখন আর তাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক নেই?

ডাক্তার আমি আর পেরে উঠিনি। ওদের সঙ্গে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

নিজাম একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না, এই তো?

ডাক্তার আপনি আমার মুখের কথাটা বলে দিলেন।

নিজাম ঐসব সমাজবিরোধী আড্ডা, মানী লোকেদের নিয়ে ঠাট্টা তামাশা, এসব আপনি আর সহ্য করিতে পারেননি।

ডাক্তার ওসব অসহ্য হয়ে উঠেছিল, তবুও থাকতে হয়েছে, সুবিধামত বাসা না পেলে যাই কোথায়!

নিজাম এখন তো ও বাসা ছেড়ে দিয়েছেন?

ডাক্তার ছাড়তে পেরে বেঁচে গেছি।

নিজাম আর এখন ঠিক করেছেন—

ডাক্তার সেটা আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

আপনি ঠিক করেছেন, এ সমস্ত ব্যাপার আমাদের নজরে আনা উচিত। আপনি উচিত কাজ করেছেন। লোকটা তাহলে এমন একটা কথা বলেছে—পরে ওটা ডাইরী করা হবে—এমন একজনের নামে, যার ফলে আমাদের সকলের মানসম্মান নিয়ে টানাটানি পড়ে যেতে পারে।

ডাক্তার নিশ্চয়। তাই বলেছে লোকটা।

নিজাম দরকার হলে আপনি সাক্ষী দেবেন?

ডাক্তার দরকার হলে নিশ্চয়ই সাক্ষী দেব।

নিজাম আপনাকে সাক্ষী দিতে হবে।

ডাক্তার নিশ্চয় দেব। আমিতো অন্যায় কিছু করছি না।

নিজাম আর একজন সাক্ষী পেলে ভাল হতো।

ডাক্তার আমি দেখব চেষ্টা করে, খান সাহেব। তবে কি জানেন, ওরা বড়লোক, টাকা দিয়ে লোকের মুখ—

নিজাম দাঁড়ান, দাঁড়ান! ঐ তো, সেই মোক্তার আসছে। দেখি লোকটাকে শায়েস্তা করতে পারি কিনা। আমার নাম নিজাম দারোগা। আপনি মতিবাবু, আমার অনেক উপকার করেছেন। আমার চিরকাল মনে থাকবে। এসব দুষ্টলোক সম্বন্ধে আগের থেকে কিছু জানা থাকলে সুবিধা হয়। বাগে আনতে সুবিধা হয়।

[কমল মোক্তারের প্রবেশ। সত্তরের ওপর বয়স। বেঁটে মত, কানে কম শোনে। একটুখানি কুঁজো, বয়সের ফলে, বাঁ কাঁধটা হেলানো। কথা বলে একটু ছ-ছ করে এবং সেই সঙ্গে হাত নাড়ে প্রচণ্ড ভাবে। মাথায় কানঢাকা টুপী, গলায় মাফলার, গায়ে শাল, হাতে দস্তানা এবং পায়ে জুতো মোজা।]

কমল খি খাণ্ড, খি খাণ্ড! হ্যাঃ।—নোমোস্কার বড়বাবু, নোমোস্কার!

নিজাম [মতি ডাক্তারকে] এক মিনিট! [কমল মোক্তারের দিকে একটু অবজ্ঞাভরে তাকিয়ে, গলার স্বরেও অবজ্ঞা] কী চাই আপনার?

কমল [বিরক্তিতে ফেটে পড়ে] খী ছাই মানে? ছুরি হয়েসে আমার ফাড়ী, ছুরি! [হাঁপাতে হাঁপাতে পাঞ্জাবীর পকেট থেকে রুমাল বার করে নাক ঝাড়ল]

নিজাম চরি হয়েছে? হুম্!

কমল [উত্তেজিত] হ্যা, হ্যা ছুরি হয়েসে। আমার সব গেসে। অতখুলো খাট, সফ্ ছুরি হয়ে গেসে। আমার সর্বনাস খরে দিয়েসে।

নিজাম [মুচকি হেসে উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে আগের মতই অবজ্ঞা ভরে] এতদিন তো কৈ এখানে ওসব চুরি-টুরি হয়নি।

কমল [কানের কাছে হাত নিয়ে] খী? ছুরি হয়নি? হায় ফগবান, খোতায় আসি? ছুরি হয়নি থো আমি খি এখানে খামাসা খরতে এসেসি? ছুরি হয়নি?

নিজাম তা অত চেঁচামেচী করছেন কেন? আপনি কে, তাইতো জানিনা! আপনার নাম কী?

কমল [থমকে গিয়ে] খী? আমাখে ছেনেন না?

নিজাম না। কী নাম আপনার?

কমল আমার নামই সোনেন নি এখনো? আমার থারনা, আফনি আমাকে ছেনেন।

নিজাম ভুল ধারণা। কোনদিন আপনাকে দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না। ওসব কথা থাক, বলুন আপনার নাম!

কমল [অগত্যা] খমল মজুমথার।

নিজাম কী করেন?

কমল খিছু খরি না। মোখ্তার সিলাম। এখন, কিছু জমিজমা আসে, সেইসব খেখাশুনা খরি।

নিজাম আপনি যে কমল মজুমদার, তা প্রমান করতে পারবেন ?

কমল [উত্তেজিত] খ্—খী ? ক্রমান ? আমি খমল মোখ্তার, থার ক্রমাণ ছাই ?

নিজাম আপনি তো মোক্তার ছিলেন, আইন কানুন তো আপনার জানা থাকার কথা।

কমল আমাখে আইন সেখাথে হবে না। আজ থিরিশ বসর আমি এখানে আসি। আমাখে ছেনে না, এমন লোখ নেই এই অঞ্চলে।

নিজাম আপনি কতদিন এই অঞ্চলে আছেন, তা জানার দরকার নেই আমার। আপনিই যে কমল মোক্তার মানে কমল মজুমদার, মোক্তার—সেটা আমার দরকার। মতিবাবু, আপনি চেনেন এই ভদ্রলোককে ? [মতি ডাক্তার মুখটা গম্ভীর করে ঘুরে বসল।] ও হ্যাঁ, ভুলে গেছিলাম। পাঁচু, তুমি চেন এই ভদ্রলোককে ?

পাঁচু আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, চিনি। ইনি কমল মজুমদার, আগে মোক্তারী করতেন। এখানকার বাসিন্দা।

নিজাম বেশ। তাহলে এখন আপনার নালিশ হচ্ছে যে, আপনার কাঠ চুরি গেছে। এইতো ?

কমল হ্যাঁ! সুখনো খঠখঠে খাট।

নিজাম জ্বালানী কাঠ ?

কমল হ্যাঁ জালানী খাঠ।

নিজাম সে কাঠ আপনার গুদামে ছিল ?

কমল [উত্তেজিত] ঘুদামে মানে ? এ আবার খোন ফ্যাসাধের ছিষ্টি খরে ?

নিজাম কী বলছেন ? কোন কী যেন বললেন ?

কমল আফনি খী বলথে ছাস্সেন ?

নিজাম আমি কিছু বলতে চাই না। আপনি বলুন। কাঠ তাহলে গুদামে ছিল না। ঠিক ?

কমল ফাগানে সিল। মানে ফাগানের সামনে সিল।

নিজাম তার মানে, রাস্তায় ছিল।

কমল ফাগানের সামনে, আমার নিসের জমির ওফর।

নিজাম খোলা জায়গায় ছিল, যে কেউ এসে তুলে নিয়ে যেতে পারতো। তাই নিয়ে গেছে। তা আপনি ওরকম খোলা জায়গায় ওগুলো রেখেছিলেন কেন ?

কমল সেটা আমার ঐ ছিয়ের খাও। ওখে বলা হয়েসিল ওখুলো ফিতরে এনে রাখতে, রাখেনি।

নিজাম ও বোধহয় পেরে ওঠেনি।

কমল না, ও রাখতে ছায় নি। আফত্তি করেসে। আমি যখন ফললাম, ওসব ওজর আফত্তি শুনবো না, খাঠ ফিতরে আনথে হযে, সে খাজ সেরে ছলে গেল। সেইজন্যে আমি ওর ফাপ-মায়ের নামে নালিশ খরতে ছাই। এর ক্ষতিফুরণ খাদের খরতে হবে।

নিজাম আপনার খুশী হয় আপনি নালিশ করতে পারেন। তবে তাতে লাভ হবে বলে মনে হয় না। নিজে মোক্তার ছিলেন, আর এটুকু জানেন না!—যাক সেসব, কাউকে সন্দেহ হয় আপনার?

কমল খাকে সন্দেহ খরব, আর খাকেই বা মারবো। এখানে এক ছোরের রাজত্ব।

নিজাম একটু সাবধানে কথা বলবেন। এটা থানা। এখানে ওসব বাজে কথা চলবে না। আমরা একটা চুরির তদন্ত করব, কেমন করে করব শুনি! কাকে সন্দেহ করেন তাই বলুন।

কমল খার নাম ফলি? খারপর সে যথি না হয়?

নিজাম আপনার বাড়ীতে আর কে থাকে? মানে অন্য লোক।

কলম হেডমাষ্টার থাকে, ফাড়া। ফণিফাবু।

নিজাম [যেন মনে করতে চেষ্টা করছে] ফণিবাবু, ফণিবাবু, ফণিবাবু মানে তো সেই লোকটা? তাই না?

কমল ডায়মণ্ডহারফারে স্খুলের হেডমাষ্টার সিল। ফণ্ডিত লোখ।

নিজাম আপনাদের দুজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব, তাই না।

কমল খার সাথে আমার ফন্ধুথ, খার সাথে না, সে আমার ফ্যাপার, আমি বুসফো। সেখথা ফলথে আমি এখানে আসি নাই।

নিজাম আমার কথার ঠিক ঠিক উত্তর না দিলে আমি কি করে কাজ করব, বলুন? আপনি তো বলবেন, কে আপনার কাঠ চুরি করেছে!

কমল কী? আমি ফলব, আর আফনি ধরে আনবেন! ফাঃ, ফেশ খথা! হায় ফগবান, খোন্ রাজত্বে আসি? আমার খাঠ ছুরি গেসে, আমি সেই নালিশ খরতে এসেছি। ডাইরী খরতে ছাই আমি, ফ্যাস্।

নিজাম কিন্তু, আপনি নিশ্চয় কাউকে সন্দেহ করেন। কাঠটা তো কেউ না কেউ চুরি করেছে। নাকি করেনি?

কমল খাঠই যদি ছুরি না যাবে, তো আমি এখানে খি থামাশা খরতে এসেছি ?

নিজাম কে করেছে চুরি ?

কমল হ্যাঃ, খে খরেসে ? আমি খী জানি ? আমি জানি না।

নিজাম [চেয়ারে হেলান দিয়ে, বিরক্ত ভাবে] বুঝলাম। পাঁচু, তুমি একটা ডাইরী লিখে নাও। হ্যাঁ, ওই ঝিয়ের কথা কী যেন বলছিলেন ? ঝি আপনার বাড়ীর কাজ ছেড়ে দিয়ে গেছে। এই তো ?

কলম হাঁ। থার ফাপ-মায়ের খাছে গেসে।

নিজাম তার বাপ-মা কোথায় থাকে ?

কমল থার মানে ? ফাপ-মা ঘোল্লায় যাবে কেন ?

নিজাম [একটু জোর গলায়] আমি বলছি, তার বাপ-মা কোথায় থাকে।

কমল অ—থাই ফলুন।

পাঁচু সে হচ্ছে স্যার, আমাদের এখানে যে ধোবানী আছে—বৌ। সেই বৌ এর মেয়ে।

কমল ধোবানী, বৌ, মানে—আমার বাড়ীতে যে আজ কাচাকাচি করছে, তার মেয়ে ?

পাঁচু আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

নিজাম অবাক কাণ্ড! বৌ তো বেশ খাটিয়ে লোক। খুব ভালমানুষ। [কমল মোক্তারকে] তার মেয়ে এমন কাজ করল ? তাজ্জব ব্যাপার।

কমল হ্যাঁ। ঐ ফৌ-এর মেয়ের এই খাজ।

নিজাম মেয়েটা আর ফিরে আসেনি ?

কমল এখনো আসে নি।

নিজাম ঠিক আছে, বৌকে ডেকে পাঠালেই সব জানা যাবে। [মধুকে] ওহে, মধু! আবার ঘুমোচ্ছো ? তোমার কি সবসময়ই ঘুম। এবার একটু ওঠ বাপু। যাও, আমার বাড়ীর ভেতরে যাও। সেখানে দেখবে বৌ কাজ করছে। তাকে একটু আসতে বল গিয়ে। এক্ষুণি আসে যেন। [কমল মোক্তারকে] মোক্তারবাবু, আপনি একটু বসুন।

কমল [নিঃশ্বাস ফেলে বসতে বসতে] হায় ফগবান, হায় ফগবান! খি সব খাণ্ড!

নিজাম [নীচু গলায় মতি ডাক্তার আর পাঁচুকে উদ্দেশ্য করে] আমি কেবল ভাবছি, এবার কি হবে। কোথাও একটা গোলমাল আছে। আমি ঐ বৌকে বেশ ভালভাবেই চিনি। অনেক পুরুষ মানুষ ওর সঙ্গে সমান তালে কাজ করতে পারবে না, এত কাজের আমার মেমসাহেব তো বলেই, বৌকে না পাওয়া গেলে দুজন লাগে ঐ একই কাজ করতে, তাও সে কাজ তেমন সুন্দর হয় না। তাছাড়া, ওকে দেখে তো মনে হয় না, ওর কোনো রকম দোষ আছে।

মতি ও ওর মেয়েদের কলকাতায় পাঠাতে চায়। সিনেমা থিয়েটারে—

নিজাম ওসব কথা ছেড়ে দিন। মাথায় দুএকটা স্ক্রু ঢিলে থাকলে, অনেকেই ওরকম ভাবে। তার জন্য তোমার একজনকে খারাপ বলা যায় না। [মতি ডাক্তারের হাতে তারের ফাঁসটা দেখে] আরে, মতিবাবু, আপনার হাতে ওটা কী ?

মতি তারের ফাঁস। আপনাকে দেখাতে এনেছি।

নিজাম আচ্ছা! দেখি, দেখি! [হাত নিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল] আচ্ছা, এই দিয়েই তাহলে ফাঁদ পাতা হয়!

মতি ঐ ফাঁদে পড়লে হরিণ-টরিণ গলায় ফাঁস লেগে মারা যায়।

নিজাম এই দিয়েই তাহলে ওরা চুরি করে হরিণ মারে ? হরিণ মারা তো এখানে বেআইনী!

[বৌ-এর প্রবেশ, তার পেছনে পেছনে মধু। বৌ ঢুকল কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে]

বৌ [বেশ খুশী খুশী ভাব, এক নজরে তারের ফাঁসটা দেখে নিয়েছে] কী হয়েছে ? আমাকে এত জোর তলব কেন ? এই এলেছি, বলুন, বৌকে আবার কোন দরকারে লাগবে এখানে।

নিজাম বৌ, তুমি এই ভদ্রলোককে চেন ?

বৌ কোন ভদ্দরলোকের কথা বলছেন হুজুর ? [কমল মোক্তারের দিকে আঙুল দেখিয়ে] এই ইনি ? ইনি তো আমাদের মোক্তারবাবু, কমল মোক্তার। মোক্তারবাবুকে চিনব না, তাই কি হয়! কী বলেন মোক্তারবাবু ? পেন্নাম হই।

নিজাম তোমার মেয়ে মোক্তার বাবুর বাড়ীতে কাজ করে ?

বৌ কে? আমার মেয়ে? আজ্ঞে হ্যাঁ, লতু। [কমল মোক্তারকে উদ্দেশ্য করে] তার মানে, কাজ করত, ছেড়ে দিয়েছে, এখন আর করে না।

কমল [রেগে গিয়ে] সেই খথাটা ফলো!

নিজাম [কমল মোক্তারকে থামিয়ে] আপনি একটু চুপ করে থাকুন।

বৌ কেন, কী হয়েছে বলুন তো?

নিজাম শোন বৌ, তোমার মেয়েকে এক্ষুনি মোক্তার বাবুর বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও।

বৌ উঁহু, আমাদের মেয়ে এখন আমাদের বাড়ীতেই থাকবে।

নিজাম তা বললেই তো হবে না। মোক্তার বাবু এসেছেন নালিশ নিয়ে, ওকে আবার কাজে লাগতে হবে। আর, আমার মনে হয় ওর আবার গিয়ে কাজে লাগাই ভাল হবে। মানে আমার তাই ইচ্ছা।

বৌ আমার কর্তার মত নেই। ওর মাথায় একবার কিছু ঢুকলে আর বার করা যায় না। একটু গোঁয়ার ধরণের। পুরুষ মানুষরা সবাই ঐ একই পদের। কারো কথা শুনবে না।

নিজাম থাক, থাক। ও সব কথা থাক। তোমার মেয়ে কতদিন হল কাজ ছেড়েছে? মানে, কতদিন হল তোমাদের বাড়ী এসে আছে?

বৌ কাল রাত থেকে।

নিজাম আচ্ছা, কাল থেকে। ওকে কিছু কাঠ তুলে রাখতে বলেছিল, কিন্তু ও তা রাখেনি, মানে রাখতে রাজী হয়নি। আপত্তি করেছে।

বৌ কে বলেছে সে কথা? আপত্তি করেছে! আমার মেয়ে কখনো আপত্তি করে না, কোনো কাজেই সে কোনোদিন আপত্তি করে না। তাহলে, আমিই ওকে সিধা করে ছাড়তাম।

নিজাম [কমল মোক্তারকে] শুনলেন, বৌ এর কথা?

বৌ আমার মেয়ে কুঁড়ে নয়, কাজ করতে আলিষ্যি নেই। যে লোক সে কথা বলে—

কমল খাল সে আফত্তি খরেছে, খাট খোলে নি।

বৌ হ্যাঁ, কাঠ টেনে মরতে হবে, তাও আবার রাত দুপুরে। বলি, একটা কচি মেয়েকে ওরকম কাজ করতে বলে কোন আক্কেলে?

নিজাম তার ফলে কি হয়েছে, তাই শোন এবার। কাঠগুলো রাত্রে বাইরে পড়েছিল। আর গত রাত্রে সেই কাঠ চুরি গেছে। এখন মোক্তারবাবু—

কমল [বৌ-কে] খোমাখে এর ক্ষথিফুরণ খরতে হবে।

নিজাম সে সব আমি বুঝব, কে ক্ষতিপূরণ করবে, কে করবে না। আপনি একটু চুপ করে বসে থাকুন।

কমল [বৌ-কে] ফাই ফয়সা অফ্‌দি ক্ষথিফুরণ চাই!

বৌ এঃ, তা বইকি! নতুন কথা শোনাচ্ছেন, মোক্তারবাবু। কেন, আমি ক্ষতিপূরণ করতে যাব কেন? চুরি করেছি, আপনার কাঠ?

নিজাম আহা, তুমি একটু থাম। ভদ্রলোকের এখন মাথা গরম আছে, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হতে দাও, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

বৌ এ—, মাথা গরম! মোক্তারবাবু যদি এখন কাঠের দাম দিতে বলে, তাহলেই আমি দিয়ে দেব। অত সুবিধে আমার কাছে হবে না। সে বান্দা আমি নই। আমি কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই, সে কথা এ গাঁয়ের কেউ বলতে পারবে না। তবে এই বলে দিচ্ছি, আমি ভালর ভাল, মন্দর যম। আমার পেছনে লাগলে, আমিও ছেড়ে কথা কইব না। আমিও অনেক কথা জানি, চুপ করে থাকি বলে তো আর চোখ বুঁজে থাকি না! আমি আমার কাজ করে যাই, ব্যাস্। সবাই জানে সে কথা। তাই বলে আমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাবে, তা আমি সহ্য করব না, এই বলে রাখলাম।

নিজাম আহা, তুমি অত চেঁচামেচী করছ কেন, চেঁচামেচীর কী আছে এতে? একটু সুস্থির হও। একটা কথা শুনেছ কি শোননি, ওমনি চেঁচাতে শুরু করলে? তোমাকে তো আমারা সবাই চিনিরে বাপু। নাকি, চিনি না? তুমি তোমার কাজ নিয়ে থাক। খাটো খাও, ব্যাস্। তুমি যে মন্দ লোক, সে কথা তো কেউ বলছে না। [কমল মোক্তারকে] নাকি, আপনি সে কথা মানেন না!

কমল না, সেখথা আমি ফলেছি?

বৌ না, বলেন নি! বলি বলতে বাকিটা রেখেছেন কোথায়? কথা শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়। বলি, মেয়েটা তো আমার, নাকি আর

কারো ? আমার মেয়েকে নিয়ে কথা হবে, আর আমি চুপ করে শুনে যাব। তাই হয় ? আমি সোজা মানুষ, সোজা কথা বলি। তাই বলে আমি অত বোকা নই। আমাকে তাহলে চেনেন না। আমি কারো তোয়াক্কা করি না, যে যেই হোক না কেন। স্বয়ং লাটসাহেব আসলেও আমার ঐ এক কথা। আমি কারো খাইও না পরিও না। তবে আর আপনাকে আমি ভয় করে চলব কেন, শুনি ?

নিজাম আহা বৌ, শোন। একটু চুপ কর তুমি রাগ করছ, কেন করছ, তাও আমি বুঝতে পারছি। তবে যদি ব্যাপারটা একটা ফয়সলা করতে চাও, তাহলে যা বলছি শোন। একটুখানি সুস্থির হও।

বৌ আপনি তো সুস্থির হও বলেই খালাস। কিন্তু সুস্থির হই কী করে ? কথা শুনলে গা জলে ওঠে। আমারও তো রক্ত মাংসের শরীর, নাকি তা নয় ! আজ দশ বছর ধরে ওনার বাড়ীতে আমি কাপড় কাচি। এতদিন আমাকে ভাল লাগল, আর এখন হঠাৎ সব আমার দোষ। বলে কিনা, ক্ষতিপূরণ করতে হবে! নিকুচি করি ঐ ক্ষতিপূরণের ! এই বৌ আর যাবে না আপনার বাড়ীতে, এই আমি বলে রাখলাম, সবাই সাক্ষী।

কমল থোমার আর যেতেও হবে না। অনেখ লোথ আছে। ফাত ছড়ালে থাখের অভাফ্ ।

বৌ আর আপনার বাগানের ঐ কলাটা মুলোটা, ওগুলোও অন্য লোক দিয়ে করাবেন। আপনার বাড়ীর ছায়াও আর মাড়াব না, এই বলে দিলাম।

কমল এখুলোও থোমার আশায় ফসে থাখবে না—ফাল ছাও থো মেয়েখে মানে মানে আমার ফাড়ীতে ফাঠিয়ে থাও।

বৌ কেন ? পড়ে পড়ে মার খাওয়ার জন্যে ?

কমল খে, খে মারে থোমার মেয়েখে ?

বৌ [নিজামকে] আমার মেয়েকে যদি দেখতেন হুজুর ! একেবারে আধখানা হয়ে গেছে।

কমল সারারাথির থরে কোথায় খি খরে বেড়ায়, থাই জিজ্ঞেস খরগে !

বৌ মেয়ে আমার সারারাত্তির মড়ার মত ঘুমোয়। আমি চিনিনা আমার মেয়েকে ? সারাদিনের ঐ খাটনীর পর না ঘুমিয়ে উপায় আছে ?

নিজাম [কমল মোক্তারের দিকে ফিরে] আপনার ঐ কাঠ কোথায় কিনেছিলেন ?

বৌ আমাকে আর দরকার আছে আপনাদের ? না থাকলে আমি যাই।

নিজাম কেন ? তোমার অত তাড়া কিসের ?

বৌ এখানে বসে সময় নষ্ট করলে তো আমার চলবে না। রাজ্যের কাচাকুচি বাকি। আজকের মধ্যে সব সারতে হবে তো!

নিজাম সে কথা বললে তো চলবে না, বৌ। তোমাকে এখানে থাকতে হবে।

বৌ সে না হয় থাকলাম কিন্তু, আমি মেমসাহেবকে কী বলব ? আর, তিনিই কী আমাকে ওমনি ওমনি ছেড়ে দেবেন ? তাহলে তার ব্যবস্থাও আপনাকেই করতে হবে।

নিজাম আহা, আর একটুখানি। এক মিনিট।—এবার একটা কথা বলতো বৌ, তুমি তো এ গাঁয়ের সবাইকেই চেন, সব কিছুই জান। এই চুরিটা কে করতে পারে বলে তোমার ধারণা ? কার পক্ষে সম্ভব ওই অতটা কাঠ চুরি করা ?

বৌ সে আমি কি করে জানবো, হুজুর ! সে সব আমি জানি না।

নিজাম তোমার কাকে সন্দেহ হয় ?

বৌ আমি কেমন করে সন্দেহ করব ?

নিজাম তেমন সন্দেহজনক কিছুই তোমার নজরে আসেনি ? এই ধর, গত রাত্রে—

বৌ গত রাতে আমরা বাড়ীতেই ছিলাম না, ও গাঁয়ে গেছিলাম আমার বোনের বাড়ী।

নিজাম কেন ? হঠাৎ বোনের বাড়ী কেন ?

বৌ ওর ছাগলগুলো নিয়ে আসতে।

নিজাম রাত্রে কেন ?

বৌ দিনের বেলা সময় পাই কোথায় ? কাজে কর্মেই দিন কেটে যায়।

নিজাম কখন গেছিলে ?

বৌ তখন রাত দশটা।টশটা হবে, এই মধুতো ছিল সে সময় আমাদের সঙ্গে। ও আমাদের খানিকটা পথ এগিয়েও দিয়েছে। তাই না, মধু ? দশটাই তো হবে তখন ?

[মধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।]

নিজাম তখন কাউকে দেখনি, মানে কাঠ নিয়ে যাচ্ছে এমন কাউকে ?

বৌ উহু। আমার নজরে পড়েনি।

নিজাম [মধুকে] মধু, তুমি কিছু লক্ষ্য করেছ ?

মধু [একটু সময় চিন্তা করার ভাব করে] আজ্ঞে না—স্যার !

নিজাম সে আমি জানতাম। আমার জিজ্ঞাসা করাই ভুল হয়েছে ! তুমি তো আবার পথ চলতে চলতেও ঘুমোও।

[কমল মোক্তারকে] আপনি ও কাঠ কার কাছ থেকে কিনেছিলেন ?

কমল থা দিয়ে আফনার খী ধরখার ?

নিজাম আমার কি দরকার, সে আমি বুঝব।

কমল ফরেষ্ট আফিস থেখে।

নিজাম সে কি, হঠাৎ ফরেষ্ট অফিস থেকে কিনতে গেলেন কেন ? সবাই তো এখানে হরিদাসের আড়ত থেকে কাঠ কেনে। ওর লোকই পৌঁছে দেয়। আপনি হঠাৎ ফরেষ্ট অফিস থেকে কিনতে গেলেন কেন ?

কমল [অধৈর্য] অথ খথা ফলার সময় আমার নেই।

নিজাম তার মানে ? সময় নেই মানে ? আপনার সময় নেই ? আপনি আমার কাছে এসেছেন, নাকি আমি আপনার কাছে এসেছি ? আমি আপনার সময় নষ্ট করতে এসেছি, না আপনি আমার সময় নষ্ট করেছেন ?

কমল এঠা আফনার আফিস, এই খাজের জন্যেই রাখা।

নিজাম আমি কি আপনার চাকর ? জুতো জোড়া এগিয়ে দেবেন আর আমি পালিশ করব ?

কমল আর আমি ফুঝি ছোর না ছ্যাঁছোর ? আমাখে ওরথম ছোখ রাঙাফেন না। ভারী ধারোগা হয়েছে !

নিজাম ঠিক আছে। অত চেঁচাবেন না !

কমল আফনেই থো ছেঁছাচ্ছেন !

নিজাম আপনি তো কানেই শোনেন না। না চেঁচিয়ে উপায় কী ?

কমল আফনি সফ সময় ছেঁছান। থেউ এলেই ছেঁছামেছি থরেন। খপর রাখি না, থাই না ?

নিজাম আমি কখনো চেঁচামেচি করি না। আপনি চুপ করুন!

কমল আফনি নিঝেখে খি ভাবেন, থা আফনেই জানেন। আফনাখে আমরা সফ ছিনে গেছি।

নিজাম এ সব শোধ নেব আমি, দাঁড়ান না! আমি কি জিনিষ তা বুঝিয়ে ছাড়বো। তখন টের পাবেন, হাড়ে হাড়ে টের পাবেন। আমার নাম নিজাম দারোগা।

কমল ওঃ, ধারোঘা দেখাচ্ছে, খমল মোখ্‌থারকে! যে না ধারোঘা, থার আবার অথ খতা! এমন ভাব, হেন লাঠসাহেফ, রাজা-ঘজা খেউ!

নিজাম এটা আমার থানা। এখানে আমিই রাজা।

কমল [হো হো করে হেসে উঠল] হা, হা, হা, হা! ফেশ খতা ফলেছেন, ছমৎখার খতা! আফ্‌নে নিজেখে রাজাই ভাফুন আর ঘজাই ভাফুন, আমার খি! আমার খাছে আফনে শুধু ফুলিশ, ধারোঘা। আখে রাজা-খজা হন, থারপর দেখা যাবে।

নিজাম চুপ করুন, নইলে—

কমল নইলে খী? খী খরফেন? গেরেফ্‌থার? ফয় দেখাচ্ছেন? ওসফ ভয় খমল মোখ্‌তারখে দেখাবেন না। নিজেই ফিপদে ফড়বেন।

নিজাম বিপদে পড়বো? আমি? [মতি ডাক্তাকে] শুনলেন কথাটা?

কমল হ্যা, হ্যা। ফিপদে ফড়বেন। এই জমিদারী ছেড়ে ছলে যেতে হফে।

নিজাম দেখুন না চেষ্টা করে। আপনার কত ক্ষমতা আছে দেখি। এক পাও নড়াতে পারবেন না এখান থেকে, এই বলে রাখলাম। আমারও খুঁটির জোর আছে।

কমল হায় ফগভান, এই লোখঠা ফলে খী? ওখে সরাতে ছেষ্টা খরতে হফে? আফনার মথন লোখকে নিয়ে আমি মাথাই ঘামাই না, ভোয়ে গেছে আমার। যাসব খাও খরে ফেড়াচ্ছেন, নিজেই ফালাতে খুল ফাপেন না।

নিজাম বুড়ো মানুষ বলে কিছু বলছি না। আপনি এবার আসুন।

কমল আমার ডাইরীঠা লিখে নিলেই আমি যাই।

নিজাম আপনার বক্তব্য লিখিত ভাবে জানাবেন, যান। আমার এখন সময় নেই।

[কমল মোক্তার অবাক। চারদিক তাকিয়ে দেখে গজগজ করতে চলে গেল।]

নিজাম [একটু সময় অপদস্থের মত চুপ করে থেকে] যত সব আজে বাজে ঝামেলা! যেমন সব লোক, তেমনি তাদের আদপ কায়দা! হুঁঃ—[বৌকে] তুমি যাও, তোমার কাজে যাও তুমি। [মতি ডাক্তারকে] বুঝলেন, এইসব লোকই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। যত ঝামেলা, এই এদের জন্য। ভাবে কি এরা, বলুন তো? আমাদের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই? এসব লোককে কেমন করে শায়েস্তা করতে হয়, তা আমার জানা আছে। এদের শায়েস্তা না করতে পারলে এই দেশের কিছুই হবে না, কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। দুশো বছরের পরাধীনতার ফল এসব, মেরুদণ্ডটাই ভেঙে গেছে।

তৃতীয় দৃশ্য

[বৌ-এর বাড়ী। সময় সকাল সাড়ে সাতটা মত। শীতের রোদ্দুর এসে পড়েছে বারন্দার উপর। উনোনে জল গরম হচ্ছে, চা হবে। একপাশে মাদুরের ওপর বসে বৌ টাকা গুনছে। বুধো এল, তার হাতে একটা খরগোস ঝোলানো। তীর-ধনুকে মেরে আনছে।]

বুধো আমার চোখের সামনে ওই টাকা আনবে না, বলে দিচ্ছি।

বৌ [টাকা গোনায় ব্যস্ত, ঝাঁঝের সঙ্গে] থামো এখন, বিরক্ত করোনা!

[দুজনেই চুপচাপ।]

[বুধো খরগোসটা বারান্দার ওপর রাখল। কি করবে বুঝতে না পেরে এদিক ওদিক একটু ঘুরলো, তারপর পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরাল।]

বুধো বলি ওগুলো আমার চোখের সামনে থেকে সরাবে? ওগুলোর দিকে তাকালে আমার গা জ্বালা করছে।

বৌ না তাকালেই পার। কে তোমাকে মাথার দিব্বি দিয়েছে যে ওগুলো তোমাকে দেখতেই হবে। সহ্য না হয় চোখ বুজে থাক, আমাকে জ্বালিও না।

বুধো কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে, সেইজন্যেই বলছি।

বৌ কে দেখবে? আর দেখলেই বা কি! আমার নিজের বাড়ীতে বসে নিজের টাকা গুণছি। তাতে কার কী আসে যায়?

বুধো না, ওই মতিডাক্তারটা এদিকে ঘোরা ফেরা করছে, তাই বলছিলাম।

বৌ মতিডাক্তার ঘোরাফেরা করলে কী হয়েছে? তুমি কেবল ভয়েই মর।

বুধো তোমার জন্যে আমাকে জেলের ঘানি টানতে হবে।

বৌ ওসব আবোল তাবোল বকো না। চুপ করে বসে থাক, মেয়েটা আসছে।

অতু [বাইরে থেকে এল, হাতে দুটো কমলালেবু] চা করবে না মা?

বৌ তোমার পাড়া বেড়ানো হল?

অতু তোমরা রাত্তির বেলা কোথায় গেছিলে মা?

বৌ কোথায় আবার যাব? তুই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিস। নে, যা এবার! কটা কাঠ নিয়ে আয় একটু তাড়াতাড়ি!

[অতু কমলাদুটো লোফালুফি করতে করতে দরজার দিকে এগোল।]

বৌ ওগুলো কোথায় পেলি?

অতু পলুদা দিয়েছে।

[প্রস্থান]

বৌ কতবার বলেছি, ঐ ছোঁড়ার সঙ্গে অত মাথামাখি আমার পছন্দ নয়। কেন নিয়েছিস ওর কছে থেকে? ফের যদি কোনদিন কিছু আনবি, তো মেরে তোর হাড় গুঁড়ো করে দেব। [বুধোকে] আর দেখ এদিকে। ভোলা হারামজাদার কাণ্ডটা দেখ। উনসত্তর টাকা! হারামজাদা বলেছিল না, সত্তর টাকা দেবে! দেবার সময় ঠিক একটা টাকা কম দিয়েছে। হারামজাদার একশেষ! সুযোগ পেলেই ঠকাবে। এবার এক কাজ কর তো! একটা কোদাল

টোদাল কিছু নাও। ছাগলের ঘরের এক কোণায় একটা গর্ত খুঁড়ে এই টাকা কটা পুঁতে রেখে এস। আমি একটা কৌটোর মধ্যে ভরে দিচ্ছি। শুকনো জায়গায় রেখ, তাহলে আর কিছু হবে না। আর দেরী করো না। আমি চা করছি।

বুধো টালী কিনবে বলেছিলে যে—

বৌ যা বলছি তাই করবে, না বসে বসে কেবল লেজ নাড়বে?

বুধো বেশী চেঁমামেচী করবে না। ওঃ, গলা দেখাচ্ছে! কথায় কথায় মুখনাড়া! দেব একদিন মুখটা ভেঙে।

বৌ সে দিও, এখন যা বলছি তাই কর।

বুধো এ বাড়ীতে ওটাকা রাখা চলবে না।

বৌ তাহলে কোথায় রাখা হবে?

বুধো তুমি যে বলেছিলে টালী কিনতে হবে, ঘর ছাওয়া দরকার। তা টালী কিনে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়!

বৌ তোমার মগজে যদি একছটাক বুদ্ধিও থাকতো, তাহলে আর অমন কথা বলতে না। আমি না থাকলে তোমার যে কি হাল হতো, তাই ভাবি।

বুধো হাড় জুড়োতো। আবার মুখ করে!

বৌ মুখ করবে না? পেটে এক কোঁটা বিদ্যা নেই, মগজে এক ছটাক বুদ্ধি নেই, তার আবার অত কথা কিসের? চুপ করে থাকলেই পার, তাহলে আর আমার মুখ করতে হয় না। বলি, একবার ভেবে দেখেছ, যদি আজই নতুন টালী কিনে এনে ঘর ছাইতে লেগে যাই, তাহলে ফলটা কী হবে? সবসুদ্ধো গিয়ে হাজতে পচতে হবে।

বুধো সে তো আমি আগাগোড়াই বলছি, এসব কাজ ভাল না। জেলে গিয়েই যদি থাকতে হয়, তাহলে আর নতুন টালী দিয়ে কী হবে?

বৌ নাও, মেলা বকতে হবে না। এবার চুপ কর!

বুধো এত ঝঞ্ঝাটের টালী না হলে কী হয়?

বৌ ঝঞ্ঝাটটা আবার কোথায় দেখলে? বুদ্ধি করে একটু এদিক ওদিক করলেই যদি দুটো পয়সা আসে তাতে দোষটা কোথায়? ছপ্পড় ফুঁড়ে কখনো টাকা আসে? তারজন্য একটু আধটু বুদ্ধি খরচ হয়। বসে বসে কাজ নেই, শুধু তিলকে তাল করা। নিজে সাবধানে থেক তাহলেই হবে, আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। চাবিটা নদীতে ফেলে দিয়েছ?

বুধো ওদিকে গেলাম কখন ?

বৌ একবার একটু গতর নাড়িয়ে যাও। দুপা হাঁটলেই তো নদী, সেই উপকারটুকুও তোমার দ্বারা হবে না। গাঁটে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলি, তোমার গাঁটে ঐ চাবি পেলে কী হবে, তা জান ?

[বুধো রওনা হতে যাবে]

দাঁড়াও একটু ! চাবিটা আমাকে দাও।

বুধো তুমি কী করবে চাবি নিয়ে ?

বৌ [চাবি নিয়ে] তা দিয়ে তোমার কী দরকার ? [টাকার কৌটোটা বুধোর হাতে দিল।] যাও, এটা যেমন বললাম তেমনি করে রেখে এস, আমি এদিকে চা করছি।

বুধো কপালে যে কি আছে, তা ভগবানই জানে।

[প্রস্থান]

[অতু এক বোঝা কাঠ নিয়ে এল।]

বৌ এগুলো কোথা থেকে আনলি ?

অতু কেন ? ঐযে নতুন কাঠ যেখানে এনে রেখেছ, সেখান থেকে।

বৌ ও কাঠে হাত দিবি না।

অতু [কাঠগুলো উনোনের পাশে রেখে] তাতে কী হয়েছে ? পুড়িয়ে ফেললেই তো ফুরিয়ে গেল।

বৌ তোর অতশত কী দরকার ? একেবারে সবজান্তা হয়ে বসে আছে। এতটুকু মেয়ের মুখে কথা শুনলে গায়ে জ্বালা ধরে।

অতু ও কাঠ কোথা থেকে এসেছে, আমি জানি।

বৌ কী জানিস ?

অতু ওই কাঠের কথা বলছি।

বৌ ছাই জানিস্। ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্ করিস না। ওগুলো নিলেমে কেনা হয়েছে।

অতু [কমলালেবু লোফালুফি করতে করতে] সে তো ঠিকই। তবে কিনেছে কে, সেটাই আসল কথা। ওটা তো গ্যাঁড়ানো মাল।

বৌ গ্যাঁড়ানো মাল মানে ?

অতু তাই তো ওগুলো তো কমল মোক্তারের কাঠ। আমি জানি, নতু বলেছে।

বৌ [মাথায় থাপ্পড় মেরে] মুখ ভেঙে দেব, আবার যদি ওসব কথা

শুনি। আমরা চোর না, এই কথাটা মনে রাখিস। পড়াশুনা মাথায় রেখে কেবল পাড়া বেড়ানো আর যা নয় তাই বলে বেড়ানো। যা, বই নিয়ে বস!

অতু [ঘরের মধ্যে গিয়ে] বাবা, বাবা! একটুখানি বাড়ীর বাইরে পা দিলেই দোষ!

বৌ সামনে পরীক্ষা না, সে কথা ভুলে গেছিস?

অতু সে তো মঙ্গলবার।

বৌ অতশত বুঝি না। পড়তে বস। গলা ছেড়ে পড়বি, আমি যেন এখান থেকে শুনতে পাই।

অতু [পাশের ঘরে গলা ছেড়ে ও পড়ছে।]

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে।

[বুধো ফিরে এল।]

বৌ কি, ঠিকমত রেখেছ তো?

বুধো যেমন সাধ্যে কুলিয়েছে, করেছি। গিয়ে দেখোগে।

বৌ না, দেখবার আবার কী আছে?

বুধো তোমার আবার পছন্দ হবে কিনা কে জানে।

বৌ ঠিকমত রাখলেই পছন্দ হবে।

বুধো ঠিক বেঠিক বুঝিনা। তোমার পছন্দ না হয় নিজে গিয়ে ঠিক করে রেখে এস।

বৌ তাই করতে পারলেই ভাল হতো। তোমাকে দিয়ে কোনদিন কোনো উপকার হয়েছে? আমারও মরণ, সেই তোমাকেই আবার বলি। [একটা কাঁচের গ্লাসে চা ঢেলে এগিয়ে দিল।] এই নাও চা খাও।

বুধো মুড়ি নেই?

বৌ দিচ্ছিরে বাবা, দিচ্ছি। বসো একটু স্থির হয়ে।

[বুধো চায়ের গ্লাস নিয়ে বসল। বৌ উঠে ঘরে গেল মুড়ি আনতে। অতুর গলা ফাটানো পড়া শোনা যাচ্ছে।]

বৌ [ফিরে এল একটা এনামেলের থালায় মুড়ি নিয়ে। বুধোকে দিয়ে] তেল লাগবে ?

বুধো না, বরং একটা লঙ্কা দাও।

[বৌ লঙ্কা দিল। বুধো আরাম করে হেলান দিয়ে বসে মুড়ি আর চা খেতে থাকল।]

বুধো ভোলাটা ভালয় ভালয় রওনা হয়ে গিয়ে থাকলে বাঁচা যায়।

বৌ [চা খেতে খেতে] ওরতো আবার হাজারটা ধান্দা।

বুধো সেইজন্যেই তো বলছি।

বৌ ও যা বলছিল, তাতে তো মনে হয় সবকাজ মিটে গেছে। আজ ভোরেই রওনা হয়ে যাওয়ার কথা। তাহলে এতক্ষণ ডায়মণ্ড-হারবার পার হয়ে গেছে।

বুধো হাঁ, যদি আজ ভোরে ঠিকমত রওনা হয়ে গিয়ে থাকে—।

বৌ রওনা হোক বা নাহোক, সে ও বুঝবে। আমার কী ? আমার তাতে বয়েই গেছে।

বুধো ভোলার যা কাণ্ড কারখানা, হয়তো দেখবে দুঘণ্টা বাদে আবার এসে হাজির হবে। তখনই হবে আসল ঝঞ্চাট। এই আমি বলে রাখলাম।

বৌ ঝঞ্চাটের কি আছে ! এলে পরে একটা টাকা চেয়ে নেব। এক টাকা কম দিয়েছে। অত রাতে নদীর ধারে বসে টাকা গোনা যায় ? ও হারামজাদা ঠিক জানতো, তাই একটা টাকা কম দিয়েছে।

বুধো তুমি ভাবছ তোমার ওই একটা টাকার কথা, আর যদি ও ওই ওভারকোট সমেত ধরা পড়ে, তাহলে গুষ্টিসুদ্ধ জেলে যেতে হবে।

বৌ ওভারকোট ? কোন ওভারকোট ?

বুধো কেন ? মোক্তারবাবুর ওভারকোট ?

বৌ ফের ওকথা মুখে আনবে তো তোমার মুখে নুড়ো জেলে দেব। কার কোট কার কাছে পাওয়া গেল, তাতে আমাদের কি ! ওসব ব্যাপারে আমরা কিছু জানি না, মনে থাকে যেন কথাটা। খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, বসে বসে যতসব আজগুবি চিন্তা।

বুধো ধরা পড়লে তো আমাদের নিয়ে টানাটানি হবে।

বৌ ছাই হবে। আমরা কিছু জানিনা, ব্যাস্। অতই যদি ভয় তো পুরুষ মানুষ হয়ে জন্মেছিলে কেন ? শাড়ী পর আর হাতে দুগাছা চুরি পরে ঘরে বসে থাক। কথা শুনলে গা জ্বালা করে।—এই

নাও, একটুখানি ভাঁটিখানা থেকে ঘুরে এস। মন ভাল হয়ে যাবে। [টাকা দিল] ওখানে আবার গল্প কেঁদে বসোনা। ওসব ব্যাপারে আমরা কিছু জানি না। বুঝলে ? কে কি বলে, শুনে আসবে।

[বাইরে পুরুষ মানুষের গলা।]

বাড়ী আছ ? বৌ !

বৌ আছি। [বুধোকে] মাস্টারবাবুর গলা মনে হচ্ছে। যা বললাম, মনে থাকে যেন। [গলা চড়িয়ে] আসুন মাস্টারবাবু, ভেতরে চলে আসুন !

[ফনিবাবুর প্রবেশ। সঙ্গে একটা পাঁচ-ছয় বছরের ছেলে, ফনিবাবুর নাতী। ছেলেটির পোষাক আষাক পরিচ্ছন্ন গরম কাপড়ের, মাথায় উলের টুপী, গলায় মাফলার। ফণিবাবুর সব সময় ভয়, নাতীর বুঝি ঠাণ্ডা লাগবে। ফণিবাবুর কথা বলবার ধরণ এমনিতে বেশ মিষ্টি।]

বৌ ওরে বাপরে, কি ভাগ্যি আমার, অ্যাঁ ! স্বয়ং বুবাইবাবু হাজির ! বাঃ, খুব সুন্দর সাজ হয়েছে দেখছি। কে সাজিয়ে দিয়েছে, মা ?

বুবাই ঠাম্মা। মার কত কাজ।

বৌ ঠাম্মা সাজিয়ে দিয়েছে ? খুব ভাল হয়েছে। মাস্টারবাবু, আপনার নাতীর কত দরদ দেখলেন মায়ের ওপর ! বলে কি না, মার কত কাজ। [বুবাইকে] এস বাবা, এখানে এস। কেমন রোদ্দুর দেখেছ ! টুপীটা খুলে ফেল।

ফণি আরে না না, টুপী খুলো না। ঠাণ্ডা লাগবে।

বৌ আপনি থামুন তো, ঠাণ্ডা লাগবে না ছাই। এমন চমৎকার রোদ্দুর [গলা চড়িয়ে] এই অতু, মাস্টারবাবুকে একটা আসন এনে দে।

ফণি না, মানে হাওয়া দিচ্ছে তো, তাই বলছিলাম।

[অতু আসন এনে পেতে দিয়ে একপাশে দাঁড়াল]

বৌ কিচ্ছু হবে না। এমন সুন্দর রোদ্দুর। আর একটু আধটু হাওয়া লাগা ভাল।

ফণি তুমি তো আর জান না। এই সেদিন ভুগে উঠলো। ওর আবার

একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে। [বুবাইকে] ভাই, তুমি টুপীটা মাথায় দাও, আর মাফলারটাও গলায় জড়িয়ে রাখ। শীত করছে না ?

বুবাই না, টুপী মাথায় দেব না। বিচ্ছিরি টুপী। আমার শীত লাগছে না।

ফণি লক্ষ্মী ভাই, কথা শোন। অন্তত মাফলারটা গলায় জড়াও। নইলে অসুখ করবে। আবার ডাক্তার এসে ইনজেকশান দেবে।

বুবাই না। অসুখ করবে না।

বৌ আঃ, থাক না।

ফণি থাক তবে। [একটু সময় চুপ করে থেকে] তা, তোমাদের সব খবর কী ?

বৌ আমাদের আবার খবর ! ওই চলে যাচ্ছে, রোজ যেমন যায়।

ফণি তোমরা খাটিয়ে লোক, তোমাদের আর চিন্তা কি। আমারই সময় কাটে না। স্কুল ছাড়বার পর আর সময় কাটতেই চায় না। এখন অবশ্য আমার ভাই এসেছে, বাড়ী জমজমাট। দুদিন বাদে আবার যখন চলে যাবে তখন আবার সেই সমস্যা। বুড়ো আর বুড়ী। এক একটা দিন যেন মনে হয় এক একটা মাস। [বুধোকে লক্ষ্য করে] বুধো বেরোচ্ছ নাকি ?

বুধো যাই একটু ঘুরে আসি।

বৌ আপনি বসুন মাস্টারবাবু, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

ফণি না, বসব না, দেরী হয়ে যাবে।

বৌ আহা, একটুখানি বসুন। নইলে গেরস্তের অকল্যাণ হবে। [বুবাইকে] সকালে উঠিয়া ওমুখ দেখিনু, দিন যাবে আজ ভাল। তাই না, বুবাই সোনা ?

বুবাই জান, আমি চিড়িয়াখানায় গেছিলাম। কত বাঘ, সিংহ সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। হালুম !

বৌ তোমার ভয় করল না ?

বুবাই না, একটা ঘুসিতে বাঘ মেরে ফেলতে পারি। মা ছিল তো।

বৌ তাই বল। আমার বাপু বাঘ সিংহকে ভয় করে।

বুবাই তোমার মা নেই।

বৌ না বাবা, মা নেই। এবার আমি বাঘ হবো, তোমাকে খাব। হালুম !

বুবাই এঃ, তুমি তো বৌ।

বৌ ঠিক বলেছ বাবা, আমি বৌ। কি বুদ্ধি ছেলের! মা কেমন আছে, বাবা?

বুবাই ভাল। তুমি কাল সকালে যাবে আমাদের বাড়ী, কাপড় সেদ্ধ হবে। মা বলে দিয়েছে।

ফণি মা বলেছে, না ঠাম্মা বলেছে?

বুবাই মাও বলেছে, ঠাম্মাও বলেছে।

বৌ সত্যি মাস্টারবাবু, আপনার নাতীর বুদ্ধি খুব। ঠিক মনে করে রেখেছে। আপনি তো বোধহয় ভুলেই গেছিলেন।

ফণি না, ভুলিনি। ওকথা বলতেই তো আসা।

বৌ মাষ্টারবাবু কি বসবেন না ঠিক করেছেন? গরীবের বাড়ীতে না হয় একটু বসলেনই।

ফণি না, না। সেকি কথা [বসল] ভাই আমার মাথা খেয়ে ফেলল। বায়না ধরেছে, নদীর ধারে বেড়াতে যাবে। বল দেখি, এই ঠাণ্ডায় নদীর ধারে যাওয়া কি ঠিক হবে!

বৌ কেন ঠিক হবে না! এখন তো রোদ উঠে গেছে। অতু না হয় যাবে সঙ্গে।

ফণি এমন জেদী ছেলে হয়েছে, কি বলব তোমাকে। একবার যা জেদ ধরবে, তা না করা পর্য্যন্ত শান্তি নেই। তাই বাধ্য হয়ে নিয়ে এলাম।

অতু [দরজায় দাঁড়িয়ে] এই বুবাই শোন। একটা মজা দেখবি আয়!
[বুবাই সেদিকে একবার দেখে উল্টো মুখ করে দাঁড়াল। যেতে চায় না।]

ফণি ভাই, ডাকছে যাও। যেতে হয়।

অতু এই দেখ, কেমন সুন্দর কমলা। [কমলা দেখাল।]

[বুবাই একগাল হেসে অতুর দিকে এক পা এগোল।]

ফণি যাও ভাই, যাও। চাইবে না কিন্তু।

অতু আয়, আমরা দুজনে মিলে এদুটো খাব। আয়!

[অতু এগিয়ে এসে বুবাই এর একটা হাত ধরল। অন্য হাতের কমলা দুটো দেখাল। দুজনে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে গেল।]

বৌ [বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে] বাচ্চাটাকে দেখলেই আমার বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। ওই বয়সী বাচ্চা দেখলেই আমার

ওরকম হয়। [আঁচলে নাক ঝাড়ল, চোখ মুছল।] বুকের ভেতরটা হুহু করে ওঠে, মনে হয় গলা ছেড়ে কাঁদি।

ফণি তোমার তো একটা ছেলে ছিল।

বৌ ছিল তো, কিন্তু সে তো আর ফিরে আসবে না। সেবার মায়ের দয়ায়—সবই কপাল!

ফণি বাচ্চাদের একটু সাবধানে রাখতে হয়।

বৌ সাবধানের কি আর অন্ত ছিল! মায়ের দয়া—তাইতো বলি, হাজার সাবধান হলেও, যার যাবার সে যাবেই। তাকে ধরে রাখা যায় না। কেনই যে দেয় ভগবান, তাই বুঝি না। [একটু সময় চুপ করে থেকে মাথা নাড়ল।] মতি ডাক্তারের সঙ্গে আপনার কী হয়েছে?

ফণি আমার? কিচ্ছু না। ওর সঙ্গে আমার আবার কী হবে?

বৌ না, তাই বলছিলাম।

ফণি তোমার মেয়ের বয়স কত হল?

বৌ এইবার বিত্তি পরীক্ষা দেবে। আপনি রাখবেন আমার মেয়েটাকে? আপনাদের বাড়ীতে দিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হই। তাহলে আমার মেয়ের ভাগ্য বলতে হবে।

ফণি নেব না কেন? নিশ্চয় নেব। পেলে তো ভালই হয়। সবচেয়ে ভাল হয় ও যদি আমার ছেলের ওখানে কলকাতায় গিয়ে থাকে। তোমার মেয়ে, কাজেই আমাদের আর দুশ্চিন্তা থাকে না। বুবাইকে দেখতে পারবে।

বৌ তাহলে তো আরো ভাল হয়। কাজ কর্ম ও সবই পারে—তাছাড়া মাথায় বুদ্ধি আছে, একটু আধটু দেখিয়ে নিলে সবই পারবে। লেখাপড়াও যাইহোক কিছু শিখেছে, পেটে বিদ্যে থাকলে তার আবার ভাবনা কি! তাহলে সেই কথাই রইল—বিত্তি পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই ওকে আপনার হাতে দিয়ে দেব, আপনি এখানে রাখতে চান রাখুন, কলকেতায় পাঠাতে চান, সেও ভাল। আপনার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই—ওর ভবিষ্যৎ আপনার হাতে।

ফণি ঠিক আছে, আমারও মাথা থেকে একটা দুশ্চিন্তা নামল। কলকাতায় কাজের লোকের যা ঝঞ্ঝাট! পাওয়া যায় না, তা নয়। পাওয়া যায়। তবে ঐ যে, বিশ্বাসী লোক পাওয়া বড় মুস্কিল।

তোমাকে আমরা চিনি, তোমার মেয়েকেও দেখছি। তোমার মেয়ে তো আর অবিশ্বাসের কাজ করতে পারে না!

বৌ বললাম তো মাষ্টারবাবু, মেয়ে আমার খুব ভাল। নিজের মেয়ে বলে বলছি না, সত্যিই ভাল। আমি নিজে হাতে সব শেখাই—বুড়োর তো এদিকে নজরই নেই। এই মেয়ে দুটোকে ইস্কুলে পাঠাতে কি কম অশান্তি পোয়াতে হয়েছে! বুড়ো বলে, মেয়েদের আবার লেখাপড়া—বিয়ে দিয়ে বিদেয় করে দেব, ব্যাস্ ল্যাঠা চুকে গেল। আর বুড়োরও তেমন দোষ দেখি না। নিজের পেটে তো ক অক্ষর গোমাংস—সে কি করে লেখাপড়ার মর্ম বুঝবে, বলুন, মাষ্টারবাবু!

ফণি না, ব্যাপারটা আসলে অন্য। সে সময়ে তো লেখাপড়ার অত চল ছিল না—না জানলেও কিছু আসতো যেতো না। তাই আরকি—

বৌ সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু, এখন তো চল হয়েছে—এখন তাহলে মেয়েদের কেন মুক্ষু করে রাখি! যাকগে, সে তাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে একরকম তার অমতেই ইস্কুলে দিয়েছি। [বলার ধরণ পাল্টে] আপনাকে মাষ্টারবাবু, একটা সৎ পরামর্শ দিই, রাগ করবেন না তো—

ফণি সৎ পরামর্শ দিলে রাগ করব কেন!

বৌ লোকের অত উপকার করে বেড়াবেন না। ওতে কিছু লাভ হয় না। আপনি বিপদে পড়লে, কেউ আসবে না আপনাকে দেখতে, এই বলে রাখলাম আপনাকে।

ফণি আমি লোকের উপকার করে বেড়াই, সেকথা কে বলল তোমাকে! তাছাড়া, বিপদেই বা পড়ব কেন?

বৌ আপনি তো জানেন না মাষ্টারবাবু, আমি সাতবাড়ি কাজ করে বেড়াই, সাত জায়গায় যেতে হয় আমাকে; কত খবরই আসে আমার কানে। আপনার নামে থানায় পর্য্যন্ত চুকলী কাটা হয়ে গেছে। রাখেন সেসব খবর?

ফণি সে কি! আমি তো বাপু কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই। আমার নামে আবার কে কি লাগাল?

বৌ কে লাগাল, তা বলবো না—আপনি চেনেন তাকে। নাম বলবো না—তবে লাগানো ভাঙানো যার স্বভাব, সেই লাগিয়েছে—আবার

কে লাগাবে ? বলেছে, আপনি নাকি কমুনিস্—আপনার বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলা করে মিটিম্ হয়—এই সব কথা।

ফণি কী বলছ তুমি ? এ সব কথা কোথায় শুনলে ?

বৌ বলছি, আপনি আপনার মত থাকুন। লোকের ভাল হলে আপনার কি হবে। তাই কথা বলবার সময় একটু সামলে বলবেন, তাহলেই আর আপনার কোনো ভয় নেই। জলে বাস করে কি আর কুমীরের সাথে বিবাদ করতে আছে ? এ গাঁয়ে যখন আছেন, তখন থানার লোকের কুনজরে পড়ে লাভ কি !

ফণি [একটু চিন্তা করে] তুমি এসব নিজে শুনেছ ?

বৌ এই নিজের কানে শুনে এসেছি, তবেই তো আপনাকে বলছি। ভাবলাম ভাল মানুষটার পেছনে লেগেছে—আপনি না এলে, আমি নিজে গিয়ে বলে আসতাম আপনাকে।

ফণি কে বলেছে এ সব কথা, জান ?

বৌ জানি, তবে নাম বলবো না—একটু আগে যার কথা হচ্ছিল, সেই লোক—কাণাটা, আবার কে !

ফণি মতি ডাক্তার ?

বৌ বললাম যে, নাম বলবো না। আপনি বুঝে নিন। ওর সঙ্গে আপনার ঝগড়া হয়েছিল বুঝি ?

ফণি ঝগড়া ? মতি ডাক্তারের সাথে ? তুমি পাগল হলে বৌ ! ওর সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘেন্না করে।

বৌ দেখলেন, আমি ঠিকই ধরেছি। ঐ জন্যেই !

ফণি কিন্তু, আমি তো ওর কিছু করিনি !

বৌ আপনি করেন নি বলে, ও করবে না এমন কোনো কথা আছে ?

ফণি ওটা তো একটা ঠগ—জোচ্চোর একটা। ওর সঙ্গে মিশলেও পাপ।

বৌ কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন। আমিও চিনি ওকে—যেমন ডাক্তার, তেমনি তার গিন্নি। হাড়ে হাড়ে চিনি ও দুটোকে।

ফণি মোক্তারবাবুর বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে—চলে গেছে মানে, চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। মোক্তারবাবু তুলে দিয়েছে। যার বাড়ী গেছে সে বুঝবে, কার পাল্লায় পড়েছে। কেবল বড় বড় কথা। ওকে জেলে পাঠাতে পারলে দেশটা বেঁচে যেত।

বৌ সুযোগ বুঝে কামড় দেয়। জায়গা মত দুটো কথা ঠিক ছেড়ে দেয়—

ফণি কী বলেছে আমার নামে, জান?

বৌ ঠিক জানি না। তবে আপনি নাকি কোন এক মস্ত নেতার নামে কি বলেছেন। বলেছেন নাকি?

ফণি তার বেশী কিছু জান না! মানে কার নামে—কি বৃত্তান্ত!

বৌ তাতো মাষ্টারবাবু, আমি কিছু জানি না। লোকটা তো পাজীর পাঝাড়া! তাছাড়া থানার নিজাম দারোগার সঙ্গে দেখলাম খুবই ভাব। তাই বলছিলাম আপনাকে, একটু সাবধানে থাকবেন। ও সব দারোগা পুলিশ হয়কে নয় করতে ওস্তাদ।

ফণি ও তুমি কিছু ভেবো না, ও সব আজে বাজে লোকের ফালতু কথায় কান দিতে নেই।

বৌ তবুও মাষ্টারবাবু, আমি বলি কি, সাবধানের মার নেই। লোকের উপকার করা কঠিন, কিন্তু অপকার সবাই করতে পারে। আর, ওই সব পাজী লোকের তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, কেবল লোকের পেছনে লাগে।

ফণি ঠিক আছে, মনে থাকবে তোমার কথাটা। বুবাই, দাদাভাই কী করছ? চল, এবার যাওয়া যাক।

অতু [নেপথ্যে] আমরা ছবি দেখছি।

ফণি আর, আজকের ব্যাপারে কী বলবে, বৌ?

বৌ কোন ব্যাপার, মাষ্টারবাবু?

ফণি ও, তুমি জান না? শোনোনি কিছু?

বৌ কই না! কী শুনব? [অধৈর্য] ও বুড়ো, কৈ তুমি যাবে তো যাও। সময় মত ফিরো, দেরী করো না। আমি ভাত নিয়ে বসে থাকতে পারবো না। [ফণি মাষ্টারকে] আমাদের আজ খরগোস রান্না হচ্ছে। [বুধোকে] তোমার এখনো হলো না! আঠারো মাসে বছর লোকটার।

বুধো যাচ্ছিরে বাবা যাচ্ছি, তাড়াতে চায় যেন—!

ফণি কাল রাতে মোক্তারবাবুর—

বৌ ওর কথা বলবেন না, থাক। মোক্তারবাবুর কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। আমার সঙ্গে যা ব্যবহার করেছে—ওর নাম শুনলে আমার হাড়-পিত্তি জ্বলে যায়। অতগুলো লোকের সামনে

সেদিন আমাকে যা নয় তাই বলে গেল! [বুধোকে] কৈ কী হল তোমার? তারপর আসবে বেলা গড়িয়ে গেলে। যাবে তো যাও—নয়তো বসো!

বুধো এই যাচ্ছি। বাবারে বাবা, এই শালার মেয়ে মানুষের জ্বালায়—

বৌ তোমার মুখে কি কিছুই বাধে না? মাষ্টারবাবু বসে রয়েছেন, আর—পেটে বিদ্যে না থাকলে যা হয়।

[বুধো গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল।]

বৌ হ্যাঁ, যা বলছিলাম—

ফণি জানি, আমি জানি সব। মোক্তারবাবুর সেই কাঠগুলো যখন চুরি যায়, তখন তোমার সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল—

বৌ একটু? বলেন কী মাষ্টারবাবু, ওর নাম একটু? অত লোকের সামনে, থানায় ডাকিয়ে এনে যা নয় তাই বলে গেল!

ফণি আমি শুনেছি সব, মোক্তারবাবু নিজে আমাকে বলেছে—দুঃখও করছিল—

বৌ দুঃখ করছিল? ও লোকের আবার দুঃখ কষ্ট আছে নাকি!

ফণি শোন বৌ, আমি বলছি, শোনই আমার কথাটা। কাল রাতে যা হয়ে গেছে, তার পর থেকে মোক্তারবাবু বারে বারে তোমার কথা বলছে। সত্যি সত্যিই বুঝেছে, তোমাকে অত কথা বলাটা ঠিক হয়নি। হাজার হলেও, এতদিন ধরে তোমার যাতায়াত ও বাড়ীতে, তোমার মত বিশ্বাসী লোক কোথায় পাবে? এতদিন কৈ, একটা সূঁচও তো এদিক ওদিক হয়নি।

বৌ আর তার ফলে আমাকে অত কথা শুনতে হল। গরীব মানুষ বলে কি আমার মান ইজ্জত কিছু থাকতে নেই?

ফণি আরে বাপু গরীব বড়লোকের কথাই হচ্ছে না। বুড়ো মানুষ রাগের মাথায় কি বলতে কি বলে ফেলেছে। তার জন্য তুমি কেন অত রাগ করবে? আমি বলি কি, তোমরা একটা মিটমাট করে নাও।

বৌ তা, আমাকে ডেকে যদি দু-কথা বলতো, আমি কিছু মনে করতাম না। তাই বলে থানায় দাঁড়িয়ে—না মাষ্টারবাবু, ও সব আমি সহ্য করি না। খেটে খাই, কারো কাছে দেনা নেই—

ফণি মোক্তারবাবুর সময়টাই খারাপ যাচ্ছে। আটদিন আগে অতগুলো

কাঠ চুরি গেল, তার কোনো কিনারাই হল না, আবার কাল রাতে তার ওভারকোটটা—

বৌ ওভারকোট? কী হয়েছে সেই ওভারকোটের?

ফণি ও বাড়ীতে আবার চুরি গেছে।

বৌ চুরি গেছে? সত্যি বলছেন?

ফণি একদম নতুন কোট। এইতো সেদিন কিনে এনেছে। ওর স্ত্রী— কলকাতায় গেছিল, কিনে এনেছে।

বৌ কি সর্বনাশ! এ গাঁয়ে আর বাস করা যাবে না দেখছি! চোর ছ্যাচোড়ের আড্ডা হয়েছে এটা। কি কাণ্ড, কি কাণ্ড! কি সব লোকরে বাবা! বিশ্বাস করাই দায়!

ফণি বুঝতেই পারছ, কি অবস্থা।

বৌ মোক্তারবাবুর জন্য আমার দুঃখই হচ্ছে।

ফণি হবেই তো। প্রত্যেকটা ভালমানুষেরই দুঃখ হবে। অমন একটা দামী কোট—সুন্দর কোটটা। আর বেশ গরম।

বৌ শুনেছি—কাশী না কাসিম কোথাকার যেন!

ফণি কাশ্মীরী। সুন্দর কাজ করা। মোক্তার বাবু কোটটা পেয়ে খুব খুসী হয়েছিল। একটু বাড়াবাড়িই করতো, কাউকে হাত পর্যন্ত দিতে দিত না। আমরা মনে মনে হাসতাম অবশ্য—

বৌ কি যে বলেন মাষ্টারবাবু, ও সব নিয়ে হাসাহাসি করতে নেই। অত বড় ক্ষতি হয়ে গেল মানুষটার, তা নিয়ে হাসাহাসি—

ফণি তুমি কি ভাবছ, মোক্তারবাবুর জন্য আমার কষ্ট হয় না? হাসি পায় অন্য কারণে।

বৌ আমি ভাবছি, কি রকম লোক এরা। পরের জিনিষে এত লোভ? আমি বলি, নিজের ক্ষমতায় যদি না কুলোয়, তবে কাজ নেই আমার অমন জিনিষের। এসব লোক কি ভাবে, তাই বুঝি না।

ফণি তুমি একটু কান খাড়া রেখ তো—তুমি তো অনেক জায়গায় যাও। আমার ধারণা, ও কোট এখনো এই গ্রামেই আছে।

বৌ কারো ওপর সন্দেহ করে নাকি?

ফণি কাকে আর সন্দেহ করবে বলো, গতকাল একজন ওদের বাড়ী সেন্ধ কেচেছে—

বৌ কে, কে সেন্ধ কেচেছে?

ফণি ঐ চন্দনের বৌ।

বৌ   চন্দনের বৌ ?

ফণি   হ্যাঁ। গরীব মানুষ, তায় একগাদা কাচ্চা বাচ্চা—

বৌ   হ্যাঁ, সে সবই ঠিক। বাচ্চা-কাচ্চা অনেক, গরীব মানুষ, সব ঠিক। কিন্তু চুরি? না, অত সাহস ওর হবে না। তবে হ্যাঁ, ঘটিটা গামছাটা সরালেও সরাতে পারে—তবে অত বড় একটা চুরি করা ওর দ্বারা হবে না।

ফণি   মোক্তারবাবু তাকে পাকড়াও করেছিল। মনে হয়, ও নেয়নি।

বৌ   ও নেয়নি। অতবড় একটা ব্যাপার ও হজমই করতে পারবে না।

ফণি   মোক্তারবাবু থানাতেও যাবে।

বৌ   থানায় গিয়ে কি হবে, শুনি? দারোগাটার তো মাথায় কিছু নেই—ভুল বললাম, আছে—গোবর। আমি গরীব, মানুষ আমার মাথায় যত বুদ্ধি আছে, অত পাশ করে, অত বড়লোক—থানার দারোগা বলে কথা—ওর মাথায় তার সিকিও যদি থাকতো—

ফণি   কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ বৌ। লোকটা আসলে বোকা।

বৌ   বোকা বলে বোকা! এমন বোকা না হলে কেউ ঐ মতি ডাক্তারের কথায় ওঠে বসে?

ফণি   ওর কথা আমার সামনে বলো না, বৌ।

বৌ   এই আপনাকে বলে রাখছি মাষ্টারবাবু, আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকতো, তবে কবে আমি ওই লোকটাকে বিদেয় করতাম—সেই সঙ্গে তার সাকরেদ ঐ কাণা ডাক্তারকেও।

ফণি   [উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে] দাদাভাই, চল এবার যাই, অনেক দেরী হয়ে গেল। চলি, বৌ।

বৌ   অতু, তুইও যা একটু মাষ্টারবাবুর সঙ্গে, বুবাই সোণাকে একটু দেখবি। নদীর ধারটা একটু বেড়িয়ে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসবি। একটা চাদর জড়িয়ে নে। ঠাণ্ডা নেহাত কম না।

অতু   [চাদর গায়ে জড়াতে জড়াতে বুবাইকে নিয়ে বেরিয়ে এল।] তোমার চাদরটা নিলাম। আয় বুবাই—আমি কোলে করে নিয়ে যাই।

ফণি   [সাবধানে বুবাই-এর টুপী মাফ্‌লার ঠিক করে দিল।] ওকে ভাল করে ঢেকে ঢুকে না রাখলেই বিপদ, একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে। নদীর ধারে যা হাওয়া! আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এমন জেদ ধরেছে—

অতু আমি নজর রাখব, আপনি ভাববেন না।

বৌ আপনার নিজের শরীর কেমন যাচ্ছে ?

ফণি অনেক ভাল। এই জায়গাটা আমার ভালই লাগে। টানটাও কমে গেছে।

অতু [বাইরের দিকে দেখে] মা, মোক্তারবাবু।

বৌ কে, বললি ?

অতু মোক্তারবাবু আসছে।

বৌ সেকি, মোক্তারবাবু নিজে !

ফণি বলছিল বটে, যে আজই তোমার এখানে আসবে। অমি যাই, নইলে আবার দেরী হয়ে যাবে। চল, দাদাভাই, আমরা যাই।

[প্রস্থান।]

বৌ এই অতু, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কি—কাঠগুলো সরা শিগগির !

অতু কেন ? ওখানে থাকলে কী হবে ? ও—মোক্তারবাবু আসছে বলে—

বৌ আবার কেন। গরু কোথাকার ! বাড়ী-ঘরদোর একটু গুছিয়েও রাখতে হয়। হাত চালা।

[অতু কাঠ কটা নিয়ে চলে গেল। একখানা পড়ে থাকলো উনুনের পাশে।]

বৌ মোক্তারবাবু, এত সকালে গরীবের বাড়াতে ! কী ব্যাপার ?

কমল আর ফ্যাপার ! ফ্যাপার যা হবার খা হয়ে খেছে ! থোমাকে ছাড়া আমার ছলফে না, থাই খোমার থাছেই এলাম—থোমার মথ ফাল লোথ থো আর ধুঠো হয় না ! শোন ফৌ, সেদিন যা হয়ে গেছে, খা হয়ে গেছে। ফুলে যাও ওসফ।

বৌ [আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে] আমি তো কোনোদিন আপনার কথার ওপর কথা বলিনি। এতাদন ধরে আপনার বাড়াতে কাজ করে এসেছি—কিন্তু সেদিন আপনি আমাকে সকলের সামনে—

কমল আমার মাথার ঠিখ ছিল না, ফৌ ! ফুলে যাও সেদিনের খথা !

বৌ আমারও মাথা খারাপ হয়ে গেছিল, মোক্তারবাবু। খুব দুঃখ পেয়েছি সেদিন।

কমল আমিও খো সেই খথাই ফল্‌ছিলাম ফণিমাষ্টারখে, ফৌখে ছাড়িয়েই আমার খাল হল। সফ ঠিখ আছে। এখন খেখে থুমি আফার

আমাদের ফাড়ীথে থাজ থরফে। থোমার মেয়েঠা থোথায়? লথু?

বৌ লতু তো এখন পোষ্টমাষ্টারের বাড়ীতে কাজে লেগেছে।

কমল থোমার মেয়েঠাথেও আফার আমাদের ফাড়ীথে ফাঠিয়ে ধিও। পরে ওর মাইনে আমি ফাড়িয়ে ধেব। থাজথম্ম ফেশ ভাল থরথো মেয়েঠা। সেথিন আমার মাথায় ফুত চেফেছিল, থাই আজ আমার এই দশা।

বৌ মেয়েটাও একটু বোকা মত—মানে সরল। নইলে—

কমল থাথ্ থাথ্ ওসফ থথা। থাহলে, সব মিঠমাঠ। [নিশ্বাস ফেলে] যাথ্ এথঠা ফ্যাবার নিস্পত্তি হল, ফাঁচা খেল।—আমার খি হয়েছে, শুনেছ ফৌ?

বৌ শুনেছি। মাষ্টারবাবু বলে গেল। শুনে থেকে ভাবছি—

কমল থুমি খি ফলো?

বৌ কি আর বলবো, মোক্তারবাবু—শুনে থেকে আমার গা-হাত-পা হিম হয়ে গেছে।

কমল ওদিথে থানায় ফসে আছে হারামছাদা নিজাম। থোনো উফথার হফে না ওঠাথে ধিয়ে। সফ ফ্যাপারে থথা ফলে—

বৌ যেখানে বলার দরকার, সেখানে কিন্তু বলে না।

কমল আমি এথন যাচ্ছি, ঠাইরী থরবো। আমি ছাড়ফো না—ওই খোট আমার চাই।

বৌ হ্যাঁ, হ্যাঁ—ছাড়বেন না।

কমল থরথার হলে সারা গাঁ থন্ন থন্ন থরে খুজফো। আমার থাশ্মীরী খোট—

বৌ এই গাঁয়ে তো আর আইন-কানুন বলে কিছু নেই। যতসব চোরের আড্ডা হয়েছে। কোনদিন সকালে চোখ মেলে দেখব, মাথার ওপর চাল নেই, চুরি হয়ে গেছে।

কমল থুমিই ফলো ফৌ—থশদিনের মধ্যে ধু ধুটো ছুরি? ধুটোই আমার ফাড়ী! ফ্রথমে গেল খাট। এইযে তোমার এখানে যেমন আছে। [উনুনের পাশ থেকে কাঠটা হাতে নিল।] ঠিথ্ এই রথম, শুথনো খঠ্খঠে খাট—ছুরি গেল।

বৌ এমন হলে আর এগাঁয়ে বাস করা যাবে না, এই আপনাকে বলে রাখলাম।

কমল থরথার হলে হাজার ঠাথা খরচ থরবো—ছোর আমাথে ধরথেই

হবে। আমার নাম খয়ল মোখ্‌তার। চোরখে জেলে ফুরে থবে আমার শাস্তি।

বৌ উচিত শাস্তি হয় তাহলে।

চতুর্থ দৃশ্য

[থানায় নিজাম দারোগার ঘর। দ্বিতীয় দৃশ্যের মত। পাঁচু তার জায়গায়। বৌ আর অতু অপেক্ষা করছে দারোগা সাহেবের জন্য। অতুর কোলের ওপরে ন্যাকড়ায় জড়ানো একটা প্যাকেট।]

বৌ আজও কি আসতে দেরী হবে নাকি!

পাঁচু সবুর কর বাপু, সবুর কর। ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছ নাকি!

বৌ না, বলছিলাম যে, আজও যদি দেরী করে আসে তবে তো আজও আবার আমাদের কথা শোনার সময় হবে না।

পাঁচু বাবারে, বাবা! হত ঝঞ্ঝাট পাকাও তোমরা! বলি, আমাদের অন্য কাজ কর্ম বলে তো কিছু আছে, নাকি নেই!

বৌ হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাদের কত কাজ। কাজের অন্ত নেই। আমাদেরই শুধু একটা মাত্র কাজ—থানায় এসে ধন্না দিয়ে বসে থাকা—

পাঁচু দেখ বৌ, ওভাবে কথা বলবে না! শুনলে গা জ্বলে যায়! না পোষায় চলে যাও। তোমাকে কি আমরা নেমন্তন্ন করে এনেছি?

বৌ তা আননি, তবে আমরাও ওমান ওমনি আসি নি। মোক্তারবাবু আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছে।

পাঁচু তার সেই ওভারকোট, এই তো?

বৌ আবার কি! আমরা কি তোমার ঐ সোনামুখ দেখতে এসেছি?

পাঁচু দেখ বৌ, ওসব উল্টো পাল্টা কথা বলবে না। এটা থানা। এখানে কথা হিসেব করে বলতে হয়, মনে রাখবে। আমাদের সময়ের দাম আছে।

বৌ সে তো আছেই। নইলে দিনের পর দিন এসে বসে আছি, দারোগাবাবু একটুখানি সময়ও পাচ্ছে না আমাদের জন্যে। বাড়ীতে বসে রাজকার্য করছে—

পাঁচু অত বকবক করছ কেন? বুড়োর ওভারকোট হারিয়েছে, ডাইরী করেছে—মিটে গেছে ব্যাপারটা। কে করেছে, কি বৃত্তান্ত, তা না বললে এখন আমরা চোর ধরি কি করে! বুড়োর হয়েছে ভিমরতী আর সেইসঙ্গে তোমরাও সব জুটেছ— !

বৌ তোমাদের শুধু বড়বড় কথা। চোর যদি আমরাই ধরে এনে দেব, তবে তোমরা আছ কেন? বসে বসে মাইনে খাওয়ার জন্য? আর সুযোগ পেলেই—

মধু [দরজার কাছে এসে] পাঁচুবাবু, দারোগাসাহেব আপনাকে ডাকল, কি কাজ আছে।

পাঁচু ঐ নাও, দুদণ্ড সুস্থির হয়ে কাজ করবো, তার উপায় নেই।

[কলম নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল।]

বৌ কি মধু, চিনতে পারছ।

মধু খুব পারছি। তোমরা এখানে কেন?

বৌ তোমাদের বড কর্তার কাছে। কী করছে তোমাদের দারোগা সাহেব?

মধু কি সব লিখছে বসে বসে—খুব দরকারী কাগজ পত্র। দারোগা সাহেবের নাওয়া খাওয়া সব মাথায় উঠেছে। [সাবধানে এদিক ওদিক তাকিয়ে চাপা গলায়] জান বৌ, আমার কি মনে হয় জান—এবার একটা হেস্তনেস্ত হবে, সব তোলপাড় হয়ে যাবে। ঠিক কি যে হবে, তা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি—তবে তোমরা একটু সাবধানে থেক। দুচারদিনের মধ্যেই জানতে পারবে। দুচার দিনের মধ্যেই ঝামেলা শুরু হবে—আর, ঝামেলা শুরু হওয়া মানেই ঝামেলা। কি যে হবে, কেউ জানে না। আমি নিজেই জানি না, তো অন্যলোক কোথা থেকে জানবে! সকলেব পিলে চমকে যাবে, এই তোমাকে বাল রাখলাম। কাউকে ছাড়বে না দারোগাসাহেব—যে বান্দাই নয়। এ গাঁয়ের সবাইকে ঢিট করে ছাড়বে। আমি তো জানি সব, সবই দেখতে পাচ্ছি। আগের দারোগাবাবুর আমলে সব আস্কারা পেয়ে পেয়ে মাথায় উঠেছিল। গাঁয়ের কি হাল হয়েছে, সে তো দেখতেই পাচ্ছ। এবার আর কাউকে ছাড়া হবে না। রথী মহারথী সবাইকে শায়েস্তা করে ছাড়বে। বলবো, সব বলবো একদিন তোমাকে।

এখন সময় নেই। পরে একদিন বলব। তবে এই তোমাকে বলে রাখছি বৌ, সব তোলপাড় করে ছাড়বে, তুমি দেখে নিও।

[প্রস্থান।]

বৌ ছাই হবে, ওসব আমার জানা আছে। কত দেখলাম! প্রথম প্রথম সবাই ও রকম তরপায়। হ্যান করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা—হাতী মারেঙ্গা, ঘোড়া মারেঙ্গা। কাজের বেলায় লবডঙ্কা; হাতী নেই মিলা—ঘোড়ার কথা ভুলে গিয়া—

অতু মা, ওমা—কি যেন বলতে হবে? ভুলে গেছি!

বৌ মোক্তারবাবুর কাছে কী বলেছিস?

অতু মোক্তারবাবুর কাছে? মোক্তারবাবুর কাছে বলেছি—এই এটা [হাতের প্যাকেট দেখিয়ে] আমি কুড়িয়ে পেয়েছি।

বৌ ব্যাস্। ঐ কথাই বলবি এখানে। আর একটা কথাও বেশী বলার দরকার নেই। শুধু ওই কথা বলবি। আর কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলবি, জানি না। এমনিতে তো খুব কথা বলতে পারিস, আর এটুকু কথা এর মধ্যে ভুলে গেলি?

ভোলা [ভেতরে এসে] একি, বৌ? তোমরা এখানে?

বৌ [অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে] ভোলা, তোমরা কি বাপু মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে? তুমি আবার এখানে এসেছ কেন?

ভোলা আরে বল কেন! আমার এক মাঝি বেটা কাল বিকেলে বেরিয়েছে, এখনো তার পাত্তা নেই—অনেক খুঁজেছি, সব জায়গায়। ভাটিখানাতেও গেছিলাম—

বৌ তোমার তো আজ সূর্য না উঠতেই রওনা দেবার কথা ছিল—

ভোলা কথা তো ছিল। এখন এই মাঝি ব্যেটাকে ফেলে রেখে যাই কি করে? এখন কদিন এখানে পচে মরতে হবে কে জানে। চারদিকে এত জঙ্গল, ব্যাটাকে হয় তো বাঘেই খেয়েছে। তাই ভাবলাম একবার থানায় যাই। ডাইরী একটা করে দিয়ে, দারগাবাবুর সাথে পরামর্শ করে, যদি পারি আজই রওনা হবো। আমার বৌ-এর শরীরটাও তেমন ভাল দেখে আসিনি—বোধহয় এর মধ্যে হয়েই গেছে।

বৌ কি হয়ে গেছে?

ভোলা বাচ্চা, বাচ্চা হওয়ার সময় হয়ে এসেছে—

বৌ কী বাচ্চা, ছেলে না মেয়ে ?

ভোলা তা আমি কী জানি ? হয়েছে কিনা তাও তো জানি না। তুমিও যেখানে, আমিও সেখানে।

বৌ তবে যে বললে হয়ে গেছে ?

ভোলা বোধহয়—বোধহয় হয়ে গেছে। মাস গুণতিতে তাই বলে।

বৌ তোমার নৌকো তো তাহলে সেই গাছতলাতেই আছে— !

ভোলা আবার কোথায় থাকবে ? ওটাই আমার জায়গা। বরাবর ওইখানেই রাখি, সবাই জানে, তাতে আমায় ব্যবসার সুবিধা হয়।

বৌ তুমিই আমার শনি। আমাকে ডোবাবে—

ভোলা কেন ? আমি আবার কি করলাম ?

বৌ [অতুকে এক আনা পয়সা দিয়ে] যা, এক আনার কটকটি ভাজা কিনে খা গে, যা !

অতু এখন থাক, বাড়ী যাওয়ার সময়—

বৌ যা ! যা বলছি তাই কর, অত মুখে মুখে কথা বলে না। ইস্কুলে বুঝি এইসব শেখায় ?

অতু এখন তাই বলে বাচ্চা মেয়ের মত কটকটি ভাজা কিনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে খেতে হবে—[অনিচ্ছা সত্বেও গেল।]

বৌ ওই গাছতলাতেই রয়েছ, তাহলে।

ভোলা সারাদিন, চিরকাল যেমন থাকি—বললাম তো বাপু, কতবার বলতে হবে ?

বৌ বলি তোমার আক্কেল বুদ্ধি কবে হবে ?

ভোলা কেন ? কী হল আবার ?

বৌ প্রকাশ্য দিনের বেলা, ওভারকোট গায়ে দিয়ে বসে ছিলে !

ভোলা আমার নৌকোর ওপর, আমার ওভারকোট গায়ে দিয়ে বসে ছিলাম। কার কি তাতে ! পয়সা দিয়ে কেনা—

বৌ পয়সা দিয়ে কেনা—তাও যদি পুরো দাম দিতে। তা, যাও না, হাটখোলায় গিয়ে ঢেঁড়া পিটিয়ে দেখাও গে—এই দেখ, ওভারকোট কিনেছি—

ভোলা কি মুস্কিল, হয়েছেটা কি, তা বলবে তো ?

বৌ হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। অতু গেছিল সকালে নদীর ধারে বেড়াতে, সঙ্গে ছিল ফণিমাষ্টার। অতু দেখেছে, ফণিমাষ্টারও। মাষ্টারবাবুর সন্দেহ হয়েছে।

ভোলা সন্দেহ হয়েছে তো বয়েই গেছে। আমার কী ?

[বাইরে পায়ের শব্দ।]

বৌ শ্-শ্! ভোলা, সাবধানে কথা বলবে।

পাঁচু [তাড়াহুড়া করে ঘরে ঢুকল। ভোলাকে দেখে অনেকটা নিজাম দারোগার মত] আপনি, কী চান ?

নিজাম [নেপথ্যে] কি খুকু, তুমি এখানে কী করছ ? আমার কাছে ? এস, ভেতরে এস। [নিজাম ভেতরে এল, তার পেছন পেছন অতু।] বেশী সময় নেই হাতে। [বৌকে দেখে অতুকে] আহা, তুমি বুঝি আমাদের বৌ-এর মেয়ে ? বসো, বসো—বল কি ব্যাপার !

অতু আমি এই এটা [প্যাকেটটা দেখাল]—

নিজাম দাঁড়াও, দাঁড়াও একটু। [ভোলাকে] আপনার কী চাই ?

ভোলা আজ্ঞে, একটা ডাইরী করব।

নিজাম কিসের ডাইরী, চুরি গেছে কিছু ?

ভোলা আজ্ঞে না, চুরি না—হারিয়ে গেছে।

নিজাম ঐ হলো, একই কথা। কী হারিয়েছে, কবে হারিয়েছে কে নিয়েছে ?

ভোলা আজ্ঞে, আমার একটা মাঝি —

নিজাম মাঝি ? মানে মানুষ ?

ভোলা আজ্ঞে হ্যাঁ, মাঝি।

নিজাম পাঁচুবাবু, ডাইরী বইটা—মানে, তাহলে আপনাকে একটু বসতে হবে। আগে অন্য কাজ কটা সেরে নিই। [বৌ-কে] তোমার মেয়ের কী হয়েছে ? মোক্তারবাবু বুঝি আবার গায়ে হাত তুলেছে ?

বৌ না, না—সেসব কিছু না।

নিজাম তাহলে, কী হয়েছে ?

বৌ এই প্যাকেটটা—

নিজাম [পাঁচুকে] মতিবাবু এখনো আসেনি ?

পাঁচু এখানো তো আসেনি।

নিজাম এখনো এল না কেন— ? [অতুকে] বল খুকু, তুমি কী চাও ?

পাঁচু মোক্তারবাবুর ওভারকোট হারিয়েছে—মানে চুরি গেছে! সেই ব্যাপারে, স্যার।

নিজাম ও—তাই বল। কিন্তু, আজ তো কিছু করা যাবে না। সব কাজ তো আর একসঙ্গে হয় না। সবুর করতে হবে। [বৌ-কে] ওকে কাল একবার আসতে হবে।

বৌ দুবার এসে ঘুরে গেছে, দারোগা সাহেব।

নিজাম তাহলে ওকে কাল তৃতীয় বার আসতে হবে।

বৌ মোক্তারবাবু যে ছাড়তে চায় না!

নিজাম মোক্তারবাবুর কথা ওঠে কিসে?

বৌ মেয়েটা ওটা নিয়ে মোক্তারবাবুর কাছে গেছিল।

নিজাম কী আছে ঐ পোটলার মধ্যে, দেখাও তো?

বৌ ঐ ওভারকোটের ব্যাপারে—তার মানে, মোক্তারবাবুর তাই ধারণা।

নিজাম কী আছে কি, ওই পেটলার মধ্যে? কী আছে?

বৌ একটা সবুজ সোয়েটার, ওটা মোক্তারবাবুর সোয়েটার।

নিজাম [অতুকে] তুমি পেয়েছ?

অতু আমি পেয়েছি, দারোগাবাবু।

নিজাম কোথায় পেলে?

অতু কোথায় পেলাম? মার সঙ্গে যাচ্ছিলাম—ইস্টিশানের রাস্তায়। যাচ্ছিলাম তো—তখন—

নিজাম ঠিক আছে, ঠিক আছে। [বৌ-কে] ওটা এখন জমা দিয়ে যাও। কাল দেখা যাবে, কি করা যায়।

বৌ বেশ, আমার আর কি তাতে—

নিজাম কারই বা কি?

বৌ মোক্তারবাবুই শুধু তাড়া দিচ্ছে।

নিজাম মোক্তারবাবু, মোক্তারবাবু, মোক্তারবাবু—শুনতে শুনতে কান পচে গেল। মোক্তারবাবু কি বলে না বলে তাতে আমার বয়েই গেল। মাথাটা খারাপ করে দেবে! ওর জন্য কি এখন সব কাজকর্ম বাদ দিয়ে, নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে মরতে হবে? চোর ধরে দিলে নাকি পুরস্কার দেবে? সবাই তো তাই বলছে। আমরা তো কেউ না, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চায়, খাক। বুঝুক কত ধানে কত চাল। আমরা কিছু জানি না।

পাঁচু লোকটার কিছুতেই মন ওঠে না।

নিজাম মন না উঠলে আমি কী করব? চুরি গেছে, খবর দিয়েছে।

আমরা ডাইরী লিখে নিয়েছি। কে করেছে, কেমন করে করেছে, ওসব কিছু বলতে পারছে না। আমরা কি ম্যাজিক জানি? বললো চুরি গেছে, আর ওমনি চোর এনে হাজির করলাম। চেষ্টা তো করছি বাপু। আমরা তো আর হাত গুটিয়ে বসে নেই। তাছাড়া, আমাদের তো অন্য কাজও আছে, নাকি নেই। একটা থানা চালানো চাট্টিখানি কথা নয়। কি একটা ওভারকোট নাকি হারিয়েছে—তা একেবারে সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করে ছাড়ল। একটু ধৈর্য ধরতে বলগে তোমার ওই মোক্তারবাবুকে।

বৌ বেশ, তাহলে যাচ্ছি। কাল কি আবার আসবো?

নিজাম হ্যাঁ, কাল সকালে এস।

বৌ তাহলে চললাম।

[বৌ এবং অতু হাত জোর করে নমস্কার করে চলে গেল।]

নিজাম [ফাইল ওল্টাতে ওল্টাতে] মতিবাবু বলছিল, ঐ ফণিমাষ্টার না কে, সে যে মানী লোকেদের নামে অকথা কুকথা বলে বেড়ায়, তার সাক্ষী আনবে। মুক্তো পিসী—মুক্তো পিসী কে, পাঁচুবাবু? চেনেন আপনি?

পাঁচু চিনি স্যার। ডাকসাইটে মহিলা। ওর সঙ্গে গলায় কেউ পারবে না। এতখানি বয়স হল—

নিজাম কত বয়েস?

পাঁচু তা সত্তর পার হয়ে গেছে।

নিজাম সত্তর? লোকটা কেমন?

পাঁচু কি আর বলব স্যার, যা শুনেছি—লোকে যা বলে—গাঁয়ের বিধবারা যেমন হয় আর কি! সকলের হেঁসেলের খবর ওর কাছে। ভাল খবর কোনটাই না।

নিজাম তার মানে, লোকের পেছনে লাগাই স্বভাব!

পাঁচু ঝগড়া করতে ভালবাসে আর কি।

নিজাম তা ভালবাসুক। ঐ পিসীকে আমার দরকার। বুঝলেন পাঁচুবাবু, এই গ্রামকে শায়েস্তা করতে ওরকম লোকই দরকার। আমি দেখিয়ে দিতে চাই, যে যা খুশী করে বেড়াবে, যে যা খুশী বলে বেড়াবে—ওসব আমি সহ্য করব না। সবাইকে মজা দেখিয়ে দেব। এ আর আগের দারোগা না. আমার নাম নিজামদ্দিন।

নিজাম দারোগার পাল্লায় পড়লে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়—সবাই জানে সে কথা। এবার এই গ্রামটাকে টিট্ করে ছাড়ব, আপনি বসে বসে শুধু দেখে যান, পাঁচুবাবু। হয় সব কটাকে হাজতে পুরবো, নয়তো গ্রাম ছাড়া করে ছাড়ব।

[মতি ডাক্তার এল।]

মতি নমস্কার স্যার!

নিজাম এই যে, এসেছেন! কী খবর?

মতি মুক্তো পিসী বারোটা নাগাদ আসবে।

নিজাম বারোটা? অত দেরীতে?

মতি আজ্ঞে, আজ তো দ্বাদশী, কাল একাদশীর উপবাস গেছে। একটু জলটল মুখে দিয়ে আসবে আর কি।

নিজাম ঠিক আছে। আসবে তো?

মতি আজ্ঞে হ্যাঁ, না এসে পারে—আমি নিজে গিয়ে বলে এসেছি।

নিজাম ঐ পিসীকে আমার দরকার। ওকে সাক্ষী পেলে তবে আমি কাজে নামতে পারব। হৈহৈ ফেলে দেব। সব তরফানি ঠাণ্ডা করে দেব। আমার নাম নিজাম দারোগা—আমি অত তরফানি সহ্য করি না। এবার বুঝবে কার পাল্লায় পড়েছে। কম্যুনিষ্ট, কমরেড সব! এখানে আমি মজা করতে বসে আছি, তাই না! মজা এবার টের পাবে। সরকারও জানে সে কথা, তাই আমাকে পাঠিয়েছে। দেখিয়ে দেব সবাইকে। এই গ্রামকে শায়েস্তা না করে আমি যাচ্ছি না এখান থেকে। কাগজপত্র সব রেডি। -আমার কাজে ফাঁক থাকে না, এস-পি সাহেবও জানেন সে কথা। রিপোর্টটা যদি আজই পাঠানো যেত, তাহলে কালই পালের গোদাকে চালান করে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।

মতি তাতো বুঝলাম স্যার, কিন্তু আমি আবার বিপদে না পড়ি।

নিজাম বিপদ? আপনার কি বিপদ?

মতি এখনো নেই, তবে পড়তে কতক্ষণ! আপনার পাল্লায় পড়ে এরা কাবু হলেই আমার পেছনে লাগবে।

নিজাম আপনার পেছনে লাগবে? লোগ দেখুক, আমি আছি না!

মতি তবুও স্যার—

নিজাম আপনার কোনো ভয় নেই। আমি আছি। আপনার সাহায্য

না পেলে আমার চলবে না। কাজেই, আপনাকে আমি রক্ষা করব। কোনো ভয় নেই আপনার।

[মধুর প্রবেশ।]

মধু মাষ্টারবাবু—মানে মতিমাষ্টার এসেছে স্যার।

নিজাম এসেছে? এখানে? কেন, কী চায়?

মধু তা তো স্যার, আমি—মানে, আমি জানি না স্যার। বোধহয়, বোধহয় আপনার সাথে দেখা করতে চায় স্যার।

নিজাম ওঃ—তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। এখানে যে থিয়েটার দেখতে আসে নি, তা আমিও জানি। কী জন্য দেখা করতে চায় জান?

মধু আজ্ঞে,—না স্যার। মানে—আমাকে বলে নি।

নিজাম বুঝেছি, বুঝেছি—যাও, পাঠিয়ে দাও।

[মধু বেরিয়ে গেল। নিজাম, মতি এবং পাঁচু মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। তারপর ফণিমাষ্টারকে ঢুকতে দেখে, নিজাম গলা ঝেড়ে গম্ভীর হয়ে বসল।]

ফণি [মতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজামকে] নমস্কার!

নিজাম কী চাই?

ফণি আমি একটা ডাইরী করতে চাই। আমার সন্দেহ হয়, মোক্তারবাবুর ওভারকোট চুরির সাথে এ ব্যাপারের যোগ আছে।

নিজাম সে আমি বুঝবো। আপনি তো ফণি মাষ্টার!

ফণি আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নাম ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

নিজাম হুঁম্! আপনি ডাইরী করতে চান?

ফণি আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই মোক্তারবাবুর ওভারকোট চুরির ব্যাপারে।

নিজাম সে ডাইরী তো করা হয়ে গেছে। মোক্তারবাবু, কমলমোক্তার ডাইরী করে গেছে।

ফণি তা করে গেছে, জানি। তবে আমি একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি—আমার ধারণা এর সঙ্গে ওই ওভারকোট চুরির যোগ আছে।

নিজাম সেটা আমি বুঝবো। আপনি কী দেখেছেন?

ফণি আমার ধারণা, আমি সেই চোর ধরতে সাহায্য করতে পারবে।

নিজাম [টেবিলের ওপর তবলা বাজাতে বাজাতে, অগ্রাহ্য করার

ভঙ্গীতে] তা, সাহায্য না করে, চোরকে একেবারে ধরে আনলেই তো পারতেন ? [মতির দিকে তাকিয়ে হাসল।]

ফণি সম্ভব হলে ধরে আনতাম। কিন্তু, চোর ধরা আপনাদের কাজ, আমার নয়।

নিজাম আমাদের কোনটা কাজ, কোনটা নয়, সে আমরা বুঝবো।

ফণি আপনি কি আমার কথা শুনবেন ?

নিজাম বললেই শুনি। তবে একটা কথা জানবেন—আমার সময়ের দাম আছে। আপনার সঙ্গে বকর বকর করে নষ্ট করার মত সময় আমার নেই।

ফণি আমারও অন্য কাজ আছে। তবুও আমার মনে হল, একটা কথা আপনাকে জানানো দরকার। তাই এসেছি। আমি যা দেখেছি, তা আপনাকে জানানো কর্তব্য বলে মনে করি।

নিজাম কর্তব্য! আপনি খুব কর্তব্যপরায়ণ দেখছি।

ফনি স্বাধীন দেশের নাগরিক মাত্রেরই কিছু কর্তব্য থাকে।

নিজাম সেই কথাটা বলতে এতদূর আসতে হতো না আপনাকে। আমি জানি সে কথা।

ফণি [অবাক হয়ে কিছু সময় কিছু সময় নিজামকে লক্ষ্য করে] তাহলে কি আমি চলে যাব ?

নিজাম আপনার আর কিছু বলার না থাকলে—আমি তো আর আপনাকে ডেকে আনিনি, ধরেও রাখিনি।

ফণি আমার বলার ছিল, কিন্তু আপনি বলতে দিচ্ছেন না।

নিজাম [একটু ভেবে নিয়ে] বেশ, বেশ। এবার বলুন। মনে রাখবেন, আমার সময় বেশী নেই—অনেক কাজ আছে। বলুন এবার।

ফণি গতকাল আমি নদীর ধারে বেড়াতে গেছিলাম। তখন সকাল। আমার সঙ্গে ছিল আমার নাতী আর ঐ ধোবনী বৌ-এর মেয়ে—

নিজাম আরে মশাই, কাজের কথা বলুন। আপনি বেড়াতে গেছিলেন, কি কাজে গেছিলেন—সঙ্গে কে ছিল, না ছিল, ওসব জেনে আমার কী উপকারটা হবে ?

ফণি না শুনলে বুঝবেন কী করে ? আমার ধারণা, সবটা খুলে বলা দরকার—

নিজাম তখন থেকে শুধু বলছেন—আমার ধারণা, আমার ধারণা। বলি, ধারণাটা কি এবং কেন, তাই বলুন।

ফণি [অতি কষ্টে রাগ চেপে] কিছুদূর গিয়ে, নদীর ধারে যেখানে একটা বটগাছ আছে, সেখানে একটা বজরা দেখতে পাই। বজরাটা ওখানে নোঙর করা ছিল।

নিজাম তাতে আমাদের কী? আসল কথাটা বলুন।

ফণি [উত্তেজিত] আপনার ব্যবহার, সত্যি কথা বলতে কি অদ্ভুত লাগছে—আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আমি এসেছি একটা খবর জানাতে—

পাঁচু দারোগা সাহেবের অত সময় নেই। যা বলতে চান চটপট অল্প কথায় সারুন।

নিজাম আসল ব্যাপার, আসল ব্যাপারটা কি, তাই বলুন—আপনি কি চান, তাই বুঝতে পারছি না।

ফণি [নিজেকে সংযত করে] আমি চাই, এ গ্রামে একটা চুরি হয়েছে, তার ডাইরীও করা হয়েছে—আমি চাই সেই চুরির কিনারা হোক।

নিজাম আপনার কি ধারণা, আমরা চাই না সেই চুরির কিনারা করতে? আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি?

ফণি তা আমার জানা নেই। আমি এসেছি, সেই ব্যাপারে সাহায্য করতে। আমি যা দেখেছি এবং তার ফলে আমার মনে যে সন্দেহ হয়েছে, সে কথা থানায় জানাতে এসেছি।

নিজাম [হাই তুলে, নিরাসক্তভাবে] জানান তাহলে।

ফণি সেই বজরার ওপরে একজন বসে ছিল—বোধ হয় সেই বজরার মালিক।

নিজাম [আবার হাই তুলে] সেটাই স্বাভাবিক।

ফণি সেই লোকটার গায়ে একটা ওভারকোট ছিল। ওভারকোটটা মনে হল কাশ্মীরী।

নিজাম [আগের মত] আমি হলে হয়তো বিলিতী মনে করতাম।

ফণি আমরা আরো খানিকটা এগিয়ে গেলাম। পার থেকে যতটা পারা যায় লক্ষ্য করবার চেষ্টা করলাম। একটা সাধারণ বজরার মালিকের গায়ে অমন একটা ওভারকোট আমার কাছে বেমানান লাগে। তাছাড়া দেখে মনে হল, ওটা একদম নতুন—

নিজাম [চোখ বোজা অবস্থায়] থামলেন কেন, বলে যান—আমার কান খোলা আছে। তারপর কী হল?

ফণি তারপর? তারপর আবার কী হবে?

নিজাম [হঠাৎ জেগে ওঠার মত] আপনি তো কি একটা বলতে এসেছিলেন—খুব জরুরী কথা।

ফণি বললাম তো!

নিজাম বললেন? কী বললেন? আপনি একটা গল্প বললেন। একজন বজরার মালিক একটা ওভারকোট গায়ে দিয়ে বসে ছিল। এ আর নতুন কথা কি। বজরার মালিক ওভারকোট গায়ে দিতে পারবে না, এমন কথা কে বলেছে আপনাকে?

ফণি সে আপনি যা মনে হয় করতে পারেন। আমি যা দেখেছি, বললাম। এখন আমি যাচ্ছি, আমার অনেক কাজ আছে।

[প্রস্থান।]

নিজাম এ তো দেখছি অদ্ভুত ব্যাপার! লোকটার কি বুদ্ধি-শুদ্ধি বলতে কিছু নেই! এক বজরার মালিক একটা ওভারকোট গায়ে দিয়ে বসে আছে। তাতে হয়েছে কী? লোকটার মাথাটা বোধ হয় খারাপ হয়ে গেছে। ওভারকোট গায়ে বসে আছে, অতএব সে চোর। আরে বাপু, আমারও তো ওভারকোট আছে—এখন আমি সেটা গায়ে দিলে আমিও চোর! অদ্ভুত, সত্যিই অদ্ভুত!

[বাইরে উত্তেজিত কথাবার্তা শোনা গেল।]

আবার কী হল? নাঃ, আজ আর শান্তিতে কাজ করতে দেবে না। [দরজার বাইরে দাঁড়ানো মধুকে উদ্দেশ্য করে] এখন কাউকে আসতে দেবে না, মধু—আমি ব্যস্ত আছি। [মতিকে] আপনি এক কাজ করুন, মতিবাবু—আপনি বরং আমার কোয়ার্টারে চলে যান। সেখানে নিরিবিলিতে বসে কাজ করা যাবে। রাজ্যের ঝঞ্ঝাট এসে জুটছে আজ।—এই মোক্তারবাবুর থানায় আসার আর বিরাম নেই। কতবার যে এল, তবুও আশ মিটছে না। গাধাটা এবার এলে দূর করে তাড়িয়ে দেব। জ্বালিয়ে খেল!

[দরজায় কমল মোক্তারকে দেখা গেল, তার সঙ্গে ফণিমাষ্টার এবং বৌ।]

মধু দারোগা সাহেবের এখন সময় নেই, মোক্তারবাবু। আপনি যাবেন না ভেতরে।

কমল এঃ, সময় নেই ! সময় নেই ফললেই হল ? সময় আছে খি নেই, সে আমি ফুঝবো। [অন্য দুজনকে] চল থো সব, দেখি—সময় আছে খি নেই !

[সবাই ভেতরে ঢুকল, সকলের আগে কমল মোক্তার।]

নিজাম অত হল্লা করছেন কেন ? দেখতে পাচ্ছেন না, এখানে কাজ হচ্ছে ?

কমল ঠিখ আছে, আফনার খাজ সেরে নিন। আমরা বসে আছি। তারফর না হয় আমাদের খাজ হবে !

নিজাম [মতিকে] তাহলে মতিবাবু, আপনি আমার কোয়ার্টারে যান, আমি আসছি। আর, ঐ সেই পিসী—কী যেন নাম ?

পাঁচু মুক্তো পিসী, স্যার।

নিজাম হ্যাঁ, সেই পিসীকেও একটা খবর পাঠিয়ে দিন—যেন সোজা আমার কোয়ার্টারে চলে আসে। দেখতেই পাচ্ছেন, এখানে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করা অসম্ভব।

কমল [ফণিমাষ্টারকে দেখিয়ে] এই ভদ্রলোখ ছেনে আফনার মুখ্ তো ফিসীকে। হাড়ে হাড়ে ছেনে—ছান থো ফ্রোমাণও ফাবেন।

মতি তাহলে স্যার, আমি বরং যাই এখন।

[প্রস্থান।]

কমল এখানে থাখার উফায় আছে ?

নিজাম একটু বুঝে শুনে কথা বলবেন।

কমল ফেশ, ফুজে শুনেই ফলছি—লোখটা জোচ্চোর।

নিজাম [ওকথা কানেই যায় নি এমন ভাব করে ভোলাকে] বেশ, এবার আসুন আপনি—কী যেন বলছিলেন ? অনেক সময় বসে আছেন, আপনাকে আগে ছেড়ে দিই। পাঁচুবাবু, ডাইরীর খাতাটা দিন তো ! আচ্ছা থাক, আগে এঁদের কথাটাই শুনে নিই। [কমল মোক্তারকে] আপনার ব্যাপাটাই আগে সেরে নিই।

কমল যাখ্, তফে ফুদ্ধি-সুদ্ধি এখটু আছে !

নিজাম ও সব বাজে কথা রাখুন। কী চাই তাই বলুন ?

কমল আমি এখটা খিনারা খরতে চাই।

নিজাম কিসের কিনারা ?

কমল খিসের খিনারা! আমার ছুরির খিনারা, আবার খিসের! আমার ওভারখোট ছুরি গেছে, থার খিনারা ছাই। আমি ছাই, আমাখে থানা থেখে সাহায্য খরা হোখ।

নিজাম থানা আপনাকে সাহায্য করবে না, এমন কথা কে বলেছে?

কমল না, থা ফলেনি, খেউ ফলেনি সেখথা। থবে যা দেখতে ফাচ্ছি, থাথে খিছু হচ্ছে ফলে মনে হয় না। ও ব্যাফারে খিছুই খরা হচ্ছে না।

নিজাম আপনার কি ধারণা, আমরা হাত বাড়ালেই চোর পেয়ে যাব, না আপনি ডাইরী করেছেন শুনে চোর এসে বলবে, এই যে, আমি এসেছি! এসব কাজ অত সহজ নয়, তার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হবে। আপনার সঙ্গে বকর বকর করা ছাড়াও আমার অন্য কাজ আছে: এসে যখন হাজির হয়েছেন, তখন বলুন, আপনি কি বলতে চান।

কমল ফলবোই যো, ফলতেই থো আসা! আফনি যদি ফলতে দেন, থফেই ফাল। আফনি যদি আমার খথা না শোনেন, থবে আমারও জানা আছে, খোথায় খথা ফলতে হফে। ওসফ আমার জানা আছে। আমার নাম খমল মোখ্তার। আফনি আমার খেসটায় গা লাগাচ্ছেন না।

নিজাম প্রমাণ করতে পারবেন?

কমল [বৌ-কে দেখিয়ে] এই বৌ আফনার খাছে এসেছিল—ওর মেয়ে এখটা জিনিষ খুঁড়িয়ে ফেয়েছে। খরীব মানুষ, থবুও আফনার খাছে এসেছে। খাল আফনার সাথে দেখাই খরতে ফারে নি, আজখে সে আবার এসেছে—

বৌ দারোগাবাবুর সময় ছিল না।

নিজাম তুমি থাম, [কমল মোক্তারকে] তারপর? বলে যান!

কমল ফলবই থো, আমার খথা এখনো শেষ হয়নি। আফনি এই ফৌ-কে খী ফলেছেন? আফনি তাখে সোজা উথর দিয়েছেন, আফনার নাখি সময় নেই। এ সফ ফ্যাপারে মাথা খামাবার সময় আফনার নেই। মেয়েটা খি ফলতে ছায়, থাও শোনেন নি। আফনি এ গাঁয়ে খি হছছে, না হছছে, খিছুই জানেন না। খোনো খফরই রাখেন না আপনি।

নিজাম একটু বুঝে শুনে কথা বলবেন।

মল আমার ফোঝা শোনা হয়ে গেছে। ওথথা আমাথে থলতে হথে না। শুনুন ধারোগা সাহেফ, আমি অনেথ সহ্য থরেছি—আর না, আর সহ্য থরা যাচ্ছে না। এঠা থোন ধরনের থাজ, শুনি? এথটা চুরি হয়ে গেছে সেই থবে—আফনাথে জানানো হয়েছে, ডাইরী থরা হয়ে গেছে—অথচ, আফনার থোনো থা-ই নেই। এই ফদ্রলোথ, মাষ্টার মশাই আফনার থাছে এসেছিল, নিজে দেথে এসেছে, এথটা বজরার মালিথ ওভারকোট গায়ে দিয়ে ফসে আছে—

নজাম দাঁড়ান, দাঁড়ান! [ভোলাকে] আপনার তো একটা বজরা আছে বলছিলেন।

ভোলা আজ্ঞে হ্যাঁ, গত তিরিশ বছর হল আমি বজরা নিয়ে যাতায়াত করি।

নিজাম কেন? তিরিশ বছর ধরে বজরা নিয়ে যাতায়াত করেন কেন? কোথায় কোথায় যান?

ভোলা আজ্ঞে, কলকেতা থেকে এখানে, আরো দক্ষিণেও যাই।

নিজাম তা তো বুঝলাম, কিন্তু কেন?

ভোলা আজ্ঞে হুজুর, ব্যবসার খাতিরে। আমি পাইকারী ব্যবসা করি। কলকেতা থেকে মাল আনি, এখানে ওখানে বিক্রী করি। আবার এখান থেকে সেখান থেকে মাল নিয়ে গিয়ে কলকেতায় বিক্রী করি।

নিজাম আচ্ছা, আপনি বলুন তো—আপনাদের মত লোকেরা কি ওভারকোট গায়ে দেয়।

ভোলা আজ্ঞে হুজুর দেয় বইকি! অনেকেই দেয়। শীতকালে খোলা নদীর ওপর—

নিজাম [ফণিবাবুকে দেখিয়ে] ঐ ভদ্রলোক একজনকে দেখেছেন, এক বজরার মালিককে, ওভারকোট গায়ে দিয়ে বসে আছে।

ভোলা তা থাকতেই পারে। বললাম তো হুজুর, অনেকেরই ওভারকোট আছে—ভাল ভাল ওভারকোট। আমার নিজেরই তো একটা আছে। এবার কিনেছি।

নিজাম [কমল মোক্তার, ইত্যাদিকে উদ্দেশ্য করে] দেখলেন? এই লোকটারই একটা ওভারকোট আছে।

ফণি থাকতে পারে, তাই বলে কাশ্মীরী কোট?

নিজাম তা আর আপনি জানবেন কী করে ?

কমল খী ? খাশ্মীরী খোট ? ঐ লোকটার ?

ভোলা শুধু আমার কেন ? অনেকেরই আছে। খুব দামী দামী ওভারকোট। না থাকার কি আছে বলুন ? কেনার পয়সা থাকলে, সবাই কিনতে পারে। আর আপনাদের আশীর্বাদে আমরা দুটো পয়সা কামাই করি।

নিজাম [বাজী মাৎ করার ভঙ্গীতে] তাহলেই দেখুন। [ঠাট্টার স্বরে] বলুন এবার, আপনি বলে যান, কী যেন বলতে চাচ্ছিলেন ? একটুখানি অন্য কথা এসে পড়ল। আমি আপনাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম, উনি যা দেখেছেন, সেটা এমন কিছু না—অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। তাই বলে, যেহেতু একজন বজরার মালিক একটা ওভারকোট গায়ে তার বজরার ওপর বসে ছিল, সেই হেতু তাকে গিয়ে ধরবো, তুই ব্যাটা এই কোট চুরি করেছিস—তুই চোর, এটাও তো ঠিক না।

কমল খী ফললেন ? আমি এখটা খথাও ফুঝথে ফারলাম না।

নিজাম তাহলে অগত্যা আমাকে চিৎকার করে বলতে হচ্ছে। মোদ্দা কথা, যেটা আপনাকে বলার দরকার, তা হচ্ছে—। তার আগে আরো একটা কথা বলে রাখি। এখন যে কথা বলবো, সেটা এই থানার বড় সাহেব হিসেবে বলছি না। বলছি—মানে পরামর্শ দিতে চাই, একজন ভদ্রলোক হিসেবে। আপনি একজন ভদ্রলোক, এ গ্রামে সবাই আপনাকে মান্য গণ্য করে। আপনার পক্ষে যার তার সঙ্গে মেশা—বা যার তার কথায় ওঠা বসা করা ঠিক না। একটু বুঝে শুনে মিশতে হয়। সবাই কি আর সকলের বন্ধু হয় !

কমল খী ? আমার বন্ধু-বান্ধব— ?

নিজাম আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার বন্ধু-বান্ধব সকলের বিশেষ সুনাম নেই।

কমল থাহলে, আফনি শুনে রাখুন—ঐ মথি ঠাখ্‌থারের মথ লোখের সঙ্গে যে আফনার এথ বন্ধুত্থ—ঐ লোখটাকে আফনি ছেনেন ? ঐ লোখঠাখে আমি ফাড়ী থেখে উঠিয়ে দিয়েছি !

ফণি আপনার কোয়ার্টারে যে এখন বসে আছে আপনার জন্য, তাকে আমিও আমার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

কমল ও ফ্যাটা আমার ফায়ার টাখা থিথ না।

বৌ এ গাঁয়ে সবাই ওকে চেনে। এমন একটা লোক নেই যার কাছে

দেনা করে নাই। যেখানে যা পেয়েছে, ধার করেছে—শোধ করবার নামও করে না। মুদীখানা থেকে স্যাকরার দোকান পর্যন্ত। এমন কি আমার কাছেও ওর দেনা আছে।

কমল লোখটা ফাজীর ফাঝাড়া।

ফণি লোকটাকে আমি জেলে ঢুকিয়ে ছাড়বো। [পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে] এই দেখুন, একটা চিঠি। এটা পড়ে দেখুন।

[চিঠিটা টেবিলের ওপর রাখল।]

কমল ঢায়মণ্ডহার্বার থেখে লিখেছে। মতি ঠাখ্তার গিয়ে ফলেছে, ভয় দেখিয়েছে—মাষ্টার মশাই-এর নামে লাগাথে হফে—সাক্ষি দিথে হফে।

ফণি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষি দিতে হবে।

কমল মাষ্টার মশাই খারো সাতে-ফাঁচে নেই, থার পেছনে লেগেছে ঐ হারামজাদা। ফিপদে ফেলতে চায়। আর সেই লোখটা আফনার বন্ধু!

নিজাম [কমল মোক্তার, ফণি মাষ্টার এবং পাঁচুবাবু—এদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে] আমি তো আর পারছি না। আমার ধৈর্যের একটা সীমা আছে। আপনাদের সঙ্গে ও ভদ্রলোকের কি হয়েছে, না হয়েছে, তা দিয়ে আমার দরকার নেই—তাতে আমার কিছু যায় আসে না। [ফণি মাষ্টারকে] দয়া করে আপনার এই চোথা কাগজটা সরান!

কমল [একবার বৌ-কে, একবার পাঁচুবাবুকে] এই খো হল থানার ফড় ধারোগার ফন্ধু মানুষ। এর খথায় আমাদের ধারোগা সাহেব ওঠে ফসে! ফন্ধু, খসাই ওঠা—খসাই।

ফণি আমি কারো ব্যাপারে নাক গলাই না। আমি আমার নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আমি কি করি, না করি, সেটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কার সঙ্গে মিশবো, কার সঙ্গে মিশবো না, সেটাও আমিই বুঝবো। কাকে কি বলতে হয়, কোথায় কি লিখতে হয় তাও আমি জানি।

পাঁচু স্যার, এত চেঁচামেচী করলে তো আমার কাজ করা দায়। এ যে মাছের বাজারেরও অধম হয়ে উঠেছে। আমি কি সিপাই ডাকবো? মধু—মধু!

নিজাম দয়া করে আপনারা একটু থামবেন! [সবাই চুপ করল. ফণি মাষ্টারকে] আপনার এই চোথা কাগজটা এবার সরান।

ফণি [চিঠিটা নিয়ে] এটা চোথা কাগজ না, এটা একটা চিঠি, দলিল!

নিজাম একই কথা।

ফণি এটা নিয়ে আমি কোর্টে যাব।

নিজাম কোর্ট ডায়মণ্ডহারবারে।

ফণি জানি, আমাকে শেখাতে হবে না। আমি ডায়মণ্ডহারবারেই যাব।

নিজাম সে আপনার যা খুশী তাই করুন গে—আমার কি তাতে! [উঠে অতুর রেখে যাওয়া প্যাকেটটা আলমারী খুলে বার করল।] এ ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি করার দরকার। [বৌকে] এটা তুমি কোথায় পেয়েছ?

বৌ আমি তো পাই নি! আমি পেয়েছি, সেকথা আপনাকে কে বলল?

নিজাম তুমি পাওনি? তবে কে পেয়েছে?

বৌ পেয়েছে অতু, আমার ছোট মেয়ে।

নিজাম তাকে নিয়ে এলে না কেন?

বৌ অতু তো এসেছিল, দু'দুবার এসেছিল। আপনি তো তাকে কাল সকালে আসতে বললেন। যদি বলেন তবে আমি ছুটে গিয়ে তাকে নিয়ে আসছি।

নিজাম থাক, দরকার নেই। আবার মিছিমিছি সময় নষ্ট হবে, তার দরকার নেই। তোমার মেয়ে তোমাকে কিছু বলেনি?

কমল ও থো ফলছিল, স্টেশানে যাওয়ার ফথে ফেয়েছে।

নিজাম তার মানে চোর এখন কলকাতায়। সেখানে তাকে খুঁজে বার করা অসম্ভব।

কমল আমি ফিশ্বাসই থরি না। আমাদের মাষ্টার মশাই ফলেন, চোর ওঠা স্টেশানের ফথে ফেলে রেখে আমাদের ধোঁখা দেফার ছেষ্টা থরছে। ফুরো ফ্যাপাঠাই সাজানো।

বৌ হ্যাঁ—, তাও হতে পারে।

নিজাম আচ্ছা বৌ, তুমিই বল। এমনিতে তো তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে বলেই মনে হয়। এখানে চুরি করে কেউ এখানে বসে থাকতে পারে? কেন থাকবে? ধরা পড়ার জন্য? সে সোজা কলকাতা

চলে গেছে। ঐ ওভারকোট চুরি গেছে, এ খবর আমরা জানাবার অনেক আগে ওটা কলকাতা পৌছে গেছে, বিক্রীও হয়ে গেছে।

বৌ না হুজুর, আমার কিন্তু সে রকম মনে হয় না। আপনার কথায় আমি সায় দিতে পারছি না। ও চোর যদি কলকেতাতেই গিয়ে থাকে, তাহলে সে এই টোপলাটা হারাবে কেন?

নিজাম কেউ কি আর জেনে শুনে কিছু হারায়?

বৌ আপনি টোপলাটা খুলেই দেখুন—সব কেমন সুন্দর গুছিয়ে রেখেছে—সোয়েটার, চাবি, একটা কাগজ—

কমল আমি ফলছি, ছোর এই গ্রামেই আছে।

বৌ আমারও তাই মত, মোক্তারবাবু।

কমল আমি ঠিখ জানি।

নিজাম আমার কিন্তু ধারণা অন্য রকম। আমি এতদিন ধরে পুলিশের কাজ করছি, আমার মতে—

কমল খতখাল খাজ খরছেন?

নিজাম তা পনেরো বছরের ওপর হতে চলল।—আর তাই আমার ধারণা, চোর এখানে থাকতে পারে না। সে কলকাতায় চলে গেছে।

বৌ না, না হুজুর, অত জোর দিয়ে বলবেন না।

কমল [ফণি মাষ্টাকে দেখিয়ে] খিন্তু, মাষ্টার মশাই নিজে দেখেছে, এখটা বজরার ওফর একজন এখটা ওফারকোট গায়ে দিয়ে ফসে—

নিজাম আঃ, আবার সেই পুরোনো কাসুন্দি! তাহলে তো আমাকে প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তল্লাসী চালাতে হয়। তার জন্য দরকার অন্তত দুশোজন সিপাই। অত লোক আমার নেই, তাছাড়া তা সম্ভবও না—প্রত্যেকটা লোকের বাড়ী তল্লাসী করা।

বৌ তাহলে হুজুর, আমার বাড়ী দিয়েই শুরু করবেন। ঝঞ্ঝাট চুকে যাবে।

নিজাম আরে দূর! তাই কি হয় নাকি। সম্ভব অসম্ভব বলে একটা কথা আছে তো! তাতে কোনো লাভ হবে না। আপনারা আমাকে শান্তিতে কাজ করতে দিন। আমি জানি কি করতে হবে, আর আমি ঠিকও করে ফেলেছি—দু-একজনের ওপর নজরও রেখেছি। আপনারা একটু সবুর করুন, দেখে যান। এই গ্রামে কিছু লোক আছে, যাদের চালচলনে সন্দেহের কারণ আছে—তাদের ওপর আমি কড়া নজর রেখেছি। এরা ভোরবেলা

মালপত্র নিয়ে কলকাতা যায়, ফিরে আসে সন্ধ্যাবেলা। তখন থাকে তাদের পকেট ভর্তি টাকা। ও সব আমার জানা হয়ে গেছে।

কমল ওরা তো সব্জী বিক্রী করতে যায়!

নিজাম না-না। শুধু সব্জী নয়, সেই সঙ্গে আরো অনেক জিনিষও পাচার হয়। হয়তো আপনার ওভারকোটও বাঁধাকপির সঙ্গে পাচার হয়ে গেছে।

বৌ হ্যাঁ, তাও হতে পারে। এ যে দেখছি সবই সম্ভব।

নিজাম [ভোলাকে] হ্যাঁ, এবার আপনি আসুন। কি যেন আপনার কেসটা ?

ভোলা আজ্ঞে, আমার একটা মাঝিকে পাওয়া যাচ্ছে না।

নিজাম [কমল মোক্তারকে] আমার যথাসাধ্য আমি চেষ্টা করব।

কমল আমার খোট আমি ছাই। ওটা না ফাওয়া ফর্যন্ত আমি ছাড়ফো না।

নিজাম বলছি তো, যা করা সম্ভব, তা করা হবে। বৌও যেন একটু সজাগ থাকে।

বৌ আমি ? আমি সজাগ থেকে কী করব ? তাছাড়া আমার কত কাজ—

নিজাম সেইজন্যই তো, তুমি তো কত বাড়ীতে যাও। একটুখানি চোখ কান খোলা রাখবে, তাহলেই হবে।

বৌ এসব ব্যাপারে আবার আমার বুদ্ধি খোলে না। তবে এর একটা বিহিত হওয়া দরকার, সে কথাও ঠিক। নইলে এ গাঁয়ে শান্তিতে বাস করা যাবে না।

কমল ঠিক ফলেছে ফৌ, থুমি ঠিক খথা ফলেছ। [নিজামকে] আফনি ঐ ফ্যাখেটটা ভাল খরে লক্ষ্য খরবেন। ওর মধ্যে এখটা খাগজ আছে, থার ওফর লেখাও আছে। ঐ হাথের লেখা ধরে হয়থো খিচু ফার খরা যেতে ফারে। আমি ফরশু সখালে আফার আসফো। এখন ছললাম।

[প্রস্থান।]

ফণি আমিও চললাম।

[প্রস্থান।]

নিজাম [ভোলাকে] আপনার নাম ? [কমল ও ফণিকে] হ্যাঁ, আসুন আসুন। এ লোক দুটোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। [ভোলাকে] হ্যাঁ, কী নাম আপনার ?

ভোলা শ্রীভোলানাথ সরকার।

নিজাম [পাঁচুবাবুকে] পাঁচুবাবু, আপনি একবার আমার কোয়ার্টারে যান তো। ওখানে মতিবাবু বসে আছে। তাকে গিয়ে বলুন, আজ আমার সময় হবে না, এখানে অনেক কাজ। ওর আর বসে থাকবার দরকার নেই। না, থাক—আপনি বরং মধুকে পাঠান। এখানে অনেক কাজ আছে।

পাঁচু মধু, মধু!

মধু। [প্রবেশ] আজ্ঞে, আমাকে ডাকছিলেন ?

পাঁচু হ্যাঁ। তুমি একবার সাহেবের কোয়ার্টারে যাও। সেখানে মতিবাবু আছে। তাকে বাড়ী যেতে বল।

মধু তার আর থাকার দরকার নেই ?

নিজাম না, না। তাকে আর দরকার নেই, সে বাড়ী যাক।

[মধু চলে গেল।]

নিজাম [বৌকে] তুমি মতি ডাক্তারকে চেন ?

বৌ ওর ব্যাপারে হুজুর, আমি কিছু বলতে চাই না। ওর কথা বলতে গেলে, একটাও ভাল কথা বের হবে না।

নিজাম [ঠাট্টার স্বরে] কিন্তু, ঐ ফণিমাষ্টারের ব্যাপারে বুঝি সবই ভাল কথা!

বৌ লোকটা কিন্তু সত্যিই তেমন খারাপ না।

নিজাম তুমি কেমন যেন রেখে ঢেকে কথা বলছ ?

বৌ না, তা নয়। তবে বুঝলেন হুজুর, লোকের কথায় আমার অত কাজ কি! আমি হুজুর সোজা মানুষ, সোজা কথা বলে বসি। একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলতে পারলে কি আর এই হাল হতো আমার ? তাই—

নিজাম আমার কাছে মন খুলে কথা বলতে ক্ষতি কী ? আমি তো আর তোমার কোনো ক্ষতি করবো না। নাকি, তুমি আমাকেও বিশ্বাস করতে পারছ না!

বৌ না হুজুর, তাই কি হয়! আপনাকে অবিশ্বাস করা যায়!

আপনিও তো সোজা কথাই পছন্দ করেন। আপনার কাছে লুকোতে যাব কেন?

নিজাম তার মানে, এক কথায় ফণিমাষ্টার লোকটা ভাল, এই তো!

বৌ আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, লোকটা ভালই।

নিজাম শোন বৌ, আজকের একটা কথা মনে রেখ।

বৌ কোন কথা হুজুর?

নিজাম বলছি। [উঠে দাঁড়িয়ে ভোলাকে] এই যে দেখছেন, এ হচ্ছে আমাদের ধোবানী। খেটে খায়, কারো সাতে পাঁচে নেই। এই বৌ-এর ধারণা, দুনিয়ার সবাই বুঝি ওর মত সরল, ওর মত সৎ। [বৌকে] কিন্তু বৌ, দুনিয়াটা আসলে অন্য রকম। তুমি কেবল বাইরেটা দেখ লোকের, আমাদের একটু তলিয়ে দেখতে হয়। [দুপা এগিয়ে গিয়ে বৌ-এর সামনে দাঁড়িয়ে] শোন বৌ, তোমাকে বলে রাখি—তুমি সৎ লোক, সোজা মানুষ, সেকথা সবাই জানে, কেউ অস্বীকার করবে না, তবে একটা কথা মনে রাখবে—তোমার ঐ মাষ্টারবাবু, ও লোকটা সম্বন্ধে একটু সাবধান থেক। লোকটা সাংঘাতিক!

বৌ [আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে] কি জানি বাপু, আমার কিন্তু তা মনে হয় না—

যবনিকা

গেরহার্ড হাউপট্‌মান

জর্মন নাটকে ন্যাচারালিসম-এর বিস্তার সম্ভব করেছেন গেরহার্ড হাউপ্টমান। গেরহার্ড হাউপ্টমান-এর বহুমুখী প্রতিভা কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে অবগত ছিল যে, সৃষ্টিশীল প্রতিভার কাছে ন্যাচারালিসম পরিণাম নয়—উত্তরণ মাত্র।

জন্ম ১৮৬২-তে এক হোটেলমালিকের ঘরে। তাঁর বৈচিত্রময় জীবনে তিনি বহু প্রতিভার সংস্পর্শে এসেছেন, প্রভাবিত হয়েছেন তাঁদের চিন্তাধারায়, প্রভাবিত হয়েছেন পূর্বসূরীদের সাহিত্য কর্মে।

ন্যাচারালিসম নিয়ে হাউপ্টমাম অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, তবে তাঁর প্রথম নাটক 'ফোর সন্নেনআউফগাং (প্রথম অভিনয় ১৮৮৯)' থেকেই লক্ষ্য করা যায় সেই ন্যাচারালিসম-এর গণ্ডীর বাইবে বেরিয়ে আসবার প্রচেষ্টা। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি অসহায় ভাবে নির্যাতিত হয় অসৎ প্রকৃতির মানুষের হাতে। পরবর্তী নাটকগুলির মধ্যে—'দাস ফ্রীডেনফেস্ট (১৮৯০)' এবং 'আইনসামে মেনশেন (১৮৯১)'—লক্ষ্য করা যায় ইবসেন-এর প্রভাব। এই দুই নাটকের বিষয়বস্তু সমাজের অবক্ষয়। হাউপ্টমান-এর সাহিত্য কর্মে সর্বত্র প্রত্যক্ষ করা যায় সামাজিক নীতিবোধ। জীবনের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, তাঁর সেই অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সাহিত্য কর্মে। মানুষের চিরন্তন বেদনার উৎস সমাজ তাই হাউপ্টমান-এর বলিষ্ঠ কলমের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত। 'ভী হ্বেব্যার (১৮৯২)' নাটকে জনতার প্রচণ্ড দুরবস্থার প্রতিচ্ছবি—মানুষের সংগ্রাম যন্ত্রের বিরুদ্ধে, কারণ যন্ত্র কেড়ে নিচ্ছে অনশন ক্লিষ্ট মানুষের মুখের গ্রাস।

'কল্লেগে ক্রাম্পটন (১৮৯২)' নাটকে হাউপ্টমান চেষ্টা করেছেন এক কমেডীর সৃষ্টি করতে, যেখানে ট্র্যাজেডীর স্পর্শও লক্ষ্য করা যায়।

'বীব্যারপেলৎস (বাংলারূপ—ওভারকোট)' লেখা হয় ১৮৯২-১৮৯৩-এ। এ যাবৎ যত হাস্যরসাত্মক জর্মন নাটক লেখা হয়েছে, তার মধ্যে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ। এ নাটকের মুখ্য চরিত্র এক ধোবানী। তার অভিপ্রায় তাদের সংসারের দারিদ্রের অবসান ঘটানো এবং সেজন্য সে আর তার মেয়েরা কোনো কাজেই বিমুখ নয়—ছোট খাট চুরিকেও তারা প্রশ্রয় দিতে দ্বিধা করে না। ধোবানীর মতে, একবার অবস্থা ফিরিয়ে নিতে পারলে কেউ জিজ্ঞাসা করতে আসবে না সেই অর্থের উৎসের কথা। প্রচণ্ড বুদ্ধিমতী এই মহিলা

একজনের জালানী কাঠ চুরি করতে যাবার সময় থানার সিপাইকে বাধ্য করে আলো ধরে সাহায্য করতে। এ নাটকের সব চরিত্রই আমাদের কাছে বিশেষ পরিচিত। থানার দারোগা খাঁটি আমলা—একরোখা, ব্যুরোক্র্যাট। যে কোন ঘটনার পিছনে সরকারবিরোধী কার্যকলাপের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। চাটুবাক্যে প্রীত হয়, চাটুকারকে প্রশ্রয় দেয়। সরকারী কর্মচারী হিসেবে সাধারণ লোকের সেবার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন নয়। বুদ্ধিমতী ধোবানীর পুঁজি দারোগার নির্বুদ্ধিতা এবং অন্যান্যদের সরলতা। এ নাটকের সঙ্গে ক্লাইষ্ট-এর 'ডেয়ার ৎসেয়ারব্রোখেনে ক্রুগ (বাংলারূপ—ভাঙাপট)' নাটকের তুলনা করা যায়। 'ভাঙাপট' নাটকে অপরাধী নিজেই বসেছে বিচারকের আসরে। ঘটনার ক্রমাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের শেষে অপরাধীর অপরাধ প্রমানিত হয় এবং অন্যান্য সরল গ্রাম্য লোকের কাছে প্রকৃত সত্য প্রকাশ পায়। হাউপ্টমান-এর এই নাটক কিন্তু একটা বৃত্তের মত, আদি এবং অন্তহীন। নাটকের শেষ অবশ্যই আছে, কিন্তু তার বিষয় বস্তুর শেষ নেই। হাউপ্টমান যেখানে এ নাটক শুরু করেছেন, সেখানেই একথা দর্শকের কাছে স্পষ্ট যে, এ ধোবানী আর যাই হোক সম্পূর্ণভাবে সৎ নয়। চুরি বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত এই ধোবানীর প্রতি দর্শক কিন্তু বীতরাগ নয়—বরং দর্শকের সহানুভূতিই আছে এই চোরের প্রতি। ঠিক বিপরীত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে। তারাও সকলে এবং প্রায় প্রত্যেকে ধোবানীর প্রতি সহানুভূতিশীল, তার কারণ, তাদের ধারণা সে কর্তব্যনিষ্ঠ, সৎ এবং সরল প্রকৃতির মানুষ।

হাউপ্টমান-এর পরবর্তী নাটক 'হান্নেলে (১৮৯৩)'-তেও লক্ষ্য করা যায় ন্যাচারালিসম-এ গণ্ডী ভেঙে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা। তারপরে লেখা নাটক-গুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ফ্লোরিয়ান গাইয়ার (১৮৯৫)", 'ফুয়রমান হেনশেল (১৮৯৮)', 'রোসে ব্যার্নড (১৯০৩), এবং 'রাট্টেন (১৯১০)'। বিভিন্ন সমালোচকের মতে 'রাট্টেন' হাউপ্টমান-এর লেখা নাটকগুলির মধ্যে সবচেয়ে পরিণত।

প্রায় ছয় দশক একটানা জর্মন সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করবার পর গেরহার্ড হাউপ্টমান-এর মৃত্যু হয় ১৯৪৬ সালে।

Dr. J. U. Ohlau-কে

পন্তুলাহা

Bertolt Brecht-এর Herr Puntila und sein Knecht Matti

অবলম্বনে রচিত

নীহার ভট্টাচার্য্য

পন্তুলাহা : নীহার ভট্টাচার্য্য, ২৮ দিপালীনগর, বালুরঘাট, ৭৩৩১০১

জর্মন এক্সপ্রেশানিসম্ অনেক নাট্যকার উপহার দিয়েছে। তারা সকলেই যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু কেউই দশ বছরের বেশী মঞ্চে রাজত্ব করতে পারেনি। একমাত্র ব্রেষ্টই বর্তমান কালেও নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। ব্রেষ্ট যেন একটি প্রতিষ্ঠান, একটি ধারার সৃষ্টিকর্তা এবং একমাত্র ব্রেষ্টই পৃথিবীর সব মঞ্চে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। ইনি কেবলমাত্র নাট্যকার ছিলেন না, ইনি ছিলেন নাটুয়া—নাটকের আত্মার মধ্যে ঢুকে ইনি নাটক লিখতেন। তাঁর একমাত্র রেডিও নাটক "সমুদ্র উচ্ছ্বাস" ব্যর্থ প্রচেষ্টা, এই ব্যর্থতা অবশ্য প্রমাণ করেছে যে, ব্রেষ্ট প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যকাব্য রচয়িতা।

আাউগ্‌সবুর্গে জন্ম ১৮৯৮ সালে। তাঁর পূর্ব পুরুষদের সম্বন্ধে বলতে গেলে কিছুই জানা নেই। বিরোধিতা যেন ব্রেষ্ট-এর মজ্জাগত, তার প্রমাণ অনেক আছে তাঁর স্কুলজীবনের ঘটনাগুলির মধ্যে। তবে তাঁর বিরোধীতার প্রকৃতি মৌলিক নয়, বরং কৌশল আশ্রয়ী। ১৯১৭-য় স্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি মিউনিকে ডাক্তারী পড়তে শুরু করেন, কিন্তু ১৯১৮-তেই তাঁকে আউগ্‌সবুর্গে ফিরিয়ে আনা হয় বিকলাঙ্গদের এক ব্যরাকে স্বাস্থ্য বিধায়ক হিসাবে। সেই সময় থেকেই ব্রেষ্ট একজন উগ্র যুদ্ধবিরোধী—শান্তিবাদী।

ব্রেষ্ট-এর প্রথম নাটকের নায়ক বাল। এই বাল সঙ্গীত প্রতিভার প্রতিমূর্তি, কিন্তু মদ্যপ, ভবঘুরে, খুনী, চরিত্রহীন এবং সিনিক। নায়কের মৃত্যুতে "বাল" (১৯১৮) নাটকের পরিসমাপ্তি।

১৯২০ সালে ব্রেষ্ট নিজে মঞ্চস্থ করেন "ট্রম্মেল ইন ডেয়ার নাখ্‌ট্"। পীচ্-বোর্ড-এর সাহায্যে ঘরের দেয়াল তৈরী, তার পেছনে 'কচি বাচ্চার আঁকা বিদ্রোহ-নগর (বার্লিন)', চাঁদের বিকল্প একটা বাতি। প্রেক্ষাগৃহের যত্রতত্র পোষ্টার ঝুলছে, তাতে সেই নাটকেরই বাক্য বা বাক্যংশ লেখা। এখানেই বোধহয় পরবর্তি কালের প্রসিদ্ধ "ফেয়ারফ্রেম্‌ডুং"-এর অঙ্কুরোদ্গম। ১৯২২ সালে ব্রেষ্ট এই নাটকের জন্য ক্লাইষ্ট পুরস্কার পান। তারপর ইনি বার্লিনে চলে আসেন স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য এবং সেই ১৯২৪-এই লেখেন "ইম্ ডিক্কিথ্‌ট ডেয়ার স্টেড্‌তএ"। এ নাটকের বিষয় নগরীর অরণ্যে মানুষের একাকীত্ব।

যে নৃসংশতা, যে মিথ্যাচার এই সভ্যতার শক্তি এবং কৌশল, তার উলঙ্গ বীভৎসতা প্রকাশে ব্রেষ্ট-এর কোনো দ্বিধা কখনো ছিল না। তাঁর সেই

মনোভাবের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে এপিক নাটকের, রাজনৈতিক তৎপরতা তাঁর বিষয়বস্তু। প্রচ্ছন্ন রোমান্টিক গানের মাধ্যমে বলেছেন জনতার কথা, জনতার মনের কথা। ব্যালাডধর্মী এই সব গাথার প্রেরণার উৎস ভিলঁ এবং রিমবড ; বিষয়বস্তু আতঙ্ক, নৃশংশতা, এ্যাডভেঞ্চার, শ্লেষ এবং ভাবপ্রবণতা (হাউস-পোস্টিলে, ১৯২৭)।

তাঁর "ফুর্খট্ উন্ত এলেণ্ড ডেস্ ড্রিটেন্ রাইখ্স্" মঞ্চস্থ হয় ১৯৩৮ সালে প্যারিসে। তারপর আসে অন্যান্য ক্রুদ্ধ নাটক—ক্রোধের কারণ, ভুল রাজনীতির ফলে সৃষ্ট পৃথিবীর যাবতীয় অভাব এবং অভিযোগ। উদাহরণ : গ্রিম্মেলহাউসেন-এর উপন্যাস অবলম্বনে রচিত "মুট্টার কুরাজ উণ্ড ইয়েরে কিণ্ড্যার" কিম্বা "ডেয়ার গুটে মেন্শ্ ফন্ সেৎস্যুয়ান"—সৎ মানুষের আকাঙ্খা এবং অসহায়তা। ঈশ্বরের দলও সেখানে অসহায়। ব্রেষ্ট-এর আপাত স্থূল এবং প্রায়ই অশ্লীল শান্তিবাদের ভেতরে লুকিয়ে আছে বিষণ্ণ, দিশেহারা এক নীতিবাদী মন, তার স্পষ্ট বিদ্রোহ সমকালের উন্মত্ততার বিরুদ্ধে।

হিটলারের তাড়নায় ব্রেষ্টকে দেশত্যাগী হতে হয়। ১৯৩৩ সালে সুইজারল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স হয়ে যান ডেনমার্ক-এ। ফ্রান্সে থাকাকালে তাঁর দেখা হয় কুর্ট হ্বাইল-এর সাথে। সেখানে প্রদর্শন করেন "ডি জীবেন টোডেস্স্ট্যুণ্ডেন্"। ডেনমার্কে যাবার কারণ, সেখানে খরচ কম। তাঁর অনোন্যপায় প্রবাসী মন দেশে ফিরবার সুযোগের অপেক্ষায় তখন উন্মুখ। সেই সময়ে তিনি আবাব নাটকের জন্য কাব্যাংশ লেখেন : "ডাস্ লেবেন্ ডেস্ গ্যালেলী"। "মুট্টার কুরাজ উণ্ড ইয়েরে কিণ্ড্যার", "ডেয়ার গুটে মেন্শ্ ফন্ সেৎস্যুয়ান্", "ডাস্ ফেয়ারহ্যোর ডেস্ লুকুল্লুস্" এবং "স্কেণ্ডবোর্গ্যার গেডিখ্‌টে", আরো কিছু প্রবন্ধ এবং তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা "লাটোসে আউফ্ ডেম হ্বেগে ইন্ ডী এমিগ্রাৎসিওন"। ১৯৪০ সালে জর্মন সেনারা যখন ডেনমার্ক-এর ভেতরে ঢুকে পড়ে তখন ব্রেষ্ট বাধ্য হন ফিনল্যাণ্ডে আশ্রয় নিতে। এখানে লেখেন "হেয়ার্ পুন্টিলা উণ্ড সাইন্ ক্লেখ্‌ট মাত্তি"। এই নাটকের বাংলারূপ 'পন্টুলাহা'। ফিন্‌ল্যাণ্ডের উপকথা অবলম্বনে রচিত এই নাটকের নায়ক পুন্টিলা ব্রেষ্টের প্রথম নাটকের বাল-এর সমগোত্রীয়— সর্বগ্রাসী, মদ্যপ, ইত্যাদি, প্রভৃতি। এখানে মূলত প্রতিবাদ ধনিকশ্রেণীর স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে। বাল বা পুন্টিলা জাতীয় চরিত্রের প্রতি ব্রেষ্টের এক বিশেষ আকর্ষণ লক্ষ্যণীয়—আজডাক্, মেক্কী, লয়ফ্‌ফ্যার, শহ্বেইক্, ইত্যাদি।

প্রধানত নাট্যকার হিসাবে বিখ্যাত হলেও ব্রেষ্ট একজন কবিও ছিলেন। লেনৎস্ এবং ব্যুখ্‌নার তাঁদের নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার করেছিলেন কাব্য

বোধের তাগিদে, ব্রেষ্ট-এর নাটকে তার ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে। ব্রেষ্টীয় নাটকে গানের ব্যবহার বিশেষ নাটকীয় মুহূর্তকে ভেঙে দেওয়া, দর্শকের বিভ্রান্তি নষ্ট করা এবং অন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা। জর্মন শব্দ "ফেয়ারফ্রেমডুং"-এর নিকটতম বাংলা প্রতিশব্দ "বিযোজন" (উৎপল দত্ত), সেই বিযোজনের প্রয়োজনে ব্যবহার গানের। ব্রেষ্টকে প্রকৃতপক্ষে কবি বলা যায় না, তাঁর লেখক জীবনের মধ্যপথে, যখন তিনি "লেহ্‌রস্ট্যুকে" লেখেন তখন তো নয়ই। কেবল যখন "বাল" নাটকের দর্শন ব্যক্ত হয়, নিষ্ঠুর কিম্বা আমুদে চরিত্রগুলির আবির্ভাবের মূল যখন প্রকাশ পায়, যখন প্রকাশ পায় বিশেষ প্রাচুর্য, তখন অনুভব করা যায় তাঁর কবিপ্রতিভা—কিন্তু প্রায়ই একান্ত নিজস্ব ভাষার ব্যবহারের চাতুর্য সেখানেও অনুপস্থিত।

ব্রেষ্ট নাটকের জগতে এক নতুন ফর্মের প্রবর্তন করেছেন। এই ফর্ম—সাহিত্য এবং দর্শন—বিজ্ঞানানুগ এবং রোমান্তিক। তার দৃশ্যগুলি বিজ্ঞান-সম্মত, সেখানে উপস্থাপিত গান বা গাথায় তা রোমান্তিক। ব্রেষ্ট উপহার দিয়েছেন সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের চরিত্র, সে চরিত্র দায়বদ্ধ এবং অরাজকতার চাপে পিষ্ট, সেখানে মনুষ্যত্ব জড়বাদী ঘটনায় পরিণত।

ব্রেষ্ট-এর মৃত্যু হয় ১৯৫৬-র ১৪ই আগষ্ট পূর্ব-বার্লিন শহরে।

পন্তুলাহা

Brecht--এর Herr Puntila und sein Knecht Matti অবলম্বনে রচিত

রূপান্তর : নীহার ভট্টাচার্য্য

পন্তলাহা : নীহার ভট্টাচার্য্য ২৮, দিপালী নগর
বালুরঘাট—৭৩৩ ১০১

চরিত্র লিপি

পন্তুলাহা	:	নবেন্দু গুপ্ত
যতীন	:	গৌর গোস্বামী
মতি	:	উৎপল রায়
আয়ান	:	মৃণাল চট্টোপাধ্যায়
পশুচিকিৎসক	:	বাবলু বন্দ্যোপাধ্যায়
রোগা মজুর	:	নিমাই পাল, প্রবীর বোস
মোটা মজুর	:	সমর ধর, সুনীল চৌধুরী
সুরেন	:	রঙ্গনাথ দে
সুরেনের ছেলে	:	শিবু ঘোষ
এম, এল, এ	:	শেখর চট্টোপাধ্যায়
পুরোহিত	:	দেবী চট্টোপাধ্যায়
বয়	:	সুজন ভট্টাচার্য্য
রাধি	:	নন্দিতা চৌধুরী
সন্ধ্যা	:	নির্মলা পোদ্দার
মোহিনা	:	আলপনা রায়
লতু	:	ইরা চক্রবর্ত্তী, দীপিকা ভট্টাচার্য্য
কমলা	:	ইলা বন্দ্যোপাধ্যায়
পুরোহিতের স্ত্রী	:	মনিকা দত্ত
গঙ্গা	:	সাধনা রায় চৌধুরী
গানের দল	:	মূল গায়েন : মণ্টু ঘোষ
সহযোগী	:	স্বপন পাল, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, বাবুলাল সমাদ্দার, আশীষ চক্রবর্ত্তী

প্রথম অভিনয়—রবীন্দ্র সদন : ১৩ই জানুয়ারী '৭৫

প্রথম দৃশ্য

পন্তু লাহা এক মানুষের সাক্ষাত পেল

[হোটেল ঘর। পন্তু লাহা ও উকিল বসে ; হোটেলের বয় এক কোণে দাঁড়িয়ে। উকিল মাতাল অবস্থায় পড়ে গেল চেয়ার থেকে।]

প। বয়! কদ্দিন হল আমরা এখানে এসেছি?

ব। দুদিন, স্যার।

প। [উকিলকে লক্ষ্য করে] শুনলে? মাত্তর দুদিন, ছোট্ট দুটি বাচ্চা বাচ্চা দিন! ব্যস দু'দিনেই কুপোকাৎ—! এট্টুখান মাল নিয়ে বসে তোমার সাথে এট্টু কথা বলব, তাও চলবে না। আমার মনে যে এত দুখ্খু জমে আছে—। কি হে বাপু তোমরা! এট্টু এদিক ওদিক সহ্য হয় না? তোমরা নাকি আবার লেখাপড়া শেখা লোক। লেখাপড়া জানা লোক তোমরা, তোমাদের দেখে লোকে শিখবে। আর, সেই তুমি, কি শিক্ষাটা দিচ্ছ বাপু! আর এট্টুখানি বসে থাকলে, এট্টুখানি মাল খেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হতো, না তোমার ঐ আউট হবার সময় ফুরিয়ে যেত! যত সব! [বয়কে] আজকে কি বার বলতো?

ব। আজ্ঞে স্যার, শনিবার।

প। শনিবার? আজ শনিবার? অবাক করলে হে। আজ শুক্কুরবার হওয়া উচিত।

ব। মাপ করবেন স্যার, আজ কিন্তু শনিবার।

প। মুখে মুখে কথা? তুমি কি রকম লোক হে। খদ্দের লক্ষ্মী, তার মুখে মুখে কথা! তারচেয়ে বাপু, এই ঘাড়টা ধরে বার করে দাওনা কেন? শোন, আর এক বোতল নিয়ে এস। ভাল করে শোন, আবার সব উল্টোপাল্টা করে বসো না, তুমি যেমন লোক, একটা বোতল আর আমার শুক্কুরবার, বুঝলে?

ব। আজ্ঞে হ্যাঁ, আনছি। [দৌড়ে চলে গেল]

প। [উকিলকে] ওঠ শিশু, মুখ ধোও, পড় নিজ বেশ। ওঠ, বাবা আমার, সোনা আমার, ওঠ। মালের গন্ধ শুঁকেই কাত্ হয়ে পড়লে বাবা! আর এই দেখ আমাকে, মালের সমুদ্দুর সাঁতরে পার হচ্ছি। [টেবিলের ওপর শুয়ে সাঁতারের ভান করল] দেখ, কৈ, আমার কিছু হচ্ছে?

[মতিকে দেখতে পেল। মতি বেশ খানিক্ষণ আগে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে] তুমি আবার কে বাবা ?

ম। আমি হুজুর আপনার ড্রাইভার।

প। [অবিশ্বাস] কী বললে ? তুমি কী ?

ম। আপনার ড্রাইভার।

প। ওকথা সবাই বলতে পারে। আমি তোমাকে চিনি না।

ম। আপনি বোধহয় আমাকে ঠিকমত লক্ষ্য করেন নি। আমি সবে মাসখানেক কাজে লেগেছি।

প। এখন আসছ কোত্থেকে ?

ম। আজ্ঞে বাইরে থেকে। আজ দুদিন বসে আছি গাড়ীর মধ্যে।

প। কোন গাড়ী ?

ম। আজ্ঞে আপনার গাড়ী।

প। আমার গাড়ী ? অদ্ভুত ব্যাপার ! প্রমাণ করতে পারবে ?

ম। আজ্ঞে না। আপনার আশায় আর বসে থাকবার কোনও ইচ্ছা আমার নেই। সেই কথাটাই বলতে এলাম। অনেক হয়েছে, আর দরকার নেই। একটা মানুষের সাথে আপনি এরকম করতে পারেন না।

প। মানুষ ? মানুষ মানে ? তুমি কী একটা মানুষ ? এই একটু আগে বললে, তুমি ড্রাইভার, এখন বলছ মানুষ। ছ্যাখ বাবা, কথা বলবে, ভেবেচিন্তে বলবে তো ! এইতো বাপু ধরা পড়ে গেছ। স্বীকার কর, ধরে ফেলেছি।

ম। এক্ষুনি টের পাবেন। রাস্তার গরু-ছাগলের মত করবেন আমাকে নিয়ে, তা চলবে না। হাপিত্তেশ করে বসে আছি, কখন আপনি দয়া করে আসবেন। আমার দরকার নেই।

প। ও কথাটা আগেই বলেছ, তোমার দরকার নেই।

ম। ঠিক আছে। আমার মাইনেটা মিটিয়ে দিন।

প। তোমার গলাটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে ! [মতির চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখল, যেন অদ্ভুত একটা জন্তু দেখছে] বোস, গলাটা একটু ভেজাও, তোমার সঙ্গে আলাপ করার দরকার।

বয়। [একটা বোতল হাতে প্রবেশ] এই নিন স্যার, আপনার বোতল। আর, আজ শুক্রবার।

প। ঠিক আছে। [মতিকে দেখিয়ে] এই হচ্ছে আমার এক বন্ধু।

ব। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। আপনার ড্রাইভার।

প। আচ্ছা! তুমি তাহলে ড্রাইভার। রাস্তার বেরোলে কত রকম লোকের সাথেই যে দেখা হয়! ঢালো।

ম। আপনার মতলবটা বুঝতে পারছি না।

প। বুঝেছি, বিশ্বাস হচ্ছে না। বুঝেছি, যার তার সাথে মাল খাওয়া ঠিক না। কে জানে শালা, মাতাল হয়ে গেলাম আর সঙ্গে সঙ্গে গাঁটের টাকাকড়ি সব হাওয়া। তাই আগে পরিচয় করে নেয়া ভাল। আমি পন্ত লাহা, লাহাপুরের জোতদার। নির্বিবাদী মানুষ, নব্বইটা দুধেল গাই আছে আমার। আমার সাথে অনায়াসে মাল খেতে পার।

ম। বেশ, আমার নাম মতি সরকার। আপনার ড্রাইভার।

[দুজনে মদ খেতে শুরু করল]

প। আমার দিলটা ভাল, বুঝলে। তবে হ্যাঁ, সেই যে একবার একটা ঝিঁঝিঁ পোকাকে তুলে নিয়ে রাস্তার একপাশে রেখেছিলাম, যাতে গাড়ী চাপা না পড়ে, সেটা অবশ্য একটু বাড়াবাড়ী হয়ে গেছিল। তোমারও দিলটা ভালই, দেখেই বুঝতে পেরেছি। আমি দেখেছি, আমি জানি, অনেকে আছে, সব সময় 'আমি আমি' করে, তাদের আমি সহ্য করতে পারি না। আমি বাপু সেরকম নই। দেখবে, অনেক জোতদার আছে, যারা চাকর-বাকরদের ভাল করে খেতেই দেয় না। ওসব আমার সহ্য হয় না বাপু। আমি বলি, ওরাও তো মানুষ, আমারই মত। ওরাও একটু-আধটু ভালমন্দ খেতে ভালবাসে। আমি যেমন ভালবাসি।

ম। নিশ্চয়।

প। আচ্ছা, বলতো, আমি কী তোমাকে সত্যি সত্যিই বাইরে বসিয়ে রেখেছিলাম, সত্যি? কাজটা ভাল করিনি, ভারি অন্যায়, কিছু মনে করো না। আমি মাপ চাইছি। এই তোমাকে বলে রাখছি, আবার যদি এরকম করি, তাহলে তোমাকে বলা রইল, তোমার ঐ হ্যাণ্ডেলটা দিয়ে বসাবে একঘা, আমার মাথায়। বলা রইল। মতি, তুমি আমার বন্ধু?

ম। না।

প। জানতাম। মতি, দেখ একবার আমাকে, ভাল করে দেখ। কী দেখছ?

ম। বলব? রাগ করবেন না তো? হোৎকা মোটা, বেহেড মাতাল একটা।

প। দেখলে, বাইরেটা দেখে মানুষ চেনা যায় না। আমি আসলে সম্পূর্ণ অন্যরকম। মতি, আমার অসুখ আছে।

ম। খুব শক্ত অসুখ।

প। তুমি বলেই বুঝতে পারলে, সবাই পারে না। [খুব দুঃখিতভাবে মতির দিকে তাকিয়ে] আমার এক এক সময় খুব খারাপ অবস্থা হয়।

ম। সে কথা বলবেন না, থাক।

প। সত্যি বলছি, ঠাট্টা নয়। বছরে তিন-চারবার ওরকম হয়। হঠাৎ ঘুম ভাঙলে উঠে দেখি, একদম সাদা চোখ। পরিষ্কার মাথা, নেশা কেটে গেছে।

ম। এরকম কী আপনার প্রায়ই হয়?

প। প্রায়ই। ব্যাপারটা হচ্ছে কি জান, অন্য সময় আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। এই এখন যেমন দেখছ। আমি কি বলছি, কি করছি, সব ভেবে-চিন্তে করছি। যখন ঐ অসুখটা হয়, তখন সব অন্য রকম। শুরুতে দেখা দেয় চোখের গণ্ডগোল। [একটা বোতল তুলে ধরে] এই যে, এই দুটো বোতল তো, তখন একটা দেখতে পাই।

ম। [হতাশ] তারমানে আপনি অর্ধেক দেখতে পান।

প। গোটা পৃথিবীটার অর্ধেক মাত্তর দেখতে পাই। আর ওই সাদা চোখে আমি হয়ে উঠি পশুরও অধম। তখন যে আমি কি হয়ে যাই, তা এই এখন আমাকে দেখে ভাবতেও পারবে না। তখন আমার দ্বারা সবই সম্ভব। আমি তখন হয়ে উঠি সত্যিকারের একটা বৈষয়িক লোক। বৈষয়িক লোক কাকে বলে জান? বৈষয়িক লোক হচ্ছে সেই লোক, যার দ্বারা সবই সম্ভব। তখন তার কাছে বন্ধুত্ব বলে কিছু নেই, ছেলেমেয়ের ভালমন্দ বিচার করে না। সে তার নিজের লাশটাও নিজে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাকেই বলে বৈষয়িক লোক, উকিলরা বলে।

ম। তা এই অসুখের কোনও প্রতিকার করেন না?

প। করি! যতটা পারি, করি। [গ্লাসটা ধরে] এই যে, এই হচ্ছে একমাত্র ওষুধ। গিলে যাই, বাচ্চা ছেলের মত ঝিনুকে করে নয়, গিলে যাই বোতলের পর বোতল। আমি সং—গ্রা—ম চালিয়ে যাই, পুরুষ মানুষের মত। তাতেও কোনও লাভ হয় না, একটা সময় হঠাৎ সব অন্য রকম হয়ে যায়। নইলে তোমার সাথে অমন ব্যবহার করি! বাইরে বসিয়ে রেখে আমি তোফা মজা লুঠছি। তোমার মত একটা লোক, তার সঙ্গে এই ব্যবহার? আমার সাত পুরুষের ভাগ্যি, যে

তোমার মত একটা মানুষের দেখা পেলাম। আচ্ছা, কি করে এলে আমার এখানে বলতো!

ম। কি করে আবার? আগের চাকরীটা চলে গেল।

প। কি করে গেল?

ম। আমি ভূত দেখেছিলাম।

প। সত্যিকারের ভূত? কোথায়?

ম। [কাঁধ ঝাঁকিয়ে] পুলিন মজুমদারের বাড়ীতে। সবাই সেখানে ভূত দেখত। কেন, কে জানে। আমার মনে হয় কি জানেন? ওদের ওখানে খাবার-দাবার ভাল ছিল না। মানে চাকর-বাকরদের স্রেফ ডাল-ভাত-রুটি দেয়া হতো। ভাল না খেলে ঘুম হয় না ভাল। সবাই স্বপ্ন দেখত, সব দুঃস্বপ্ন। প্রথম প্রথম আমি কিছু দেখিনি, তারপর একদিন আমিও দেখলাম। তখন পুলিনবাবুর স্ত্রী আঁতুড় ঘরে। সেদিন জোছ্‌না রাত। দেখি, পুলিনবাবু গোয়াল ঘরের ওদিকে যাচ্ছে। আমিও নজর রাখলাম, দেখি বাবু গিয়ে ঢুকল গয়লা মেয়ের ঘরে, জানালা দিয়ে। পরপর দু-রাত্তির সেই একই কাণ্ড। সে কথা কি করে জানাজানি হয়ে গেল। আমার চাকরী গেল।

প। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভাল খেতে দিত না বলে তোমার চাকরীটা গেছে। তুমি ভাল-মন্দ খাবে তাতে আমার আপত্তি নেই। আমার কাজ নিয়ে কথা। আমার কাজটি ঠিকমত কর, ফাঁকি দিও না, ব্যাস্‌ আর কিছু চাই না। আমার সোজা হিসেব। পন্তু লাহার হিসেবে গরমিল নেই! কাজ চাই। আমি নিজেও তো চাই কাজ করতে; কাঠ কাটতে, জমি চষতে। কিন্তু, দেবে ওরা আমাকে কাজ করতে? হুঁ! কি কুক্ষণেই যে জন্মেছিলাম এই পন্তু লাহা হয়ে! আর তাইতেই আমার সর্বনাশ। বাবা জমি চাষ করবে? ভাল দেখায় না। মেয়ে মজুরদের সাথে একটু মস্করা করা শোভা পায় না। চাকরদের সঙ্গে বসে একটু চা খাবে, চলবে না। কিন্তু, এইবার, এই তোমাকে বলছি, এবার আর ওসব চলবে না। এইতো যাচ্ছি, মেয়েটার বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করতে। ওটা শেষ করতে পারলেই নিশ্চিন্ত। আর খবরদারী করার লোক থাকবে না। যা খুশী করব। আমার মেয়ের পিসশাশুড়ী শুয়ে আছে, তাকে আমি—ব্যাস্‌!

ম। হয়ে গেল। আবার চাকরিটা গেল।

প কেন?

ম। ওই পুলিন মজুমদারের কেস—

প। তোমাদের মাইনে বাড়িয়ে দেব, আমার যা আছে, তাতে তোমাদের চলে যাবে। আমারও চলে যাবে।

ম। [জোরে হাসলো অনেকক্ষণ, তারপর] এই কথা, আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আসুন এবার আমরা এই উকিল সাহেবকে তুলি। সাবধান, নইলে ক্ষেপে গিয়ে হয়তো আমাদের দুজনকেই একশো বছর জেলে ঢোকাবার ব্যবস্থা করবে।

প। আমাদের দুজনের মধ্যে কোনও তফাৎ থাকে, এটা আমি চাই না। বল, কোনও তফাৎ নেই। আমরা দুজনেই এক। বল!

ম। আপনি যদি হুকুম করেন, তবে আমরা এক।

প। শোন ভাই, এবার একটু টাকা পয়সার কথা ভাবতে হয়।

ম। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

প। কিন্তু, টাকা-পয়সাই যত নষ্টের গোড়া। মানুষকে নষ্ট করে।

ম। তাহলে থাকগে টাকা-পয়সা।

প। ভুল। আমি বলি, কেন নষ্ট হব না। আমরা তো স্বাধীন মানুষ, তাই না?

ম। না।

প। এই দেখ। আরে আমরা সবাই স্বাধীন। আর স্বাধীন বলেই, আমরা যা খুশী তাই করতে পারি। এবার আমরা নষ্ট হব। ব্যাপারটা তাহলে শোন। আমার মেয়ের বিয়েতে তো একটা যৌতুক দিতে হবে। হবে কিনা?

ম। তা তো দিতেই হবে।

প। তাহলে মাথা ঠাণ্ডা করে, বুদ্ধি করে বিচার কর, এই মাতাল অবস্থায়; আমার সামনে দুটো পথ খোলা আছে—এক, আমার শালবাগান বিক্রী করা। দুই, নিজেকে বিক্রী করা। তুমি কোনটা করতে বল?

ম। একটা শালবাগান বিক্রী করলে যদি ল্যাঠা চুকে যায়, তবে আর নিজেকে কে বিক্রী করে।

প। কি বললে? শাল বাগান বিক্রী করবো? তুমি ভাই, সত্যিই আমাকে হতাশ করলে। জান, একটা শাল বাগান মানে কী? ঐ একটা বাগান কি স্রেফ কাঠ! না, ওটা মানুষকে আনন্দও দেয়। অমন সুন্দর সবুজ একটা বাগান? আর তুমি বলছ, মানুষের আনন্দের ঐ খোরাক, স্রেফ বিক্রী করে দিতে? তোমার লজ্জা করছে না?

ম। তাহলে ঐ পরেরটাই করুন।

প। হায় কপাল! তুমি কি সত্যিই চাও যে আমি নিজেকে বিক্রী করি?

ম। কিন্তু তাই কি হয়! নিজেকে বিক্রী করা যায়? কেমন করে—

প। পিসীমা।

ম। পিসীমা? ও—আপনার জামাই এর পিসী?

প। তবে আর বলছি কি! ঐ পিসীর একটু ইয়ে আছে আমার ওপর।

ম। তার কাছে আপনি আপনার এই শরীরটা বেচতে চান? সেতো এক বিশ্রী ব্যাপার।

প। মোটেও না। কিন্তু, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতার কি হবে? উপায় নেই, মেয়ের জন্য আমি শহীদ হবো।

উকিল।

[চোখ মেলে উঠলো। হাতুড়ী ঠোকার ভান করে] চুপ করুন সবাই। আদালত বসছে।

প। ভাবছে ও বুঝি আদালতে। স্বপ্ন দেখছে। নিজেকে হাকিম ভাবছে। তবে ভাই, তুমি একটা ফয়সলা করে দিয়েছ। কিসের দাম বেশী—আমার ঐ শালবাগানের, না আমার মত একটা মানুষের! তুমি সত্যিই খাসা লোক। এই নাও। আমার মনিব্যাগটা নাও। এদের হিসেব চুকিয়ে দাও। তারপর রেখে দাও তোমার কাছে। আমার কাছে থাকলে হারাবে! [উকিলকে দেখিয়ে] ওঠাও, চল যাই এবার। আমার কাছে সব কিছুই কেবল হারায়। আমার কিছু না থাকলেই ভাল হত। সত্যি বলছি ভাই। অর্থই যত অনর্থের মূল। মনে রেখ কথাটা। আমার কি মনে হয় জান? মনে হয়, আমার যদি কিছু না থাকতো তবে বেশ হতো! আমরা দুজনে ঘুরে বেড়াতাম সারাটা দেশ। পায়ে হেঁটে, বড় জোর একটা ছোট্ট মোটর গাড়ী করে। এট্টুখানি পেট্রোল? সে যোগাড় হয়ে যেত। মধ্যে মধ্যে, যখন ক্লান্ত হতাম, গিয়ে বসতাম কোথাও দুজনে, এট্টুখানি মাল খেতাম দুজনে বসে, তার জন্য না হয় কোথাও এট্টু মজুর খাটতাম। তা আর এমন কি, বল?

[বয় এসে সেলাম করে দাঁড়ালো। মতি তার পাওনা মিটিয়ে দিল। বয় বকশীশ পেল না। তারপর সকলের প্রস্থান। মতি উকিলকে ধরে নিয়ে গেল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাধা

[রুদ্রপুরের রায় বাড়ীর সামনে। রাধি সামনের দিকে গাছতলায় বসে আমসত্ব খাচ্ছে। আয়ান ঘোষ বেরিয়ে এসে দাঁড়াল বারান্দায়। আয়ানের খুব ঘুম পেয়েছে।]

রাধি। পিসীমা ভীষণ রেগে গেছে। রাগবে না—তিন দিন ধরে বাবা আসছে তো আসছেই ?

আয়ান। আমার পিসীর রাগ পড়তে বেশী সময় লাগবে না। আমি আর একবার ফোন করলাম। বাদুরের ওপর দিয়ে একটা গাড়ী নাকি আসছে এদিকে, সেই গাড়ীতে দুজন লোক খুব হল্লা করছে।

রাধি। তাহলে ওরাই আসছে। একটা সুবিধা কি, জান ? হাজার লোকের মধ্যেও আমার বাবাকে ঠিক চেনা যায়। বাবার নাম করে কিছু বলার আগেই আমি টের পাই। ওটা আমার বাবা। চাকরকে যদি কেউ একটা চাবুক নিয়ে তাড়া করে, আমার বাবা ; কিম্বা ভিখিরীর বিধবাকে একটা মোটরগাড়ী দান করে বসে কেউ—তো জানবে সে আমার বাবা।

আ। কিন্তু, এটা তো আর তোমাদের লাহাপুর না। কেচ্ছা হয়ে যাবে। কত ধানে কত চাল, কটা গরু কতটা দুধ দেয়, ওসব হয়তো আমি জানিনা। তবে কেচ্ছা হবার আগেই আমি তার গন্ধ পাই। এই সেবার যেমন, আমাদের আর-আই সাহেব দুবোতল মদ খেয়ে মতি-গঞ্জের জমীদারের বৌকে বেশ্যা মাগী বলেছিল। আমি তখনই বলেছিলাম, এইবার কেচ্ছা হবে। হলও তাই। মনে হচ্ছে ওরা আসছে। শোন, আমি শুতে যাচ্ছি। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। [জলদি চলে গেল।]

[খুব শব্দ করে একটা গাড়ী এসে থামল। দরজা বন্ধ করার জোর আওয়াজ। পল্টলাহা, উকিল ও মতির প্রবেশ।]

প। কিরে, কেমন আছিস্ ? থাক্ থাক্ ! এখন আর কাউকে ডাকা-ডাকি করতে হবে না। এখানেই একটু বসে আরাম করে একটা,—না, দুটো বোতল খেয়েই গিয়ে শুয়ে পড়ব। ভাল আছিস্ ?

রা। তোমার জন্য তিনদিন ধরে বসে আছি এখানে।

প। আরে, আটকে পড়েছিলাম। তোর কোনও ভয় নেই। আমরা সব সঙ্গে করেই এনেছি। মতি, বাক্সটা বার কর হে! দেখ, আবার ভেঙে ফেল না। তাহলে গলা শুকিয়ে মরতে হবে। [রাধিকে] তোর কথা ভেবেই তো তাড়াহুড়া করে এলাম। ভাবলাম, তুই বসে আছিস।

রা। অদ্ভুত লোক তুমি। এক সপ্তাহ ধরে এখানে বসে আছি। এখানে আছেটা কী বলতো? একটা মান্ধাতার আমলের পুরানো গল্পের বই, অর্ধেক পাতা নেই, ঐ দারোগা আর তার পিসী। সময়টা কাটাব কী করে?

প। আরে আমিও তো এলাম সাত তাড়া করে। তোদের বিয়ের আগে, পাকা দেখার আগে, ঐ আয়ান দারোগার সাথে আমার দুটো কথা সেরে নেয়া দরকার। জানিতো, তুই এখানে চলে এসেছিস। তবে যখন শুনলাম আয়ানও ছুটি নিয়ে এসেছে পিসীর কাছে, তখন ভাবলাম, মেয়ে তো আর একা নেই, অত চিন্তার কি। পথে আটকে পড়েই তো এত কাণ্ড। এই মতি, সাবধান! ভেঙে ফেলোনা বাবা!
[খুব সাবধানের সাথে মতির সঙ্গে বাক্সটা নামিয়ে রাখল।]

উ। দারোগার সাথে ঝগড়া করেছিস নাকি, রাধি?

রা। কি জানি বাপু! ওর সঙ্গে ঝগড়া করা যায় না।

উ। পন্তবাবু, আমার কিন্তু ব্যাপার স্যাপার ভাল ঠেকছে না। ও বলছে, আয়ানের সঙ্গে নাকি ঝগড়া করা যায় না। একটা মামলার কথা মনে পড়লো। একজন এক নালিশ করে, তার স্বামী নাকি তাকে ভালবাসে না। কারণ কী, না, একবার সে তার স্বামীকে তেলের শিশি ছুঁড়ে মেরেছিল, তার স্বামী তাতে কিছু বলেনি।

প। তাই বুঝি! তাহলে ভালই হয়েছে। কপাল ভাল বলতে হবে। পন্তলাহা যেখানে, কপাল খোলে সেখানে। তাহলে তোকে বলি, শোন্। ঐ দারোগা গোল্লায় যাক। ওটা মানুষ না।

রা। [মতি দাঁড়িয়ে হাসছে দেখে] আমি কি তাই বলেছি নাকি; আমি কেবল বলেছি, ওর সঙ্গে বসে গল্প গুজব করা যায় না, আমার বিশ্রী লাগে।

প। আরে আমিও তো তাই বলি। এই মতিকে দেখ। ওর সঙ্গে বসে কথা বলে সবাই আনন্দ পায়। ওকে বে কর।

রা। কি যা তা বলছ, বাবা। আমি কেবল বলেছি, আমার বিশ্রী লাগে।
[মতিকে] বাক্সটা ভেতরে নিয়ে যাও।

প। দাঁড়াও, দাঁড়াও! একটা বোতল রেখে যাও। নাকি, দুটোই রাখ।

রাধি, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে, তুই ওর সঙ্গে কথা বলেছিস্ ? তোদের বিয়ের কথা ?

রা। না। ওসব কথা হয়নি আমাদের। [মতিকে] বাক্স খুলো না।

প। এই তিন দিন ধরে তাহলে কী করলি তোরা ? লোকটাকে আমার সুবিধার মনে হচ্ছে না। বিয়ের কথা বলতে আমার তিন মিনিট সময়ও লাগে না। তুই ডেকে আন ওকে, আমি ডেকে আনছি রাঁধুনী মেয়েটাকে। দেখিয়ে দিচ্ছি, কেমন করে বিয়ের ব্যাপার পাকা করতে হয়। [মতিকে] দাও তো, একটা বোতল দাও।

রা। না বাবা, ওসব তুমি এখন আর খাবে না। [মতিকে] বাক্সটা আমার ঘরে রেখে এস বলছি না !

প। [মতিকে বাক্স তুলতে দেখে আতঙ্কিত] আরে আরে, করে কী ? [রাধিকে] তাই বলে রাধি, তোর নিজের বাবা গলা শুকিয়ে মরুক, এটা তো আর তুই চাস না ! এই আমি তোকে কথা দিচ্ছি। টুঁ শব্দটি করবো না। রাঁধুনী, কিম্বা ঝি কিছু না। এই যতীন বাবুর সঙ্গে— যতীন বাবুরও গলা শুকিয়ে উঠেছে— আমরা এই তিনজনে বসে গলাটা একটু ভিজিয়ে শুয়ে পড়বো।

র। আমি জেগে বসে আছি যাতে তুমি ওসব কিছু করতে না পার। ঝি-চাকরের সাথে ওসব কি ?

প। বেশ। তাহলে আয়ানের পিসীকে ডেকে দে। তার সঙ্গেই বসে একটু গল্প করি তাহলে। যতীনবাবুর তো ঘুম পেয়েছে, উনি শুতে যান। পিসীর সাথে আমার একটু দরকার আছে।

রা। যাও না পিসীর কাছে। পিসীমা রেগে আগুন। তিনদিন ধরে তোমার আসবার কথা। কাল সকালে তোমার সঙ্গে কথা বলে কিনা সন্দেহ।

প। রেগে গেছে বুঝি ? ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি, রাগ ঠাণ্ডা করে আসি। আমি জানি, ওর রাগ কি করে কমাতে হয়, তুই ওসব বুঝবি না।

রা। না তুমি যাবে না। তোমার এখন যা অবস্থা, তাতে কোনও মহিলা তোমার সঙ্গে বসে কথা বলবে না। [মতিকে] বাক্সটা ভেতরে নিয়ে যেতে বলিনি !

প। বেশ, তুই যখন বলছিস্, নাহয় যাব না। তাহলে ঐ মোটা সোটা মেয়েটা, বোধহয় গোয়ালের কাজ করে, তাকে পাঠিয়ে দে। ওর সঙ্গেই দুটো কথা বলি।

রা। বাবা, বড্ড বাড়াবাড়ি করছ। তুমি কি চাও যে, আমি বাক্সটা নিজের হাতে ভেঙ্গে ফেলি?

[পশু লাহা হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। মতি বাক্সটা নিয়ে ভেতরে গেল, রাখি সঙ্গে গেল।]

প। [উদাস] বাবার সঙ্গে এই ব্যবহার! [যাবার উপক্রম করে] যতীনবাবু, চলুন।

উ। কোথায় যাবেন?

প। এখান থেকে চলে যাব। এখানে ভাল লাগছে না। এত তাড়াহুড়া করে এলাম রাত দুপুরে, আর এই ব্যবহার? কোথায় আদর যত্ন করবে, তা না, কেবল কথা শোনান? এখানে থাকবই না।

উ। কোথায় যাবেন?

প। কি করে ওকথা জিজ্ঞাসা করছেন, তাই বুঝিনা। দেখতে পাচ্ছেন না, আমার নিজের মেয়ে আমাকে একটা বোতল দিল না! যাই, দেখি বোতল কেউ দেয় কিনা আমাকে।

উ। আপনার কী মাথা খারাপ হয়েছে? এই রাত্তির আড়াইটের সময় কে বসে আছে আপনার জন্য মদ নিয়ে? এত রাত্রে ওমনি মদ বিক্রী করা বেআইনী।

প। আপনিও আমার বিপক্ষে? আইন দেখাচ্ছেন? বেআইনী? দেখাচ্ছি আপনাকে, আইনসম্মত মদ আমি পাই কিনা।

রা। [বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে।] বাবা, তুমি কোথাও যাবে না। চলে এস।

প। তুই চুপ কর। চমৎকার বাড়ী বটে এটা। অতিথি এলে তাদের নাড়ীভুঁড়ী বার করে রোদ্দুরে দেয়া হয়, শুকোবার জন্য। আর, মেয়ে-ছেলে পাই কিনা দেখিয়ে দিচ্ছি। তোর ঐ পিসীকে বলিস, আমার বয়ে গেছে ঐ বুড়ীর ঘরে যেতে। এই চললাম আমি। মাটি কাঁপবে। রাস্তাগুলো সব ভয়ে সোজা হয়ে যাবে। [প্রস্থান]

রা। বাবাকে আটকান, শিগগির!

মতি। [প্রবেশ] আর লাভ নেই।

উ। ওর জন্যে বসে থেকে আর লাভ নেই। মনে হয় না ওর কিছু হবে। ভাগ্য ওর সহায়। আমার ঘরটা দেখিয়ে দাও, আমি শুইগে। [বাড়ীর ভেতর দিকে গেল।]

রা। কোণের ঘরটা। [মতিকে] আর কী? এবার জেগে বসে থাকি,

যাতে চাকরবাকরদের সঙ্গে বসে মদ না খায় আর ঝি-এদের সঙ্গে কোনও ঝামেলা না পাকায়।

ম। এসব আমার ভাল লাগে না। একবার, আমি তখন একটা কারখানায় কাজ করি। সেখানকার দারোয়ান হঠাৎ চাকরীটা ছাড়লো। মালিক তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল তার ছেলের কথা, তাই।

রা। সেই সুযোগটাই সবাই নেয়, আমার বাবার মনটা নরম। বাবা বড্ড ভালমানুষ।

ম। ওঁর ঐ মদটদ খাওয়াটা আর সকলের পক্ষে ভালই। তখন ওঁর মনটা নরম হয়।

রা। মালিকের সম্বন্ধে এরকম কথা বলা আমি পছন্দ করিনা। আর, ঐ যে দারোগাবাবুর সম্বন্ধে যেসব কথা হয়েছে, সেসবও মনে রাখাটা আমি চাই না। ঠাট্টা করে কি বলেছে, তা আবার সবার কাছে বলে বেড়িও না।

ম। কোন কথা? দারোগাবাবু মানুষ না, সেই কথা? কে মানুষ, কে মানুষ না, সব নির্ভর করে, কে বলছে তার ওপর। আমি তখন একটা বাড়ীতে কাজ করি। সে বাড়ীর মেয়ে একদিন হঠাৎ বাথরুমের ভেতর থেকে ডাক দিল, "মতি, আমার শুকনো কাপড়-ব্লাউজ নিয়ে আয় তো!" নিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি, ভিজে গামছা পরে দাঁড়িয়ে। বললো, "এভাবে উঠোন দিয়ে গেলে লোকগুলো সব হাঁ করে তাকিয়ে দেখে।"

রা। তার মানে? কী বলতে চাও?

ম। কিচ্ছু না, কিচ্ছু বলতে চাই না। শুধু কথা বলে যাচ্ছি, সময় কাটাবার জন্য। মালিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় আমি কখনও কিছু বলতে চাই না। মালিকদের ওসব সহ্যই হয় না।

রা। [একটু চুপ করে থেকে] আয়ান দারোগাকে সবাই খাতির করে। মনে রেখ, ওর ভবিষ্যত খুবই ভাল। ওর মত বুদ্ধিমান লোক পুলিশে খুব কম আছে।

ম। বুঝলাম।

রা। তখন যে কথাটা বলেছিলাম, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিলে, সেটা আলাদা কথা। বাবা বুঝতে পারেনি। আর, পুরুষ মানুষ আমুদে হলো, বা না হলো, তাতে কী আসে যায়?

ম। তা ঠিক। আমি একজনকে চিনতাম। মুখখানা গোবরগণেশ। কিন্তু, টাকা কামায় প্রচুর। তেলের কারবারী।

রা। আমাদের বিয়ে অনেকদিন থেকেই ঠিক হয়ে আছে। আমরা বলতে গেলে ছোটবেলা থেকেই একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। লাহাপুরে আয়ানদের মামাবাড়ী। এই রুদ্রপুরে দুটো কথা বলার লোকও নেই, তাই একা একা লাগছিল।

ম। ও, তাই আপনার মন খারাপ হয়ে গেছে।

রা। আরে না, সেকথা তো আমি বলিনি। মনে হচ্ছে, তুমি আমার কথা বুঝতে চাও না। ঘুম পাচ্ছে, তো শুতে গেলেই পার।

ম। আপনি একা থাকবেন, তাই।

রা। দরকার নেই। আমি শুধু জানিয়ে দিতে চাই, আয়ান দারোগা ভালমানুষ আর খুব বুদ্ধি তার। ওর বাইরেটা দেখে, কিম্বা সামান্য আলাপে সেটা বোঝা যায় না। ও কি বলে না বলে, কি করে না করে তাই দিয়ে ওর বিচার হয় না। ওর নজর সব দিকে। কিসে আমার সুবিধা, কিসে আমি খুশী হব, সেই চেষ্টাই করে সব সময়। ও পুরুষ মানুষ, একথা জানান দেবার জন্য ও গলাবাজী করে না। আয়ানকে আমি খুব ভাল চিনি। তোমার কি ঘুম পাচ্ছে?

ম। বলে যান, বলে যান। আমি চোখবুজে আছি কেবল ভাল করে শুনবার জন্য।

তৃতীয় দৃশ্য

পন্তু লাহার পাইকারী প্রেম

[গ্রামের ভোর। ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। একটা ঘরের সামনে বোর্ড ঝুলছে 'পোষ্ট অফিস' একটার সামনে 'পশু চিকিৎসালয়', একটায় 'ডাক্তারখানা'। মাঝখানে একটা টেলিগ্রাফ পোষ্ট। পন্তু লাহা তার গাড়ী নিয়ে এসে টেলিগ্রাফ পোষ্টে ধাক্কা দিয়েছে। ওটাকে গালি-গালাজ করছে।]

প। রাস্তার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে। হতভাগা! সরে দাঁড়াতে পার না! পন্তু লাহার সামনে থেকে সরে যেতে হয়, তাও জাননা! কয় বিঘে জমি আছে তোমার? কটা শাল বাগান? গরু আছে একটাও? নেই। তবে তোমাকে হঠে যেতে হচ্ছে বাছাধন। এখনও সরে পড়, নইলে পুলিশে খবর দেব, শুধু বলব, বেটা কম্যুনিষ্ট। তবেই তোমার দফা রফা। তখন আর কেঁদে কূল পাবে না। সোনার চাঁদ, এবার কেটে পড়। [গাড়ী থেকে নামল।] ফিরে এসে যেন আর ঐ চাঁদমুখ না দেখি, এই বলে রাখলাম।

[একটা দরজায় ধাক্কা দিল। জানালা দিয়ে মোহিনী মুখ বার করল।]

প। এই যে, ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম নাকি? একটা ছোট্ট কথা জানতে চাই। আমি হচ্ছি গিয়ে ঐ লাহাপুরের পন্তু লাহা। একটা মস্ত বিপদে পড়েছি। আমার কতকগুলো গরুর ব্যারাম হয়েছে। কিছু মদ চাই—তবে চোলাই মদ চলবে না। তা বাপু, তোমাদের এ গাঁয়ের পশুডাক্তারকে কোথায় পাই বলতে পার? ওর ডেরাটা যদি না দেখিয়ে দাও, তো তোমার ঐ রদ্দি বাড়ীটা ভেঙে গুঁড়ো করে দেব।

মো। ও বাব্বা! এ যে এই সাত সকালেই মহারাজ। ঐ তো সামনেই থাকে ঘোড়ার ডাক্তার। কিন্তু, আপনি তো মদ খুঁজছেন, ঠিক না? আমার কাছে আছে, খুব ভাল, কড়া, আমি নিজে তৈরী করি।

প। ভাগ্ মাগী! আমার কাছে বেআইনী চোলাই মদ চালান করতে চাস্। সরকারী মাল ছাড়া, ঐসব বেআইনী মাল আমার গলা দিয়ে নামে না। যারা আইন মানে না, তাদের দলে ভেরার আগে আমি বরং মরে যাব। আমার কাছে বেআইনী কাজ পাবি না। যদি কাউকে মেরেও ফেলতে চাই, তবে তাও করি সম্পূর্ণ আইনসম্মত উপায়ে। নয়তো তা আদৌ করি না।

মো। তবে যান, ঐ আইন ধুয়ে জল খানগে। [মোহিনী জানালা বন্ধ করে দিল। পন্ত পণ্ড ডাক্তারের বাড়ী গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল। পণ্ড ডাক্তার বেরিয়ে এল।]

প। যাক বাবা পণ্ড ডাক্তার, তাহলে তোমাকে পেলাম। আমি হচ্ছি সেই লাহাপুরের জোতদার পন্ত লাহা। আমার নব্বুইটা গরু। নব্বুইটারই ব্যারাম হয়েছে। আমার এক্ষুনি কিছু মদ চাই।

ডা। আপনি তো মশাই ভুল ঠিকানায় এসেছেন। মানে মানে কেটে পড়ুন।

প। আমাকে হতাশ করো না হে পণ্ড ডাক্তার! বলি তুমি আদতে ডাক্তার তো! নইলে বুঝতে, এই সারা দেশে, পন্ত লাহাকে খুশী করতে সবাই ব্যস্ত। পন্ত লাহা বলছে মদ চাই, গরুর অসুখ। ভদ্দর লোক হলে বুঝতে সেই ইঙ্গিতটা।

ডা। [হেঁসে] হেঁ হেঁ, তার আর বুঝবো না, খুব বুঝেছি। তবে কিনা, ঐ প্রেসক্রিপশান করার আগে যে আমার জানা দরকার অসুখটা কি।

প। এই তো, সুবুদ্ধি হয়েছে। বলছি শোন, গরুগুলোর সারা গায়ে লাল চাকাচাকা দাগ ফুটে উঠেছে। ক্ষুটোর তো কালো হয়ে গেছে। প্রচণ্ড জ্বর আর তেমনি মাথার যন্ত্রণা। সারারাত ঘুমোতে পারে না, শুধু ছট্‌ফট্ করে।

ডা। আজ্ঞে ওতেই হবে, ওতেই হবে। আমি লিখে দিচ্ছি।

[ডাক্তার ভেতরে গিয়ে একটা কাগজ এনে দিল।]

প। তোমার পাওনা গণ্ডা লাহাপুর থেকে নিয়ে এস।

[পন্ত লাহা যখন ডাক্তারখানার দিকে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে তখন মোহিনী তার বাসার সামনে এসে বোতল পরিষ্কার করতে করতে গান গাইছে।]

মো। কে বিদেশী বন উদাসী
বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে।
সুর সোহাগে তন্দ্রা লাগে,
কুসুম বাগে গুল-বদনে ॥

[মোহিনী তার বাসার মধ্যে ঢুকে গেল। ডাক্তারখানার জানালা খুলে একটি মেয়ে মুখ বার করল।]

কমলা। বাবারে বাবা! দরজা ভেঙে ফেলবে নাকি!

প। ভাঙবো না তো কি, হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবো? সুন্দরী! কট্‌কট্‌-কট্টিপ্‌টিপ্‌টিপ্‌! মদ চাই গো সুন্দরী, নব্বুইটা গরুর জন্যে মদ চাই। তোমার গতরটি খাসা।

ক। মদ চাও, না পুলিশ ডাকবো।

প। বাছা, পুলিশ দেখাচ্ছ লাহাপুরের পন্ত লাহাকে। তা দেখাও। তবে বলে রাখি, একটাতে কুলোবে না, দুটো অন্তত ডেকো। কিন্তু, পুলিশ ডেকে কী হবে? আমি পুলিশ পছন্দ করি। ওদের লম্বা লম্বা পা, আর এক এক পায়ে পাঁচটা করে আঙুল। ওরা যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখে। আর আমিও শান্তি চাই, শৃঙ্খলা চাই। [কাগজটা দেখাল।] এই যে গো, এই দেখ শৃঙ্খলা।

[কমলা মদ আনতে গেল। মোহিনী আবার তার বাসা থেকে বেরিয়ে এসে সেই গানেরই আর ক-লাইন গেয়ে আবার ঢুকে পড়ল।]

ঝিমিয়ে আসে ভোমরা পাখা।
যূথীর চোখে আবেশ মাখা।
কাতর ঘুমে চাঁদিমা রাকা
ভোর গগনের দরদালানে॥

[কমলা মদ নিয়ে এল।]

ক। [হেসে] মদ তো অনেক হল, আপনার গরুর জন্য অত মাছভাজা পাবেন তো? এই সাত সকালে—

প। ঢুক্‌ ঢুক্‌, ঢুক্‌ ঢুক্‌। বাংলা মায়ের চরণামৃত। "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।" এইরে, ভুলেই গেছিলাম। মদতো হল, কিন্তু মেয়েমানুষ? এই যে, চন্দ্রমুখী, তোমার ও তো বাবা মদ রয়েছে। কিন্তু পুরুষ, পুরুষ কই? সুন্দরী, আমি তোমাকে ভালবাসি। আমাকে বিয়ে করবে?

ক। করতে আপত্তি নেই, তবে নিয়ম কানুন বলে কথা আছে তো। একটা মালা অন্তত চাই।

প। ঠিক আছে, দেব। বিয়ে কিন্তু আমাকেই করতে হবে। তোমার বয়স তো আর কম হোল না। কী কর সারাদিন, বলতো। বল, শুনি তোমার কথা।

ক। আমার আবার কথা। এই এখানে কাজ করি, মাইনে পাই ঝিয়েরও অধম। বাবু মাঝে মধ্যে আমার কাছে আসে বলে গিন্নীর হিংসা।

দু-চারটে যা মিনসে আছে এগাঁয়ে, তাদের আবার সবার বিয়ে হয়ে গেছে। একটা মনের মত মানুষও পাই না।

প। দেখলে! পল্টু লাহাই তোমার ভরসা। চলে এস আমার সঙ্গে!

ক। তা তো যাব। কিন্তু মালা?

প। ঘরে দড়ি আছে?

ক। কতটা চাই?

প। হাত খানেক, হাত দুই। একটা আধটায় পল্টু লাহার চলে না, বুঝলে। আমার সবই চাই একটু বেশী বেশী। আট-দশ হাত নিয়ে এস।

[কমলা ভেতরে গেল। মোহিনী আবার বেরিয়ে এসে সেই গান গাইল। কমলা একটা দড়ি এনে দিল। পল্টু সেই দড়ি কেটে একটা মালা বানিয়ে কমলার গলায় পরিয়ে দিল।]

[মোহিনীর গান] লজ্জাবতীর লুলিত লতায়
শিহর লাগে পুলক ব্যথায়,
মালিকা সম বঁধূরে জড়ায়
বালিকা বধূ সুখ স্বপনে॥

প। সামনের রবিবারের পরের রবিবার বিয়ে। লাহাপুরে বিয়ে হবে। মহা ধূমধামের সাথে। ঐদিন চলে যাবে লাহাপুর।

[পল্টু লাহা রওনা হলো। পথে দেখা গয়লামেয়ে লতুর সাথে। লতুর হাতে দুধের বালতি।]

আহা! দাঁড়াও সোনা। তোমাকে চাই আমি। তা কোথায় চললে, এই সাত সকালে?

লতু। দুধ দুইতে।

প। সেকি? এমন ডবকা চেহারা, আর দুপায়ের ফাঁকে স্রেফ ঐ একটা বালতি নিয়ে বসবে? বিয়ে করলেও তো পার। বিয়ে করতে মন চায় না? বল, তোমার কথাই শুনি। তোমাকে আমার মনে লেগেছে।

ল। আমার কথা আর কি শুনবে গো। রাত্তির থাকতে উঠি। গোয়াল পরিষ্কার করি। গরুর খাবার দাবারের ব্যবস্থা করি। দুধের বালতি গুলো পরিষ্কার করি সোডা দিয়ে। এই দেখনা হাতের অবস্থা। অত সোডা ঘাঁটলে চামড়া থাকে? তারপর বাবুরা একবাটি চা দেন। তাই খাই। সে কি খাওয়া যায়? আমাদের জন্য বাবুরা কোথা থেকে যে চা কেনে, কে জানে। তারপর আবার গোয়ালের কাজ। দুপুরে ছুটি

ডাল-ভাত পাই, মাঝে মাঝে একটু আধটু তরকারি। তাই খাই। দুপুরে একটু গড়িয়ে নিয়ে আবার ঐ গরু নিয়ে পড়ি। রাত্তির হলে রুটি গুড় খেয়ে শুয়ে পড়ি। দিনের মধ্যে চল্লিশটা গাই দুইতে হয়, দুই বেলা। মাঝে মাঝেই আমার জন্য দরদ হয় কারো। থাকে কদিন আমার কাছে, তারপর চলে যায়। লাভের মধ্যে, একটা বাচ্চা আসে পেটে। থাকার মধ্যে আছে এই রকম দুখানা শাড়ী।

প। এই দেখ! আমার কি আছে জান? আমার আছে একটা চালকল, একটা করাত কল, আরও অনেক আছে! নেই কেবল একটা বৌ। কি বল? রাজী? তাহলে এই নাও, মালা বানিয়ে দিচ্ছি। বিয়েটা হবে এই রোববারের পরের রোববার। রাজী?

[পন্ত দড়ি কেটে মালা বানিয়ে লতুকে দিল।]

প। আমার কাছে বেআইনী কাজ পাবে না। তাহলে, চলে এস সাহাপুরে। এই রোববারের পরের রোববার। মহাধুম করে বিয়ে হবে।

[পন্ত রওনা হল।]

প। এই গ্রামটাই একটু ঘুরে দেখি, আর কেউ উঠেছে কিনা। এই ভোরের হাওয়া, সকলেরই মনটা ধোয়া মোছা। বেলাও বাড়ে, ঝঞ্ঝাটও বাড়ে। [পোষ্ট অফিসের সামনে দেখা সন্ধ্যার সাথে। সন্ধ্যা পোষ্ট অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে।]

প। এই যে। পাহারা দিচ্ছ নাকি? তুমিই তো এই পোষ্ট অফিসে কাজ কর। সবজান্তা মেয়ে। ঐ টেলিফোন কানে দিয়ে সব জানতে পার। তারপর, কী খবর?

ম। আপনি তো পন্ত সাহা। আপনার কী খবর? এই সাত সকালেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন?

প। একটু বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি।

ম। এদিকে আমি কদিন ধরে টেলিফোন করে মরি আপনার খোঁজে। রাত দুপুর অবধি।

প। তোমার হাতে টেলিফোন। তুমিতো সব জানবেই। কিন্তু ঐ রাত দুপুর অবধি একা বসে ছিলে? একদম একা? বল, তাহলে তোমার কথাও শুনি।

ম শুনতে চান, শুনুন। এই পোষ্ট অফিসে কাজ করি আজ পঁচিশ বছর। মাইনে পাই পঞ্চাশ টাকা। এটাতো আর সত্যিকারের

পোষ্ট অফিস না। আমার বাবা যখন বেঁচে ছিল, তখন তো মাইনেই ছিল না। বাবা ছিল মোক্তারের মুহুরী। বাবা মা দুজনেই এখন স্বর্গে। বাড়ীটা এখন আমার। পেছনে একটু জমি আছে, তাতে সজী চাষ করি। একটু ধানের জমি থাকলে ভাল হতো, চালের যা দাম। এগ্রামে, গ্রামের বাইরে, কোথায় কি হচ্ছে সব খবর রাখি। এইখানে বসে থাকা, নয়তো বাগানে কাজ করা আর সব খবর রাখা, এই হল আমার কাজ।

প। ও কাজ আর তোমার করতে হবে না! এক্ষুনি খবর পাঠাও তোমার হেড অফিসে। তুমি লাহাপুরের পল্টু লাহাকে বিয়ে করছ। এই নাও মালা। [দড়ির মালা দিয়ে] সব ঠিক আছে? সামনের রোববারের পরের রোববার বিয়ে। মহা ধুমধাম। সোজা চলে যাবে লাহাপুর।

ম। জানি, জানি। ঐদিন তো আপনার মেয়ের বিয়ে। [হেসে] আমি ঠিক যাব।

প। [মোহিনীকে] শুনলে তো? জান নিশ্চয়, আমি পাইকারী প্রেম করছি। তুমিই বা বাদ যাবে কেন? চলে এস লাহাপুর।

মো-স। [মোহিনী ও সন্ধ্যার গান]

সহসা জাগি আধেক রাতে
শুনি সে বাঁশী বাজে হিয়াতে,
বাহু-শিথানে কেন কে জানে॥
কাঁদে গো পিয়া বাঁশীর সনে॥

প। আমি চলি। মাঠের মধ্যে দিয়ে গেলে সময় মত হাটে পৌছে যাব। কট্‌কট্ কট্টিপ্ টিপ্! আহা, বড় ভাল মেয়ে এরা। সারাটা জীবন ওদের বৃথা গেল। এবার আমার ঘর আলো করবে। সার্থক তোমাদের তপস্যা! চলে এস সবাই, মেয়েরা, চলে এস খালি পায়ে। সকালের তাজা ঘাস চেনে তোমাদের পা, পল্টু লাহা শুনবে সেই পায়ের শব্দ। এসো! দল বেঁধে এসো!

লাহাবাড়ীর কেচ্ছা

[লাহাবাড়ীর উঠোন। একটা স্নানের ঘর, এমন যে তার ভেতরটা দর্শকরা দেখতে পায়। সময় দুপুরের আগে। রাঁধুনী মেয়ে যমুনা আর ঝি গঙ্গা বাড়ীর গেট-এ "সুস্বাগতম" লেখা শালু টানাচ্ছে। পল্টু লাহা, মতি আর কয়েকজন মজুর এল।]

যমুনা। এই তো বাবু এসে গেছেন! রাধি দিদিমনি আর উকিল সাহেবও এসে গেছেন। ওঁরা জলখাবার খাচ্ছেন। পুলিশ সাহেবও এসেছেন।

পল্টু। আগে বল দেখি, সুরেনটা নাকি চলে যাচ্ছে? কেন?

য। আপনিই তো ওকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। ওকে যেতে বলেছেন, ও নাকি ঝাণ্ডাবাজ।

প। কী, আমি তাড়িয়েছি? ঐ সুরেনকে? সুরেন হচ্ছে এবাড়ীর একমাত্র বুদ্ধিমান লোক, আর তাকে আমি তাড়িয়েছি? ওর তো চারটে বাচ্চা। সেই বাচ্চাগুলো আমার সম্বন্ধে কি ভাবছে বল দেখি?

য। আজ্ঞে, পুরুত্ ঠাকুর তো আপনার কানে সেই মন্তর দিয়েছে। আপনিও তাকে কথা দিয়েছেন, সুরেনকে তাড়াবেন।

প। আমি ঐ পুরুতকে তাড়াব। তাকে বলে দিস, সে যেন আর এবাড়ীর ভেতরে, এবাড়ীর ত্রিসীমানায় না আসে। আর, এক্ষুনি ডেকে পাঠা সুরেনকে। আমি মাপ চেয়ে নেব। বাচ্চাগুলোও যেন আসে, চারজনই। আমি নিজে তাদের বুঝিয়ে বলব। এই বাজারে ছুট বলতে কারও চাকরী গেলে, কী বিপদে তারা পড়ে, জানিস?

য। থাক না—কী দরকার?

প। না না, দরকার আছে? যা, সুরেনকে ডেকে পাঠা। আর [মজুরদের দেখিয়ে] এদের আমি কাজে নিয়েছি। এদের জলখাবারের ব্যবস্থা কর। এরা সব শালবাগানে কাজ করবে।

য। শালবাগান? ওটা বলে আপনি বেচে দেবেন?

প। আমি? শালবাগান বিক্রী করব? ওসব বাজে কথা। আমার জামাই যৌতুক টৌতুক পাবে না, ইচ্ছে হয় বিয়ে করুক, নয়তো নেই। এদের আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি যাতে ঐ হাটের মধ্যে দরাদরি না করতে হয়। ওরা কি গরু-ছাগল নাকি? ওরাও তো বাপু মানুষ! আর মানুষ কখনও ছাগল ভেড়ার মত কেনা বেচা করা যায়? কী বল তোমরা?

রোগা একজন। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, হক্ কথা।

মতি। আজ্ঞে হুজুর, মাপ করবেন। আপনি ঠিক বলেন নি। এদের কাজ দরকার, আপনার হাতে কাজ আছে। সে ব্যাপারে কথাবার্তা পাকা করা দরকার। তা সে কথাবার্তা, আপনি তা হাটেই করুন, আর মন্দিরেই করুন, কিম্বা এই এখানে করলেও তা সেই বাজারই হল।

প। কিন্তু ভাই, তুমি যখন আমার দিকে দেখ, তখন কি তুমি আমার পায়ের দিকে তাকাও, ওদুটো সোজা কিনা, নাকি আমার দাঁত গুনে দেখ, গরুর বেলা যেমন করে?

ম। না হুজুর, তা করি না।

প। [রোগা লোকটাকে উদ্দেশ্য করে] এ লোকটাকে আমার পছন্দ হচ্ছে, ওর চোখ দুটো সুন্দর।

ম। হুজুরের কথার ওপর কথা বলতে চাই না। তবে ও আপনার কাজ পারবে না।

রোগা। শুনলে কথা, আমি নাকি কাজ পারব না! তুমি কী করে জানলে বাপু?

ম। কাজটা আমি জানি। ওকাজ তোমার কম্ম নয়। কদিন বাদে আবার তাড়িয়ে দেবে, তাই আগে থেকে সাবধান করে দিলাম।

প। আমি স্নান করতে যাচ্ছি! গঙ্গাকে বল, আমাকে চা দিতে। আর তুমি ভাই আর দুতিনজন বেছে রাখ, তারপর আমি তার থেকে বাছব।

[স্নান-ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় ছাড়তে লাগল। গঙ্গা মজুরদের জলখাবার এনে দিল।]

মতি। [গঙ্গাকে] হুজুরকে চা এনে দাও।

১ম মজুর। এখানে ব্যাপার স্যাপার কী রকম?

মতি। ভালই।

১ম। মালিক?

ম। কখনো মানুষ, কখনো জানোয়ার। তবে তাতে বাপু তোর কী? তুইতো জঙ্গলে কাজ করবি। আমার যত মরণ। আমি ড্রাইভার। ওঁর সব মেজাজ আমাকেই সইতে হয়। আমার চাকরী গেল বলে।

[সুরেন তার চার বাচ্চা নিয়ে এল।]

ম। সুরেন, সর্বনাশ করেছিস। এক্ষুনি পালা। ঐ চান করে চা খেলেই বাবুর নেশা কেটে যাবে। আর তখন যদি তোকে এখানে দেখে—আমার কথা শোন, কটা দিন গা ঢাকা দিয়ে থাক। ওর সামনে আসবি না।

[সুরেন মাথা নেড়ে চলে যাবে এমন সময়]

প। [স্নানঘর থেকে কিছু কিছু শুনেছে আড়ি পেতে, সবটা নয়, মুখ বার করে সুরেনদের দেখে] সুরেন এসেছিস্? বোস্ বাবা, আমি আসছি। মতি, ওকে দশটা টাকা দিয়ে দাও।

ম। দিচ্ছি। কিন্তু হুজুর, এই লোকগুলোর একটা ব্যবস্থা করলে পারতেন আগে। এরপর দেরী হয়ে গেল বেচারীরা আর হাট ধরতে পারবে না।

প। তাড়াহুড়ার কি আছে বাপু! আমি তো আর মানুষের ব্যবসা করছি না। আমার এখানে ওরা ঘর পাবে। সুখে থাকবে।

[একজন মজুর পালাচ্ছে দেখে]

প। আরে আরে, ও লোকটাকে আটকাও! যাঃ চলেই গেল। [রোগা মজুরকে] তুমি বাপু আবার চলে যেও না, যে যাই বলুক, তুমি ঠিক পারবে। আমি বলছি তুমি পারবে। আমার কথার দাম আছে। তার মানে কী? একজন জোতদারের কথার দাম কত? হিমালয় ভেঙে পড়বে, অসম্ভব নয়, ভেঙে পড়তে পারে। কিন্তু জোতদারের কথার নড়চড় হবে না। [মতিকে] এদিকে এস, গায়ে জল ঢেলে দাও! [রোগামজুরকে] তুমিও এস!

[দুজনেই গেল স্নানঘরের ভেতরে। মতি জল ঢালতে শুরু করল। সুরেন বাচ্চাদের নিয়ে চট্‌পট্ কেটে পড়ল।]

প। এক মগই যথেষ্ট। জল আমার সহ্য হয় না।

ম। আর দুচার বালতি আপনাকে সহ্য করতেই হবে। তারপর এক কাপ চা। আর তারপর আপনি ঐ মজুরদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন।

প। ওদের সঙ্গে আমি এমনিও কথা কইতে পারি। তুমি শুধু আমাকে কষ্ট দিতে চাও।

রোগা। আমার মনে হয়, ওতেই হবে। হুজুরের জল সহ্য হয় না।

প। দেখলে মতি, আমাকে যে ভালবাসে সে ওমনি বলে। এক কাজ কর, ওকে বলো, আমি হাটে সেই হোঁৎকা লোকটাকে কেমন জব্দ করেছি।

[গজা এল।]

প। আহা! আমার সোনামনি এসেছে! চা এনেছে। কড়া করে করেছ তো? ওর সঙ্গে একটু বাংলা যে চাই, সুন্দরী!

ম। তাহলে আর চা খাচ্ছেন কেন? এখন আর মদ খেতে হবে না।

প। আমি জানি, তোমার রাগ হয়েছে। ওদের বসিয়ে রেখেছি বলে রাগ। তুমি ঠিকই বলেছ হে। যাকগে, ওই হোঁৎকার গল্পটা বল। ওরাও শুনুক। [নিজেই বলতে শুরু করল] এই মোটা একটা লোক,

মুখে বসন্তের দাগ, কেমন যেন। দেখলেই বোঝা যায় বেটা ক্যাপিটালিস্ট। মজুরদের সাথে তার কি ব্যবহার! আমি বাধা দিলাম। আমরা এলাম আমার গাড়ীর কাছে, তার পাশেই ছিল ঐ লোকটার ঘোড়ার গাড়ী। এবার তুমি বল মতি। আমি চা-টা খাই।

ম। লাহাবাবুকে দেখেই ওর গা জলে গেল। চাবুকটা নিয়ে এমন জোরে মারল ঘোড়াটাকে, যে ওটা লাফ দিয়ে উঠল।

প। জন্তু জানোয়ারের ওপর অত্যাচার আমার সহ্য হয় না।

ম। বাবু তখন নিজে লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে আদর করল, আর সেই মোটা লোকটাকে বলল সেই কথা। আমি ভাবলাম, এই বুঝি কষে বসায় ঐ চাবুকের এক ঘা। কিন্তু সাহস পায়নি, আমরা দলে ভারী ছিলাম। তাই চাষা, মূর্খ এইসব কি বলে বিড়বিড় করতে থাকল। আমি ভাল শুনতে পাইনি। কিন্তু বাবুর কান তো খুব ভাল, বাবু ঠিক শুনতে পেয়েছে। বাবু ঠিক উত্তর দিয়ে দিয়েছে। বাবু জিজ্ঞাসা করলো লোকটাকে, তার বিদ্যা বুদ্ধিতে সে জানে কিনা, যে বেশী মোটা হলে লোকে চর্বি ফেটে মরে।

প। বল। কিরকম লাল টকটকে হয়ে উঠেছিল। রাগের চোটে উত্তরই দিতে পারল না।

ম। লোকটা লাল টকটকে হয়ে উঠলো। তখন বাবু তাকে বলল, তার উত্তেজিত হওয়া ঠিক হবে না, তাতে ক্ষতি হবে। কারণ তার দেহ চর্বিতে ঠাসা। ওই মুখ লাল হলেই বুঝতে হবে, রক্ত মাথায় উঠছে। ছেলেপিলের কথা ভেবে উত্তেজনা যাতে না হয় সেই চেষ্টা করতে হবে।

প। তুমি একটা কথা ভুলে গেছ। বলনি। এই এত কথা আমি বলেছিলাম তোমাকে উদ্দেশ্য করে। আমি বলেছিলাম, যে ওকে চটানো ঠিক হবে না, বরং ওকে ঠাণ্ডা করা উচিত। আর তাতেই ওর সবচেয়ে খারাপ লেগেছে, লক্ষ্য করেছ তা?

ম। আমরা ওকে নিয়ে কথা বলছিলাম, যেন ও নেই সেখানে। সবাই তাই শুনে হাসছিল, আর লোকটা তত ক্ষেপে যাচ্ছিল।

প। আমি আরও বলেছি, যে যেকোনো পরিশ্রম, এই যেমন ঘোড়াকে চাবুকমারা, ওর কাছে বিষবৎ। অন্তত সেইজন্য তার চাবুক চালান উচিত না।

রোগা। কখনই উচিত না, জন্তু জানোয়ারকে কষ্ট দেয়া।

প। ঠিক বলেছ। এরজন্য তোমার একটা মদ পাওনা হল। গঙ্গা, যাও, নিয়ে এস।

ম। ও চা খেয়েছে। এখন আপনার কেমন লাগছে, ভাল?

প। খারাপ লাগছে।

ম। বাবুর জন্য আমার খুব গর্ব হচ্ছিল। কেন, বলবো? লোকটাকে ঠিক শাস্তি দিয়েছে বলে। বাবুতো অনায়াসে বলতে পারত, আমার কি? আমি শত্রু বাড়াতে চাই না।

প। [ক্রমশঃ নেশা কাটছে] শত্রুকে আমি ভয় পাই না।

ম। তা ঠিক। তবে তাই কি আর সবাই বলতে পারে! আপনি পারেন। আপনার গাইগুলো আপনি অন্য কোথাও পাঠালেই মিটে গেল।

গ। কেন? গাইগুলো অন্য কোথাও পাঠাতে হবে কেন?

ম। আমি পরে শুনলাম, ঐ লোকটাই শম্ভুবাবুর জোতদারী কিনে নিয়েছে। এ তল্লাটে তো ঐ শম্ভুবাবুরই ছিল ষাঁড়, সেটার মালিক তো এখন ঐ লোকটা।

গ। আর সেই কথা তোমরা পরে জানতে পারলে?
[পন্তু উঠে গিয়ে মাথায় আর এক বালতি জল ঢালল।]

ম। বাবুতো জানতো। বাবু যখন লোকটাকে ডেকে বলল, আমাদের গাইগুলোর তুলনায় তার ষাঁড়টা বড্ড হাড়গিলে—

প। ঠিকই তো।

ম। মজাটা ভালই হয়েছে, আমরা তো জানলাম তখন।

গ। তাহলে তো ঝামেলা হল। গাইগুলোকে পাল খাওয়াতে এখন নাহোক কত রাস্তা হাঁটতে হবে কে জানে।

প। [গম্ভীর] আর একটু চা দাও।

গ। চা ভাল হয়েছে?

প। ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করো না। দেখতেই তো পাচ্ছ খাচ্ছি। [মতিকে] এখানে বসে আড্ডা দিচ্ছ! আলসেমি রাখ, যাও গাড়ী পরিষ্কার করগে। গাড়ীর যা চেহারা হয়েছে, মনে হচ্ছে সাত জন্মে জল লাগেনি গায়ে। [মতি কি একটা বলতে যাবে, বাধা দিয়ে] মুখে মুখে কথা বলতে হবে না। আবার যদি দেখি বসে বসে গ্যাঁজাচ্ছ আর রসিয়ে গল্প করছ, তখন দেখবে মজা। [গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেল।]

গ। তুমি কেন বাপু ঐ লোকটার সঙ্গে ঝগড়া করতে দিলে!

ম। আমি থামাব কেন, আমি কী ওর রক্ষাকালী নাকি? আর, ক্ষমতা

ছিল কারও, ঐ অবস্থায় থামায়? মদ খেলে বাবুর অন্য চেহারা। তাই বাবু মদ খেলে তাকে আমি ঘাঁটাতে চাই না।

প। [বাইরে থেকে হাঁক দিল] গঙ্গা!

[গঙ্গা জামাকাপড় নিয়ে বেরিয়ে গেল।]

প। [গঙ্গাকে] তুমি সাক্ষী থাক, তোমার সামনে বলছি। নইলে পরে আবার আমার কথার উল্টো মানে করবে। [একজন মজুরকে দেখিয়ে] এ লোকটাকে নিতাম, কিন্তু ওর পোষাকের বাহার দেখ, ওর দ্বারা আমার কাজ চলবে না। লোক রাখতে গেলে তার পোষাক আষাক একটু নজর করতে হয়, বেশী বাবু মানে ফাঁকিও বেশী। আবার বড্ড বেশী ছেঁড়া ন্যাকড়া পরনে থাকা মানে, চরিত্র খারাপ। পরিষ্কার করতে পারে না। কুঁড়ে। আমি এক নজরেই মানুষ চিনি। শোনো —আমার কাজে বেশী বুদ্ধিশুদ্ধির দরকার নেই, যা বলব তাই করবে, ব্যস্। বুদ্ধি বেশী হলেই বসে বসে হিসেব করবে। ঐ সুরেনের মত। ওসব আমি পছন্দ করি না। দেনা পাওনার সম্পর্ক আমি পছন্দ করি না। আমার এখানে সম্পর্ক হবে মনের। [একজন স্বাস্থ্যবান মজুরকে] তুমি থাক, তোমাকে দিয়ে কাজ হবে। তোমাকে কিছু আগাম দিচ্ছি। ভালকথা মনে পড়েছে। মতি! এদিকে এস। এদিকে আসতে বলছি, কানে যাচ্ছে না? দেখি, পকেট দেখি! [মতির পকেটে হাত দিয়ে] এইবার পেয়েছি তোমাকে বাছাধন। [মনিব্যাগটা বার করে] এটা কার?

ম। আপনার হুজুর।

প। তোমার পকেটে এল কী করে? আমি তখনই জানতাম, তুমি ব্যাটা জেলের ঘানিটানা লোক। এবার তোমার দফারফা। আমি পুলিশে খবর দেব। ব্যাস। দশটি বছর। তবে, সে উপকার তুমি পাবে না আমার কাছে। জেলে বসে বসে গিলবে আর মজাসে শুয়ে বসে দিন কাটাবে, তা চলবে না। জেলখানার ভাত আমাদের পয়সায় কেনা হয়। জান সেকথা?

ম। আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি।

[পন্তু সাহা রাগে গজরাতে গজরাতে ভেতর দিকে রওনা হল। রাধি এসে দাঁড়িয়েছিল, সব শুনেছে।]

রোগা। আমি কি হুজুর আসব, আপনার সাথে?

প। তোমাকে আমার দরকার নেই, তোমার দ্বারা আমার কাজ চলবে না।

রোগা। কিন্তু, এখন তো আর গিয়ে হাটও ধরতে পারব না।

প। সেকথা বাপু আগে ভাবনি কেন? চেষ্টা করছিলে, আমার ভালমানুষীর সুযোগ নেবার। ওসব আমি সব খেয়াল রাখি। [তারপর থেমে, যে লোকটা সঙ্গে যাচ্ছিল, তাকে] আমি ভেবে দেখলাম, আমার একটাও লোক দরকার নেই। শালবাগান আমি বিক্রীই করব। আর, তোমাদের কিছু বলবার থাকলে, ঐ ওকে বল। [মতিকে দেখাল] ও ব্যাটা আমাকে কি বুঝিয়েছিল, কে জানে। তবে আমিও শোধ নেব।

[গম্ভীর মুখে চলে গেল।]

মোটা মজুর। বাঃ, বেশ মজার! আসবার সময় আদর করে গাড়ী করে নিয়ে এল। এখন এই পাঁচ মাইল রাস্তা হেঁটে মর। কাজ তো হলই না, উপুরি পাওনা এই হাঁটা। আমও গেল ছালাও গেল। বাবুদের মিষ্টিকথায় ভুললে এই হয়।

রোগা। আমি নালিশ করবো।

ম। নালিশ করবে? কার কাছে?

[মজুররা গজগজ করতে করতে চলে গেল।]

রাধি। তুমি চুপ করে রইলে কেন? আমরা তো সবাই জানি যে, মদ খেলেই বাবা মনিব্যাগ অন্যের কাছে রাখতে দেয়।

ম। আমি বললে শুনতো না। আমি জানি, বাবুরা আমাদের কথা বলা পছন্দ করে না।

রা। চুপ করো! আমার ভালো লাগছে না।

ম। কেন?

রা। আমার মন ভাল নেই।

ম। সেকি? আজ বাদে কাল আপনার বিয়ে—!

রা। থাক। ও নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। দারোগা লোক খুব ভাল, কিন্তু বিয়ে করা যায় না।

ম। তা ঠিক। সব ভাল মানুষকে কি আর একা বিয়ে করা যায়! তবে একজনকে তো বিয়ে করতেই হবে!

রা। সে তো বাবা আমার ওপরেই ছেড়ে দিয়েছে, তুমি তো নিজের কানেই শুনেছ। ইচ্ছা করলে আমি তোমাকেও বিয়ে করতে পারি। জানো? তবে, বাবা দারোগাকে কথা দিয়েছে, আমার জন্য বাবার কথার খেলাপ হবে, তা আমি চাই না। তাই—

ম। তবে তো আপনি বেশ মুস্কিলে পড়েছেন।

রা। মোটেও কোনও মুস্কিলে পড়িনি। আর, এসব কথায় তোমার নাক গলানোর কী আছে? আমারও যেমন, তোমাকে এসব কথা বলতে গেছি।

ম। ঐটাই তো মানুষদের সুবিধা। ছাগল-ভেড়াগুলো নিজেদের মধ্যে যদি কথা বলতে পারতো, তবে কসাইখানাগুলো কবে উঠে যেত।

রা। আয়ান দারোগাকে বিয়ে করতে মন চাইছে না। কিন্তু, ওকে সেটা জানাই কী করে, যাতে ও নিজেই সরে পড়ে?

ম। আভাসে ইঙ্গিতে হবে না। চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে।

রা। তার মানে?

ম। মানে, ওকাজ আমাকেই করতে হবে।

রা। তুমি কী করে করবে?

ম। খুব সোজা। বাবু সেদিন মদ খেয়ে বলেছিল না। যে আপনি বরং আমাকে বিয়ে করুন। মনে করুন, সেই কথায় সাহস পেয়েছি আমি। আর আমার চেহারা আপনার মন টেনেছে। এমন তো কত হয়। দারোগাবাবু সেই কথা জানতে পেরে ভাববে, ড্রাইভারের সাথে ফষ্টি-নষ্টি। দরকার নেই আমার ও মেয়ের!

রা। তোমাকে সে কাজ করতে বলি কী করে?

ম। গাড়ী মোছার মত ওটাও আমার কাজ। বড়জোর পনেরো মিনিট লাগবে। দেখাতে হবে যে আমরা খুব—মানে, আমাদের মধ্যে মানে খুব মাখো মাখো ভাব।

রা। কী করে দেখাবে?

ম। দারোগার সামনে আপনার নাম ধরে বলব।

রা। কী রকম?

ম। রাধি, জামার বোতামটা লাগাও।

রা। [হাত দিয়ে দেখে] বোতাম তো লাগানোই আছে। ও—ঐ কথা বলবে? কিন্তু, তাতে ও কিছু মনে করবে না! ওর যা টাকার লোভ।

ম। তাহলে আমি ভুল করে, পকেট থেকে রুমাল বার করতে গিয়ে আপনার একটা ব্লাউজ বার করতে পারি। এমন ভাবে বার করতে হবে যেন ও তা দেখতে পায়।

রা। এটা মন্দ না। কিন্তু না, হবে না, ও বলবে, তুমি মনে মনে আমাকে ভালবাস বলে ওটা কোনও সময় হাত সাফাই করে কাছে রেখেছ।

[একটু চুপ করে থেকে] উঃ! এসব ব্যাপারে দেখছি তোমার মাথা খুব খোলে!

ম। আমি শুধু যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।

রা। আর একটু ভাল করে ভেবে দেখ, পেয়ে যাবে।

ম। এক কাজ করলে কেমন হয়? ওর সামনে, আমরা দুজনে একসঙ্গে স্নানঘর থেকে যদি বার হই? এর চেয়ে স্পষ্ট করে আর কী বলবেন?

রা। তোমাকে নিয়ে মুস্কিল কি জান, তুমি কখন ঠাট্টা করছ, কখন করছ না, সেটা বোঝা যায় না।

ম। বোঝার দরকার কী আপনার? আপনি তো আর টাকা লগ্নী করছেন না! মেয়েদের বেশী না বোঝাই ভাল।

রা। সেটা তোমার মনের কথা।

ম। দেখলেন, আপনিও কম যান না।

রা। কেন? কী বললাম? আমি কেবল বললাম, তোমার মতলব বোঝা দায়।

ম। সে তো আপনি ঐ দাঁতের ডাক্তারের বেলাতেও জানেন না। হাঁ করে বসে থাকেন, ডাক্তার কি করবে তা সেই জানে।

রা। তোমার এইরকম সব কথা শুনলেই মনে হয়, কাজ নেই স্নানঘরে একা তোমার সাথে গিয়ে। তুমি তাহলে ঠিক সুযোগটা নেবে।

ম। এই দেখুন, আবার এখন আপনি ঠিক জানেন। আপনি যদি এইভাবে কথা বলেন, তবে আর আমার উৎসাহ থাকবে না।

রা। সেই ভাল, বিশেষ উৎসাহ ছাড়া যদি যাও তবে আমি রাজী। একটা কথা বলি, আমি বিশ্বাস করে যাব তোমার সাথে। ওরা এক্ষুনি এদিকে আসছে, মনে হয় এখানেই বিয়ের দরকারি কথাবার্তা সারবে। আমরা চল এখনই ঢুকে পড়ি।

ম। আপনি যান, আমি তাস নিয়ে আসি।

রা। তাস কী হবে?

ম। স্নানঘরে বসে সময় কাটাবেন কী করে?

[মতি বাড়ীর ভেতরে গেল। রাধি আস্তে আস্তে স্নানঘরের দিকে রওনা হল। বাড়ীর ভেতর দিক থেকে যমুনা এল হাতে একটা ডালা।]

য। এইযে দিদিমনি, যাবে নাকি শশাক্ষেতে। আমি যাচ্ছি শশা তুলতে।

রা। না, তুই যা। আমার মাথাটা খুব ধরেছে, আমি একটু স্নান করব।

[রাধি স্নানঘরে গেল। যমুনা দাঁড়িয়ে মাথা নাড়তে থাকল। বাড়ীর ভেতর থেকে পত্তলাহা আর আয়ান এল। পত্ত সিগারেট খাচ্ছে।]

আয়ান। আমি কী ভাবছি জানেন? ভাবছি, বিয়ের পর আপনার গাড়ীটা নিয়ে একটু ঘুরে আসব। সেবার আমাদের আর-আই সাহেব গেছিল, পুলিশের জীপ নিয়ে। আমি যাব, নিজের গাড়ীতে মানে আপনার—

প। [যমুনাকে] রাধি গেল কোথায়?

য। স্নানঘরে গেছে। বলল, খুব নাকি মাথা ধরেছে, স্নান করবে।

প। ওর অদ্ভুত সব খেয়াল। জন্মে শুনিনি মাথা ধরলে কেউ স্নান করে।

আ। ওর সবই ঐরকম। তবে একটা কথা মানতে হবে, স্নানটা আমরা কম করি। আমি তো ভাবছি, জেলখানায় প্রত্যেক সেলের সঙ্গে স্নানঘরের ব্যবস্থা করে দেব। স্নান যদি ঠিকমত করে কেউ, তবে মনটা ভাল থাকে, আর মনটা—

প। তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম, তোমার বিয়েতে এস-পি সাহেব আসবেন তো, ঠিক জান?

আ। সে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

প। ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ করার দরকার।

আ। সাহেব আমাকে খুব ভালবাসেন। আমার সমন্ধে কী বলে জানেন? বলে, ঘোষকে যে কোনও কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

প। আমার মনে হয় তোমার তুঙ্গে বৃহস্পতি। তোমার উন্নতি হতে বাধ্য। তবে ঐ এস-পি সাহেবের কথা ভুলো না। ওঁকে আনা চাই।

আ। আমি বলছি, আপনি নিশ্চিন্ত হোন, ঠিক আসবে।

[মতি কাঁধে গামছা ফেলে ধীরেসুস্থে স্নানঘরের দিকে আসছে।]

প। [মতিকে] এখানে কী ঘুরঘুর করছ? ঘুরে ঘুরে বেড়ালেই বুঝি মাইনে পাওয়া যায়? বেশ আছ! যাও, কাজে যাও!

ম। আজ্ঞে, যাচ্ছি।

[পঙ্কু আয়ান দারোগার দিকে ফিরল। মতি নিশ্চিন্ত মনে স্নানঘরে ঢুকল। পঙ্কু প্রথমে খারাপ কিছু ভাবেনি, তারপর হঠাৎ মনে পড়ল, স্নানঘরে রাধিও আছে, হতভম্বের মত মতির স্নানঘরে যাওয়া দেখল।]

প। [আয়ানকে] আচ্ছা রাধির সাথে তোমার কথাবার্তা হয়েছে? আমার ঐ একমাত্র সন্তান, ওর অমতে কিছু হবে না।

আ। আজ্ঞে হ্যাঁ, রাধির সাথে আমার কথা হয়ে গেছে। পাকা কথা। ওর কথাবার্তায় অবশ্য তেমন উৎসাহ নেই। তবে কী জানেন? ওর স্বভাবটাই তো ঐরকম। ওর সঙ্গে আমাদের দার্জিলিং থানার তুলনা

করা যায়। ঠাণ্ডা, তবে খুব ভাল। আচ্ছা, এখানে ফুল পাওয়া যায় না? ভাবছি রাধির জন্য কটা ফুল নিয়ে আসি।

প। [স্নানঘরের দিকে তাকিয়ে] আমারও মনে হয়, সেই ভাল।

[দুজনের প্রস্থান]

ম। [স্নানঘরে] আমাকে এখানে ঢুকতে দেখেছে। সব ঠিক আছে।

রা। আমি ভাবছি, বাবা তোমাকে আটকালো না কেন! যমুনা তো বাবাকে বলেছে যে, আমি এখানে।

ম। ফুরসুত পায়নি। যখন সে কথা মনে পড়েছে, তখন আমি অর্ধেক ঢুকে পড়েছি। কদিন ধরে অত মদ খাওয়ার পর, আজ আর ওঁর মাথা কাজ করছে না। ভাগ্যিস মনে পড়েনি, নইলে সব ভেস্তে যেত। শুধু আন্দাজ, সন্দেহ বা উদ্দেশ্য থাকলেই তো আর হবে না, ঘটনাও ঘটা চাই।

রা। তোমার মাথায় আবার বদ-বুদ্ধি না চাপলেই বাঁচি। ভর দুপুর বেলা ওসব করতে নেই।

ম। ও কথা বলবেন না। তেমন অবস্থা হলে—। গাদাগাদি? [তাস দেখাল] তবে দিই? [তাস দিতে দিতে] আমি একজনকে জানতাম, দিনের যে কোনও সময় খেতে পারত। বিকেলে চায়ের সঙ্গে হয়তো একটা আস্ত মুরগীই খেল। খুব খেতে পারতো লোকটা, পেশকার ছিল!

রা। কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা। খাওয়া আর ইয়ে কী এক হল?

ম। কেন? এমনও লোক আছে যারা ঐ ইয়ের ব্যাপারেও ঐরকম। শুরু করুন, [রাধি ভুল বুঝল] আপনার খেলা। বলতে চান, সবাই বুঝি সবসময় রাত্তিরের আশায় বসে থাকে? এখন সব যায়গায় লোক যাতায়াত, তাই স্নানের ঘরই সবচেয়ে ভাল জায়গা। বড্ড গরম! [জামাটা খুলে ফেলল] আপনিও একটু হাল্কা হয়ে বসুন। নইলে গরমে সেদ্ধ হয়ে যাবেন।

রা। তোমার কথাবার্তার ধরণ-ধারণ ভাল লাগছে না। মনে রাখবে, আমাতে আর রাঁধুনী-ঝি-গয়লানীতে তফাত আছে।

ম। রাঁধুনী-ঝিরা খারাপ কিসে?

রা। তুমি সম্মান রেখে কথা বলতে জান না।

ম। ও আমি বহুবার শুনেছি। ড্রাইভাররা ঐরকমই হয়। মানী লোকের মান রেখে কথা বলতে পারে না। কী করে পারবে বলুন? মানী-লোকরা পিছনে বসে থাকে, আর আমরা যে তাদের কথাবার্তা সব শুনতে পাই।

রা। আমি কলকাতায় কনভেন্ট-এ থেকে পড়েছি। সেখানে এরকম অসভ্য কথা চলে না।

ম। অসভ্য কথাও বলছিনা, সভ্য কথাও না। কথা বলতে হয়, তাই বলছি। আপনার দেয়া। আমি কেটে দিচ্ছি।

[পন্ত আর আয়ান আবার এল। আয়ানের হাতে একগোছা ফুল।]

আ। রাধি পড়াশুনা খুব ভালবাসে। আমি তো ওকে বলি, "তুমি যদি অত বড়লোক না হতে, তবে সবচেয়ে ভাল হত।" ও বলে কী জানেন? বলে, "বড়লোক হওয়াতেই মজা বেশী।" হাঃ, হাঃ! জানেন, ঠিক ঐ কথা একবার আমাদের আর-আই সাহেবের স্ত্রী বলেছিল।

ম। [আস্তে] আপনি এমন করুন যেন আমি কাতুকুতু দিচ্ছি। ওরা নাহলে নির্লজ্জের মত চলে যাবে।

[তাস খেলতে খেলতে রাধি একটু হাসল।]

আ। [দাঁড়িয়ে পড়ে] রাধি না?

প। হতেই পারে না। অন্য কেউ হবে।

ম। [তাস খেলতে খেলতে, জোরে] আপনার তো খুব কাতুকুতু!

আ। ঐ শুনুন!

ম। [আস্তে] একটু বাধা দিন!

প। ওটা তো মতি। চল বাড়ীর ভেতরে যাই।

রা। [জোরে] না, না!

ম। [জোরে] না কেন?

আ। মনে হচ্ছে, ওটা রাধিই হবে।

ম। [আস্তে] এবার আস্তে আস্তে 'না' বলাটা কমিয়ে দিন।

রা। না, না, না! [আস্তে] তারপর?

ম। [আস্তে] বলুন, না, না, ওসব করো না।

রা। [জোরে] না, ওসব করো না।

ম। [জোরে] তুমি থামতো, তোমার 'না'-এর নিকুচি করি। কচি খুকী!

প। [বজ্রকণ্ঠে] রাধি!

ম। [আস্তে] চালিয়ে যান! [তাস গোছাতে গোছাতে] এখানে ঢুকে পড়লে যেন আমাদের মত্ত অবস্থায় দেখে। নইলে সব ভেস্তে যাবে।

রা। [আস্তে] না, তা হবে না।

ম। [লাথি দিয়ে একটা বালতি উল্টে ফেলে আস্তে] তাহলে যাইরে যান। ব্লাউজটা খুলে ফেলুন।

প। রাধি!

[মতি রাধির চুল হাত দিয়ে এলোমেলো করে দিল। রাধি ব্লাউজটা খুলে মতির হাতে দিয়ে বাইরে গেল।]

রা। বাবা ডাকছিলে?

প। তুই কী ভেবেছিস কী? ওখানে কী হচ্ছিল? ভাবিস্ আমাদের কান নেই?

রা। তুমি কি শুনেছ, কি জানি। [মতি এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে, হাতে ব্লাউজটা।]

প। জানিস না! ঘুরে দেখ!

ম। [অপদস্থভাব দেখিয়ে] আজ্ঞে, আমি দিদিমনির সাথে তাস খেলছিলাম। এই দেখুন তাস। আপনি ভুল ভাবছেন।

প। তুমি চুপ কর! তোমায় চাকরী খতম। [রাধিকে] আয়ান কী ভাববে বল তো?

আ। না, না। ভাববার কি আছে। তাসই তো খেলছিল। তাতে আর দোষের কী? রাধি, তোমার জন্য এই দেখ ফুল নিয়ে এলাম। চলুন, ভেতরে যাই।

প। রাধি, তোর সঙ্গে পরে কথা বলব। আর তুই হারামজাদা, ফের যদি কোনোদিন একটু বেয়াড়াপনা দেখি, তো তোর একদিন কি আমার একদিন। এখন থেকে রাধিকে দেখলেই, হাত জোড় করে মাথা নীচু করে দাঁড়াবি। আর একটা কথা যদি বাইরে বের হয়, তো তোর চাকরী খতম। মাইনে নিবি কোর্টে গিয়ে। আর এখন থেকে আমার মেয়ের দিকে তাকাবি যেন শ্রীরাধার দিকে তাকাচ্ছিস্। [আয়ান হাত ধরে টান দিল] দাঁড়াও আয়ান। এসব আমি সহ্য করি না। বল্, কি কি বললাম।

ম। দিদিমনিকে দেখলে হাত জোড় করে মাথা নীচু করে দাঁড়াব। ওঁর দিকে তাকাব যেন শ্রীরাধার দিকে তাকাচ্ছি।

প। অন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালে যেন তোর চোখ অন্ধ হয়ে যায়।

ম। অন্য দৃষ্টিতে ওঁর তাকালে যেন আমার চোখ অন্ধ হয়ে যায়।

প। লজ্জায় তোর গলায় দড়ি দেওয়া উচিত। বুঝেছিস্?

ম। বুঝেছি।

[পঙ্কলাহাকে আয়ান বাড়ীর ভেতরে টেনে নিয়ে গেল।]

রা। সব ভেস্তে গেল।

ম। ওর টাকার লোভ, আমরা যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী।

পঞ্চু লাহার বৌ-এর বাণ্ডিল

[একই দৃশ্য। সময়ঃ রবিবার সকাল। বারান্দার ওপর পঞ্চু দাড়ি কামাতে কামাতে রাধিকে গালাগালি করছে। দূরে মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে।]

প। তুই আয়ানকেই বিয়ে করছিস্। ব্যস্, ঐ আমার শেষ কথা। নইলে একটা পয়সাও পাবি না। তোর ভবিষ্যত ভেবেই বলছি।

রা। সেদিন যে তুমি বললে। ও পুরুষ মানুষ না, ওকে বিয়ে করে কাজ নেই। আমার যাকে পছন্দ, আমি তাকেই বিয়ে করতে পারি।

প। একটু বেশী মদ খেয়ে ফেললে, আমি অনেক কথাই বলি। আমার সেইসব কথা নিয়ে মজা করা আমি পছন্দ করিনা। আর, আর যদি কখনও দেখি, তুই ঐ ড্রাইভারটার সাথে ফষ্টি নষ্টি করছিস, তবে তোর একদিন কি আমার একদিন। সেদিন তো বাইরের লোকও থাকতে পারতো! তারা দেখতো আমার মেয়ে বাথরুম থেকে বার হচ্ছে। সঙ্গে কে? না, ড্রাইভার। তখন কী হতো ভেবে দেখেছিস্? কেচ্ছার একশেষ! [বাইরের দিকে কি একটা দেখে] আরে আরে, গরুগুলোকে কে ছেড়ে দিল?

নেপথ্য স্বর। হরি ছেড়ে দিয়েছে।

প। শিগগীর বাঁধ, গোয়ালে নিয়ে যা। [রাধিকে] একটা দিন, একটা বেলা যদি আমি না থাকি, তাহলেই সব উলট পালট হয়ে যায়। হরি গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়েছে। খোঁজ নিয়ে দেখ, সে গঙ্গাকে নিয়ে মজা লুটছে। সর্বত্র ঐ একই কাণ্ড। এটা হলো না কেন? না, সে আর একজনকে নিয়ে ব্যস্ত। লাহাবাড়ী হয়ে উঠেছে সকলের লীলা খেলার জায়গা। মধুচক্র! এই বলে দিচ্ছি, ওসব চলবে না। শুনে রাখ্, ফের যদি দেখি ঐ ড্রাইভারটার সাথে, তবে বুঝবি। লাহা-বাড়ীতে ওসব চলবে না। সবকিছুর একটা সীমা আছে।

রা। আমি কী করেছি?

প। "আমি কী করেছি?" ন্যাকা, বোঝনা! সাবধান করে দিচ্ছি, কেচ্ছা আমার সহ্য হয় না। তোর বিয়েতে আমি বিশ হাজার টাকা খরচ করছি, আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, যাতে তুই একটা ভাল পরিবারে ভাল লোকেদের সঙ্গে থাকতে পারিস। তার জন্য আমি ঐ শাল বাগানটা বিক্রী করে দিচ্ছি। জানিস, একটা শালবাগান

মানে কী? আমার ঠাকুরদার বাবা নিজে হাতে ঐ বাগান তৈরী করেছিল। সেই বাগান আমি বেচে দিচ্ছি। বেচে দিচ্ছি তোর ভালমন্দ ভেবে। আর তুই? তুই ঐ রাম-শ্যাম-যদু-মধুর সঙ্গে মজা করছিস। ছি, ছি, ছি! শেষকালে একটা ড্রাইভার!

[মতি এসে দাঁড়িয়েছে! শুনছে।]

কলকাতায় রেখে তোকে পড়ালাম। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করলাম। সে কী জন্য, শুনি? ঐ ড্রাইভারের গলা জড়িয়ে—যত সব! চাকর বাকরদের একটু তফাতে রাখতে হয়। ওদের সঙ্গে চাকরের মত ব্যবহার করতে হয়। নইলেই পেয়ে বসে। দশহাত দূরে রাখবি ওদের, আর কখনও বিশ্বাস করবি না। করলেই সর্বনাশ। [ভেতরে গেল।]

[বাড়ীর দরজায় রুদ্রপুরের সেই চারজন মেয়ে এল। প্রত্যেকেই এসে শোলার মুকুট মাথায় দিল। ভেতরে ঢুকল সন্ধ্যা।]

স। পল্টুবাবুর সাথে দেখা করতে চাই।

ম। তিনি বোধহয় দেখা করতে চান না। তাঁর এখন দেখা করার অবস্থা নেই।

স। ওমা, তার কনের সঙ্গে দেখা করবে না?

ম। কনে? মানে তুমি তার কনে?

স। সেই কথাই তো বলছি গো, কানে কম শোন নাকি?

[পল্টু লাহার গলা]

আর ঐ সব ভালবাসা-টালবাসা চলবে না। ভালবাসা! ভালবাসা না ছাই, বেলেল্লাপনা। ওসব চলবে না এই লাহাবাড়ীতে। বিয়ের সব ঠিক। পাঁঠা কাটা হয়ে গেছে। ওর আর নড়চড় হবে না। তুই কী ভাবিস বলতো? 'বিয়ে হবে না' বলে দিলাম, আর পাঁঠাগুলো যার যার ছালের মধ্যে ঢুকে গিয়ে আবার কাঁঠাল পাতা খাবে? দরকার হলে তোকে ঘরের মধ্যে তালাচাবি দিয়ে রাখব। মনে রাখিস!

[মতি একটা মস্ত ঝাঁটা নিয়ে উঠোন ঝাঁট দিতে লাগল।]

স। গলাটা যেন চেনা মনে হল?

ম। তা তো হবেই, ওটা তো বাবুর গলা।

স। একবার মনে হচ্ছে সেই গলা, আবার মনে হচ্ছে সে গলা নয়। রুদ্দুরপুরে গলাটা একটু অন্যরকম ছিল।

ম। ও রুদ্দুরপুরে! সেই মদ আনতে যাবার সময়? বাবুর 'আইনসম্মত' মদ?

স। অন্য জায়গা বলেই বোধহয় গলাটা চিনতে পারছি না। তাছাড়া মানুষটাও তো দেখা যাচ্ছে না। বেশ মিষ্টি একটা মুখ, মিষ্টি মানে— হাসি-খুশী। আর সেই ভোরের আলো—

ম। চিনি বাপু চিনি। সেই মুখ আমি চিনি, ভোরের আলোও চিনি। তুমি বরং বাড়ী যাও।

[মোহিনী এল। এমন ভাব করল, যেন সন্ধ্যাকে চেনে না।]

মো। পল্টুবাবু বাড়ী আছেন? আমিই একটু দেখা করতে চাই।

ম। বাবু নেই। ঐ যে বাবুর ভাবী বৌ, তার সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

স। [অভিনয়] মোহিনী না! তোমার তো চোলাই মদের কারবার!

মো। কী, আমি চোলাই মদের কারবার করি? জানিস্, ঐ মদ কি কাজে লাগে? পুলিশের জমাদার সাহেবের বৌ-এর পা মালিশ হয়। হ্যাঁ— সেই মদকে বলিস চোলাই কারবার? আমার মদ দেবতার ভোগে লাগে, তা জানিস? পুরুতঠাকুর নিয়ে যায়, দেবতার ভোগের মদ বেআইনী? [মতিকে] আর তুমি কি বললে? ঐ সন্ধ্যামাগী ভাবী-বৌ। তবেই হয়েছে!

স। বটে? এটা কী? [হাত দিয়ে মালা দেখিয়ে]। এই দেখ মালা পরিয়ে দিয়েছে, নিজের হাতে।

মো। মালা দেখাচ্ছে। এই খ্যাখ্, আমার মালা। আমি হচ্ছি ভাবী-বৌ।

ম। এযে দেখছি, হারেম খোলার ব্যবস্থা।

[কমলা আর লতু এল।]

ক+ল। পল্টু লাহার এই বাড়ী?

ম। তোমরাও কি রুদ্রপুর থেকে আসছ? তাহলে এ বাড়ী নয়। আমি জানি, আমি তার ড্রাইভার। যার সঙ্গে তোমাদের বিয়ের কথা, তার নামটা একই, তবে মানুষটা ভিন্ন।

ল। আমি লতু, আমার সাথে, বাবুর বিয়ে পাকা। আমার কাছে প্রমাণ আছে। [সন্ধ্যাকে দেখিয়ে] ও-ও প্রমাণ করতে পারবে, ওর সঙ্গেও বিয়ে পাকা।

মো+স। হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে বিয়ে, আমরা প্রমাণ করতে পারি।

ম। যাক্, বাঁচা গেল যে তোমরা প্রমাণ করতে পার। একটা কথা তোমাদের বলি, যদি একজন এসে বলতো, বিয়ে ঠিক—প্রমাণ আছে, তাহলে আমি অত গা লাগাতাম না। কিন্তু জনতার দাবী মানতেই

হবে। আমি তাই পঞ্চলাহার বৌ-এর বাণ্ডিল মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তোমরা চাওটা কী বলতো ?

ন। বলব ? কদিন আগে উনি আমাদের নেমন্তন্ন করে এসেছেন। আমাদের চারজনকেই আসতে বলেছেন। মহা ধূমের সাথে বিয়ে হবে আজ।

ম। সে নেমন্তন্ন তো ইলেকশনের বক্তৃতা, গত শীতের কুয়াশার মত। কবে উবে গেছে !

মো। ও ব্বাবা ! এই বুঝি আপ্যায়নের ছিরি !

ম। আপ্যায়ন করবো না, তা তো বলছি না। বলছি, তোমরা একটুখানি আগে এসে পড়েছ। আমি ভাবছি, কী করে সময় মত তোমাদের হাজির করা যায়। এমন সময় হাজির করতে হবে যাতে আপ্যায়নের ত্রুটি না হয়। ঘরের বৌ-এর আদর-যত্ন পাও।

ক। আমরা দুটো ভালমন্দ খেতে এসেছি, আর একটুখানি মজা।

ম। ঠিক সময় মত হাজির করতে পারলে অসুবিধা কিছু নেই। মেজাজটা ভাল হলেই, তোমরা চার বৌ একসঙ্গে হাজির হতে পার। একজন একজন করে যাবে না কিন্তু। বাবু চিনতেই পারবে না। তাই বলি কি, তোমরা এক কাজ করবে, চারজনে একসঙ্গে আসবে। গান গাইতে গাইতে আসবে, প্রত্যেকের কাঁধে থাকবে একটা করে ঝাণ্ডা, কোনোটা পেটিকোটের। কোনোটা ব্লাউসের।

[সবাই হেসে উঠল।]

মো। তাহলে আমরা দুটো ভালমন্দ খেতে পাব তো ?

ম। আরে সেটাই তো হবে তোমাদের দাবী !

[গঙ্গা এক বালতি ঘি নিয়ে বাড়ীর ভেতরে গেল।]

ল। অতটা ঘি ?

ক। অনেকটা পথ এসেছি, খুব তেষ্টা পেয়েছে। একটু দুধ এনে দাও না !

ম। দুধ ? আরে সর্বনাশ দুধ খেয়োনা। হজম হবে না, তাহলে খিদে নষ্ট হবে, দুপুরে খাবে কী ?

ল। সে আবার খিদে পাবে, তোমায় ভাবতে হবে না।

ম। এক গ্লাস দুধ না, আমি ভাবছি, এক গ্লাস অন্য জিনিসের কথা। সেটা কী করে বরের সামনে ধরা যায়। বরের গলাটা আগে ভেজানো দরকার।

ন। সে কথা ঠিক, বাবুর গলাটা কেমন রুক্‌খু রুক্‌খু মনে হল।

ম। তুমিতো বাপু সবই জান। সবই বোঝ। বলতো এক গেলাস মাল বাবুর হাতে পৌঁছাই কী করে ?

ল। আমি যে শুনেছি এদের নব্বুইটা গাই-গরু !

স। তুইতো আর বাবুর গলাটা আজ শুনিসনি, সেটা আমি শুনেছি।

ম। এক কাজ কর। আপাততঃ, ঐ রান্নার গন্ধ শুঁকে খুশী থাক।

[দুজন মজুর বিশাল বিশাল দুই বালতি মাংস নিয়ে ভেতরে গেল।]

মেয়েরা। [হাততালি দিয়ে] অত মাংস! তবে আর ভাবনা নেই।

মো। খেতে বসার আগে পেটিকোটের দড়িটা আলগা করে নিই।

ম। খাওয়াটা হবে কেমন, জান তোমরা ? সদর থেকে মুন্সেফ এসেছে। তার পাশে বসে খাবে। তাকে আমি বলব, ধর্মাবতার, এই চারজন অনাথা রমণী এসেছে বহুদূর থেকে, অনেক পথ হেঁটে এসেছে আপনার কাছে, সুবিচারের আশায়। ওরা ওদের স্বামীর কাছে যেতে চায়। কদিন আগে, একদিন ভোরের বেলায় একজন হোঁৎকা মোটা ভালমানুষ আসে গাড়ী করে এদের গ্রামে। এদের মালা বদল করে বিয়ে করে। এখন হয়তো সেই লোক সে কথা অস্বীকার করবে। ধর্মাবতার, ধর্মের দোহাই রইল, সুবিচার করুন! ধর্মাবতার যদি এদের রক্ষা না করেন, তবে হয়তো এদেশে ধর্মকেই আর রক্ষা করা যাবে না।

স। সাবাস!

ম। উকিল সাহেবও এসেছেন। তিনিও থাকবেন উপস্থিত। না মোহিনী, তুমি কি বলবে উকিল সাহেবকে।

মো। বলব, ভালই হয়েছে উকিল সাহেব, আপনি এসেছেন। আবগারীর লোকগুলো আমাকে বড্ড জ্বালায়। কী করি বলুন তো ?

স। হ্যাঁ—! সুযোগ কখনও দুবার আসে না। সুযোগ এলেই তার সদ্ব্যবহার করা উচিত। তবে, সে কথা আসে, যদি বাবু তোমাকে ঘরে না নেয়। লাহাবাড়ীর বৌ হলে তোমার আর দুশ্চিন্তা কি! ডাক্তারবাবুও থাকবেন। তাকে কি বলবে ?

ল। বলবো, ডাক্তারবাবু দেখুন তো, মাজাটা কদিন ধরে খচ্ খচ্ করছে! আপনার পয়সার ভাবনা করতে হবে না। আমি পঞ্চু লাহার বৌ।

[দুজন মজুর দৈ নিয়ে ভেতরে গেল।]

মো। ঐ দৈ চল।

ম। পুরুৎঠাকুরও থাকবে। তাকে কী বলবে ?

ল। এইবার আমার অনেক সময়, আমি পন্ত লাহার বৌ। এখন থেকে রোজ যাব, মন্দিরে। মোটা দক্ষিণে দেব।

ম। ঐটুকু বললে কি করে হবে? আমি তখন বলব, পুরুৎমশাই, এই দেখুন, লতু। গয়লা মেয়ে। জীবনে প্রথম কাঁসার থালায় খাচ্ছে। আর, তাতে আপনারই সবচেয়ে বেশী আনন্দ হবার কথা। ভগবানের কাছে তো সবাই সমান। তাহলে আর পন্ত লাহার কাছেই বা অন্যরকম হবে কেন! আর, এখন থেকে এই লতুও অনেক বেশী সময়, বেশী সময় মানে প্রায় সব সময় ভগবানের চিন্তা করতে পারবে। পন্ত লাহার স্ত্রী তো আর গাই দুইতে যাবে না!

[মতি যখন এই বক্তৃতা দিচ্ছে, পন্ত লাহা তখন এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে গম্ভীর হয়ে শুনছে।]

প। বক্তৃতা শেষ হলে বলো, ওরা কারা।

স। চিনতে পারছেন না? আমরা আপনার কনে বৌ গো!

প। আমি? আমি তোমাদের কাউকে চিনিনা।

মো। ঠিকই চেনেন, মালা দেখালেই চিনবেন।

স। আমি যে দড়ি এনে দিয়েছিলাম, সেই রুদ্দুরপুরে?

প। কী চাই এখানে? কেচ্ছা ছড়াতে এসেছ?

স। আজকের বিয়েতে কি করে আমোদ করা যায় ভেবে, আমরা 'পন্ত লাহার কনে বৌ সমিতি' গঠন করেছি।

প। একটা ইউনিয়নও তো গঠন করতে পারতে। সেটা বাদ থাকে কেন? তুমি যেখানে শুয়ে বসে কাটাও, সেখানে তো ওসব ঘাসের মত গজায়। আমি তোমাকে চিনি না!

মো। আমরা মজা করতে চাচ্ছিলাম, আর সেইসঙ্গে একটু ভাল-মন্দ খাওয়া-দাওয়া!

প। তোমাদের মজা আমি চিনি। আমাকে চাপ দিয়ে কিছু বার করে নিতে চাও।

মো। না, না, না!

প। আমার ভালমানুষীর সুযোগ নিয়ে যা খুশী তাই করবে ভেবেছ? ওসব চলবে না। ভাল চাও তো এখান থেকে সরে পড়, নইলে পুলিশ ডাকবো। তুমিতো পোষ্ট অফিসে কাজ কর, তাই না? তোমাকে আমি চিনি। রুদ্রপুরের পোষ্ট অফিসে কাজ কর। তোমার ওপরওয়ালাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে হবে, এইসব মজা করে বেড়ানোর জন্যই

তোমাকে মাসে মাসে মাইনে দেয় কিনা। আর সবার খোঁজও আমি পাব।

মো। বুঝলাম। আমরা সেদিনের কথা খানিকটা সত্যি ভেবেছিলাম, ভেবেছিলাম লাহাবাড়ীর নেমন্তন্নটা মারা যাবে না। বুড়ো বয়সে নাতিনাতনীদের বলতে পারবো, ঐ যে লাহাপুরের লাহাবাড়ী, সেখানে একবার আমার নেমন্তন্ন হয়েছিল। স্বয়ং পল্ট লাহা নেমন্তন্ন করেছিল আমায়। আমি বরং একবার এই মাটিতে বসি। [বসল] এবার বলতে পারবো, ও বাড়ীতে আমি একবার গেছিলাম, বসেছিলাম। কিসের ওপর বসেছিলাম তাতো আর কেউ জিজ্ঞাসা করবে না! তাই বসে নিলাম এই মাটিতেই। কে যেন বলেছিল এ মাটি দুঃখ দেয়, কিন্তু তার বদলে যে সুখ দেয় তার তুলনা হয় না। কথা হচ্ছে, কাকে দেয় দুঃখ, আর কাকে দেয় সুখ।

[গান] আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি···

ঠিক কিনা বল ? এবার আমাকে তোল তোমরা।

মতি। হ্যাঁ এই ঐতিহাসিক অবস্থায় ফেলে রেখে লাভ নেই।

প। হয়েছে। এবার যাওসব। [মেয়েরা তাদের টোপর ফেলে দিয়ে চলে গেল। মতি ওগুলো ঝাঁট দিয়ে জড়ো করল।]

বিবাহ

একজন মানুষের সাথে পল্টু লাহা মেয়ের বিয়ে দিল

[বিয়ে বাড়ীর এক ঘরে ছোট ছোট খানকয়েক টেবিল আর চেয়ার। পুরোহিত, উকিল আর MLA, সকলের মুখে সিগারেট আর সামনে চায়ের পেয়ালা। এক কোনে বসে পল্টু লাহা চুপচাপ মদ খাচ্ছে। পাশের ঘরে লাউডস্পীকারে গ্রামোফোন বাজছে।]

পুরোহিত। সেই আগের দিনের ভক্তি কি আর আছে? সে দিনও নেই, সে ভক্তিও নেই। যতই বলি জমির পুজো দাও, ফসল পাবে। বলে কি, সার দিলে বেশী ফসল পাব। বাপের জন্মে শুনিনি, দেবতা না দিলে ফসল ঘরে ওঠে। ফলও হাতে হাতে, পোকায় সর্বনাশ করছে। বৃষ্টি হয় না, যদি হয় তবে একেবারে বন্যা। একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আরে বাপু দেবতা রুষ্ট হয়েছেন। ব্যাটা চাষার দল লায়েক হয়েছে। সবার ঘরেই ট্যানজিষ্টার। দাঁড়া বেটারা, দেবতা এর শোধ নেবে। তখন বুঝবি।

MLA। বুঝেছি। ওরা বুঝি আর আপনার মন্দিরের ছায়া মাড়ায় না!

পু। তবে আর বলছি কি! নেহাত এই পল্টুবাবু আর ভগবানের দয়ায় বেঁচে আছি। এবারের ভোটে নাকি পল্টুবাবু দাঁড়াচ্ছে। তাহলে তো নির্ঘাত মন্ত্রী হবে। তখন ওঁকে দিয়ে আইন করিয়ে পুজো করতে বাধ্য করব।

উকিল। সত্যিই, একটা কিছু করার দরকার। ছোটলোকগুলোর জ্বালায় আর শান্তি নেই।

[আয়ানকে নিয়ে পুরোহিতের স্ত্রীর প্রবেশ।]

পু-স্ত্রী। লাহাবাবু। ওদিকে একটু যান। আমাদের জামাই-এর উপরওয়ালা আপনার কথা বলছিল।

আয়ান। [পুরোহিতকে] আপনার স্ত্রী যা একখানা উত্তর দিল না! আমি স্রেফ অবাক। আমাদের এস-পি সাহেব আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলো, "হিন্দী গান আপনার কেমন লাগে? হিন্দী সিনেমা দেখেন?" আমি ভাবছি, কি উত্তর দেয়। উনি বললেন, "দেবতার সেবায় এত ব্যস্ত থাকি, যে ওসব ভাববারও সময় পাইনা।" তাই শুনে এস-পি সাহেব হেসে গড়াগড়ি। চমৎকার উত্তর দিয়েছে, [পল্টুকে] কি বলেন?

প। কিছু না। আমি আমার নিমন্ত্রিতদের সম্বন্ধে কোনও কথা বলিনা। [MLA-কে ইসারায় ডেকে] এ লোকটাকে আপনার পছন্দ হয় ?

M। কার কথা বলছেন ?

প। [আয়ানকে দেখিয়ে] ঐযে, ঐ গঙ্গা ফড়িংটাকে, সত্যি বলবেন।

M। পল্টুবাবু সাবধান, গেলাসটা সরিয়ে রাখুন।

আ। [বাইরের গানের সঙ্গে গুনগুন করতে করতে] দারুন গানটা, তাইনা ? কি বইয়ের গান ? কিছুতেই আমার বইয়ের নাম মনে থাকে না। কিন্তু, সুর ঠিক মনে থাকে। নিশ্চয় রাহুলের সুর।

প। [আবার MLA-কে ইসারা করছে, MLA না দেখার ভান করছে] যতীনবাবু, সত্যি করে বলুন, কেমন লাগছে ? আমার একখানা শালবাগান যেতে বসেছে।

আ। [কিছু খেয়াল করেনি।] রাহুলের সুর আমি এক সেকেণ্ড শুনেই বলে দিতে পারি।

উ। [পল্টু খুব ঘনঘন ইসারা করছে দেখে আয়ানকে নিয়ে বাইরে যাবার ইচ্ছায়] এখানে বড্ড গরম, চলুন বাইরে যাই।

আ। সেদিন কিন্তু একটা ভুল করেছিলাম। এস-ডির সুরটা ভেবেছিলাম রাহুলের।

প। যতীনবাবু, ভাল করে দেখুন। দেখে আমাকে বলুন।

M। সেই গল্পটা জানেন ! একজন তার ছাতাটা ভুল করে চায়ের দোকানে ফেলে এসেছে। তাই শুনে আশাবাদী বলল, ওটা আর পাবেন না। কিন্তু পেসিমিষ্ট, মানে নিরাশাবাদী বলল, নিশ্চয় পাবেন।

[সবাই হাসল।]

আ। পেয়েছিল ছাতাটা ?

M। আপনি বোধহয় ঠিক বোঝেন নি।

প। যতীনবাবু !

আ। তাহলে বুঝিয়ে দিন। আপনি বোধহয় উত্তরটা গুলিয়ে ফেলেছেন। আশাবাদী বলল, পাবে।

M। উঁহু। আশাবাদী বলল, পাবে না। ব্যাপারটা হচ্ছে, ছাতাটা একদম ভাঙাচোরা ছিল। ওটা হারিয়ে যাওয়াই ভাল।

আ। তাই বলুন, ছাতাটা ভাঙা ছিল। সেকথা বলতে আপনি ভুলে গেছিলেন। এইবার বুঝেছি। হাঃ, হাঃ ! চমৎকার !

প। [গম্ভীর ভাবে উঠে দাঁড়াল] ব্যাপারটা আমাকেই হাতে নিতে হচ্ছে।

এরকম একটা লোককে সহ্য করার কোনো দরকার নেই। যতীনবাবু, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু আপনি উত্তরটা এড়িয়ে গেলেন। তাই আমাকেই ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। আমিও বাপের ব্যাটা, এরকম একটা লোকের সাথে আমার আত্মীয়তা হতে পারে না। যে ব্যাটা রসিকতা বোঝে না। সে আবার মানুষ? [হুকুমের ভঙ্গীতে] এই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও! হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি। এমন ভাব করছে যেন ওর পেছনের লোককে বলছি। তোমার পেছনে কেউ নেই।

M। আঃ, কি হচ্ছে লাহা বাবু!

আ। ঠিক আছে, আপনারা কিছু মনে করবেন না। আপনারা জানেন না, আমার কত সামান্যে অপমান হয়। আমাদের সঙ্গে, মানে পুলিশের সঙ্গে সেইজন্য একটু বুঝেশুনে—

প। ব্যাটা গঙ্গাফড়িং!

আ। আমাদের সঙ্গে একটু সমঝে কথা বলতে হয়। নইলে—

উ। লাহাবাবু, ও ঠিকই বলেছে। পুলিশের লোককে চটালে—

প। আপনারা কেউ বুঝতে পারছেন না, ব্যাপারটা অবহেলা করবার মত নয়।

পু। লাহামশাই একটু রেগে গেছেন। [স্ত্রীকে] তুমি বরং একটু ওঘরে যাও।

প। না, না। আপনি থাকুন। আমার কিছু হয়নি। ওরকম একটু আধটু মদ খেলে আমার কিছু হয় না। মদ আমি অনেক সহ্য করতে পারি। সহ্য করতে পারছি না এই লোকটাকে।

আ। যতক্ষণ নাম করে না বলা হচ্ছে, কিছু যায় আসে না।

প। যতীনবাবু, এবার কী করি? এ লোকটার নাম যে আমি মনে করতে পারছি না! তবে কি এ ব্যাটার হাত থেকে আমার রেহাই নেই? হায়, হায়!—দাঁড়ান, দাঁড়ান! মনে পড়েছে। আয়ান, আয়ান, হাঁ আয়ান ঘোষ। এবার গেলে বাঁচি।

আ। এবার একটা নাম উচ্চারণ করেছে। আপনারা সবাই শুনে রাখুন, এইবার প্রতিটি কথার গুরুত্ব অনেক বেশী। এবার একটু হিসেব করে কথা না বললেই সর্বনাশ।

প। এ তো মহা ঝামেলা হল! এ ব্যাটাকে কি কিছুতেই নামাতে পারব পারব না ঘাড় থেকে? [হঠাৎ চিৎকার করে] বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে

যাও বলছি এ বাড়ী থেকে! খবরদার, ফের যদি তোমাকে এই লাহা-বাড়ীতে দেখি, তবে তোমার একদিন কি আমার একদিন। একটা গঙ্গাফড়িং-এর সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দেব না।

আ। এবার কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

প। মহামুস্কিল তো! আমার ধৈয্যের একটা সীমা আছে, বলে দিচ্ছি। তুমি ব্যাটা দেখছি নাছোড়বান্দা। যাবে না! এরপরে কী, "বের হ, হারামজাদা, শালা, শুয়োরের বাচ্চা" বলতে হবে?

আ। আর সহ্য করা যায় না। আমি চললাম। [প্রস্থান]

প। অত ধীরে সুস্থে না। দৌড়ো, তোর দৌড় দেখতে চাই। আমার মুখে মুখে কথা বলার মজা দেখাচ্ছি।

[পেছন পেছন তাড়া করল। MLA আর পুরোহিতের স্ত্রী ছাড়া আর সবাই পেছনে ছুটল।]

পু-স্ত্রী। এইবার ঝঞ্ঝাট হবে।

[রাধি এল।]

রা। কী হয়েছে? বাইরে অত হল্লা কিসের?

পু-স্ত্রী। বাছারে! বিচ্ছিরী ব্যাপার। তুই একটু শক্ত হ মা।

রা। কী হয়েছে!

M। [এদিক ওদিক তাকিয়ে] তুমি বোস মা। তোমার বাবা, এক বোতল হুইস্কি খেয়ে ফেলেছে। তারপর হঠাৎ কি যে হল, আয়ানকে তাড়িয়ে দিল।

রা। বাড়ীর বাইরে? মেরেছে?

পু-স্ত্রী। তোর দুঃখ হচ্ছে না মা?

রা। হ্যাঁ, নিশ্চয়।

[পুরোহিত ফিরে এল।]

পু। কি কাণ্ড, কি কাণ্ড!

পু-স্ত্রী। কী? কী হোল?

পু। ওঃ, ঐ উঠানে সে কি কাণ্ড! লাহামশাই ইঁট ছুঁড়ে মেরেছে।

রা। লাগাতে পেরেছে তো!

পু। তা তো জানি না! আমার সামনে উকিল মশাই ছিল। দেখতে পাইনি। ওদিকে পুলিশ সাহেব বারান্দায় দাঁড়িয়ে সব দেখেছে।

রা। দেখেছে? যাক, তবু নিশ্চিন্ত। এর পরে আর ও ফিরে আসতে সাহস পাবে না।

পু-স্ত্রী। তুই কী বলছিস, রাধি ?

[পঙ্ক লাহা এল। তার পেছন পেছন মতি, যমুনা আর গঙ্গা।]

প। সর্বনাশ করে ফেলেছিলাম প্রায়। কি ভূত যে মাথায় চেপেছিল! আমার একমাত্র মেয়েকে আমি তুলে দিচ্ছিলাম কিনা একটা গঙ্গাফড়িং-এর হাতে! তবু ভাগ্য যে সময় মত খেয়াল হয়েছে, বেঁচে গেছি। আমার মেয়ের বিয়ে দেব এবার একটা মানুষের সঙ্গে, একটা মানুষের মত মানুষের সঙ্গে। সেই মানুষের নাম মতি সরকার। আমার ড্রাইভার, আমার বন্ধু। আসুন আমরা সবাই আনন্দ করি। পুরুত মশাই, আজ লগ্ন আবার কটায় ?

পু। আজ্ঞে, সেই শেষ রাত্তিরের দিকে। তিনটে ছাপ্পান্নোয়।

প। ঠিক আছে, ঐ লগ্নে বিয়ে হবে। ততক্ষণ ফূর্তি করা যাক। একটা ফাঁড়া কাটলো। এস-পিটা তাকাচ্ছিল আমার দিকে যেন একটা বিচ্ছু দেখছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে জীপে উঠেই হাওয়া। আর সব হতভাগাও তার দেখাদেখি ছুট। বাঁচা গেছে, দুষ্ট গ্রহগুলো সব বিদেয় হয়েছে। তবে জীপে ওঠার আগে আমি এস-পিটাকে ঠিক পাকড়াও করেছি। আমিও বাবা পঙ্ক লাহা। বেটাকে পাকড়াও করে বলে দিয়েছি। "তুমিও শালা একটা হারামজাদা।" ঠিক বলিনি ?

মতি। হুজুর। চলুন যাই, আমরা নিরিবিলিতে একটা বোতল নিয়ে বসিগে।

প। আঃ, মতি! হুজুর-টুজুর বাদ দাও ভাই। আমরা হলাম গিয়ে বন্ধু মানুষ। একটু বাদে তুমি হবে আমার জামাই। আর শোন, তোমার কথা শুনলে কান্না পায়। পঙ্ক লাহার কি এতই খারাপ অবস্থা, যে একটা বোতল নিয়ে বসতে হবে ? শাস্ত্রে বলে, এক ছেলে, ছেলে নয়। তেমনি এক বোতল বোতলই নয়। গঙ্গা, যা তো, সব মাল এখানে নিয়ে আয়। আর যমুনা। তুই বাবা টেবিলগুলো সব জোড়া দে। আজ শালা সাহেবদের মত মাল খাব। তুই কিন্তু বসবি আমার পাশে।

পু। তাহলে আমরা এখন আসি। সময় মত আসব। এখন একটু গড়িয়ে নিইগে।

প। আরে আপনি গড়াবেন কি! গড়াবে এখন বোতল, গড়াগড়ি খাবে। বসুন, বসুন।

[পঙ্ক বসল মধ্যিখানে। যমুনা আর পুরোহিত টেবিল জোড়া দিয়ে

একটা লম্বা টেবিল করল। গঙ্গা গেল মদ আনেতে। মতি আর রাধি চেয়ার এনে টেবিলের ধারে রাখল।]

প। যমুনা এখানে বোস। [বাঁদিকটা দেখাল।] তার পাশে ঠাকরুণ আপনি। [পু-স্ত্রীকে] আর আমার ডাইনে বসবে গঙ্গা। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে। সঙ্গম। মতি!

ম। বলুন।

প। তুমি ভদ্দরলোকের মত সঙ্গম করতে পার?

ম। তা—পারি।

প। তা পারলে তো বাবা হবে না, চাষারে—ইয়ে দিতে পার? সেটাই আসল কথা। তবে থাক, তোমাকে উত্তর দিতে হবে না। জানি, তুমি নিজের ঢাক নিজে পিটতে চাও না। যাক সে কথা। তুমি যমুনাকে? [ইঙ্গিত করল।] না? সেকি? আমার মাথায় বাপু ঢুকছে না। পুরুতমশাই আপনি বসুন গঙ্গার পাশে।

পু। আজ্ঞে, অন্য কোথাও বসলে হয় না?

প। অন্য কোথাও? অন্য কোথাও কি মশাই? গঙ্গার মত— [গঙ্গা এল এক ঝুড়ি বোতল নিয়ে।] এই তো গঙ্গা। তাকিয়ে দেখুন তো। এরকম ডবকা মাল কতদিন হাতের কাছে পাননি?

[পুরোহিত তার স্ত্রীর দিকে তাকাল। পু-স্ত্রী যমুনার সাথে কুলের আচার দেবার কথায় ব্যস্ত।]

রা। বাবা, মতি না, বিশ্বাসই করে না যে তুমি আমাদের বিয়েতে করাত কলটা যৌতুক দেবে।

প। শুনলেন কথা পুরুত মশাই? আপনি কী বলেন?

পু। আজ্ঞে, আমি কী বলব?

প। বেশ, মতি, তুমিই বল। কী চাই তোমার? করাত কল, চাল কল, ধানিজমি, শাল বাগান?

ম। আজ্ঞে, আমি রেহাই চাই।

রা। তার মানে?

ম। শান্তি।

প। শান্তি আবার কার মেয়ে? শান্তিটান্তি বাদ দাও, আমার রাধিকে নিয়েই খুশী থাক।

রা। মতি, চল আমরা বিয়ে করে এখান থেকে চলে যাই।

প। সাবাস!

রা। চল মতি, না বলো না।

ম। কোথায় যাব?

রা। যেখানে খুশী। চল, তোমার দেশে যাই, তোমার মার কাছে। বাবা নিশ্চয় অমত করবে না।

প। মোটেও না। বিয়ে করে মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাবে, সেটাই তো ঠিক।

ম। [চট করে একগ্লাশ মদ গিলে] দেখুন, আমি সব তামাশাই করতে রাজী। নইলে চাকরী থাকবে না। কিন্তু মায়ের কাছে এরকম একটা বৌ নিয়ে গিয়ে হাজির হতে পারব না। আমার মায়ের বয়স হয়েছে, সহ্য হবে না। আমি শেষকালে মাতৃঘাতী হব। আমরা গরীব মানুষ।

প। গরীব তো কী হয়েছে? মানুষ তো!

ম। বলা সোজা, থাকা কঠিন। বিশেষ করে আপনার মেয়ের পক্ষে। আপনারা জানেন না, গরীবের ঘর কেমন। পুরুত মশাইকে জিজ্ঞাসা করুন।

M। [বেশ কিছু মদ খাওয়া হয়ে গেছে।] খুব খারাপ।

রা। জিজ্ঞাসা করার কী আছে? নিজে গিয়েই দেখব।

ম। হ্যাঁ। গিয়ে বলবেন, "স্নান করব, বাথরুমটা কোথায়?" আমাদের চানের জন্য আলাদা ব্যবস্থা নেই। সবাই পুকুরে চান করে।

রা। একটা বানিয়ে নিলেই হবে।

ম। বানিয়ে নেবে? কে? পল্টু লাহার ড্রাইভার? কত টাকা মাইনে তার?

প। আবার সেই পল্টু লাহার কথা। সে ব্যাটা মরেছে, একটু আগে এক বোতল মদে ডুবে মরেছে। তার বদলে এসেছি আমি, সম্পূর্ণ অন্য মানুষ।

ম। একটা কথা, বলে রাখছি। আপনাদের জানা দরকার। এরকম একটা বৌ নিয়ে গিয়ে উঠলে, আমার মা আমাকে ঝাঁটাপেটা করবে।

রা। ইস্। তুমি কী করে জানলে?

প। আমিও তাই বলি। তুমি বাপু একটু বাড়াবাড়ি করছ। রাধি ওর মায়ের ধাতের। সে কথা ঠিক। একটু মুটিয়ে যেতে পারে। তবে তা তিরিশ-পঁয়ত্রিশ-এর আগে না।

ম। মোটা রোগার কথাই হচ্ছে না। আমি বলছি, আপনার মেয়ে কি করে একটা ড্রাইভারের বৌ হবে।

পু। কথাটা ঠিক বলেছে।

ম। [রাধিকে] হাসবেন না। হাসির কথা নয়। আমার মা যখন আপনাকে পরীক্ষা করবে, তখন আপনার ও হাসি শুকিয়ে যাবে। বুঝবেন মজাটা।

রা। বেশ তো, দেখ পরীক্ষা করে। আমি তোমার বৌ, বল আমাকে কী করতে হবে?

প। ঠিক। ভাল বলেছে। যমুনা, কিছু মাছভাজা নিয়ে আয়। আর কিছু খাবার। মতি পরীক্ষা করুক রাধিকে। দেখা যাক, পাশ করে কিনা।

ম। যমুনা, বসে থাক। আমাদের বাড়ীতে চাকরবাকর নেই। হঠাৎ কেউ এলে বাড়ীর বৌই সব করে। রাধি, যাও খাবার নিয়ে এস।

রা। [মজা পেয়েছে।] আনছি। [চলে গেল]

প। [চেঁচিয়ে] একটু বেছে আনিস্, ভাল দেখে। [মতিকে] তোমার কথা ভেবে আমার আনন্দ হচ্ছে। তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাও। শ্বশুরের দেয়া জিনিষে ফুটানী করতে চাওনা। এমনটা সবাই পারে না।

পু-স্ত্রী। [যমুনাকে] আমি আগে নুন দিই না। প্রথমে গুড় দিয়ে মেখে শুকোতে দিই।

য। গুড় দিয়ে মাখলে হয়, তবে তেমন ভাল হয় না। এ বাড়ীতে লেবুর রস আর চিনি দিয়ে মাখা হয়।

রা। [ফিরে এল। একথালা ভাজা মাছ আর একথালা লুচি নিয়ে।] গরীবের ঘরে এরচেয়ে বেশী কিছু থাকে না, তাই না? [মতির দিকে তাকাল।]

ম। [হেসে মাথা নেড়ে] এও থাকে না। গরীবের ঘরে কিছুই মজুত থাকে না। যাকগে, সপ্তাহে অন্তত কদিন আপনার মাছ চাই?

রা। সপ্তাহে? সপ্তাহে চার-পাঁচ দিন। চার দিন, চার দিনই যথেষ্ট।

ম। চার দিন? আমার বাড়ীতে যে মাসে চার দিনও মাছ ঢোকে না। গঙ্গা, এখানে আমরা কদিন মাছ খাই?

গ। ঐ মাসে দুতিন দিনের বেশী না

ম। দেখলেন? আমাদের বাড়ীতে তাও হয় না। আমার মা একটা বাড়ীতে রান্না করত। সে বাড়ীতে তখন প্রত্যেক রবিবারে চাকর-বাকররা মাছ পেত। এখানে যমুনা সেটা মাসে দুবার করেছে। আমাদের ডাঁটাচচ্চড়ীই আমাদের রাজভোগ। যেমন রাজা আমরা, তেমনি আমাদের ভোগ। ঐ ডাঁটাচচ্চড়ীর দৌলতে জমি চষা হয়,

ফসল বোনা হয়, ফসল ওঠেও। ফসল যে ঘরে ওঠে, সে ঘরে কিন্তু ডাঁটাচচ্চড়ী ঢোকে না। তফাতটা ওইখানে।

প। আমার তো বাপু ডাঁটাচচ্চড়ী ভালই লাগে। রোজ খাই না বলেই বোধহয়। তবে ভাই, মানুষে মানুষে এ তফাত অসহ্য। সামনের বার ভোটের পর, আমি মন্ত্রী হলে, প্রথমেই এর বিহিত আমি করব। এই তোমাদের সামনে বলে রাখলাম। এই বাংলা মায়ের [বোতল দেখিয়ে] দিব্বি।

ম। অমন দিব্বিটা না দিলেই পারতেন। মন্ত্রী হয়তো আপনি হবেনই, মন্ত্রী হবার সকরকম গুণই আপনার আছে, কিন্তু বিহিত হবে না। আজ অবধি কম মন্ত্রী তো হোল না, কজন আর তাদের মধ্যে কম [বোতল দেখিয়ে] বাংলা ভক্ত।

প। তুমি বাপু আমাকে ঠিক চেননি। 'আমি সাম্যের গান গাই', আমি সাম্যের স্বপ্ন দেখি। আমার সরকারও সাম্য চায়। এই বলে দিচ্ছি, আমি যদি এই লাহাবাড়ীর চাকর হতাম, তবে হুলুস্থুল বাধিয়ে দিতাম। তোমরা আমাকে চেন না, বিশ্বাসও করোনা। আমার কপাল খারাপ। যাকগে, চালাও তোমার পরীক্ষা।

ম। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি, আপনার মেয়ে ছেঁড়া জামা-গেঞ্জী সেলাই করতে পারে? [রাধিকে গায়ের সার্টটা খুলে দিল।]

প। একটা কথা বাপু বুঝি না, জামা সেলাই করতে পারলেই কি ভালবাসা প্রমাণ হয়? [রাধি সার্টটা চেয়ারে রেখে বাইরে গেল।]

ম। ভুল করছেন, গরীবরা ভালবাসা বোঝে না, ওটা বড়লোকের জন্য। ওটা আমাদের কাছে বিলাসিতা। জামা সেলাই ভালবেসে করে না, করে প্রয়োজনে, অভাবে। আমাদের সমস্যা টিঁকে থাকবার।

পু। রাধিমা যে ইস্কুলে পড়েছে কলকাতায়, সেখানে কি জামা সেলাই শেখায়?

ম। যা শেখেনি, তা ওকে এখন শিখে নিতে হবে। [রাধি সূঁচ সুতো নিয়ে এসে জামা সেলাই করতে বসল।] আমি বলছিনা, সব কাজ ওকে জানতে হবে। শেখবার ইচ্ছা থাকলেই যথেষ্ট। গরীব ঘরের কতটুকু খবর রাখে, তা ওই একথালা মাছ ভাজা আর একথালা লুচি আনা দেখেই বোঝা গেছে।

গ। দিদিমণিকে আমি একটু দেখিয়ে দিই?

প। রাধি, তোর তো বুদ্ধি কম না, সাবধানে ভেবেচিন্তে কর। ঠিক পারবি।

[রাধি মতিকে সার্টটা ফেরত দিল নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও। মতি সেটা সবাইকে দেখাল, মুখচোখে হাসি। জামাটা বিশ্রী সেলাই হয়েছে।]

ম। প্রথম সেলাই হিসেবে ভালই হয়েছে।

প। একটু মনোযোগ দিয়ে করলেই হতো।

ম। হতোনা। অভাব মনোযোগের না, অভাবটা অন্য জায়গায়। [রাধিকে] একটা ড্রাইভারকে বিয়ে করতে হলে, আপনাকে অনেক সমঝে, হিসেব করে চলতে হবে। বড় কঠিন হিসেব। ঠিক আছে, আপনাকে আরও একটা সুযোগ দিচ্ছি, দেখুন পারেন কিনা।

রা। জামাটায় যা গন্ধ!

ম। ড্রাইভারের জামায় আপনি সেন্ট-এর গন্ধ পাবেন কোথায়?

প। বাদ দাও ভাই, বাদ দাও। এরপর কি তাই বলো। রাধি, মাথা ঠাণ্ডা—।

ম। [রাধিকে] সারাদিন খেটেখুটে বাড়ী ফিরলাম। কী করবেন?

রা। এটা ঠিক পারবো। এসো তুমি!

[মতি কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে আবার দরজা খুলে ভেতরে আসবার ভান করল। রাধি ছুটে গিয়ে মতিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল।]

ম। ভুল। সাহেবদের ইস্কুলে পড়েছেন বুঝি!

প। পঙ্ক লাহার একমাত্র মেয়ে কি ফিরি প্রাইমারীতে পরবে? তুমি ভাব কী হে?

ম। বিয়ের পর কিন্তু ও ড্রাইভারের বৌ। কোনও জোতদারের কেউ না। ড্রাইভারের ঘরে ওসব চুমুটুমু চলে না। ড্রাইভার আসে সারাদিন খাটুনীর পর ক্লান্ত হয়ে। সেখানে দরকার সেবা। ওসব হাফ সাহেবীয়ানা গরীবদের জন্য নয়। [মতি একপাশে গিয়ে হাতপা ধোবার ভান করল, তারপর হাত বাড়াল গামছার আশায়। রাধি সেই হাত ধরে মতিকে টেনে আনবার চেষ্টা করল।]

রা। আহা বেচারী, খুব কষ্ট হয়েছে তোমার, তাই না! এস!

[মতি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আবার হাত বাড়াল।]

ম। গামছা।

রা। তাইতো! খেয়ালই করিনি। [গামছা দেবার ভান করল]

[মতি গামছা দিয়ে হাত-মুখ-পা মুছে গামছাটা ছুঁড়ে দিল রাধির দিকে। রাধি চমকে পেছিয়ে গেল।]

ম। [হুঙ্কার দিয়ে] গামছাটা তুলে রাখতে পারছ না?

[রাধি অবাক।]

এম। বাব্বা! অত মেজাজ!

ম। সারাদিন গাড়ী চালালে, আর সেই গাড়ী লাহাবাড়ীর গাড়ী হলে বুঝতেন, মেজাজ ওমনি গরম হয় না।

প। মতি আজ আমাকে খোঁটা না দিয়ে একটা কথাও বলবে না।

ম। [রাধিকে] কি করলে সারাদিন?

রা। তোমার গেঞ্জী আণ্ডারওয়্যার কেচেছি, তারপর দুপুরে খেয়ে একটা বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ম। আমার গেঞ্জী আণ্ডারওয়্যার একটা করে। সেগুলো আমার গায়েই থাকে। আর, ড্রাইভারের বৌ দুপুরে বই পড়ে না। মালিকের বাড়ী বেগার খাটে। আপনি কিছুই জানেন না। যাকগে, রাত তো অনেক হয়েছে, খাওয়া দাওয়াও হয়ে গেছে ধরে নেয়া যাক। খাওয়া দাওয়া মানে, আমার খাওয়া হয়ে গেছে। আপনি বৌ মানুষ, তাই পরে খেতে বসেছেন। আমি খুবই ক্লান্ত, আমি শুয়ে পড়েছি। কী করবেন?

রা। আমার খেতে বেশী সময় লাগে না। পাঁচ মিনিট। তুমি শোওগে, আমি এলাম বলে।

ম। সেকি! বাসন পত্তর কে মাজবে? তাছাড়া আমার জামা প্যাণ্টও ধুয়ে দিতে হবে। আমার তো আবার সকাল ছটায় ডিউটি শুরু হবে। তার আগে ওগুলো শুকোতে হবে তো!

রা। এই রাত্রে বাসন মাজা, সাবান কাচা করতে হবে? শীতকালে?

ম। চাকর-বাকরদের শীত গ্রীষ্ম নেই। মানে, থাকতে নেই।

রা। আমি তাহলে মরে যাব।

ম। [পঙ্কজকে] দেখলেন? এই কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে আপনার মেয়ে একটা ড্রাইভারের বউ হতে চায়!

প। তুই সত্যিই আমার মুখ হাসালি, রাধি!

ম। হয় না। আসলে ড্রাইভারের বউ হওয়া যায় না। ড্রাইভার, ড্রাইভারের বৌ, ঝি, চাকর এরা জন্মায়। যেমন সবাই পঙ্কলাহা হতে পারে না, সেজন্য লাহা বাড়ীতে জন্ম নিতে হয়।

প। মতি, তোমার ভাই কী হয়েছে বলতো! একটা মিষ্টি কথা বলতে নেই!

ম। মধু বের হয় মৌচাক থেকে। সেটা আপনারা নিংড়ে নিতে জানেন, কিন্তু মৌমাছি হুল ফোটায় কেন, জেনেছেন কখনো?—থাকগে,

ড্রাইভারের বৌ এর রাত শেষ হয়নি। মাঝ রাত্তে ডাক পড়ল, গাড়ী নিয়ে বের হতে হবে। তখন?

রা। দেখাচ্ছি মজা। [ছুটে গিয়ে জানালাখোলার ভান করল, তারপর সেই জানালা দিয়ে চেঁচিয়ে] কী, এই রাত দুপুরে! মানুষটা সবে এসে একটু শুয়েছে। আবার তো সাত সকালে শুরু হবে, একটু বিশ্রাম করতে হবে না! মজা পেয়েছে, না? যাও যাও, বুড়োকে বল, হেঁটে যাক নয়তো গোল্লায় যাক। ও যাবে না।

প। সাবাস! রাধি সাবাস! এবার কি বলবে মতি?

ম। [হেসে] তক্ষুনি যা দুটো জিনিস পত্তর আছে, তা সব গোছাতে বলব। যেতে হবে, পরদিন থেকে আবার চাকরী খুঁজতে হবে। [রাধির পাছায় চাপড় মেরে] চাকর-বাকরের অত মেজাজ ভাল না।

রা। [অবাক হয়ে মতির দিকে কিছু সময় তাকিয়ে থেকে ধমকের স্বরে] ওসব আবার কি?

ম। কী হল?

রা। আমার—আমার গায়ে হাত তোলার মানে?

এম। [উঠে গিয়ে রাধির—কাঁধে হাত রেখে] পরীক্ষায় ফেল।

ম। ঐ চাপড়টা মেরেছি বলে অপমান হয়েছে?

রা। [আবার হেসে] বাবা। বড্ড শক্ত কোশ্চেন।

পুরোহিত। বেশ কঠিন।

প। কঠিন মানে?

রা। বুঝতে পেরেছি, সাহেবদের স্কুলে পড়লেই মানুষ হওয়া যায় না। আমি বরং যাই, শুইগে।

প। ওসব চলবেনা। এখানে বোস।

রা। না বাবা। আমি যাই। এ বিয়ে সম্ভব না। [চলে গেল।]

প। রাধি!

[পুরোহিত আর এম-এল-এও যাবার জন্ত তৈরী হচ্ছে। পুরোহিতের স্ত্রী কিন্তু যমুনার সঙ্গে কুলের আচার নিয়ে ব্যস্ত।]

পু-স্ত্রী। একটা ভাল কথা শিখলাম আজ। আমি তো বরাবর কুলগুলো একটু থেঁতলে নিতাম।

য। কোনও দরকার হয় না। বোঁটা-টোঁটাগুলো ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে নিলেই হয়।

পু। চলগো, যাই।

প। রাধি! মতি কী করি বলতো? ওর বিয়ের ব্যবস্থা করলাম, একটা সৎপাত্রে দেবার ব্যবস্থা করলাম, আর— ! না। এর একটা বিহিত করতেই হবে। ওকে আমি ত্যাগ করবো! বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে! [চীৎকার করতে করতে দরজার দিকে গেল।] আমার কথামত না চললে, এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে। অমন মেয়ে থাকার চেয়ে না থাকা ভাল।

পু। আহা, আহা! করেন কি লাহামশাই। ওসব কথা বলতে নেই।

প। থামুন! এ বাড়ীতে কি বলতে আছে, কি বলতে নেই সেটা আপনাকে বলতে হবে না। ওসব ভাল ভাল কথা আপনার মন্দিরের জন্য তুলে রাখুন গে!

পু। আহা, আপনি চটেন কেন?

প। না চটবেনা, দুহাত তুলে নাচবে! আমার মেয়ে যে কেমন করে এরকম হল, তাই ভাবছি। [এম-এল-এ-কে] আর আপনিও মশাই খুব। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলেনা! বসে বসে পল্টলাহার পয়সায় মাল টেনে গেলেন। আমি শালা বেকুব, কিছু বুঝি না?

এম। কী, আমাকে অপমান? দেখে নেব। এই চললাম আমি। [চলে গেল]

প। যাও যাও! চোখ রাঙাতে হবে না। ছিলি তো বাবা চাষার ঘরে। এই পল্টলাহা তোকে মানুষ করলো। এম-এল-এ করলো। আর তার মুখে এখন আমাকে বড় বড় কথা শুনতে হবে?

পু। [স্ত্রীকে] কইগো। চলো! এখানে আর থাকা যায় না।

পু-স্ত্রী। না, না। আমি ওটা ভাল করে সেদ্ধ করে নিই।

য। বেশী সেদ্ধ করার দরকার হয় না। একটু ফুটে উঠলেই হয়ে যায়।

পু। তুমি থাক তাহলে, আমি যাই। [রওনা হল।]

পু-স্ত্রী। এই আসছি। আমি বাপু বেশ ভাল করে সেদ্ধ করে নিই। [পুরোহিত বেরিয়ে গেল।]

প। [টেবিলে ফিরে এসে] এগুলো একটাও মানুষ না। তাকাতেও ঘেন্না করে। বাঁদর সব।

য। ওরা কিন্তু মানুষই। আমি এক ডাক্তারকে জানতাম। একবার একজন তার ঘোড়াটাকে খুব পেটায়। তাতে ডাক্তার বলেছিল, মানুষের কি নীচ মন। কেন বলুন তো? বাঁদর কিন্তু ওরকম করে না।

প। মস্ত জ্ঞানের কথা হে, মস্ত জ্ঞানের কথা। ঐ ডাক্তারটাকে একবার নিয়ে এসো তো! ওর সঙ্গে বসে একটু মাল খাওয়া যাবে। তুমি বসো বাপু। এই নাও [মদ ঢেলে দিল]। তোমার পরীক্ষার ধরণটা, বুঝলে মতি, আমার বেড়ে লেগেছে।

ম। এ, আপনার মেয়েকে পাছায় চাপড় মেরেছি বলে কিছু মনে করেন নি তো!

প। আরে না না। মনে করবো কেন? আমার মেয়েই আর নেই, তো তার পাছা।

ম। না, না। ওসব বলবেন না। [যমুনাকে] কী, এখন তোমাদের কী হচ্ছে? আচার তো কখন শেষ হয়ে গেছে।

পু-স্ত্রী। তুমি প্রথমেই নুন দিয়ে দাও?

য। সবার আগে। [দুজনেই চলে গেল।]

পন্ত। শোন, শোন। বাইরে কে গান গাচ্ছে না!

[দূরে কোথায় সুরেন গান গাচ্ছে।]

এক যে ছিল জমিদারণী।
সুন্দরী আর খুব সোহাগী।
দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে
চাকরটাকে বলল ডেকে,
"তলপেটটায় হচ্ছে ইয়ে,
দেনা বাপু হাত বুলিয়ে,
হাত বুলিয়ে।"

পন্ত। এইসব শুনলে ভাই, মনটা বড় খারাপ হয়—বড় কষ্ট হয়।

চাকর, তবু জোয়ান বটে,
গিন্নী আবার পাছে চটে,
বললে দুটো হাত জোড় করে,
"ওসব কাজ বলোনা ঠাকরুণ
তবেই আমার কপালে আগুন।
অমন সোহাগ আমার চাইনে,
মাস গেলে বরং দিও মাইনে।"
মালকানের ভালবাসা,
খাসা খাসা খুবই খাসা।

৫।

চাকরী ছাড়া দিন চলে না,
ওসব করলে কাজ থাকে না।
শেয়ালে আর মুরগীতে
সন্ধ্যা কাটে খুব পিরীতে।
সকালে যাও, দেখতে পাবে
পালকগুলো ছড়িয়ে আছে।

প। এসব শুনলে ভাই, আমার মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায়। বড় কষ্ট হয়—!

বেহাগ

[লাহাবাড়ীর সামনে। পল্টুলাহা আর মতি প্রস্রাবরত।]

পা। আমি বাবু ঐসব শহর-টহরে থাকতে পারি না। আমি এই কেমন সুন্দর খোলা আকাশের নীচে পেচ্ছাপ করছি, মাথার ওপর তারার মেলা। পায়ের তলায় মাটি, নিজের মাটি। এই নাহলে বেঁচে সুখ কি বল? ওরা বলে, গাঁয়ের জীবন নাকি সেই আদিম যুগের। সভ্যতা নাকি গাঁয়ে ঢোকেনি। আমি বলি কি জান? এটা কেমন সভ্যতা বাপু, ঐ এক চীনেমাটির পাত্তরে পেচ্ছাব করা?

ম। যা বলেছেন। ওতে সেই স্বাধীনতা নেই।

[একটু সময় দুজনেই চুপ।]

প। জান, কেউ মনমরা হয়ে থাকলে আমার খারাপ লাগে। আমি তাই সবসময় নজর রাখি। আমার লোকজনের যেন সবসময় মনে ফুর্তি থাকে। কেউ গালে হাত দিয়ে ভাবছে দেখলেই আমার মেজাজটা কেমন খিঁচরে যায়।

ম। যাবেই তো। আমিও বুঝি না, এখানকার জন-মজুরদের এই হাল কেন। হাড্ডিসার চেহারা। নোংরা। আসল যা বয়স, তারচেয়ে অন্তত বিশ বছর বেশী মনে হয় সবাইকে। আর, সব ব্যাটারা খালি গায়ে ঘুরে বেড়ায়। বাড়ীতে লোকজন এলে যে একটু রেখে ঢেকে চলবে, তা না। বাইরের লোক সব দেখলে কী ভাববে বলুন দেখি?

প। ভাববে লাহাবাড়ীতে ওরা খেতে পায় না।

ম। আরে বাপু, আমি বলি, খিদের জ্বালায় তো জন্মের থেকেই মরছিস। এখনও সহ্য হলো না! শরীরের নাম মহাশয়, আর সামান্য খিদে, তাই সয় না! শুনেছি, সেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর লোকে বেশ কিছুকাল সুখে ছিল। খাবার লোক তো কিছু কমেছিল, তাই সুখে ছিল।

প। তাই বলে তো আর মানুষ মেরে কমানো যায় না!

পঞ্চলাহা ও মতির হিমালয় অভিযান

[লাহাবাড়ীর এক ঘর। পঞ্চ লাহার মাথায় ভেজা গামছা চাপানো। হিসাব দেখছে, মেজাজ তিরিক্ষি। গজা দাঁড়িয়ে। হাতে একটা গামলা, তাতে আর একটা গামছা ভেজানো।]

প। ঐ দারোগাটা যদি আবার এবাড়ী থেকে আধঘণ্টা ধরে ট্রাঙ্ককল করে, তবে এই বলে রাখছি, আমি বিয়ে ভেঙে দেব। বলি ট্রাঙ্ককলের পয়সা আসে কোত্থেকে? যত সব! বিয়েতে এক গাদা টাকা খরচা করছি, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু এইসব উটকো খরচ বড্ড গায়ে লাগে। মাথায় রক্ত উঠে যায়। আর এই দেখ—অর্দ্ধেক ডিমই নাকি ভেঙে গেছে। বলি আমাকে কি এখন ঐ হাঁস-মুরগীর ঘরেও গিয়ে বসে থাকতে হবে?

[যমুনা এল।]

য। পুরুত ঠাকুর আর উকিল মশাই এয়েছেন।

প। বলে দাও, দেখা হবে না। আমার মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। ভেজা গামছা মাথায় দিয়ে নিউমুনিয়া হবার যোগাড়। এখানে আসতে বল।

[উকিল আর পুরোহিত এল। যমুনা তাড়াতাড়ি চলে গেল।]

পু। এইযে লাহা মশাই। ভাল আছেন তো! উকিলবাবুর সাথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তাই ভাবলাম। যাই একটু লাহামশাই এর খোঁজটা নিয়ে আসি।

উ। কালকের রাতটা যা গেছে।

প। আমি আয়ানের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছি। ওর খবরই তো নিতে এসেছেন আপনারা। ও মাপ চেয়ে নিয়েছে, ঝঞ্ঝাটও চুকে গেছে।

উ। সে তো হল গিয়ে আপনার পারিবারিক ব্যাপার। কিন্তু, তা ছাড়াও একটা কথা ছিল। বেশ জরুরী কথা।

প। তা অত ভণিতার দরকার কী? খুলে বলুন। ক্ষতিপূরণ করতে হবে? দেব। ঝেড়ে কাশুন।

উ। সব ক্ষতি কি আর টাকা দিয়ে পূরণ হয়?

পু। কথাটা ঐ সুরেনকে নিয়ে।

প। সুরেনকে নিয়ে আবার কী হল?

উ। সে সময় আপনি বলেছিলেন, ওকে তাড়াবেন, লোকটা সুবিধার নয়। ঝাণ্ডাবাজ। ও এগাঁয়ে থাকলে, গ্রামের অমঙ্গল।

প। আমি তো বলেছি। ওকে ছাড়িয়ে দেব।

পু। বলেছেন তো, কিন্তু করছেন কৈ?

প। কী, সুরেন যায় নি? গজা, সুরেন কে ছাড়ানো হয়নি?

গ। না।

প। সেকি?

গ। আপনিই তো ওকে সেদিন ফিরিয়ে আনলেন গাড়ীতে করে। তারপর তাকে দশটা টাকা দিয়ে বললেন, ওকে যেতে হবে না।

প। ব্যাটার আস্পর্ধা তো কম না! দশটা টাকা নিল! ওদিকে আমি ওকে একশোবার বলেছি, বাপু তোমার কাজ শেষ। তুমি এবার বিদেয় হও। যমুনা! [যমুনা এল।] সুরেনটাকে ডেকে পাঠাও তো, এক্ষুণি আসতে বলবে। [যমুনা চলে গেল।] ঃ:, মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে!

পু। একটা বড়িটড়ি খেলে পারতেন। কাল রাতে একটু বেশী নেশা করে ফেলেছিলেন।

প। ঠিক বলেছেন। একটু বেশী নেশা করে ফেললেই এমন সব কাণ্ড করে বসি। আর ঐ ব্যাটাকে জেলে দেয়া দরকার। ব্যাটা আমার ভালমানুষীর সুযোগ নিয়েছে।

উ। আমরা তো চিনি আপনাকে। আপনার মত মানুষ আর কটা আছে বলুন! এমন কাজ আপনি ঐ নেশার ঝোঁকে করে ফেলেছেন।

প। কি সংঘাতিক কথা! এখন আমার মান সম্মান নিয়ে টানাটানি। মুখ দেখানো দায়!

উ। না। । ও নিয়ে আর চিন্তা করবেন না।

পু। ওরকম হয়ে যায় মাঝে মধ্যে।

প। না, না। ওকথা বলবেন না। এরকম হতে থাকলে আর ভদ্র সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। তার ওপর সামনে ভোট। আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। মদ, মদ আমার সহ্য হয় না, গজা।

উ। তাহলে আপনি ঐ সুরেনকে আজই বিদেয় করছেন?

প। আজই।

পু। ও ব্যাটা আবহাওয়াটাই বিষাক্ত করে তুলেছে।

প। আমি কথা দিচ্ছি, ও ব্যাটাকে আজই তাড়াবো। আপনারা কিন্তু দেখবেন, ভোটটা যেন ভাল ভাবে পার হয়।

পু। সে আর বলতে। আপনি হলেন গিয়ে সদাশিব লোক।

উ। চলুন তাহলে আমরা যাই।

পু। ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। ইচ্ছাটাই বড় কথা। আমরা তাহলে আসি?

উ। ভাল কথা, আপনার ঐ ড্রাইভারটাও যেন কেমন। ওর ব্যাপারেও একটু ভেবে দেখবেন! ওর চানচলন আমার পছন্দ না। [দুজনে চলে গেল।]

প। গঙ্গা, আমি আর মদ ছোঁব না। কক্ষনো না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি। আর, পঙ্কু লাহার কথার নড়চড় হয় না। যা, বোতলগুলো নিয়ে আয়, সব কটা। ওগুলোকে এখনই ভেঙে গুঁড়ো করবো। একটা একটা করে। দামের কথা ভেবে লাভ নেই, আমার এই জোতদারী যেতে বসেছে, সে কথা ভাবতে হবে।

গ। আনছি। কিন্তু, পারবেন তো?

প। পারবো না মানে? সুরেনের এই কেচ্ছার পরেও! যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আর না। আর ঐ মতিকেও ডেকে পাঠা, ও ব্যাটাই আমার শনি।

[গঙ্গা চলে গেল। সুরেন তার বাচ্চাদের নিয়ে এল।]

প। তোমার সঙ্গে আমার কথা হবে। ওগুলোকে নিয়ে আসতে কে বলেছে?

সু। আমি জানি আপনি কেন ডেকেছেন। তাই ওদের সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। ওরা দেখুক, ক্ষতি হবে না।

প। জানই যদি তবে আর এসেছ কেন। সোজা পথ দেখলেই তো পারতে!

[মতি এল।]

ম। আপনার মাথার যন্ত্রণা কমেছে, হুজুর!

প। এই হারামজাদাই যত নষ্টের গোড়া। আবার আমার পেছনে লেগেছ! কালই তোমাকে বললাম না, এরকম করলে তোমার চাকরী যাবে, মাইনেও দেব না?

ম। আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।

প। চোপরাও! তোমাকে আমি চিনি। সুরেন তোমাকে কত দিয়েছে?

ম। কী বলছেন হুজুর, বুঝতে পারছি না।

প। বুঝতে পারছ না, ন্যাকা! তোমাদের দুজনের মধ্যে সাট আছে, তা বুঝি আমি জানি না! তুমিও বেটা ঝাণ্ডাবাজ। আর তাই ঐ সুরেনকে যাতে জবাব না দিই, সেই ব্যবস্থা করেছ। অস্বীকার করবে?

ম। আমি তো হুজুর আপনি যা বলেছেন, তাই করেছি।

প। কি বলছি না বলছি, তা তোমার একটু বিচার করা উচিত ছিল না?

[গঙ্গা এল একঝুড়ি বোতল নিয়ে, পেছন পেছন যমুনা। ওর হাতেও কয়েকটা বোতল।]

প। তোমরা কেবল তালে থাক, কখন আমি একটু নেশা করবো। ব্যাস্, সাথে সাথে শুরু হবে তোমাদের সব কারসাজী! ওসব আমি বুঝি। ওসব আর চলবে না। এবার আমি নিজে হাতে এগুলো সব নষ্ট করবো। [মতিকে] তোমার চোখের সামনে সব আছড়ে ভাঙবো। আমি নেশা করলে, তোমার পোয়া বারো। মজা দেখাচ্ছি এবার।

ম। বলুন হুজুর, আমি ফেলে দিই।

প। খুব মজা, তাই না? অমন দামী জিনিষ! [একটা বোতল তুলে নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে] ফেলে দেয়ার নাম করে নিজে গেলা, এই তো!

ম। বেশীক্ষণ ওদিকে তাকাবেন না, ফেলে দিন জানালা দিয়ে।

প। ঠিক বলেছিস্। [মতিকে] আমাকে আর মদ গেলাতে পারবে না। হারামজাদা, তোমার মজা আমি বার করবো। কাজের বেলায় লবডঙ্কা। পেটপুরে খাচ্ছ আর মজাসে ঘুরে বেড়াচ্ছ। আগাছা কোথাকার। তোমার জন্যে আমি মুখ দেখাতে পারি না। কতকগুলো ভদ্দরলোককে কাল না হোক অপমান করলাম, তাও তো তোমার জন্যেই। তোমাকে আমি পুলিশে দেব। [কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক ভাবে বোতলটা খুলল।] এখন বুঝতে পারছি, তোমার হাঁড়িতে কালি পড়ে না কেন। সবাই খারাপ। আর আমার মতি সরকার ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। [মতি একটা গ্লাস এগিয়ে দিল। পঙ্ক অন্যমনস্ক ভাবে সেটা নিয়ে তাতে মদ ঢালতে ঢালতে] আমি বুঝিনা কিছু, তাই না? ঘাসে মুখ দিয়ে চলি। ভেবেছ, তোমার ঐ "আজ্ঞে হুজুর, হ্যাঁ হুজুর" দিয়েই আমাকে ভুলিয়ে রাখবে!

গঙ্গা। বাবু, কি করছেন!

প। ভয় নেই, ভয় নেই। একটু চেখে দেখছি। দোকানদার ব্যাটা অতগুলো টাকা নিল। ঠিক মালটা দিয়েছে কিনা, দেখব না! [মতিকে] কিন্তু বাছা, তোমাকে আমি প্রথম নজরেই চিনেছি। হাতেনাতে ধরবো বলে বসে ছিলাম, তোমার সঙ্গে বসে মদ খেয়েছি। [মদ খেল।] তুমি কিছু বুঝতেও পারনি। তুমি ভেবেছিলে,

আমাকে মদে ডুবিয়ে রেখে মজাসে রাজত্ব করবে। ভেবেছ আমি কিছু বুঝি না? [আবার মদ ঢালল, খেল।] হারামজাদা, তোমাকে আমি হাতেনাতে ধরে ফেলেছি। [মদ খেল] তবে তুমি লোকটা তেমন খারাপ না। সেকথা স্বীকার করতেই হবে।

গ। বাবু, আপনি কিন্তু নেশা করতে শুরু করেছেন।

প। নেশা? একটা কি দুটো বোতল খাওয়াকে তুই নেশা বলিস? [আর একটা বোতল নিল। খালি বোতলটা দিল গঙ্গাকে।] গুঁড়ো করে ফেল এটাকে। হাঁ করে দেখছিস কী? এক কথা বারে বারে বলতে আমার ভাল লাগে না। যা, পালা! [গঙ্গা আর যমুনা মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল।] বড্ড ছোট মন তোদের। নীচু মন। [সুরেনের বাচ্চাদের] চুরি করবি, ডাকাতি করবি, ঝাণ্ডাবাজী করবি। কিন্তু দেখবি মনটা যেন ছোট না হয়, নজরটা যেন নীচু না হয়। [সুরেনকে] তোমার বাচ্চাদের একটা উপদেশ দিলাম। [মতিকে] বোতলটা খোল।

ম। মালটা ঠিক আছে তো? [বোতল খুলে পন্তুকে দিল।]

প। ঠিক থাকবে না মানে? পয়সা দিয়ে কিনি নি? কার ঘাড়ে কটা মাথা, যে পন্তুলাহাকে ঠকাবে? আরে, তুমিতো দেখছি আচ্ছা বে-আক্কেলে হে! নিজে খালি হাতে দাঁড়িয়ে আছ! একটা বোতল নেবে তো! সুরেনকে দাও একটা।

ম। তাহলে সুরেন থাকবে?

প। ওকথা না তুললেই হত না? নিজেদের মধ্যে বসে একটু মাল খাচ্ছি, এখন ওকথা বলতে ভাল লাগে? লাহা বাড়ীতে সুরেনকে ধরে রাখি সে সাধ্য আমার নেই। ওর কত কাজ। ওকে যে দেশের কাজের জন্য পাঠিয়েছে ভগবান। ওকে আটকে রেখে শেষে পাতক হব?

সুরেনের বড় বাচ্চা। আমরা এখানেই থাকব।

প। না। সুরেন যাবে। পৃথিবীর কোনও শক্তিই ওকে আটকে রাখতে পারবে না। [কথা বলতে বলতে আলমারী থেকে টাকা বার করে আনল] এই নাও ভাই।

[সুরেন টাকা না নিয়ে বাচ্চাদের বলল।]

সু। চল যাই এখান থেকে। [ওরা চলে গেল।]

প। আমার হাত থেকে ও টাকা নিল না! দেখলে? পন্তুলাহাকে ও ঘেন্না করে। আমার টাকা ও ছোঁয় না। [কথা বলতে বলতে আবার

টাকা রেখে দিল আলমারীতে।] সুরেন হচ্ছে মহাপ্রাণ। এই লাহাবাড়ী ওর কাছে তুচ্ছ। সেই ভাল। ও যাক, দেশ কাঁদছে ওর জন্য। [মদ খেল।] কিন্তু, এই তুমি, আর এই আমি, আমরা অন্য রকম। তুমি হলে আমার বন্ধু, তুমি আমার গুরু। তুমি দেবে আমাকে পথের ঠিকানা। তোমাকে দেখলেই আমার গলা শুকিয়ে ওঠে। কত দিই তোমাকে মাসে?

ম। দুশো।

প। ওটা আড়াইশো করে দিলাম। তোমার কাজে আমি সত্যিই খুশী। আমার কি ইচ্ছা করে, জান মতি?

ম। কী?

প। ইচ্ছা করে, তোমাকে নিয়ে একবার হিমালয়ে যাই। হিমালয়ে উঠে তোমাকে দেখাই, কোন দেশে তোমার বাস। দেখলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে, এমন সুন্দর সে দৃশ্য। উঠবে হিমালয়ে?

ম। আপনি বললেই উঠব।

প। ওঠা যায়, মনে মনে। কিম্বা, বানালেও হয়। দুচারখানা চেয়ার সাজিয়েই বানানো যায় হিমালয়। বানাবে?

ম। হুকুম করলেই বানাই।

প। বানানো তো কঠিন কিছু না। কিন্তু, খানিকটা কল্পনা করে নিতে হবে। পারবে?

[মতি চুপ।]

প। বানাই তো আগে, তারপর দেখা যাবে। চেষ্টা করতে দোষ কি! বানাও। বেশ উঁচু করে বানাবে। একেবারে এভারেষ্ট। নইলে ভাল দেখা যাবে না।

ম। বানাচ্ছি। কিন্তু সূর্য ডোবার আগে শেষ করতে পারলে হয়। উঁচুতো কম না!

প। আমার কথামত কর, সবচেয়ে ভাল হবে। [পন্তুর কথা মত মতি কাজ করতে লাগল।] টেবিলটা মাঝখানে আন, একা পারবেনা, আমি ধরছি। ব্যাস্, এবার কটা চেয়ারটেয়ার নিয়ে এস। আরে আরে, অমন হিমালয় দিয়ে কী হবে, যা কাজে লাগবে না? উঠতে হবে তো! ওঠার রাস্তা কই? ভগবান ভুলে গেছিল বলে কি আমরাও ভুলে যাব? একটু পাকাপোক্ত রাস্তা চাই। আমার ভার বইতে হবে তো! তোমার মাথা কিচ্ছু নেই। আরে বাবা, কাজ করলেই হয় না।

ম। এই নিন। আপনার হিমালয়। ভগবানের চেয়ে ভাল তৈরী করেছি। রাস্তা সমেত। ভগবানের আর দোষ কি, তাঁর সময়ই ছিল না। তাড়াহুড়ায় সেরেছেন। এদিকে আপনাদের জন্য জনমজুর তৈরীর তাড়া ছিল। তাতেও তো সময় কম লাগেনি।

প। [উঠতে উঠতে] এবার হাতপা ভাঙবে।

ম। আপনার যা অবস্থা, তাতে আমি না ধরলে আপনি শুকনো মাটিতেই পড়ে হাতপা ভাঙবেন। [পল্টুকে ধরল।]

প। সেইজন্যই তো তোমাকে সঙ্গে নিচ্ছি। তাছাড়া অমন সুন্দর দৃশ্য, সেটাও তোমার দেখার দরকার। সার্থক জনম তোমার জন্মেছ এই দেশে। ভুলে যেও না সেকথা।

ম। আজ্ঞে না, ভুলবো না। জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।

প। চল, এবার ওঠা যাক। এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। ইহার শিখরদেশে সতত সঞ্চরমান জলধর পটল সংযোগে নিরন্তর—মতি, তেষ্টা।

ম। আনছি হুজুর। [নেমে এসে একটা বোতল নিয়ে আবার উঠল।]

প। [বোতলটা নিয়ে] দেখছ মতি, সামনে সমতলভূমি। গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। ওপাশ থেকে ব্রহ্মপুত্র এসে মিশেছে? দেখছ?

ম। চেষ্টা করছি হুজুর।

প। ঐ দেখ সুন্দরবন, তারপর বঙ্গোপসাগর। ছোট ছোট নৌকায় চলেছে মাঝিরা সুন্দরবনে। দেখতে পাচ্ছ?

ম। পাচ্ছি হুজুর। পঞ্চাশটা নৌকো।

প। অন্ততপক্ষে ষাটটা। শব্দ শুনতে পাচ্ছ? ট্রেন যাচ্ছে। না, ওটা আসছে। একটু কান খাড়া করলে শুনতে পাবে, ট্রেনের মধ্যে মধুর হাঁড়িতে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ।

ম। কানটা হুজুর খুবই খাড়া করতে হবে।

প। এবার বাঁদিকে তাকাও। কী দেখতে পাচ্ছ?

ম। তাইতো? কী দেখতে পাচ্ছি?

প। যতদূর চোখ যায়, সব আমার সম্পত্তি। ধানিজমি, শালবাগান। চালকলটা খাসা দেখাচ্ছে। ঐ ধান যখন পাকবে, দেখবে, মনে হবে কে যেন সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছে। "আমার সোনার বাংলা—"

[গঙ্গা-যমুনা এল।]

গঙ্গা। হায় ভগবান!

ম। আমরা হিমালয়ে উঠে মাতৃভূমি দেখছি।

প। গলা ছেড়ে গান গাও, দেশটাকে ভালবাস না? [মতি ছাড়া আর সবাই গান ধরল]

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।"

প। বুকটা জুড়িয়ে গেল, না মতি?

ম। গেল হুজুর, আপনার জমি দেখেই বুক জুড়িয়ে গেল।

মতির পলায়ন

[লাহাবাড়ীর সামনে। সুটকেশ হাতে মতি এল, পেছনে যমুনা। যমুনার হাতে একটা কাগজের প্যাকেট।]

য। এই নাও মতি, এতে কটা রুটি আছে। পথে কাজে লাগবে। একটু বসে গেলে পারতে, বাবু উঠলে অন্তত মাইনেটা নিয়ে যেতে পারতে।

ম। সে ঝামেলায় কাজ নেই। কাল রাত্রে এত মদ গিলেছে যে, শেষ রাতের দিকে আমাকে অর্ধেক সম্পত্তি দান করে বসে আছে। লিখে-পড়ে দিয়েছে। তার একটা নকল জমা দিয়েছে গঙ্গার কাছে, একটা রেখেছে নিজের কাছে। গঙ্গা আবার সাক্ষী।

য। মাইনের টাকা নাহলে চলবে কি করে তোমার ?

ম। আমার এমনিতেও চলে না, ওমনিতেও না। ওসব ভেবে লাভ নেই। ওকটা টাকার আশায় থাকলে জেলে গিয়ে ঘানি ভাঙতে হবে। নেশা কাটলেই সর্বনাশ, আর নেশা তো কাটবেই।

য। তোমাকে ছাড়া বাবুর অসুবিধা হবে। তোমার সঙ্গে বনেছিল ভাল।

ম। বাবুদের আবার বনাবনি। আমার বাপু আর পোষাচ্ছে না। অত ঝামেলার চাকরীতে আমার কাজ নেই। যাই এবার।

য। এস! [ফুঁপিয়ে উঠে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ভেতর দিকে ছুটে গেল।]

ম। [দু-এক পা এগিয়ে গান ধরল।]

হল সময় বিদায় নেবার,
মতি তোমার চলল এবার।
লাহাপুরে এই লাহাবাড়ী,
পল্টলাহার এই জোতদারী।
অদ্ভুত স্বপ্ন সব সেকথা তো জানি,
তবু সবই তোমার 'কু' সেকথা না মানি।
মদ খেলে তো মানুষ তুমি,
(শুধু) নেশার ঘোরেই মানুষ তুমি।
(কিন্তু) নেশা যে ভাই কাটবেই,
হিসেব নিকেশ আনবেই।
রক্তরাঙা চোখের ফাঁদে
চাকরা সব বৃথাই কাঁদে।

বলতে পার, বড়লোকরা মোটর কেন চড়বে ?
গরীব কেন সেই মোটরে শুধুই চাপা পড়বে ?
ওরা সবাই ভোজের পাতে ফেলবে লুচি মিষ্টি,
আমরা পাইনা একবেলা ভাত, এ-ও খোদারই সৃষ্টি ?

এবার   তোমরা আমায় বল দেখি,
         তেলে-জলে মিশ খায় কী ?
শোন   ভালো মালিক কোথায় মেলে
         এই তোমাদের যাচ্ছি বলে।
যখন   নিজেই নিজের মালিক হবে
         মালিক ভালো তখন পাবে।

মতির প্রস্থান

যবনিকা

গান

মুখবন্ধ

[গয়লা মেয়ের গান]

শুন ওগো সুধীজন শুন দিয়া মন।
আজিকে শুনাব মোরা শ্রীলাহার কথন॥
শ্রীলাহা পল্টুলাহা মস্ত জোতদার।
চলনে বলনে যেন কিম্ভুত জানোয়ার॥
মোটা মানুষ মোটা গল্প মোটা রঙ্গরস।
এখানে পাবে না তাই বুদ্ধির জুলস॥
চাঁছা-ছোলা হয়নি কো, পড়েনি পালিশ।
ঘুমায়ে পড়োনা তবু মাথে দিয়া বালিশ॥
মাঝে মধ্যে লাগে যদি অসহ্য উৎকট।
মাপ করে নিও ভাই, নায়ক যে বিকট॥
শেষ নাই গুণসাগরের মোদের এই নায়কের
শেষ নাই কভু তাই এইসব নাটকের॥
যদি পার বলে যেও শেষটা কোথা পাই।
সুন্দর মধুর শেষ চাইই, চাই, চাই॥

(১)

মদির রজনী তিন কাটায়ে উঠিলা প্রভু
বাহিরে বসিয়া (চাকর) মতি।
এমন মধুর দিন কেহ তো দেখেনি কভু
হৃদয়ে সুখের জ্যোতি।
মালিক যায় যে চলে চাকরে ধরিয়ে হাত
দিল না একটি কড়ি।
সেলাম জানাতে ভুলে বেয়ারা তাই কুপোকাৎ
কপালে এই ছিল হরি!

(২

শ্রীরাধার এ উপাখ্যান
কি আর গাহিব গান!
মতিরে ডাকিয়া ঠারে
কহিলা সোহাগ ভরে,
এসোনা, বোসতো দেখি,
(শুনেছি) তুমিও মানুষ নাকি!

(৩)

সকালে উঠিয়া পন্ত পথে পথে চলে
হেনকালে গ্রামপথে মেয়ের দেখা মেলে।
পন্ত ডাকিয়া কয়, এসো হে এস সবাই,
তোমাদের নিয়ে আমি হারেম বানাই।
মোর কাজে শুধুই ভোরে বিছানা ছাড়িবে?
এস তবে মোর সাথে বিছানায় শুইবে।

(৪)

লাহাবাড়ীর স্নানঘরে সে এক কাণ্ড,
এমন কেচ্ছার কাজ দেখেনি ব্রহ্মাণ্ড।
মেয়ের সঙ্গেতে চাকর সেথায় একেলা,
জামাই ভাবিয়া আকুল, এ কি ঝামেলা।
পন্ত হাঁকিয়া কয়, চুপ কর, চুপ!
টাকায় ঢাকিয়া দিব সামান্য ঐ খুঁত্।

(৫)

এক বাণ্ডিল কনেবৌ শ্রীপল্টু লাহার
নিমন্ত্রিত আসিয়াছে করিবে আহার।
ছুটিয়া আসিয়াছে বহু প্রান্তর ঠেঙাইয়া,
নদী-নালা, পাহাড় পর্বত ডিঙাইয়া।
পল্টু কহে—সে কথা ঠিক, করেছি ইয়ে,
তাই বলে, ছি-ছি-ছি, করতে হবে বিয়ে!
ওহে ও কনে বৌরা—
জাননা তোমরা জাননা, ভেড়ার লোমে কম্বল হয়?
কিন্তু দেখেছ কোথাও, ভেড়াকে কেউ কম্বল দেয়?

(৬)

দারোগা জামাই এসেছে চলে, লাহাবাড়ীতে বিয়ে,
পুলিশ সাহেব সাথে এসেছে, আর এসেছে ইয়ে—
এম—এল—এ।
কলের গানের চাট্ দিয়ে ভাই গিলছে মদ পল্টুলাহা,
গানের তালে খ্যামটা নাচে গঙ্গা-সুরেন-মতি আহা—
বা—হি—রে।
এক বোতলে ডুবে মরে পল্টু মোদের জোতদার
হঠাৎ রুখে দাঁড়ায় উঠে দেখার মত মূর্তি তার।
রা—ধি—রে!
গঙ্গা ফড়িংকে দেবনা দেবনা মেয়ে।
মতিভাই, মানুষ তুমি। রাজকন্যাকে করবে বিয়ে?
মতি বলে গর্বভরে, রাজকন্যায় কাজ নাই,
চাকরী করি, চাকর আমি, রাজভোগ কোথা পাই!